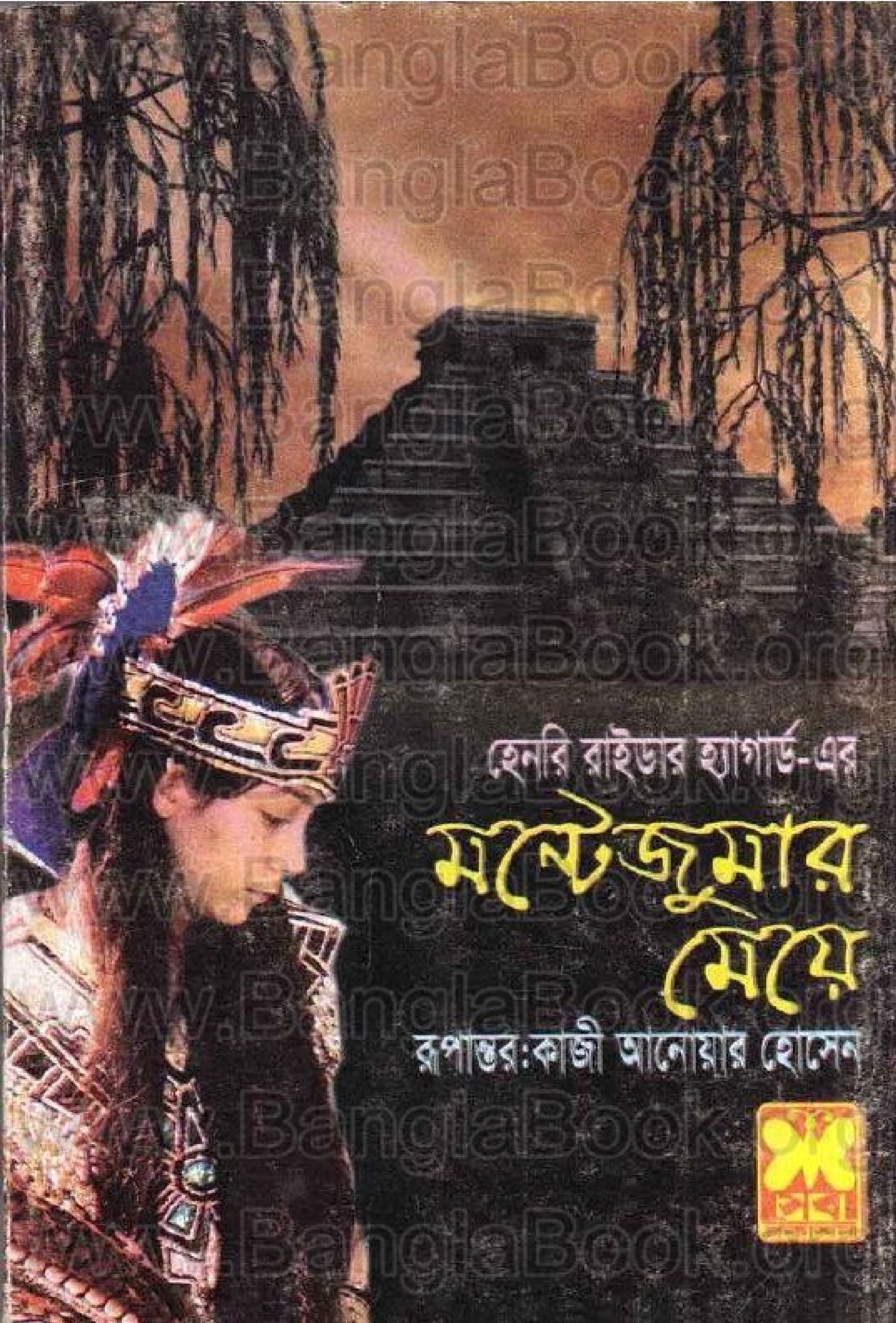
হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর
মন্টেজুমার মেয়ে
রূপান্তর: কাজী আনোয়ার হোসেন

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের

মন্টেজুমার মেয়ে

রূপান্তর : কাজী আনোয়ার হোসেন

ইংল্যান্ডের নরফোক কাউন্টির ডিচিংহাম ডিস্ট্রিক্টে শান্তিতেই কাটছিল আমাদের জীবন, এমনি সময়ে স্পেন থেকে এক লোক এসে খুন করল আমার মাকে। আমি তখন সদ্য প্রেমে পড়া তরুণ, ডাক্তারি শিখছি। আমাকেই ছুটতে হলো হত্যাকারীর পিছনে। তারপর? তারপর ঘটনার পর ঘটনা, বিপদের পর বিপদ।

কেউ বিশ্বাস করবে, দুই-দুইবার নরবলির পাথর থেকে বেঁচে ফিরে এসেছি আমি? বিশ্বাস করবে, এই আমি পুরো একটি বছর দেবতা ছিলাম অ্যাযটেকদের? বিয়ে হয়েছিল আমার সম্রাট মন্টেজুমার মেয়ের সঙ্গে? বিশ্বাস করবে, একমাত্র আমারই জানা আছে কোথায় লুকানো রয়েছে মন্টেজুমার বিপুল ধন-সম্পদ, সোনা? নির্মম নির্যাতন করেও স্প্যানিয়ার্ডরা আমার মুখ থেকে বের করতে পারেনি সেই গুপ্তধনের খবর। আপনিই শুধু জানবেন কোথায় কীভাবে পুঁতেছি আমরা ওগুলো। হ্যাঁ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

এক

এই যে আজ আমি, অশীতিপর বৃদ্ধ টমাস উইংফিল্ড, নরফোক কাউন্টির ডিচিংহাম ডিস্ট্রিক্টে আমার গ্রামের বাড়িতে বসে নিজের জীবনের চমকপ্রদ, রোমহর্ষক, অবিশ্বাস্য কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে চলেছি, তার উপযুক্ত কারণ আছে।

বছর দশেক আগে আমাদের কাউন্টিতে হরিণ শিকারে এসে এই অধমকে নরউইচে ডেকে পাঠিয়েছিলেন হার মেজেস্টি রানি এলিজাবেথ। তিনি নাকি লোকমুখে আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা শুনেছেন, এইবার সুযোগ পেয়ে সামনাসামনি সেইসব রোমাঞ্চকর কাহিনী আমার মুখ থেকে শুনতে চান। বিশেষ করে, কর্টেয যখন অ্যানাহুয়াক (বর্তমান মেক্সিকো) আক্রমণ করে দখল করে নিল, সেই সময়ে নিজ চোখে দেখা যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনা ও আমার প্রত্যক্ষ ভূমিকার বিবরণ শোনায় তাঁর আগ্রহ।

সালটা ছিল ১৫৭৮। মহারানি ডাকলে যেতেই হয়। গেলাম। কিন্তু আমার গল্প শুরু হতে না হতেই খবর এল, হরিণের পাল দেখা গেছে কসি-তে। শুনেই ছুট দিলেন রানি। যাবার আগে বলে গেলেন, আমার উচিত ওই বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা বই লিখে ফেলা। তিনি পড়বেন সেটা, এবং যা শুনেছেন, ঘটনা যদি তার অর্ধেকও আকর্ষণীয় হয়, তা হলে স্যর উপাধি দিয়ে সম্মানিত করবেন আমাকে।

আমি হাসিমুখে তাঁকে বললাম, রানির আদেশ শিরোধার্য।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যদিও কলম চালনায় আমার সামান্য দক্ষতাও নেই, তাঁর নির্দেশ আমি পালন করবার আপ্রাণ চেষ্টা করব। এই বলে মস্ত একটা মহামূল্য এমারেল্ড উপহার দিলাম তাঁকে। যে হার থেকে এটা খুলে এনেছি, সেটা একদিন শোভা পেয়েছে সম্রাট মন্টেজুমার মেয়ে এবং তার আগে অন্যান্য আরও অনেক সম্রাজ্ঞী ও রাজকুমারীর কণ্ঠে। বিস্মিত দৃষ্টিতে রত্নটা দেখলেন, তারপর ওটা আমার হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিলেন রানি। লক্ষ করলাম, হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে আছেন তিনি ওটা, চোখ দুটো ওই উজ্জ্বল পাথরের মতই ঝিকমিক করছে। মুঠো করা হাতের শক্ত পিঠেই চুমো খেয়ে বিদায় নিলাম। তাঁকে আর বললাম না, বহুবছর অ্যানাহুয়াকের অত্যন্ত প্রভাবশালী, সম্ভ্রান্ত এক পাহাড়ি গোত্রের রাজকুমার ছিলাম আমি, 'সার' উপাধির প্রতি বিন্দুমাত্র মোহ আমার নেই।

রানির ইচ্ছের কথা ভুলিনি আমি। বহুবার মনে হয়েছে জীবন ও কাহিনী একইসঙ্গে শেষ হয়ে যাওয়ার আগে আমার উচিত কাজটা করে ফেলা; আমার জন্য কষ্টকর হবে, লেখালিখির কাজ করিনি কখনও, কিন্তু কবে ভয় পেয়েছি কষ্টকে? আর কদিন পর তো বিশ্রামের জন্য অনন্ত ছুটি পাচ্ছিই, কাজেই ভয় কীসের!

আসলে আমার প্রিয়তমা স্ত্রীর মুখ চেয়েই এতদিন হাত দিইনি এ লেখায়। ওকে দুঃখ দিতে চাইনি। আমার প্রতি ওর ভালবাসায় সামান্যতম খাদ বা কমতি ছিল না-এইদিক দিয়ে আমি সত্যিই ভাগ্যবান। কিন্তু আমার লেখায় স্বাভাবিক ভাবেই এমন কিছু মানুষের কথা চলে আসবে যাদেরকে সহ্য করা লিলির পক্ষে সম্ভব ছিল না। হয়তো সম্ভব হতে পারত, যদি ওর নিজের ছেলেটা ষাটদিনের মাথায় মারা না যেত, কিংবা আর একটা সন্তান হতো।

ও জানে, সমুদ্রের ওপারে বহুদূরের এক দেশে আমার স্ত্রী-সন্তান ছিল। যদিও আজ তারা কেউ আর বেঁচে নেই, তাদের প্রতি আমার গভীর ভালবাসার কথা জেনে গেছে লিলি একরাতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাকে হাপুস নয়নে কাঁদতে দেখে। স্বপ্নের মধ্যে কাঁদছিলাম আমি, অটোমি ভাষায় কথা বলছিলাম তাদের সঙ্গে। পাশে শুয়ে সব শুনেছিল ও। পরদিন দুঃখ করে আমাকে বলেছিল: আজ এসব কী শুনতে হচ্ছে আমার, টমাস? তোমার প্রতীক্ষায় যৌবন পার করলাম, তুমি আমাকে ভুলে দূর দেশের কোন্ এক জংলী মেয়েকে বিয়ে করেছিলে, জেনেও তো আমি কিছু বলিনি। কিন্তু তার গর্ভের সন্তানদের জন্যে তুমি এভাবে কাঁদাকাটি করলে আমার কেমন লাগে বলো তো? আমার ছেলেটা মারা গেল, আর সন্তান হলো না, সেটা কি আমার দোষ? তা হলে আমার কপালে এই শাস্তি কেন? আমার বাচ্চাটার জন্যে তো তোমার চোখে একফোঁটা পানি দেখিনি কোনদিন?

এরই জন্য গত দশটি বছর লেখার কাজে হাত দিইনি আমি। লিলির মনে কষ্ট দেওয়ার কথা ভাবতেও পারিনি। কিন্তু এবার ক্রিসমাসের দিন সাতাশি বছর বয়সে ও চলে গেল আমাকে ছেড়ে। আমারও সময় হয়ে এসেছে, এখন শুরু না করলে আর কোনওদিনই হবে না লেখা। তাই বসে গেছি কাগজ-কলম নিয়ে।

দুই

যে ঘরে বসে লিখছি তার জানালা দিয়ে সামনে দেখতে পাচ্ছি ওয়েভেনির প্রশান্তি মাখা সবুজ উপত্যকা। ছোট্ট নদীর ওপারে দেখা যাচ্ছে ফুলে ফুলে সোনালী হয়ে থাকা ঝোপঝাড়, প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, তারপর বাঙ্গে শহরের ঘরবাড়িগুলোর লাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টালির ছাদ, মাঝখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে সেইন্ট মেরির গির্জা। আরও দূরে আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে ফ্রিক্সটন অ্যাবির ময়দান আর স্টোয়িয়ির জঙ্গল। ডানধারে ঢালের উপর ওকের সারি, বামে বিস্তীর্ণ জলাভূমি। পিছনে রয়েছে আমার পূর্বপুরুষদের ফুল-ফলের বাগান, এজন্যই লোকে এই বাড়ির নাম দিয়েছে 'গার্ডেনার্স লজ', পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে উঠে গেছে বাগান উপর দিকে।

এই ঘরেই জন্মেছি আমি, এখানে বসে লিখছি, সম্ভবত এই ঘরেই মৃত্যু হবে আমার।

প্রথমে আমার পরিচয়। সাফোকের উইংফিল্ড দুর্গ ছিল আমার পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস। কিন্তু উইংফিল্ডদের সর্বশেষ উত্তরাধিকারিণী সাফোকের আর্লকে বিয়ে করায় আমার জন্মের অনেক আগেই জমিদারীটা চলে যায় এ-অঞ্চলের বিখ্যাত ডি লা পোলদের হাতে।

যাই হোক, অত দীর্ঘ ভূমিকায় না গিয়ে আমার দাদার কথা দিয়েই শুরু করি। তিনি ছিলেন ধর্মভীরু খ্রিস্টান। একমাত্র সন্তান, অর্থাৎ আমার বাবাকে তিনি কখনও বুঝিয়ে, কখনও ধমক দিয়ে, কখনও বা লাঠিপেটা করে ধর্মযাজক বানাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাঙ্গে মোনাস্টারিতে ভর্তি করে দিয়ে যখন দেখা গেল ধর্মকর্মে বাবার মন কিছুতেই বসল না, প্রায়ই রাত-বিরেতে পালিয়ে শহরের মদের আড্ডায় সামিল হয়; তখন তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল তারা। রেগেমেগে মারবেন বলে লাঠি নিয়ে তেড়ে গিয়েছিলেন দাদা, কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি। বাবার বয়স তখন উনিশ, গায়ে প্রচণ্ড শক্তি, মোটা লাঠিটা বাপের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল পঞ্চাশ গজ দূরে।

বাবাকে পথে আনবার শেষ চেষ্টা হিসেবে তাকে স্পেনে সেভিলের মোনাস্টারিতে পাঠাবার প্রস্তাব দিল দাদা। বয়স কম, কঠোর শাসন থেকে দূরে পালাবার সুযোগটা লুফে নিল বাবা,

www.BanglaBook.org

জানত না কী অপেক্ষা করছে ওখানে তার জন্য।

ইয়ারমাথ থেকে জাহাজে উঠে রওনা হলো বাবা সুদূর স্পেনের উদ্দেশে, চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি ফিরে গেলেন দাদা। ঠিক দেড় বছর পর সেভিল থেকে মোনাস্টারির অ্যাবটের চিঠি এল—ওখান থেকে পালিয়ে গেছে আমার বাবা, কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাকে, একেবারে নিরুদ্দেশ। ক্ষোভে, দুঃখে আর হতাশায় মুষড়ে পড়লেন আমার দাদা।

আরও দুটো বছর কেটে গেল, তারপর আবার চিঠি এল স্পেনের সেভিল থেকে। জানা গেল, ধরা পড়েছে বাবা; তাকে বিচারের জন্য হোলি অফিস, অর্থাৎ ভীতিকর ইনকুইজিশনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল; অবাধ্যতার দায়ে নিষ্ঠুর নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে তাকে। খবর শুনে বুক ভেঙে গেল দাদার। ছেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে জোর-জুলুম করে মোনাস্টারিতে ঢুকতে বাধ্য করায় প্রচণ্ড অনুতাপ হলো তাঁর মধ্যে, তাঁর মনে হলো নিজ হাতে খুন করেছেন তিনি তাঁর ছেলেকে।

এর দু'-বছরের মধ্যে মারা গেলেন দাদা। তবে মরার আগে, ছেলে যদি কোনদিন ফিরে আসে, এই আশায় জমিজমা কীভাবে দেখাশোনা করতে হবে লিখে রেখে গেলেন ছেলের জন্য। সবাই বুঝল, ছেলের মৃত্যু-সংবাদ কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি বৃদ্ধ।

দেখা গেল, দাদার মৃত্যুর তিন বছর পর সত্যিই ফিরে এল আমার বাবা। সঙ্গে ফুটফুটে সুন্দরী এক তরুণী। সেভিলের অভিজাত বংশীয়া এই ডনা লুইযা ডি গার্সিয়াই আমার মা।

এই আটটা বছর কোথায় কীভাবে কাটিয়েছে বাবা আমরা জানতে পারিনি। কারণ এই একটি ব্যাপারে মুখ খুলত না আমাদের মা-বাবা। তবে আমি জানি, ইনকুইজিশনের গভীর দাগ রয়ে গেছে বাবার দেহ-মনে। ছোটবেলায় নদীতে স্নান করতে গিয়ে একবার

www.BanglaBook.org

তার হাতের ও বুকের ক্ষতচিহ্নগুলোর কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তার হাসিখুশি চেহারায় সেদিন যে প্রচণ্ড রাগ ও ঘৃণার ছাপ ফুটে উঠতে দেখেছিলাম, সেটা আমি ভুলতে পারিনি কোনদিন।

'পিশাচ!' অনেকটা আপন মনেই বলেছিল বাবা। 'সাক্ষাৎ শয়তানের চেলা! সবকটা নরকের কীট! শোনো, টমাস, স্পেন বলে একটা দেশ আছে–যেখানে তোমার মায়ের জন্ম। ওখানে কিছু ধর্মান্ধ পিশাচ আছে, যারা ধর্ম, মা মেরি আর যীশুখ্রিস্টের নামে নারী-পুরুষকে নির্যাতন করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। ওদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল আমাকে বদমাশের চূড়ামণি এক লোক। এগুলো ওদের অত্যাচারের চিহ্ন। ওরা আমাকে পুড়িয়ে মেরেই ফেলত, যদি না সময়মত তোমার মায়ের সাহায্য পেতাম। কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছি।'

এদিক-ওদিক চেয়ে গলা নামিয়ে বলেছিল, 'তবে এই ব্যাপারে কারও কাছে তুমি কিন্তু ভুলেও টুঁ-শব্দটি কোরো না। এখান থেকেও ওরা আমাকে আবার ধরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে, ওই হোলি অফিসের হাত এতই লম্বা। তোমার চোখ আর গায়ের রং দেখলে যে-কেউ বলে দেবে তুমি অর্ধেক স্প্যানিয়ার্ড। কিন্তু ওদের পৈশাচিক আচার-আচরণকে কখনও স্থান দিয়ো না নিজের ভেতরে। তোমার মা ছাড়া আর সমস্ত স্প্যানিয়ার্ড থেকে সাবধান থাকবে, আর লক্ষ রাখবে তোমার মায়ের রক্ত যেন তোমার ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে। মনে-প্রাণে ইংরেজ হতে হবে তোমাকে–মনে-প্রাণে।'

আমি তখন ছোট, এসব কথার মানে বোঝার বয়স হয়নি। বড় হয়ে তারপর বুঝেছি। এখন আমি জানি, আমার মা শান্তশিষ্ট আর মিষ্টি স্বভাবের হলে কী হবে, আমার ভিতরকার একরোখা ভাব, প্রতিশোধের অদম্য তাড়না, অখ্রিস্টানসুলভ ক্রোধ ও ঘৃণা পেয়েছি আমি আমার মায়ের দিক থেকেই।

আমরা ছিলাম দুই ভাই আর এক বোন। বড় ভাইয়ের নাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেফরি, ছোট বোনের নাম মেরি। সবাই আমরা দেখতে ভাল ছিলাম। ছোটবেলাটা কেটেছে আমাদের অফুরন্ত হাসি-আনন্দে। বাবা কাছে না থাকলে মা আমাকে আদর করে ডাকত: আমার ছোট্ট স্প্যানিয়ার্ড। কথা বলত স্প্যানিশ ভাষায়। কিন্তু বাবা রেগে যাবে বলে তার সামনে বলত ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে। মা কোনদিনই ইংরেজিটা ভাল মত শিখে নিতে পারেনি।

খুব অল্প বয়সেই স্প্যানিশ ভাষা শিখে ফেললাম আমি। ওদের আচার-আচরণও অনেকটা শেখা হয়ে গেল মায়ের বাক্সে লুকানো প্রচুর স্প্যানিশ গল্পের বই পড়ে। মাঝে মাঝে মাকে জিজ্ঞেস করেছি স্পেনে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হয় কি না। ভয়ে কেঁপে উঠত মা একথা শুনলে। বলত, ওখানে তার একজন ঘোর শত্রু আছে, জানতে পারলেই যে খুন করবে তাকে। আমার মনে হতো, স্পেনে গেলেই যে লোকটা খুন করবে মাকে, সেই লোকটাই খুব সম্ভব বাবার সেই বদমাশের চূড়ামণি, যে তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল ধর্ম-পিশাচদের হাতে।

আমার বয়স যখন সাড়ে আঠারো, এক সন্ধ্যায় বাবার বন্ধু স্কোয়ায়্যার বোযার্ড ইয়ারমাথ থেকে বাড়ি ফেরার পথে দেখা করতে এলেন। কথায় কথায় তিনি বললেন, রোডস-এ নোঙর ফেলেছে মাল-সামান ঠাসা একটা স্প্যানিশ জাহাজ। সঙ্গে সঙ্গে কান খাড়া হয়ে গেল বাবার, জানতে চাইল জাহাজের ক্যাপটেনটা কে। বোযার্ড বললেন, সেটা তাঁর জানা নেই। তবে ওই জাহাজ থেকে নেমে আসা একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে দেখেছেন তিনি বাজার এলাকায়; অত্যন্ত দামি পোশাক পরা সুদর্শন এক স্প্যানিশ, কপালের বামপাশে একটা শুকনো ক্ষতচিহ্ন আছে।

কথাটা শোনা মাত্র রক্ত সরে গেল আমার মায়ের মুখ থেকে। নিচু গলায় স্প্যানিশ ভাষায় বললেন, 'ঈশ্বর করুন, লোকটা যেন সে না হয়!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাবার চেহারাতেও ভয়ের চিহ্ন দেখলাম আমি। জিজ্ঞেস করে করে স্কোয়্যারের কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লোকটির চেহারার বর্ণনা জানার চেষ্টা করল বাবা, যদিও খুব বেশি কিছু আর জানা গেল না তাঁর মুখ থেকে। বোযার্ড বিদায় নিতেই ঘোড়া নিয়ে ইয়ারমাথের পথে রওনা হয়ে গেল বাবা।

সেই রাতে একফোঁটা ঘুমাতে পারল না মা। সারাটা রাত বসে থাকল তার নার্সিং চেয়ারে। কী নিয়ে এত চিন্তা করছে জানা গেল না প্রশ্ন করেও। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় যেখানে যেভাবে দেখেছি, সকালে উঠেও দেখলাম ঠিক সেইখানেই সেইভাবে বসে আছে মা।

'খুব সকালেই উঠেছ আজ, মা?' বললাম আমি।

'ঘুমাতে পারলাম না, টমাস,' উত্তর দিল মা। 'বিছানাতেই যাইনি।'

'কেন, মা? মনে হচ্ছে কোনকিছুকে ভয় পাচ্ছ? কীসের ভয়?'

'ভয় পাচ্ছি অতীত আর ভবিষ্যতের কথা ভেবে। তোমার বাবা গেল কোথায়, টমাস? ফিরছে না কেন?'

সকাল দশটার দিকে বাঙ্গে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ওখানে একজন ডাক্তারের কাছে কয়েক বছর ধরে চিকিৎসাবিদ্যা শিখছি আমি তখন। রওনা হবার মুহূর্তে ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ পেলাম। ফিরে এসেছে বাবা। দৌড়ে গেল মা। ঘোড়া থেকে নেমে মাকে আলিঙ্গন করল বাবা। বলল, 'চিন্তা কোরো না, লক্ষ্মী; এ-লোক সেই লোক না। নাম আলাদা।'

'ওর চেহারাটা দেখোনি?' জিজ্ঞেস করল মা।

'না। আমি পৌঁছতে পৌঁছতে জাহাজে ফিরে গেছে। আমি চলে এলাম তোমাকে অভয় দিতে।'

'ওকে তুমি একবার দেখতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত,' বলল মা। 'কে জানে, নাম ভাঁড়িয়ে হয়তো সে-ই এসেছে!'

'কথাটা আমার মাথায় খেলেনি,' বলল বাবা। 'তবে তুমি ভয়

www.BanglaBook.org

পেয়ো না। যদি ও-ই হয়, আর ডিচিংহামে আসার দুঃসাহস দেখায়–তার ব্যবস্থা করবার লোক আছে এখানে: কিন্তু আমি শিওর, এ-লোক সেই লোক না।'

এরপর নিচু গলায় বেশ কিছুক্ষণ কথা বলল বাবা-মা। এখানে আমার কোনও ভূমিকা নেই দেখে আমি আমার লাঠিটা নিয়ে রওনা হলাম, সাঁকো পেরিয়ে চলে যাব নিজের কাজে। পিছু ডাকল মা।

'আমাকে একটা চুমো দিয়ে যা, বাপ,' বলল আমার মা। 'মনটা কেমন যেন করছে রে! মনে হচ্ছে অতীতের কোনও ভূত চেপে বসতে চাইছে আমার ঘাড়ে।'

মা-র গালে চুমু দিয়ে লাঠিটা নেড়ে হাসতে হাসতে বললাম, 'ভূতটাকে আমার লাঠির সামনে আসতে বলো একবার! যদি সে পুরুষ হয়...'

'পুরুষই,' বলল মা: 'তবে অসম্ভব ধূর্ত লোক। লাঠি দিয়ে ওর মোকাবিলা করা কঠিন হবে রে।'

'যত ধূর্তই হোক, প্রাণের মায়া সবারই আছে, মা। লাঠির বাড়া যুক্তি নেই।'

মৃদু হেসে আমার কপালে চুমো দিল মা। বলল, 'শক্তি দিয়ে সব কিছুর সমাধান হয় না রে, টমাস।'

রওনা হয়ে গেলাম। দশ কদম গিয়ে কী ভেবে পিছনে ফিরে চাইলাম। খোলা দরজায় তেমনি দাঁড়িয়ে আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে আমার মা। মাথায় সাদা একটা লেস লাগানো স্কার্ফ জড়ানো, মনে হলো তার মাঝখানে ফুলের মত ফুটে আছে মায়ের সুন্দর মুখটা। কেন যেন মনে হলো আমাকে চিরবিদায় দিচ্ছে আমার মা।

ওই শেষ দেখা আমার মাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিন

বাবার ইচ্ছা আমি চিকিৎসক হই। তাই ষোলো বছর বয়সে নরউইচ থেকে স্কুলের পাট শেষ করে বাঙ্গের এক অভিজ্ঞ ডাক্তার মিস্টার গ্রিমস্টোনের শিষ্যত্ব নিয়েছিলাম। ভদ্রলোক ছিলেন যেমন জ্ঞানী, তেমনই সৎ, নিপাট ভালোমানুষ। পেশাটা আমার খুব পছন্দ ছিল বলে তাঁর তত্ত্বাবধানে খুব দ্রুতই শিখলাম। তিন কি সাড়ে তিন বছরেই তাঁর কাছ থেকে হাতে কলমে যা শেখার শিখে নিলাম আমি। এবার আমাকে উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডনে পাঠাবেন বলে স্থির করলেন বাবা ।

কিন্তু লন্ডনে লেখাপড়া করা ছিল না আমার কপালে। এসে পড়ল সেই স্প্যানিয়ার্ড। সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আর একটা জরুরি কথা সেরে নিই।

যে ভদ্রলোক স্প্যানিশ জাহাজের খবর নিয়ে এলেন, সেই স্কোয়ায়্যার বোযার্ডের ছিল দুই ছেলেমেয়ে। মেয়েটা আমার থেকে সপ্তাহ তিনেকের ছোট, নাম লিলি। ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে খেলাধুলা করেছি আমরা, একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছি অনেকটা ভাই-বোনের মত। কবে যে আমরা পরস্পরকে ভালোবেসে ফেলেছি বলতে পারব না। টের পেলাম যেদিন আমার হাত থেকে ফুল নিতে ওকে লজ্জা পেতে দেখলাম। দুজনেই বুঝলাম, কিন্তু কেউ কাউকে মনের কথা জানাইনি আমরা আরও অনেকদিন।

কিন্তু কপাল মন্দ, হঠাৎ করেই টের পেলাম, আমাদেব

www.BanglaBook.org

মেলামেশা আর পছন্দ করতে পারছেন না ওর বাবা। আমাকে যে অপছন্দ করেন, ঠিক তা নয়। মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার আসল কারণ: দ্বিতীয় পুত্র বলে আমি আমার বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নই। আমার বড় ভাই জেফরির সঙ্গে লিলির বন্ধুত্ব, মেলামেশা বা বিয়েতে তাঁর বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, আপত্তি আমার ক্ষেত্রে। সারাক্ষণ পাহারা দিয়ে রাখেন তিনি মেয়েকে। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, দৈবাৎ কোথাও দেখা হয়ে যাওয়া ছাড়া লিলির সঙ্গে আমার আর যোগাযোগই থাকল না। ছটফট করে মরি, কিন্তু ওর ধারে-কাছে যেতে নিলেও তেড়ে আসেন ওর বাবা।

এই ব্যাপারটা নিয়ে অল্পদিনেই আমাদের দু'-ভাইয়ের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে গেল। বুঝলাম, জেফরিও ভালোবাসে লিলিকে। ও আমার চেয়ে তিন বছরের বড়, তার উপর পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, কাজেই ও ধরে নিয়েছে মেয়েটির উপর ওর দাবিই অগ্রগণ্য। লিলির বাবার প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় পেয়ে ওই বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেছে ও কিছুদিন যাবৎ।

এক রোববার গির্জার দরজায় দেখলাম লিলিকে। জেফরি তখন বেশ কিছুটা দূরে, আমাকে শুনিয়ে মাকে বলল ও আগামী বুধবার বিকেলে হথর্নের ফুল তুলতে যাবে গ্রাবসোয়েলে। কথাটা বলেই চট করে একবার চাইল আমার মুখের দিকে। ওখানে কতবার যে ফুল তুলেছি আমরা দুজন তার ঠিক নেই। আমি জানি ঠিক কোন্ জায়গার কথা বলল ও। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলাম, ওইদিন বিকেলে বাঙ্গের সমস্ত রোগীকে ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিয়ে আমিও হাজির থাকব হথর্ন ঝোপে ছাওয়া গ্রাবসোয়েলে; যদি একা পাই, আর দেরি না করে জানাব ওকে আমার মনের কথা। পরস্পরের মনের কথা আমরা জানি না, তা নয়; তবু স্পষ্ট ভাবে কথা দেওয়া-নেওয়ার দরকার আছে। কারণ, জেফরি যদি আমার আগেই প্রস্তাব দিয়ে বসে, আর ওর বাবা যদি জোরালো চাপ সৃষ্টি করেন, তা হলে অবস্থা কোন্ দিকে মোড় নেবে বা কী ঘটবে বলা

www.BanglaBook.org

যায় না। আমার মনের কথা পরিষ্কার ভাবে জানা থাকলে ওর পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে।

যাক, আগের কথার খেই ধরি আবার। সেই বুধবার মায়ের গালে চুমু দিয়ে লাঠি হাতে রওনা হয়ে গেলাম বাঙ্গের পথে। আমার ডাক্তার গুরু বেশ কয়েকদিন যাবৎ নিজেই অসুস্থ, তাই আমাকেই রোগী দেখতে হচ্ছে; তারপর তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে ওষুধ নিয়ে পৌঁছে দিতে হচ্ছে ঘরে ঘরে। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করলাম, তারপর কাউকে কিচ্ছু না বলে স্রেফ কেটে পড়লাম। ম্যানর হাউস পেরিয়ে গির্জার মোড় পর্যন্ত নরউইচ রোড ধরে দৌড়ে চলে গেলাম, তারপর জোর কদমে হেঁটে পৌঁছলাম ডিচিংহাম পার্কের কাছে। ছোট পাহাড়টার কাছে পৌঁছে হাঁটার গতি কমালাম, কারণ ঘেমে-নেয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে লিলির সামনে যেতে চাই না। জামা-কাপড় থেকে ধুলো ঝেড়ে নিয়ে ধীরপায়ে এগোলাম। এমনি সময়ে দেখতে পেলাম একজন ঘোড়সওয়ার সামনের তেমাথায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে। একবার ডানদিকে ব্রিড্‌ল্‌-পাথের দিকে ফেরে, একবার ফেরে ওয়েভেনি আর ভিনিয়ার্ড হিলসের দিকে—বুঝে উঠতে পারছে না কোন্‌ দিকে যাবে।

একনজরেই বুঝতে পারলাম লোকটা বিদেশী। দীর্ঘকায়, সম্ভ্রান্ত চেহারা, পরনে ভেলভেটের দামি পোশাক, গলায় ঝুলছে একটা সোনার চেইন। বয়স আন্দাজ করলাম: কম-বেশি চল্লিশ বছর। কীসের যেন অশুভ ছায়া দেখলাম লোকটার চেহারায়। সরু, লম্বাটে মুখে বড়বড় চোখ দুটো সোনালী দেখাচ্ছে রোদ লেগে; পাতলা, নিষ্ঠুর দুই ঠোঁট চেপে বসে আছে পরস্পরের সঙ্গে। ভঙ্গিটা বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্যের। বুদ্ধিদীপ্ত কপালটা উঁচু, তবে একপাশে ছোট একটা শুকনো ক্ষতের দাগ। চুল-দাড়ি ঘন, কালো, কোঁকড়া; গায়ের রঙ গাঢ়, অনেকটা আমারই মত।

আমার উপর চোখ পড়তেই বদলে গেল ভদ্রলোকের চেহারা,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রুঠা ভাবটা দূর হয়ে মুখে ফুটে উঠল অমায়িক হাসি। মাথার টুপিটা তুলে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে যা বলল, ইয়ারমাথ শব্দটা ছাড়া আর কিছুই বোধগম্য হলো না আমার। কিছুই বুঝছি না দেখে ইংরেজি ভাষা ও যারা এই ভাষায় কথা বলে তাদের একটা বিশ্রী গালি দিল সে স্প্যানিশ ভাষায়।

'যা বলতে চান স্প্যানিশে বললে আমি হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারব,' ওরই ভাষায় বললাম ওকে।

চমকে উঠল লোকটা। 'আরে! তুমি দেখছি স্প্যানিশ জানো!' বলে ভাল করে তাকাল আমার দিকে। 'অথচ দেখাই যাচ্ছে তুমি স্প্যানিয়ার্ড নও, যদিও তোমার চেহারায় স্প্যানিশ ছাপ স্পষ্ট। তাজ্জব কারবার!'

'হতে পারে,' বললাম আমি। 'তবে আমি একটু তাড়াহুড়োয় আছি, কী জানতে চান দয়া করে বলে ফেলুন।'

'তোমার ব্যস্ততার কারণটা বোধহয় আমি বুঝতে পারছি,' বলে হাসল বিদেশী লোকটা। 'সাদা কাপড় পরা এক সুন্দরী তরুণীকে দেখলাম একটু আগে ওই নদীর ধারে।' মাথা নেড়ে গ্রাবসোয়েলের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ইয়াংম্যান, বয়স্ক একজনের পরামর্শ শুনে রাখো: ওদের থেকে সাবধান! যত খুশি খেলাও, কিন্তু ভুলেও বিশ্বাস কোরো না ওদের, আর কিছুতেই বিয়ে করতে যেয়ো না–নইলে একদিন হয়তো খুন করবার ইচ্ছে জাগবে তোমার মধ্যে।'

আমি রওনা হতে যাচ্ছি দেখে চট্ করে হাত তুলল লোকটা বারণ করার ভঙ্গিতে।

'আমার কথা শুনে রাগ কোরো না, প্লিজ! হয়তো একদিন এর সত্যতা টের পাবে। যাক, আর দেরি করাব না। তোমাদের দেশে এত বেশি গাছপালা যে, এক মাইল দূরে কী আছে বোঝার উপায় নেই। রাস্তাটা হারিয়ে ফেলেছি। দয়া করে দেখিয়ে দেবে, কোন্ পথে ইয়ারমাথ যাওয়া যাবে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পথ দেখিয়ে দিলাম আমি, বলে দিলাম গির্জার কাছে গিয়ে কোন্ রাস্তা ধরতে হবে। এতক্ষণ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল লোকটা, আমি থামতেই আবার টুপি তুলে সৌজন্য প্রকাশ করল। কিন্তু আমি ঘুরে দাঁড়াবার আগেই জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নামটা জানতে পারি?'

'আমার নাম দিয়ে কী করবেন আপনি?' লোকটাকে একদম পছন্দ হয়নি আমার, তাই কথাটা কড়া শোনাল। 'আপনি তো নিজের নাম বলেননি আমাকে!'

'বলিনি, কারণ আমি ছদ্মপরিচয়ে আছি। আমিও এক মহিলার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তাই নামটা গোপন রাখতে চাই।' মুচকি হেসে ঘোড়ার রাশে একটা ঝাঁকি দিল লোকটা। 'বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে জানতে চাইনি তোমার নাম, সাহায্য করলে, তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম। না বলতে চাইলে থাক।'

'আমি আমার আসল পরিচয়েই আছি,' বললাম। 'নাম গোপন করবার কোনও প্রয়োজন দেখছি না। আমার নাম টমাস উইংফিল্ড।'

'তা-ই সন্দেহ করেছিলাম!' বলে উঠল লোকটা। মুহূর্তে হিংস্র হয়ে উঠল ওর চেহারাটা। এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে আমার সামনে এসে দাঁড়াল সে।

'কপালটা ভালই দেখা যাচ্ছে! এখুনি জেনে নিতে পারব ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে সত্যতা কিছু আছে কি না।' আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটানে সড়াৎ করে ওর রূপালী বাঁটের তলোয়ারটা বের করল সে খাপ থেকে। 'মৃত্যুর আগে তা হলে আমার নামটাও শুনে নাও, ছোকরা। আমি হুয়ান ডি গার্সিয়া।'

কথাটা শুনে চমকে উঠলাম। সেই মুহূর্তে মনে পড়ল আমার, ইয়ারমাথে এক স্প্যানিশ আগন্তুক এসেছে শুনে কেমন বিচলিত হয়ে পড়েছিল বাবা-মা দুজনেই। অন্য সময় হলে অনেক আগেই মনে আসত আমার কথাটা, কিন্তু আজ লিলির সঙ্গে দেখা হবে,

www.BanglaBook.org

ওকে কীকথা কীভাবে বলব সে-সবই ঘুরছিল এতক্ষণ মাথায়। চট্ করে ফিরে এলাম বাস্তবে।

নিশ্চয়ই এই লোকই সেই লোক!

এইটুকুই ভাবার সময় পেলাম। ততক্ষণে তীক্ষ্ণ তলোয়ারের আঘাত হেনেছে লোকটা, ফলার আগাটা দেখলাম পড়ন্ত রোদে ঝিলিক দিয়ে ছুটে আসছে আমার দিকে। য পলায়তি স জীবতি। লাফিয়ে একপাশে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পুরোপুরি সফল হলাম না—হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে চালানো তলোয়ার বিঁধল আমার বাম বাহুতে। আঘাত মারাত্মক না হলেও আচমকা ব্যথা পেয়ে আমার মাথা থেকে পালাবার চিন্তা দূর হয়ে গেল। ক্রোধে স্রেফ অন্ধ হয়ে গেলাম আমি। বিনা প্ররোচনায় আক্রমণ করেছে লোকটা আমাকে, খুন করবার চেষ্টা করছে, কাজেই কোনও দয়ামায়া করলাম না। যতবড় দক্ষ হাতে যত ধারালো তলোয়ারই থাকুক, লাঠির আলাদা একটা গুণ আছে। ওকের মোটা লাঠির বাড়ি পড়তে যাচ্ছে মাথায়, এটা দেখলে বেশিরভাগ মানুষই ভুলে যায় যে তার হাতে আরও অনেক বেশি মারাত্মক অস্ত্র আছে—অস্থির হয়ে পড়ে নিজের মাথা বাঁচাবার জন্য।

এই লোকটাও ঘাবড়ে গিয়ে মাথার উপর হাত তুলে ঠেকাবার চেষ্টা করল বাড়িটা। দড়াম করে মারলাম ওর কনুইয়ের উপর। হাত থেকে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল তলোয়ার। তারপর স্রেফ পাগল হয়ে গেলাম। পরের বাড়িটাই পড়ল ওর ঠোঁটের উপর, খসে গেল একটা দাঁত, দু'-পা পিছিয়ে গেল সে। তারপর মারলাম হাঁটুর উপর। পড়ে গেল লোকটা মাটিতে। এবার নিষ্ঠুর ভাবে পিটিয়ে চললাম আগা-পাশ-তলা, মাথাটা ছাড়া বাদ দিলাম না শরীরের এক ইঞ্চি জায়গাও। মাথায় মারলাম না এইজন্য যে ওকে বদ্ধ উন্মাদ মনে হয়েছিল আমার, খুন করে ফেলতে চাইনি।

মারতে মারতে হাত ব্যথা হয়ে গেল আমার। তখন দুই পায়ে শুরু করলাম লাথি। ধুলোয় শুয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে লাথি

www.BanglaBook.org

থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে বীর স্প্যানিয়ার্ড, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে ভস্ম করে দেওয়ার চেষ্টা করছে আমাকে, ভয়ানক সব অশ্রাব্য গাল পাড়ছে–কিন্তু একটি বারও দয়া ভিক্ষা চাইছে না।

অবশেষে থামলাম আমি। লোকটার চেহারা তখন আর দেখার মত নেই। দশ মিনিট আগের সেই সম্ভ্রান্ত ঘোড়সওয়ারকে আর চেনার সাধ্য নেই কারও। সারা গায়ে লাল-নীল-সবুজ জখমের দাগ, রক্ত ঝরছে চামড়া ফেটে গিয়ে, মাংস কোথাও থেঁতলে গেছে, কোথাও বা ফুলে উঠেছে; ছিঁড়ে ফালা-ফালা হয়ে গেছে কাপড়, কাদা-মাটি লেগে আছে গায়ে আর কাপড়ে। চিত হয়ে পড়ে আছে রাস্তার উপর, একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে, ঘৃণার বিষ ছড়াচ্ছে ওর দুই চোখ।

'শিক্ষা হয়েছে, না কি আরও লাগবে দু'-চার ঘা?' বলতে বলতে তলোয়ারটা তুলে নিয়ে ওর গলায় ঠেকালাম। 'দেব নাকি দু'-ফাঁক করে! হারামজাদা! তোর কী ক্ষতি করেছি আমি যে আমাকে খুন করতে যাচ্ছিলি?'

'মারো, মেরে ফেলো! এই অপমানের চেয়ে মরে যাওয়াও ভালো!' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা।

'আমি তো তোর মত বিদেশী খুনি নই যে অসহায় একজন লোককে খুন করব। আদালতে সোপর্দ করব আমি তোকে। বিচারের পর ফাঁসীতে ঝুলে মৃত্যু রয়েছে তোর কপালে।'

'আমাকে কোথাও নিতে হলে টেনে নিয়ে যেতে হবে,' বলে চোখ বুজল লোকটা।

বদমাশটাকে নিয়ে কী করা যায় ভাবছি, এমন সময় চোখে পড়ল দূরে গ্রাবসোয়েল ওকস-এর কাছে কী যেন নড়ছে সাদা মত। মনে হলো, আমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে হতাশ হয়ে ব্রিজের দিকে চলেছে লিলি। বাড়ি ফিরে যাচ্ছে।

বুঝতে পারলাম, একে যদি টেনে নিয়ে যেতে হয় গ্রামে তা হলে আজ আর দেখা হবে না লিলির সঙ্গে। ভবিষ্যতে আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোনও সুযোগ পাওয়া যাবে কি না, তাতেও সন্দেহ আছে। চেয়ে দেখলাম, বিশ কদম দূরে নিশ্চিন্তে ঘাস খাচ্ছে স্প্যানিয়ার্ডের ঘোড়াটা। ওটার লাগাম থেকে রশি খুলে এনে একটা গাছের সঙ্গে আচ্ছা মত কষে বাঁধলাম লোকটাকে। বামহাতের ক্ষতটার জন্য অবশ্য যতটা চেয়েছিলাম তত শক্ত করে বাঁধা গেল না।

'আপাতত থাকো এখানেই,' বললাম আমি। 'আমি ফিরে এসে ব্যবস্থা করছি তোমার।'

ওর তলোয়ারটা নিয়ে গ্রাবসোয়েলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে প্রবল একটা সন্দেহ ভর করল আমার উপর। গতকাল সন্ধ্যায় স্কোয়ায়্যার বোযার্ড স্পেন থেকে আসা জাহাজের খবর দেওয়ার পর থেকে বাবা-মার ভীত চেহারার ছবি স্পষ্ট দেখতে পেলাম মনের চোখে। ঘোড়ায় চেপে বাবার সেই স্প্যানিয়ার্ড সম্পর্কে আরও খবর আনার জন্য ইয়ারমাথ যাওয়া, মার সারারাত জেগে দুশ্চিন্তা করা—সব কথা মনে এল। বাবা-মা যে-স্প্যানিয়ার্ডকে ভয় পাচ্ছে, এই লোক সেই লোক নয় তো? না হলে আজই হঠাৎ ডিচিংহামে এসে হাজির হবে কেন একজন স্প্যানিয়ার্ড? আর নাম শোনা মাত্র খুন করবার উদ্দেশ্যে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কেন সে?

বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, একে এখানে ফেলে রেখে প্রেয়সীর কাছে যাওয়া আমার মোটেই উচিত হচ্ছে না। কিন্তু হৃদয়ের টান এতই জোরালো টান যে কর্তব্য হার মানল তার কাছে। বিশেষ করে যখন দেখতে পাচ্ছি পার্ক হিলের ঢাল বেয়ে চলে যাচ্ছে লিলি, তখন আর সামলাতে পারলাম না নিজেকে—ছুটলাম ওর পিছনে।

এই একটি ভুল সিদ্ধান্ত কীভাবে আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল, কী বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে নিয়ে ফেলল আমাকে, বাধ্য করল দেশান্তরি হতে, সেসব কথা আসছে একটু পরেই।

www.BanglaBook.org

চার

ছুটতে ছুটতে ব্রিজের কাছে ধরে ফেললাম লিলিকে। আর এক মিনিট দেরি হলেই নদী পেরিয়ে চলে যেত ও হলের পথে।

আমার পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল ও, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। হথর্নের একটা ফুলে ছাওয়া ডাল ওর হাতে। গোধূলির লালচে আলোয় সাদা পোশাকে অপূর্ব সুন্দর লাগল ওকে আমার। আমার মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে চোখ নামিয়ে নিয়ে লাজুক হাসি হাসল লিলি। তারপর বলল, 'এত দেরি করলে...মানে, সন্ধে হয়ে এসেছে তো, তাই বাড়ি ফিরছিলাম; নইলে আবার খুঁজতে বেরিয়ে পড়বে মানুষ। কিন্তু তুমি দৌড়াচ্ছ কেন, টমাস? এত হাঁপাচ্ছই বা কেন? আরে! তোমার সঙ্গে তলোয়ার!' গলাটা কেঁপে গেল লিলির, 'টমাস, তোমার জামার হাতায় রক্ত কীসের? জখম হয়েছ?'

'হথর্নের ওদিকে চলো, সব বলছি,' হাঁপানোর ফাঁকে কোন মতে বললাম। 'এখানে দেখে ফেলবে কেউ!'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে, টমাস। পুরো একটা ঘণ্টা কাটিয়েছি ফুল খুঁজতে। এবার বলতে গেলে ফুলই ধরেনি।'

'চেষ্টা করেও আগে আসতে পারলাম না, লিলি। বিদেশী এক লোক পথ আটকেছিল আমার। তুমি চলে যাচ্ছ দেখে দৌড়ে এসেছি। কিন্তু আসার পথে অনেক ফুলই তো দেখলাম।'

বুঝলাম, আমার জন্য একটি ঘণ্টা অপেক্ষা করেছে, একথা স্বীকার করতে আত্মমর্যাদায় বাধছে ওর। বলল, 'আমি ভাবিনি

www.BanglaBook.org

তুমি আসবে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে তোমার, ফুল তোলার মত মেয়েলি কাজে তোমার সময় হবে কেন। তবে সংক্ষেপে বলতে পারলে তোমার গল্পটা শুনব আমি।'

হথর্নের ঝোপের দিকে হাঁটতে হাঁটতে স্প্যানিশ ঘোড়সওয়ার সম্পর্কে বললাম আমি। শুনতে শুনতে ওর চোখে ভয় দেখা দিল। একটু আগেই মরতে মরতে বেঁচে এসেছি বুঝতে পেরে অভিমান ভুলে আমার হাত ধরল লিলি।

'এখনও তো রক্ত পড়ছে, টমাস! ক্ষতটা কি খুব গভীর?'

'জানি না, লিলি,' বললাম। 'দেখার সময় পাইনি।'

'কোট খোলো, টমাস। জখমটা দেখতে দাও আমাকে।' আমাকে আপত্তির ভঙ্গিতে নড়ে উঠতে দেখে আবার বলল, 'না-না, খোলো, আমি দেখব।'

কষ্টেসৃষ্টে ব্যথা অগ্রাহ্য করে খুললাম কোট, তারপর শার্টের হাতা গুটালাম। কনুইয়ের সামান্য উপরে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে মাংসল জায়গাটা। ঝরনার জলে জখমটা ধুয়ে নিজের রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল ও। ভাবাবেগে তখন আমার জবান বন্ধ হওয়ার দশা। কীভাবে কী বলব বুঝতে না পেরে ওর হাতে চুমু দিলাম আমি।

সাঁঝের আকাশের মত রক্তিম হয়ে উঠল ওর মুখটা।

'এটা কেন করলে, টমাস?' নিচুগলায় জানতে চাইল ও।

'কারণ, আমি তোমাকে ভালবাসি, লিলি।' মুখ ছুটে গেল আমার। 'সেই ছোটবেলা থেকেই ভালবাসি আমি তোমাকে, চিরকাল বাসব।'

'সত্যি, টমাস?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আমার কাছে এরচেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই, লিলি। আমি শুধু জানতে চাই: আমি যতটা বাসি, তুমিও কি আমাকে ততটাই ভালোবাসো?'

এক মুহূর্ত মাথা নিচু করে কী যেন ভাবল ও, অরপর মুখ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তুলল—তারার মত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ওর চোখদুটো।

'তোমার কি তাতে সন্দেহ আছে, টমাস?'

কী বলব। বুকটা ভরে গেল অপার্থিব এক আনন্দে। ওকে জড়িয়ে ধরে চুমো দিলাম। এই মুহূর্তটির কথা আমার দীর্ঘ জীবনে একটি বারের জন্যও ভুলতে পারিনি আমি। আজও, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েও, স্পষ্ট স্মরণ করতে পারি সেদিনের সেই অনুভূতির কথা।

'ধন্য হলাম!' শুধু এইটুকুই বলতে পারলাম।

'তবে তুমি তো জানোই, অনেক বাধা-বিঘ্ন পেরোতে হবে আমাদের। অন্তত বাবার মনোভাবটা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পার, টমাস?'

'পারি। উনি চান আমাকে পাত্তা না দিয়ে জেফরিকে বিয়ে করো তুমি।'

'আমি তা চাই না, টমাস। মেয়ে হিসাবে মা-বাবার প্রতি আমার কর্তব্য আছে, মানি; কিন্তু সেজন্যে আমার মনের বিরুদ্ধে কেউ আমাকে জোর করে বিয়ে দিতে পারবে না। আমি তাদের অবাধ্য হতে চাই না, তাদের দুঃখ দিতে পারব না। তারা যদি মত না দেয়, তা হলে হয়তো আর বিয়ে করাই হবে না আমার।'

'আমার কাছে ভালোবাসাটাই আসল,' বললাম আমি। 'এর পরিণতি যদি কোনও ফল বয়ে না-ও আনে, সারা জীবনের জন্যে এটাই আমি আমার পরম পাওয়া বলে জানব।'

'একথা বলার বয়স আমাদের হয়নি, টমাস। জীবনটা অনেক লম্বা। আগামীতে কী হবে কেউ জানে না। তোমার ভালবাসা কোন্ দিক দিয়ে কোথায় ভেসে যাবে কে বলতে পারে?'

'কোথাও যাবে না, লিলি,' বুকের উপর হাত রাখলাম। 'এই জায়গায় থাকবে চিরকাল। সবাই বলে প্রথম প্রেমই আসল প্রেম, বয়সের সাথে সাথে জোরালো হয় আরও। শোনো, লিলি, তোমার মান-সম্মান-সুখের জন্যে জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে হবে আমাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর এতে সময় লাগবে কিছুটা। তুমি কি অপেক্ষা করবে আমার জন্যে? জানি, স্বার্থপরতা হয়ে যাচ্ছে, তবু জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি কথা দেবে, লিলি: সুদিন আসুক বা দুর্দিন, আমার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আমারই থাকবে তুমি, অপেক্ষা করবে আমার জন্যে?'

'এরকম একটা কথা দেয়া কঠিন, টমাস। সময়ের সাথে আসে পরিবর্তন। কেউ জানে না কার ভবিষ্যতে কী আছে। কিন্তু তার পরেও, নিজের মনটা জানি তো, আমি কথা দিচ্ছি—না, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, টমাস—থাকব।'

আরও কিছুক্ষণ নানান কথার পর মনে পড়ল এখন বিদায় নেওয়া উচিত। ওকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলাম, তারপর চোখ তুলেই দেখলাম সামনে, ঠিক পাঁচ কদম দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্কোয়ায়্যার বোযার্ড, লিলির বাবা, গম্ভীর মুখ; স্থির, শীতল দৃষ্টিতে দেখছেন আমাদের।

ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন কোথাও, দূর থেকে ওকগাছের নীচে আবছা আঁধারে নারী-পুরুষ দাঁড়ানো দেখে ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে এসেছেন ওদেরকে ওঁর এলাকা থেকে খেদিয়ে দিতে। কিন্তু কাছে এসে দুজনকে চিনতে পেরে একেবারে তাজ্জব হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছেন। লিলি আর আমি একটু সরে দাঁড়ালাম। বেঁটেখাটো, শক্তপোক্ত মানুষ বোযার্ড, লালচে মুখ, ছাইরঙা কঠোর দুই চোখ। সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে রাগে। কয়েক সেকেন্ড একটি কথাও বলতে পারলেন না, তারপর মুখ ছুটিয়ে দিলেন। একনাগাড়ে কথা বলে চলেছেন তিনি ধমকের সুরে, উত্তর শোনার জন্য থামছেন না। বোঝা গেল তাঁর জিজ্ঞাস্য একটাই: তাঁর মেয়ের কাছে আমার কী দরকার। শ্বাস নেওয়ার জন্য একটু বিরতি দিতেই চট করে বললাম, আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি, এবং কথা দিয়েছি দুজন দুজনকে।

'তা-ই নাকি, লিলি?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'হ্যাঁ, বাবা,' সহজ ভঙ্গিতে বলল ও।

www.BanglaBook.org

ছোটখাট একটা গর্জন ছেড়ে এবার শুরু করলেন তিনি দুজনের উদ্দেশে। গালি-গালাজ কী দিলেন এখন আর মনে নেই। লিলিকে হুমকি দিলেন, চাবকে পিঠের চামড়া তুলবেন, না খাইয়ে আটকে রাখবেন ঘরে তালা দিয়ে। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'ব্যাটা আধা-স্প্যানিশ মোরগ কোথাকার, জেনে রাখো, এ-মেয়ে তোমার নাগালের বাইরে! তোমার চেয়ে অনেক-অনেক উঁচু পদের কারও জন্যে। আমার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে আসো, তোমার সাহস তো কম না! দুটো পেনি নেই যার পকেটে তার সাধ গেছে আকাশের চাঁদ ধরার! যাও, আগে টাকা আর নাম কামিয়ে তারপর আমার মেয়ের দিকে নজর দিয়ো।'

'সেটাই আমার ইচ্ছে। তা-ই করব, সার,' বললাম।

'হ্যাঁ, দুই পয়সার হাতুড়ের চেলা, তুমি নাম করবে, টাকা কামাবে! কবে করবে সেটা? তার অনেক আগেই যার এসব আছে তেমনি একজনের সাথে বিয়ে হয়ে যাবে ওর—কার সাথে, তা তোমার ভাল করেই জানা আছে। লিলি, আমার সামনে এখুনি ওকে জানিয়ে দাও এই মুহূর্ত থেকে ওর সঙ্গে তোমার সব সম্পর্ক শেষ!'

'একথা বলতে পারব না, বাবা,' শান্তগলায় উত্তর দিল লিলি। 'টমাসের সঙ্গে আমার বিয়েতে যদি তোমার আপত্তি থাকে, তোমার অবাধ্য হব না আমি—হয়তো ওকে বিয়ে করব না। কিন্তু আর কোথাও বিয়ে করতে কেউ আমাকে বাধ্য করতে পারবে না। আমি শপথ করেছি, যতদিন ও বেঁচে আছে, আমি ওর; আর কারও না।'

'খুব বড় বড় কথা শিখেছ দেখছি!' খেঁকিয়ে উঠলেন বোযার্ড। 'কিন্তু শুনে রাখো, হয় আমার ইচ্ছেমত যখন যার সঙ্গে দেব, তখন তাকেই বিয়ে করবে; নচেৎ বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে খেতে হবে তোমাকে। বেয়াদব, অকৃতজ্ঞ মেয়ে কোথাকার! জন্ম দিয়ে খাইয়ে পরিয়ে এত বড় করলাম আমারই গালে জুতো মারার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জন্যে? আর তুমি, অপদার্থ হাতুড়ের স্যাঙাৎ, তোমার এত বড় সাহস, চুরি করে ভদ্রলোকের মেয়েকে চুমো খাও, দেখাচ্ছি!' বলে লাঠি উঁচিয়ে পেটাবেন বলে ছুটে এলেন আমার দিকে।

ওইদিন দ্বিতীয়বারের মত রক্ত গরম হয়ে গেল আমার। ঘাসের উপর পড়ে থাকা স্প্যানিয়ার্ডের তলোয়ারটা তুলে নিয়ে চালিয়ে দিলাম ওঁর বুক লক্ষ্য করে। ঠিক সময়মত যদি লিলি চেঁচিয়ে উঠে আমার হাতটা উপর দিকে ধাক্কা না দিত, তা হলে বুড়োকে খুন করার দায়ে ফাঁসীতে ঝুলতে হতো আমাকে।

'মাথা খারাপ তোমার?' বলল লিলি। 'আমাকে জয় করবে তুমি আমার বাবাকে খুন করে? তলোয়ার ফেলে দাও, টমাস!'

'তোমাকে জয় করার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে খুবই ক্ষীণ,' বললাম ক্রুদ্ধকণ্ঠে। 'তবে তোমাকেও বলে দিচ্ছি, দুনিয়ার সমস্ত সুন্দরী মেয়ের বিনিময়েও আমি চাকর-বাকরের মত মার খেতে রাজি নই।'

'তোমাকে দোষ দিই না,' বললেন স্কোয়ায়্যার বোযার্ড। 'সাহস আছে তোমার। এই সাহস আর আত্মসম্মানবোধ জীবনে তোমার অনেক কাজে আসবে। রাগের মাথায় আমি যা-তা বলেছি তোমাকে, সেটা আমার উচিত হয়নি। যা-ই হোক, আগের কথাটাই বলছি আবার, এই মেয়ে তোমার জন্যে নয়। কাজেই বিদায় হও, আর ওকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করো। নিজের জীবনের প্রতি মায়া থাকলে সাবধান হয়ে যাও–আমি যেন তোমাদের দুজনকে আর কখনও চুমো খেতে না দেখি। কাল এ-ব্যাপারে আমি তোমার বাপের সঙ্গে কথা বলব।'

'আমি যাচ্ছি, সার,' বললাম। 'তবে আপনার মেয়েকে একদিন আমার স্ত্রী হিসেবে পাব, এই আশা নিয়েই যাচ্ছি। চলি, লিলি, দেখা হবে আবার।'

চোখ মুছল লিলি। বলল, 'বিদায়, টমাস। আমাকে ভুলে যেয়ো না। আমিও আমার শপথের কথা কোনদিন ভুলব না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লিলির হাত ধরে ওকে নিয়ে চলে গেলেন ওর বাবা। আমিও চললাম বাড়ির পথে। ভালই লাগছে ভাবতে: ওর বাবা সামলে নিয়েছেন রাগ, লিলি ওর ভালোবাসার কথা জানিয়েছে, কথা দিয়েছে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

কিছুদূর যাওয়ার পর স্প্যানিয়ার্ডের কথা মনে পড়ল আমার। উত্তেজনার বশে ভুলেই গিয়েছিলাম ওর কথা। কিন্তু ওকে যেখানে বেঁধে রেখে গিয়েছিলাম, সেখানে পৌঁছে দেখলাম স্প্যানিয়ার্ড আর তার ঘোড়া গায়েব। গাছতলায় বসে আছে বিলি মিন্স নামে গ্রামের এক হাবাগোবা, আধ-পাগলা লোক। হাতের রূপার মুদ্রাটার দিকে চেয়ে আছে হাঁ করে।

'এখানে যে বাঁধা ছিল, সেই লোকটা কোথায়, বিলি?' জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

'আমি তো জানি না, মাস্টার টমাস,' বলল বিলি। 'মনে হয় যেখানে যাচ্ছিল তার অর্ধেক পথ পেরিয়ে গেছে এতক্ষণে। ওকে ঘোড়ায় তুলে দিতেই যে-জোরে ছুটল!'

'তুমি ওকে ঘোড়ায় তুলে দিয়েছ? কতক্ষণ আগে?'

'তা কে জানে! একঘণ্টাও হতে পারে, আবার তিনঘণ্টাও হতে পারে–আমি তো ঘড়ি চিনি না। আরিব্বাস, বোবা-কালা লোকটা কথা বলতে না পারলে কী হবে, এমন গুঁতো দিল ঘোড়ার পাঁজরে, স্রেফ উড়ে চলে গেল ঘোড়াটা।'

বিলির বক্তব্য থেকে যেটুকু উদ্ধার করতে পারলাম: বোবা লোকটা থেকে থেকে ভেড়ার বাচ্চার মত ডাক ছাড়ছিল। দিনের আলোয় কারা যেন ওর সর্বস্ব লুট করে ওকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। বিলি ওর বাঁধন কেটে ঘোড়াটা ধরে এনে তার পিঠে তুলে দিয়েছে বলে ওকে বখশিশ দিয়ে পাগলের মত ঘোড়া দাবড়ে চলে গেছে লোকটা।

'তোমাকে যতটা মনে করি, দেখা যাচ্ছে তুমি তার চেয়েও বড় গর্দভ!' রাগ সামলাতে না পেরে বললাম আমি। 'লোকটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাকে খুন করতে যাচ্ছিল। আমি ওকে পিটিয়ে আধমরা করে বেঁধে রাখলাম, আর তুমি এসে ওকে ছেড়ে দিলে!'

'বলেন কী, মাস্টার!' ভুরুজোড়া কপালে উঠল বিলির। 'ওকে বেঁধে রেখে একটু অপেক্ষা করলেই পারতেন, আমরা দুজন মিলে ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাতাম কাঠগড়ায়। আমাকে গর্দভ বলছেন, কিন্তু একজন রক্তাক্ত মানুষকে গাছের সঙ্গে বাঁধা দেখলে আপনি নিজে কী করতেন? ওর বাঁধন কেটে দিতেন না? যা-ই হোক, ও তো পালিয়েছে, এখন ওর চিহ্ন রয়ে গেছে শুধু এইটা।' আঙুলের টোকায় মুদ্রাটা শূন্যে ঘুরিয়ে দেখাল বিলি।

বিলির কথায় যুক্তি আছে। বুঝলাম, আসলে দোষ হয়েছে আমারই। কথা না বাড়িয়ে বাড়ির পথে রওনা হলাম। একটু ঘুরপথে পাহাড়ি রাস্তা ধরে যাচ্ছি, কারণ আজকের প্রতিটি ঘটনা: স্প্যানিয়ার্ড লোকটা, তারপর লিলি আর তার বাবার সঙ্গে কী কথা হলো সে-সব ভালো করে ভেবে দেখার জন্য কিছুটা নিরিবিলি থাকতে চাইছিলাম। রাস্তাটা পাহাড়ি জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গেছে। পাহাড়ের ওপাশে ওয়েভেনি নদীর তীর ধরেও একটা পায়ে চলা পথ গেছে আমাদের বাড়ির দিকে। ওখান থেকে বাড়িটা দুশো গজ দূরে। ওই পথে হাঁটাহাঁটি করতে ভালোবাসে আমার মা।

পাহাড় থেকে নেমে নদীর পার ধরে এগোলাম আমি। লিলির প্রতিটা ভালোবাসার কথা যেন শুনতে পাচ্ছি স্পষ্ট, ওর বাবার কথাগুলোও শুনতে পাচ্ছি—একবার হাসিহাসি হচ্ছে আমার মুখ, একটু পরেই কালো হয়ে যাচ্ছে। আপন চিন্তায় মগ্ন হয়ে ধীরপায়ে চলেছি বাড়ির দিকে। পথে এক জায়গায় সাদা মত কী একটা পড়ে থাকতে দেখে কিছু না ভেবেই তলোয়ারের আগা দিয়ে সরিয়ে দিলাম একপাশে।

জিনিসটার আকার-আকৃতি নিশ্চয়ই আমার মনের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল, কারণ একশো কদম পেরিয়ে বাড়ির কাছাকাছি এসেও আবার মনের চোখে ভেসে উঠল জিনিসটা, মনে হলো ওটা খুবই

www.BanglaBook.org

পরিচিত কিছু। যেটা দিয়ে ওটা সরিয়েছি সেই স্প্যানিয়ার্ডের তলোয়ারটার দিকে চোখ গেল এবার। মনে পড়ে গেল লোকটার কথা। কেন এসেছিল লোকটা এখানে? কী মতলবে? আমার নাম শুনে কেনই বা ওর চেহারায় ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল?

থেমে দাঁড়ালাম, ভেজা বালির দিকে চোখ। পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। আমার মায়ের। কিন্তু আরেকটা ছাপও দেখা যাচ্ছে—মনে হলো অনুসরণ করছে আমার মাকে। বুট জুতোর ছাপ। এই অঞ্চলের কারও জুতো না ওটা, আগাটা খুব চোখা। হঠাৎ বুঝে ফেললাম, আর কেউ না, এটা ওই স্প্যানিয়ার্ডের পায়ের ছাপ। ওই লোকটা আমার মায়ের পিছু নিয়েছিল কেন? দ্রুত এগোলাম পায়ের ছাপ ধরে। তখনই মনে পড়ল, যে কাপড়টা পথের উপর থেকে সরিয়ে দিয়েছিলাম, ওটা আমার মায়ের স্কার্ফ, তারই মাথায় জড়ানো দেখেছি আজ সকালে।

ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়ার মধ্য দিয়ে। ওই লোকটা মাকে তাড়া করছিল কেন! কেনই বা মাটিতে পড়ে রয়েছে মায়ের মাথার ম্যানটিলা?

এক দৌড়ে ফিরে এলাম সাদা স্কার্ফটা যেখানে পড়ে ছিল সেইখানে। হ্যাঁ, এটা মার ম্যানটিলাই। কিন্তু এভাবে ছিঁড়ল কে এটাকে? আর মা-ই বা গেল কোথায়?

বুকের ভিতর ঢিবঢিব করছে আমার হৃৎপিণ্ডটা। নিচু হয়ে পায়ের ছাপগুলো পরীক্ষা করলাম। কোনও সন্দেহই নেই এখানে ধস্তাধস্তি হয়েছে দুজনের মধ্যে। পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগোলাম। পঞ্চাশ গজের মত গিয়ে শক্ত জমিতে হারিয়ে গেল পায়ের ছাপ। আর একটু এগিয়ে আবার পেলাম ওগুলো, এখনও দুই জোড়া। মস্ত মোটা এক ওকগাছের কাছে আবার দেখা গেল ধস্তাধস্তির চিহ্ন।

যেন স্বপ্নের ঘোরে রয়েছি, এমনি ভাবে পায়ের ছাপ খুঁজে

www.BanglaBook.org

আমার মায়ের ছাপ নেই আর, কিন্তু গভীর ছাপ পড়েছে স্প্যানিয়ার্ডের পায়ের-যেন ভারী কিছু বয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোথাও। একটা ঘন ঝোপের ধারে এসে থামলাম। ডালগুলো দু'-ফাঁক করেই দেখতে পেলাম আমার মায়ের মুখ।

পাঁচ

দু' চোখে আতঙ্ক নিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলাম মায়ের মরা মুখের দিকে। তারপর নিচু হলাম, লাশটা তুলে নিতে গিয়ে দেখলাম, তলোয়ার দিয়ে বুকটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে হত্যা করা হয়েছে মাকে। ঠিক যেমন ভাবে আমাকে খুন করতে চেয়েছিল লোকটা। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, মাকে খুন করেই ফিরে যাচ্ছিল তখন ওই স্প্যানিয়ার্ড।

দুঃখে বুকটা ফেটে যেতে চাইছে আমার। ওকে পেয়েছিলাম আমি হাতের মুঠোয়, কিন্তু প্রেম নিবেদন করব বলে ওকে রেখে ছুটে গিয়েছিলাম লিলির কাছে। সেই সুযোগে পালিয়েছে লোকটা। ইশ্‌শ্‌, আগে যদি জানতাম! রাগে-দুঃখে-লজ্জায় পানি এসে গেল আমার চোখে। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পাগলের মত ছুটলাম বাড়ির দিকে।

গেটের কাছে দেখা হলো বাবা আর জেফরির সঙ্গে, বাঙ্গে বাজার থেকে ফিরে, ঘোড়া থেকে মাত্র নেমেছে। আমার চেহারা দেখে চমকে উঠল বাবা, জানতে চাইল, 'কী দুঃসংবাদ?'

তিন-তিনবার চেষ্টা করেও কথা বলতে পারলাম না। ভয়

www.BanglaBook.org

হচ্ছে, খবরটা শুনে বাবা না আবার হার্টফেল করে। কিন্তু বলতে তো হবেই। জেফরির দিকে ফিরলাম। বললাম, 'মাকে খুন করে ফেলে রেখেছে ভিনিয়ার্ড হিলের একটা ঝোপের মধ্যে! হুয়ান ডি গার্সিয়া নামে এক স্প্যানিয়ার্ডের কাজ।'

কথাটা শোনামাত্র নীল হয়ে গেল বাবার চেহারাটা, হৃৎপিণ্ডে ব্যথা হলে যেমন হয়; ঝুলে পড়েছে চোয়াল, গোঙানির মত মৃদু শব্দ বের হলো খোলা মুখ দিয়ে। একহাতে জিনের সামনের দিকটা চেপে ধরে পতন ঠেকাল, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে চাইল আমার দিকে।

'কোথায় সেই স্প্যানিয়ার্ড? তুমি খুন করেছ ওকে?'

'না, বাবা। ইয়ারমাথে ফিরে যাওয়ার সময় লোকটার সাথে গ্রাবসোয়েলে আমার দেখা হয়। পথের নিশানা জানতে চাইল আমার কাছে। বললাম। কিন্তু আমার নামটা শুনেই আচমকা তলোয়ার বের করল লোকটা আমাকে খুন করবে বলে। ওকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে তলোয়ারটা কেড়ে নিয়েছি আমি।'

'হ্যাঁ, তারপর?'

'তারপর চলে গেছে লোকটা। ও যে এখানে মাকে খুন করে রেখে গেছে, সেকথা আমার জানা ছিল না। পরে তোমাকে সব খুলে বলব, বাবা।'

'তুমি ওকে চলে যেতে দিলে, টমাস?' উন্মাদের দৃষ্টিতে আমাকে দেখল বাবা। 'তোমার মায়ের হত্যাকারী হুয়ান ডি গার্সিয়াকে তুমি ছেড়ে দিলে? খোদার গজব পড়বে তোমার ওপর, টমাস। ওকে খুঁজে বের করে হত্যা না করা পর্যন্ত এই অভিশাপ থেকে তোমার মুক্তি নেই!'

'আমাকে শাপ-শাপান্ত কোরো না, বাবা!' বললাম, 'আমি নিজেই অভিশাপ দিচ্ছি নিজেকে। বরং এই মুহূর্তে ঘোড়া ঘুরিয়ে ইয়ারমাথের দিকে ছোটো। দু'ঘণ্টাও হয়নি রওনা হয়েছে ও। জাহাজ ছেড়ে দেওয়ার আগেই ওকে ধরতে পারো কি না চেষ্টা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে দেখো!’

আর একটি কথা না বলে আমার বাবা আর ভাই ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটল ইয়ারমাথের. পথে। অল্পক্ষণেই মিলিয়ে গেল সন্ধ্যার অন্ধকারে।

বাবা আর জেফরি অদৃশ্য হয়ে যেতে কাজের লোকদের ডাক দিয়ে বললাম কী ঘটেছে। ততক্ষণে আঁধার হয়ে গেছে। লণ্ঠন নিয়ে ঝোপঝাড় পাশ কাটিয়ে চলে এলাম সেই ঝোপটার কাছে, যেখানে পড়ে আছে মায়ের লাশটা। সঙ্গের লোকজন ভয় পাচ্ছে দেখে আমি চলেছি সবার আগে আগে। আমি যে ভয় পাচ্ছি না, তা নয়। আমার এত আপন, এত ঘনিষ্ঠ একজনের মৃতদেহকে ভয় পাওয়ার কোনও যুক্তি নেই, জানি, তবু যতই কাছে যাচ্ছি, ততই কাঁপছে আমার বুকের ভিতরটা।

হঠাৎ ঝোপটার ভিতর থেকে খড়মড় আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ালাম, পরমুহূর্তে দেখতে পেলাম জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। ভয়ে জান উড়ে গেল আমার। ভয় পেয়েছে শেয়ালটাও, লাশের গন্ধ পেয়ে দেখতে এসেছিল, লাফিয়ে চলে গেল আরেক দিকে।

দরজার কব্জা খুলে সঙ্গে করে একটা কপাট নিয়ে এসেছি আমরা, তার উপর শুইয়ে লাশটা নিয়ে এলাম বাড়িতে। সেদিন এমন ভয় পেয়েছিলাম যে আজও ওই পথে যেতে আমার গা ছমছম করে। আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে ওখানে খুন হয়েছে আমার মা তার চাচাতো ভাই হুয়ান ডি গার্সিয়ার হাতে। আজ এতদিন পর, আমি নিজেই কবরে এক পা দিয়ে আছি–তবু রাত-বিরেতে একা ওই পথে যেতে পারব না।

যাই হোক, বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে গেল। ছোট বোনটাকে সান্ত্বনা দিলাম নানান কথা বলে। তারপর রান্নাঘরে আগুনের ধারে জড়ো হওয়া কাজের লোকদের কাছে চলে এলাম। ওদের কাছ থেকে জানতে পারলাম, বিকেলের দিকে দামি পোশাক পরা এক লোককে গির্জার পথ ধরে এইদিকে আসতে দেখা গেছে। ঘোড়াটা

www.BanglaBook.org

একটা গাছে বেঁধে রেখে পায়ে হেঁটে আসছিল লোকটা। আমার মাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের পথে যেতে দেখে সে-ও গিয়েছিল সেই দিকেই। আরও জানা গেল, ওদের একজন ঘটনাস্থলের একশো গজের মধ্যে কাজ করছিল বাগানে, চেঁচামেচি শুনেছে সে, কিন্তু ধরেই নিয়েছে ও কিছু না।

সকালে ফিরল বাবা আর জেফরি। জানা গেল, প্রাণপণ ঘোড়া ছুটিয়েও লোকটাকে ধরা যায়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ওরা পৌঁছবার কিছুক্ষণ আগেই ইয়ারমাথের জেটিতে অপেক্ষমাণ একটা বোটে করে চলে গেছে স্প্যানিয়ার্ড, রোডসে নোঙর ফেলা জাহাজে উঠে পড়েছে। বেশিরভাগ পাল তুলে তৈরি ছিল জাহাজ, লোকটা পৌঁছতেই রওনা হয়ে গেছে খোলা সাগরের উদ্দেশে, মিলিয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে।

বিকেলে ওদেরকে কিছু রাখ-ঢাক না করে সব খুলে বললাম। জানি, রেগে যাবে বাবা। একজন স্প্যানিয়ার্ডের ভয়ে অস্থির ছিল মা, একথা জানার পরেও আমি কোন্ আক্কেলে লোকটাকে বেঁধে রেখে একটা মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে যেতে পারলাম—কথাটা উঠবে। উঠল সেকথা, আমার ভাইয়ের তরফ থেকে। লিলির মন পেয়েছি আমি এটা শুনেই ওর মেজাজ চড়ে গেছে সপ্তমে। কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে আমাকে নাস্তানাবুদ করার চেষ্টা করল। স্কোয়ায়্যার বোযার্ডও আর সবার সঙ্গে সমবেদনা জানাতে এসে বাবার কাছে নালিশ করে গেলেন আমার বিরুদ্ধে। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, আমি যদি তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাঁর মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করতে চেষ্টা করি, তা হলে তাঁদের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বে ফাটল ধরবে।

একে মায়ের মৃত্যুশোক, চারপাশ থেকে সবার আক্রমণ, তার উপর স্প্যানিয়ার্ডকে পালিয়ে যেতে দিয়ে নিজেও নিজেকে দুষছি কঠোর ভাষায়—সব মিলে পাগল হওয়ার দশা হলো আমার। মনে হলো মায়ের সঙ্গে আমিও যদি মরে যেতাম তা হলে সবচেয়ে ভাল

www.BanglaBook.org

হতো। এতকিছুর মধ্যে একফোঁটা সান্ত্বনা পাওয়া গেল বিশ্বস্ত এক কাজের মেয়েকে দিয়ে লিলির পাঠানো একটা চিরকুট পড়ে। আমাকে অন্তর থেকে ভালোবাসা জানিয়েছে, গভীর সমবেদনা জানিয়েছে আর এই দুঃসময়ে ধৈর্য ধরতে বলেছে ও।

ডিচিংহাম গির্জার গোরস্থানে দাফন হয়ে গেল আমার মা'র। ছোটবোন মেরি আর বাবাকে কবরের পাশ থেকে তুলে আনা কঠিন হলো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল বাবা, মেরি জ্ঞান হারিয়ে ফেলল কয়েকবার।

সব চুকে গেলে বাড়ি ফিরে এলাম আমরা। বাবাকে ঘিরে বসলাম আমরা ভাই-বোন। ঠিক এই সময়ে আমাকে খোঁচাতে শুরু করল জেফরি আবার। কিন্তু কথাগুলো সরাসরি আমাকে না বলে বলছে বাবাকে।

'আমি ভাবতেও পারি না, বাবা, মায়ের খুনিকে আটকানোর চাইতে একটা মেয়েকে প্রেম নিবেদন করা, চুমো খাওয়া বা বুকে জড়িয়ে ধরাকে কেউ বেশি গুরুত্ব দেয় কী করে! মনে হচ্ছে, এটা করে ও এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চায়। মা যে একজন স্প্যানিয়ার্ডকে ভয় পায় সেকথা জানার পরেও বদমাশটাকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়েছে, সেই সাথে স্কোয়ায়্যার বোযার্ডের সঙ্গে আমাদের শত্রুতার সৃষ্টি করেছে। উনি তো আমাদের মুখের ওপর বলেই গেলেন উনি চান না ও তাঁর মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করুক।'

'হ্যাঁ, টমাস,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল বাবা। 'তোমার হাতে লেগে আছে তোমার মায়ের রক্ত।'

এই অযৌক্তিক দোষারোপ আর সহ্য হলো না আমার।

'মিথ্যে কথা!' বললাম আমি। 'কথাটা আমার বাপ বললেও সেটা মিথ্যে। মাকে খুন করে ইয়ারমাথ ফিরে যাওয়ার পথে লোকটার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তা হলে মায়ের রক্ত আমার হাতে লাগে কী করে? যার যা খুশি বললেই হলো? আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লিলি বোয়ার্ডকে প্রেম নিবেদন করা বা না করা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, জেফরি। এর জন্যে কারও অনুমতি নেওয়ার দরকার পড়ে না, তোমার তো নয়ই!' ঝট্ করে ফিরলাম বাবার দিকে, 'আর, বাবা, তোমাকেও বলি–স্পেন থেকে কেউ মাকে খুন করতে এসেছে বা আসতে পারে, একথা কেন বলোনি আমাকে? এক-আধটা টুকরো কথা কানে এসেছে, মাথায় অন্য চিন্তা ছিল বলে মনোযোগ দিতে পারিনি। সব দোষ এখন আমার? তুমি তো সবই জানো, ইয়ারমাথ গিয়েছিলে খোঁজ নিতে, কিন্তু লোকটার চেহারা না দেখে লোকমুখে অন্য নাম শুনেই ফিরে এসেছ। মা তোমাকে আমার সামনেই বলেছিল: ওকে তুমি একবার দেখতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। কে জানে, নাম ভাঁড়িয়ে হয়তো সে-ই এসেছে! কি, বলেনি? তার পরেও তুমি মাকে অরক্ষিত ফেলে রেখে জেফরিকে নিয়ে বাঙ্গের বাজারে যাও কী করে? জেফরির কথায় সায় দিচ্ছ বলেই এসব কথা বললাম, বাবা, পারলে আমাকে মাফ করে দিয়ো।

'বিনা কারণে তুমি আমাকে অভিশাপ দিয়েছ, বাবা। আমি সে অভিশাপ মেনে নিচ্ছি। যতদিন আমার মায়ের হত্যাকারীকে তাড়া করে ধরে খুন করতে না পারছি, ততদিন থাকুক খোদার গজব আমার মাথার ওপর। প্রথম সুযোগেই আমি এখন স্পেনে যেতে চাই। তুমি যদি যাত্রার খরচ দাও, ভালো; তা না হলে নিজেই আমি যাওয়ার ব্যবস্থা করব–যেমন করে পারি। তোমার সামনে, খোদা আর আমার মায়ের আত্মাকে সাক্ষী রেখে এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি: ওর শেষ দেখে ছাড়ব আমি। প্রতিশোধ না নিয়ে, ওর মৃত্যু না দেখে ফিরব না আমি দেশে। যদি প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হই, তা হলে যেন চির নরকবাসের শাস্তি নেমে আসে আমার ওপর!'

আমার দীর্ঘ বক্তৃতা মন দিয়ে শুনল বাবা, তারপর আমার কাঁধে একটা হাত রাখল। 'এই যদি তোমার মনের কথা হয়,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টমাস, টাকার অভাব হবে না। প্রতিশোধ নিতে আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু রক্তের বদলে রক্ত নেওয়ার বয়স এখন নেই আমার, স্পেনের হোলি অফিস এখনও খুঁজছে আমাকে, শরীরটাও নড়বড়ে হয়ে গেছে। রাগের মাথায় অভিশাপ দিয়েছিলাম। নিজেকেও অভিশাপ দিচ্ছি আমি সেই থেকে। তুমি যদি যাও, সারাক্ষণ আমার আশীর্বাদ থাকবে তোমার সঙ্গে। তুমি গেলেই সবচেয়ে ভালো হয়, কারণ তোমার হাত ফসকেই পালিয়েছে আমাদের শত্রু।'

'হ্যাঁ। ওরই যাওয়া উচিত!' বলল জেফরি জোর দিয়ে।

'তুমি তো একথা বলবেই, জেফরি। আমাকে এখান থেকে তাড়াতে পারলেই তো তুমি বাঁচো। ভাবছ, তা হলে নির্বিঘ্নে কোনও এক মেয়ের মন পাওয়া যাবে। তোমার যেমন প্রকৃতি তুমি তেমনি চলবে। তবে মনে রেখো, কারও অনুপস্থিতির যদি অন্যায় সুযোগ নাও, সেটা কোনদিনই তোমার জন্যে মঙ্গল বয়ে আনবে না।'

'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। যে জয় করে নিতে পারে, মেয়ে তার,' বলল জেফরি।

'তুমি জানো ওর হৃদয় জয় করা হয়ে গেছে, জেফরি। তুমি বড়জোর ওর বাপের কাছ থেকে কিনে নিতে পারবে ওকে, হৃদয় পাবে না কোনদিন।'

'আহা, থামো তো!' বলল বাবা। 'এটা কি প্রেম-ভালোবাসা আর মেয়েদের নিয়ে বিতর্ক করার উপযুক্ত সময়? এদিকে মন দাও, টমাস। স্পেনে গিয়ে মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে হলে সব কথা তোমার জানা থাকা দরকার। তোমার মা আর ওই খুনিটার সম্পর্কের ব্যাপারে কখনও কিছু বলিনি আমি। কিন্তু এখন সব কথা বলার সময় এসেছে। শোনো।

'আমি যখন প্রায় তোমার সমান, তখন আমাকে স্পেনে পাঠানো হয়েছিল। তোমার দাদার ইচ্ছা ছিল, আমি সেভিল-এর

www.BanglaBook.org

মোনাস্টারিতে লেখাপড়া শিখে ধর্মযাজক হই। কিন্তু ওই সব আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীগুলো ছিল আমার দুই চোখের বিষ। একদিন সুযোগ বুঝে পালালাম আশ্রম থেকে। বছরখানেক কি তার কিছু বেশি সময় এটা-সেটা করে দিন গুজরান করলাম—তোমার দাদার ভয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে আসার সাহস নেই।

'একরাতে তাসের টেবিলে পরিচয় হলো সেভিলের অত্যন্ত উঁচু বংশের এক নীচমনা যুবক হুয়ান ডি গার্সিয়ার সঙ্গে। আমার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট ছিল ও, কিন্তু বদমায়েশির কারণে দুর্নাম ছিল আমার চেয়ে দশগুণ বেশি। যেমন ছিল দেখতে-শুনতে রাজপুত্রের মত, তেমনি চোস্ত ছিল কথায়-বার্তায়, কিন্তু এমন হীন কাজ ছিল না যেটা ও করতে পারত না, কিংবা করত না। একদিন আমার কাছ থেকে বেশ অনেক টাকা জিতে খোশমেজাজে আমাকে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল ওর বিধবা চাচীর বাড়িতে।

'এই চাচীর একটিই সন্তান ছিল, মেয়ে। এই মেয়েটিই তোমার মা। তোমার মা, লুইযা ডি গার্সিয়া ছিল ওর চাচাত ভাই হুয়ান ডি গার্সিয়ার বাগদত্তা। এতে তোমার মায়ের সম্মতি নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি কেউ, কারণ চুক্তি যখন হয়, তখন তোমার মায়ের বয়স ছিল মাত্র আট বছর। তা হলেও এই চুক্তি লঙ্ঘন করবার উপায় ছিল না ওদেশে। বাগদান হয়ে গেলে ধরে নেওয়া হতো, বাস্তবে না হলেও, চুক্তির ফলে বিয়েই হয়ে গেছে দুজনের।

'কিন্তু এই সম্পর্ক মেনে নিতে পারেনি তোমার মা বা নানী। কারণ ততদিনে দুশ্চরিত্র হুয়ানের নানান কুকীর্তির কথা জানাজানি হয়ে গেছে উপরতলার সমাজে। চাচাতো ভাইকে যমের মত ভয় পেত লুইযা, তেমনি ঘৃণাও করত প্রচণ্ড; যদিও, আমার ধারণা, হুয়ান মনে-প্রাণে ভালোবাসত লুইযাকে।

'যেভাবেই হোক, হুয়ানের কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছিল লুইযা, ওর বিশ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিয়ে হতে পারবে না। ওর আশা ছিল, ততদিনে ওর অন্তরের ঘৃণা ও অপছন্দের কথা টের পেয়ে নিজে থেকেই সরে যাবে হুয়ান। কিন্তু ফল হলো উল্টো, দিন দিন ওর ভালোবাসা যেন আরও বেড়েই চলল। লুইযা যত বেশি শীতল ভাব দেখায়, ততই পাগল হয়ে ওঠে হুয়ান। স্পষ্টই বোঝা যায়, ওর প্রতি হুয়ানের আকর্ষণের দুটি কারণের একটি নিঃসন্দেহে ওর অতুলনীয় সৌন্দর্য, তবে দ্বিতীয়টিও কম টানছিল না হুয়ানকে—অনেক টাকা রেখে গেছেন ওর বড় চাচা তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী লুইযার জন্যে। চির অভাবী, জুয়াড়ি হুয়ানের এখন ধার-দেনা শোধ করবার জন্যে প্রচুর টাকা দরকার।

'এবার ঘটনায় চলে আসি। প্রথম দর্শনেই পরস্পরের প্রেমে পড়ে গেলাম তোমার মা ও আমি। এর পর থেকে ঘনঘন যাতায়াত শুরু করলাম আমি ওই বাড়িতে। তেমন কোনও অসুবিধা হলো না, কারণ লুইযার মা-ও দুচোখে দেখতে পারেন না দুশ্চরিত্র হুয়ানকে; ওর কবল থেকে মুক্ত করে বিদেশী কেউ যদি মেয়েটিকে দেশের বাইরে কোথাও নিয়ে যেতে পারে, তাঁর ধারণা, সেটাই হবে মেয়ের জন্য মঙ্গলজনক।

'কিছুদিন যেতেই আমি আমার ভালোবাসার কথা জানালাম লুইযাকে, ওর মাকে জানালাম ওকে বিয়ে করে ইংল্যান্ডে নিয়ে যেতে চাই। তিনি এককথায় রাজি হয়ে গেলেন। শলা-পরামর্শ করে একটা পরিকল্পনা তৈরি করলাম আমরা। কিন্তু ওবাড়িতে গুপ্তচর ছিল হুয়ানের, সব কথা চলে গেল ওর কানে। ক্ষোভে, দুঃখে, রাগে, হিংসায় পাগল হয়ে গেল ও।

'প্রথমে ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করল ও আমাকে। কিন্তু লোকজন বাধা দিল আমাদের তলোয়ার বের করবার আগেই। তারপর ও গুণ্ডা ভাড়া করল রাতের অন্ধকারে আচমকা আক্রমণ করে আমাকে খুন করার জন্যে। এক রাতে রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়ল দুজন আমার ওপর। জ্যাকেটের নীচে চেইন-শার্ট পরা ছিল বলে আমার

www.BanglaBook.org

গায়ে বিঁধল না ওদের ছোরা; উল্টে আমি ওদের একজনকে খুন আর অন্যজনকে মেরে আধমরা করে ফেললাম।

'লড়াই করে বা গুপ্তঘাতক লাগিয়ে আমাকে হত্যা করতে না পেরেও একটুও না দমে ভিন্ন পথ ধরল ও। কোথেকে, কীভাবে খবর পেল জানি না, আমার অতীত ঘেঁটে জেনে গেল যে আমি পালিয়ে এসেছি মোনাস্টারি থেকে।

'সোজা হোলি অফিসে গিয়ে জানিয়ে দিল আশ্রম থেকে পালিয়ে যাওয়া অবাধ্য, অবিশ্বাসী, ধর্মদ্রোহী, বিদেশী কুত্তাটাকে কোথায় পাওয়া যাবে।

'যেদিন জাহাজে চাপব, ঠিক তার আগের রাতে তোমার মা আর নানির সঙ্গে ওদের বাড়িতে বসে গল্প করছিলাম, এমনি সময়ে ঘরে ঢুকে ঘিরে ধরল আমাকে কালো আলখেল্লা আর হুড পরা ছয়জন সন্ন্যাসী, একটি শব্দ উচ্চারণ না করে টেনে নিয়ে চলল বাইরে। ওরা কেন, কী উদ্দেশ্যে, কোথায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছে প্রশ্ন করে কোনও উত্তর পেলাম না। ওরা শুধু হাতের ক্রুশ তুলে ধরল আমার চোখের সামনে। আমি বুঝে গেলাম কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাকে। মহিলা দুজনও আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। আমাকে নিয়ে গিয়ে হোলি অফিসের তলকুঠুরিতে আটকে দিল ওরা। ওখানে কী কী ঘটল সেসব কথা আভাসে সারব আমি, কারণ এখনও ওসব কথা স্মরণ করলে অসুস্থ হয়ে পড়ি আমি।

'দুইবার র‍্যাকে তোলা হলো আমাকে, গরম সিক দিয়ে পোড়ানো হলো একবার, বার তিনেক তারের চাবুক দিয়ে পেটানো হলো স্বীকৃতি আদায় করবার জন্যে। কুকুরেরও অরুচি হয়, এমন খাবার দেওয়া হলো দিনের পর দিন। তারপর আমার বিচার করতে বসল উঁচু স্তরের পুরোহিতরা। মোনাস্টারি থেকে পালিয়ে যাওয়াটা ধরা হলো অতি গর্হিত ব্লাসফেমি হিসাবে। ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। দিন-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারিখ স্থির হয়ে গেল, এক বছর পর কবে কখন আমাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে। এই একটি বছর পাপের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে আমাকে, নিষ্ঠুর নির্যাতন করা হবে মঙ্গলময় ঈশ্বর ও ধর্মের নামে।

'দিনের পর দিন চরম নির্যাতন সহ্য করে এক বছর পর আমি যখন সব আশা ত্যাগ করেছি, সেই সময়ে এলো সাহায্য। যেদিন আমাকে পুড়িয়ে মারার কথা, ঠিক তার আগের রাতে হাসিমুখে বন্দিশালায় ঢুকল এক ভয়ালদর্শন পুরুত। এই লোকটাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছে আমাকে। মেঝের উপর খড়ের বিছানায় শুয়ে ছিলাম, ধড়মড় করে উঠে বসলাম ওকে দেখে। ও এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে সুসংবাদ দিল। আমার কম বয়সের কথা বিবেচনা করে নাকি আমাকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ এসেছে।

'বিশ্বাসই করতে পারিনি প্রথমে, ভেবেছি এ-ও নির্যাতন করবার নতুন কোন কায়দা বুঝি। কিন্তু আমাকে যখন সত্যিই জামা-কাপড় পরিয়ে গেটের বাইরে রাস্তায় বের করে দেওয়া হলো, তখন হতভম্ব হয়ে এদিক-ওদিক চাইলাম–যাব কোথায় আমি? দেখলাম গাঢ় রঙের কাপড় দিয়ে গা-মাথা ঢাকা এক মহিলা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে নিচু গলায় ডাকল আমাকে, "এসো!"

'বুকের ভেতর তড়াক করে লাফিয়ে উঠল আমার হৃৎপিণ্ডটা। ওই মহিলা আসলে তোমার মা। তিন-তিনবার আমাকে উদ্ধারের চেষ্টা বিফল হওয়ার পর এবার এক চতুর লোকের মাধ্যমে ঠিক জায়গা মত প্রচুর টাকা ঢালায় খোদার রহমত নেমে এসেছে আমার উপর। এই হলো বর্তমান স্পেনে ধর্মের ধারক-বাহকদের চরিত্র।

'যাক, ওই রাতেই বিয়ে হলো আমাদের, তারপর আমরা দুজন ছুটলাম ক্যাডিজ-এর পথে। তোমার নানি তখন গুরুতর অসুখে শয্যাশায়ী। ক্যাডিজ বন্দরে মেরি অভ ব্রিস্টল নামে একটা

www.BanglaBook.org

ইংলিশ জাহাজে টিকেট কাটা ছিল আমাদের। জাহাজে উঠে পড়লাম, কিন্তু বৈরী আবহাওয়ার কারণে জাহাজ ছাড়তে দেরি হচ্ছে। দুই দিন এক রাত আমরা আটকে থাকলাম বন্দরে। কখন আবার কোন্ দিক দিয়ে হামলা আসে সেই ভয়ে থরহরিকম্প।

'ভয়টা যে অমূলক ছিল না, টের পেলাম তৃতীয় দিন। টাকা খেয়ে আমাকে ছেড়ে দিয়ে কারারক্ষী প্রচার করে দিল, আমি আমার প্রভু শয়তানের সাহায্য নিয়ে আবার পালিয়েছি গির্জার মুঠো থেকে। দুই তরফ থেকে চারদিকে খোঁজা হচ্ছে আমাকে। হোলি অফিসের সাধুরা তো আছেই, হুয়ান ডি গার্সিয়াও লাগিয়েছে একদল লোক। দুই দলই পারস্পরিক সাহায্য নিয়ে গন্ধ শুঁকে শুঁকে এসে হাজির হলো ক্যাডিজ বন্দরে।

'তৃতীয় দিন সকালে আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ায় রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল জাহাজের ক্যাপ্টেন। নোঙর তুলে সবে পাল তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে, এমনি সময়ে বিশজন সোলজার নিয়ে জাহাজের একেবারে গায়ের কাছে চলে এল একটা বোট, তার পিছনে রয়েছে আরও দুটো বোটে আরও লোক। প্রথম বোট থেকে হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে ক্যাপটেনকে জাহাজ থামাবার নির্দেশ দেওয়া হলো। হোলি অফিসের ওয়ারেন্ট আছে, জাহাজ সার্চ করবে ওরা। আমি তখন ডেকে। ডি গার্সিয়াকে নৌকায় দেখে লুকাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ও আমাকে দেখতে পেয়েই চিৎকার করে উঠল, "ওই যে! ওই যে সেই ধর্মদ্রোহী!"

'মনে হলো, আদেশ পালন করতে যাচ্ছে ক্যাপটেন, কারণ আমাকে তখন ওদের হাতে তুলে না দিলে সমস্ত খালাসীসহ তাকেও জেলে যেতে হতে পারে। কিন্তু আমি তখন বেপরোয়া। একটানে নিজের জামা ছিঁড়ে আমার শরীরের ক্ষতগুলো দেখালাম জাহাজের সবাইকে। বললাম, 'আপনারা ইংরেজ, আপনারা কি আমাকে এইসব ভিনদেশী পিশাচদের হাতে তুলে দেবেন? চেয়ে দেখুন কী করেছে ওরা একজন নিরপরাধ ইংরেজের শরীরের

www.BanglaBook.org

ওপর! হ্যাঁ, আমি পালিয়েছি শয়তানগুলোর হাত থেকে; আমাকে আবার ওদের হাতে তুলে দিলে আগুনে পুড়িয়ে মারবে ওরা আমাকে। এসব দেখেও যদি আপনাদের মায়া না হয়, একটা তলোয়ার দিন আমার হাতে; যুদ্ধ করে মরি।"

'নাবিকদের মধ্যে একজন বলে উঠল, "আমি আছি তোমার পাশে, যুবক। আমাকে হত্যা না করে তোমার বা তোমার স্ত্রীর কাছে পৌঁছতে পারবে না কেউ।" এই বলে একটা ধনুকে ছিলা পরাল লোকটা, তারপর একটা তীর বসিয়ে তাক করল স্প্যানিয়ার্ডদের বোটের দিকে।

'ইতিমধ্যে আরও আটদশজন জোয়ান তীর-ধনুক আর তলোয়ার নিয়ে তৈরি হয়ে গেছে। তাদের মধ্য থেকে লম্বা-চওড়া একজন বোটের সৈন্যদের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল, "শোনো, নরকের পিশাচরা! আমাদের মধ্যে থেকে কাউকে যদি ধরতে হয়, এসো, সাধ্য থাকলে জাহাজে উঠে এসে ধরে নিয়ে যাও।"

'নাবিকদের মনোভাব টের পেয়ে মনস্থির করে ফেললেন জাহাজের ক্যাপটেন, স্প্যানিয়ার্ডদেরকে কোনও জবাব না দিয়ে পাল তোলার নির্দেশ দিলেন তিনি কয়েকজনকে। বাকিরা তৈরি থাকবে, কেউ জাহাজে উঠতে চেষ্টা করলে মেরে তাড়ানোর জন্য।

'দেখা গেল, অন্য দুটো বোটও খুব কাছে চলে এসেছে। একটা তো হুক আটকে ফেলল আমাদের জাহাজে। একজনকে দেখলাম উঠে আসছে চেইন ডিঙিয়ে ডেকের ওপর। চিনতে পারলাম। লোকটা হোলি অফিসের একজন পুরোহিত। নিজ হাতে নির্যাতন না করলেও এই লোক হাজির থাকত চাবুক মারার সময়, মজা পেত। হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেল আমার। একজনের হাত থেকে ধনুকটা নিয়ে তীর পরালাম তাতে, তীরের শেষ প্রান্ত টেনে নিয়ে এলাম কানের পাশে, তারপর ছেড়ে দিলাম। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না তীর। তোমার মতই, টমাস, আমারও ভালো হাত ছিল তীর-ধনুকে। বুকে তীর নিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল লোকটা সাগরে।

www.BanglaBook.org

'এরপর ডেকে ওঠার চেষ্টা করল না কেউ আর। যদিও তীর মারল ওরা যে যত পারে, কিন্তু একজন নাবিককে সামান্য জখম করা ছাড়া আর কোনও ক্ষতি করতে পারল না আমাদের। ততক্ষণে পালে হাওয়া লেগেছে। তরতর করে ছুটতে শুরু করল মেরি অভ ব্রিস্টল।

'লাফিয়ে বোটের ওপর উঠে দাঁড়াল ডি গার্সিয়া, পাগলের মত আচরণ করছে: হাত মুঠি পাকিয়ে শাসাচ্ছে, গালি দিচ্ছে বিশ্রী ভাষায়। তোমার মায়ের নাম ধরে ডেকে বলল, "দশ, এমনকী বিশ বছর পরে হলেও প্রতিশোধ নেব! তোমাকে আমি ছাড়ব না, লুইযা। জেনে রাখো, যেখানেই লুকাও না কেন, তোমাকে খুঁজে বের করে খুন করব আমি!"

'এতদিনে হুয়ান ডি গার্সিয়া ওর প্রতিজ্ঞা পালন করেছে। আজ কবর দিয়ে এলাম তোমাদের মাকে। আমার ভরসায় নিজের দেশ ছেড়ে, আপনজন সবাইকে ছেড়ে এতদূর চলে এল যে মেয়ে, আমি ওই লোকটার রোষ থেকে তাকে বাঁচাতে পারলাম না। আমি...'

বলতে বলতে দুইহাতে মুখ ঢেকে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল আমার বাবা। আমরাও বোবা হয়ে থাকলাম, কথা বলতে পারলাম না অনেকক্ষণ। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললাম, 'এই কাহিনী যদি আগে আমাদের জানাতে, বাবা, তা হলে আজ একটা পিশাচ কম থাকত এই দুনিয়ায়। আমাকেও ঘরবাড়ি ছেড়ে ওর পিছু নিয়ে দীর্ঘযাত্রায় বেরোতে হতো না।'

তখন জানতাম না কতটা দীর্ঘ যাত্রায় বের হচ্ছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছয়

মাকে কবর দেওয়ার ঠিক বারো দিনের মাথায় যাত্রার জন্য তৈরি হয়ে গেলাম আমি। 'অ্যাডভেঞ্চারেস' নামে একশো টনি একটা জাহাজ সে সময় ইয়ারমাথ থেকে ক্যাডিজ যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এই জাহাজে আমার জন্য টিকেট কাটল বাবা। আমার হাতে পঞ্চাশ পাউন্ডের স্বর্ণমুদ্রা আর একটা কাগজ দিয়ে বলল প্রয়োজনে ওই কাগজ দেখিয়ে আরও এক-দেড়শো পাউন্ড আমি নিতে পারব ক্যাডিজের বিশেষ এক মার্চেন্টের গদি থেকে।

অ্যাডভেঞ্চারেস-এর রওনা হওয়ার কথা তেসরা জুনে। আমার মাল-সামান পৌঁছে গেছে ইয়ারমাথে। আমাকে পৌঁছতে হবে পয়লা জুনের রাতে। সবার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া সারা, শুধু একজন বাকি। সেই মন দেয়া-নেয়ার পর লিলিকে আর মাত্র একবার দেখেছি আমি আমার মায়ের দাফনের দিন। সেদিন কোনও কথা হয়নি আমাদের। শুনেছি ওদের বাসার কাজের লোকদের নির্দেশ দেওয়া আছে, আমাকে হল-এর আশপাশে দেখলেই যেন ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। তা হলে কি ওর সঙ্গে দেখা না করে, বিদায় না নিয়েই চলে যাব আমি?

শেষদিন বাবাকে সব খুলে বলে তার সাহায্য চাইলাম।

'আমি যাচ্ছি আমাদের শত্রুর পেছনে সবার হয়ে প্রতিশোধ নিতে। পরিবারের সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে প্রয়োজনে আমাকে প্রাণও দিতে হতে পারে, বাবা। বিদায়ের মুহূর্তে তুমি এই

www.BanglaBook.org

ব্যাপারটায় আমাকে একটু সাহায্য করবে না?'

'দেখো, পড়শি বোযার্ড ওর মেয়েটাকে তোমার ভাই জেফরির হাতে তুলে দেবে বলে মনস্থির করেছে,' বলল বাবা। 'এ-ব্যাপারে তো কারও ওপর জোরজুলুম চলে না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা তো তার আছেই। তবু, তুমি যখন বলছ, পারলে আমি সাহায্য করব। আমাকে তো আর দরজা থেকে খেদিয়ে দিতে পারবে না। ঘোড়া আনতে বলো, আমরা হল-এ যাব।'

আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। চাকরকে বাবা বলল স্কোয়ায়্যার বোযার্ডের সঙ্গে কথা আছে। লোকটা আমার দিকে তাকাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। আমার ব্যাপারে কী হুকুম দেওয়া আছে জানে সে। তবু বাবার সঙ্গে আছি বলে বাড়ির ভিতর ঢুকতে আমাকে বাধা দিল না।

'আসুন, উইংফিল্ড!' বললেন স্কোয়ায়্যার বোযার্ড। 'আপনাকে স্বাগত জানাতে আমি সর্বদা প্রস্তুত, তবে সঙ্গে করে যাকে নিয়ে এসেছেন তাকে কিন্তু নয়।'

'এই শেষবার ওকে সঙ্গে এনেছি, বোযার্ড,' বলল বাবা। 'ওর অনুরোধটা শুনুন, তারপর অনুমোদন করুন বা প্রত্যাখ্যান করুন, সে আপনার ইচ্ছে। তবে প্রত্যাখ্যান করলে ওর সঙ্গে আমিও ফিরে যাব। মায়ের হত্যাকারীর খোঁজে আজ চলে যাচ্ছে ও স্পেনগামী একটা জাহাজে উঠতে।'

'এই অল্প বয়সে বিদেশ বিভূঁইয়ে একা চলেছে ও এমন একটা কাজে! সাহস আছে বলতে হবে। শোনা যাক, আমার কাছে ও কী চায়।'

'আপনার মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার অনুমতি চায়। আমি জানি আপনার মেয়ের সঙ্গে ওর মেলামেশা আপনি পছন্দ করছেন না। আমি নিজেও মনে করি, নিজের পায়ে দাঁড়াবার আগে এখনই ওর প্রেম-ভালোবাসা-বিয়ে নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয়। তবে আমার মনে হয়, যা ক্ষতি হবার হয়েছে, আজ ওদের

www.BanglaBook.org

দেখা করতে দিলে তার বেশি আর কোনও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এবার আপনার উত্তরটা শোনা যাক।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ ভাবলেন স্কোয়ায়্যার বোযার্ড, তারপর মুখ খুললেন।

'আপনার এই ছেলেটা সত্যিই সাহসী, যদিও ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব না আমি। অনেক দূরে চলেছে, কে জানে কবে ফিরবে, কিংবা আর কখনও ফিরবে কি না। আমি চাই না আমার মৃত্যুর পরেও আমার বিরুদ্ধে ওর মনে কোনও ক্ষোভ থাকুক। যাও, টমাস,' আঙুল তুলে জানালার বাইরেটা দেখালেন তিনি, 'ওই বিচ গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াও। ওখানে লিলি তোমার সঙ্গে দেখা করবে। আধঘণ্টা কথা বলার অনুমতি দেয়া গেল তোমাদের–তার বেশি এক সেকেন্ডও না। না-না, ধন্যবাদ দেয়ার দরকার নেই, আমি মত পাল্টাবার আগেই আমার সামনে থেকে কেটে পড়ো!'

দুরুদুরু বক্ষে বিচগাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু পরেই চলে এল লিলি, যেন স্বর্গ থেকে নেমে আমার সামনে দাঁড়াল কোনও পরি।

'সত্যি, টমাস?' অস্ফুট কণ্ঠে বলল লিলি, 'সত্যিই তুমি বিদেশ চলে যাচ্ছ ওই স্প্যানিয়ার্ডকে খুঁজতে?'

'হ্যাঁ। যাচ্ছি ওকে খুঁজে বের করে খুন করতে। তোমার কাছে গিয়েছিলাম বলেই পালিয়ে যেতে পেরেছে লোকটা, এখন তোমার কাছ থেকে দূরে গিয়ে ওকে কাছে পেতে চাইছি। কেঁদো না, লক্ষ্মী। আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে হবে আমাকে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে নিজেকে আর মানুষ বলে ভাবতে পারব না কোনদিন।'

'তোমার প্রতিজ্ঞার জন্যে কি বিয়ে না হতেই বিধবা হবো আমি, টমাস? তুমি বিদেশ চলে গেলে জীবনেও আর দেখা হবে না আমাদের।'

'কেন? আমার বাবাও তো বিদেশ গিয়েছিল, নানান বিপদ-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপদ কাটিয়ে ফিরে আসেনি সে?'

'এসেছেন,' বলল লিলি, 'কিন্তু একা না। তোমার বয়স কম, টমাস, আর দূর দেশে অনেক সুন্দরী, অনেক গুণী মেয়ে আছে। এত দূর থেকে তাদের সঙ্গে আমি প্রতিযোগিতা করব কী করে?'

'আমি প্রতিজ্ঞা করছি, লিলি...'

'না, টমাস! এমন কিছু প্রতিজ্ঞা কোরো না, যেটা ভেঙে নিজেকে পাপী মনে হতে পারে তোমার। আমার একটাই অনুরোধ: আমাকে ভুলে যেয়ো না, আমিও কোনদিন ভুলব না তোমাকে। হয়তো, আহ্, বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে আমার, হয়তো এ জীবনে এই আমাদের শেষ দেখা। যদি তা-ই হয়, স্বর্গে নিশ্চয়ই মিলন হবে আমাদের। একটা কথা জেনো, টমাস, যতদিন বেঁচে আছি, আমি তোমার। কেউ আমাকে টলাতে পারবে না আমার শপথ থেকে। কিন্তু এই বিদায় মৃত্যুর চেয়েও বেশি কষ্ট দিচ্ছে কেন?'

'কষ্ট খুব বেশিদিন থাকবে না, লিলি। আমি শুধু শত্রুর খোঁজে নয়, সৌভাগ্যের খোঁজেও চলেছি। যেখানেই যাই, যত শীঘ্রি সম্ভব ফিরে আসব আমি তোমার কাছে।'

তারপর দুজন দুজনের মনের কত কথাই না বললাম, আজ আর মনে নেই সে-সব। আধঘণ্টা কখন পেরিয়ে গেছে জানি না।

'ওই দেখো, ডাকছে আমাকে বাবা। এখন যে যেতেই হবে, প্রিয়তম।'

একটু সরে বুড়ো বিচের আড়ালে চুমো খেলাম আমি ওকে। লিলিও সাড়া দিল সহজ ভাবে। তারপর ওর আঙুল থেকে একটা অংটি খুলে পরিয়ে দিল আমার আঙুলে। বলল, 'রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে এটা দেখো, আর আমার কথা মনে কোরো।'

আজও সেই আংটি রয়েছে আমার আঙুলে। সাদামাঠা সোনার আংটি, ভিতর দিকে খোদাই করে লেখা রয়েছে:

www.BanglaBook.org

অন্তরে অন্তর,
দূরত্ব যদি বা দুস্তর ॥

বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় চেপে চলে এলাম। বিদায় মুহূর্তে লিলির বেদনাবিধুর, করুণ মুখটা গেঁথে গেল মনে। পরবর্তী বিশটা বছর সেই বিষাদমাখা, অপূর্ব সুন্দর মুখটা বয়ে বেড়িয়েছি আমি আমার বুকের ভিতর।

সেইদিনই বাবার সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে চলে গেলাম ইয়ারমাথ। বড় ভাই জেফরি অবশ্য আমাদের সঙ্গে এল না, তবে বিদায়ক্ষণে ওর সঙ্গে সেই ছোটবেলার মত আন্তরিক ব্যবহার করেছিলাম বলে আমি খুশি। কারণ জীবনে আর দেখা হয়নি আমাদের। লিলির ব্যাপারে একটি কথাও হলো না আমাদের। আমি দূরে সরে গেলেই যে ও লিলির মন জয় করার জন্য উঠেপড়ে লাগবে, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তবে ওকে দোষও দিই না, কারণ লিলির মত অসাধারণ একটা মেয়ের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হবে, ওকে বিয়ে করতে চাইবে-সেটাই তো স্বাভাবিক। প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়েছিল বেচারা। ওর আত্মার শান্তি হোক।

ছোটবোন মেরি খুব কাঁদাকাটি করল। একথা-সেকথা বলে ওকে সান্ত্বনা দিলাম। লিলির সঙ্গে কী-কী কথা হয়েছে সব বললাম ওকে। বললাম, ও যেন প্রয়োজনের সময় লিলির পাশে থাকে, তাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে। লিলির কলেজ পড়ুয়া ভাইটার প্রতি মেরির দুর্বলতা আছে, জানি আমি।

অনেকদূর গিয়ে একটা পাহাড়ের মাথায় ঘোড়া থামিয়ে পিছন ফিরে চাইলাম। চোখের সামনে বিছিয়ে রয়েছে ঢেউ খেলানো ওয়েভেনি উপত্যকা। ওই তো দেখা যায় মস্ত উঁচু ওকের জঙ্গল, তার ওপাশে আমাদের গ্রাম। ওখানে আমার জন্য, ওখানেই রেখে যাচ্ছি আমার প্রিয়তমা বাগদত্তাকে। সমস্ত মধুর স্মৃতি একই সঙ্গে

www.BanglaBook.org

ভিড় করে আসতে চাইল আমার মনে। ঝাপসা হয়ে আসতে চাইল চোখদুটো। মাথা ঝাড়া দিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলাম, নেমে গেলাম ঢাল বেয়ে।

পরদিন রওনা হয়ে গেল 'অ্যাডভেঞ্চারেস'। অনেক কঠিন কথাই তো বলেছে বাবা আমাকে, কিন্তু জেটিতে আমাকে বিদায় দিতে গিয়ে চোখ ভিজে গেল তার। হয়তো মনে পড়েছে, মায়ের সবচেয়ে প্রিয়পাত্র ছিলাম আমিই। আর যদি কোনদিন দেখা না হয়, এই ভয়ে শেষমেশ এতই কাবু হয়ে পড়ল যে হঠাৎ বেঁকে বসল–না, আমাকে বিদেশ যেতে দেবে না।

মাথা নাড়লাম আমি। বললাম, 'আমার নিজের দোষে না হয়ে জেফরির দোষে যদি পালিয়ে যেত স্প্যানিয়ার্ড, আমিই যেতাম, বাবা, প্রতিশোধ নিতে। একবার প্রতিজ্ঞা করেছি, সেটা ভেঙে আমি নিজেকে ছোট করতে পারব না, তা হলে সত্যিই খোদার গজব পড়বে আমার ওপর।'

'ঠিক আছে, টমাস, যাও তা হলে,' চোখ মুছল বাবা। 'মনটা একেবারে ভেঙে গেছে, বাপ। তোর মায়ের এই হঠাৎ মৃত্যুতে মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার, তাই যা-তা বলেছি তোকে রাগের মাথায়। ওসব কিচ্ছু মনে রাখিস না, বাপ। যদি আর কোনদিন দেখা না হয়, জানিস, তোর বাবা তোকে ভালবাসত। শোকে-দুঃখে আমি ভুলে গিয়েছিলাম বদলা নেওয়ার দরকারই পড়ে না, যার যা প্রাপ্য, বিচার করে খোদাই তার উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে দেন, মানুষের সাহায্যের দরকার পড়ে না তাঁর।

'যাই হোক, এবার আমার শেষ উপদেশ শুনে নাও, টমাস: যে মুল্লুকে যেখানেই যাও সৃষ্টিকর্তা আর নিজ বাড়ির কথা কখনও ভুলো না; ঝগড়া-ফ্যাসাদ থেকে দূরে থেকো, মেয়েদের থেকে সাবধান, জিভ আর মেজাজ নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখো। ভিন্ন ধর্মের আচার-আচরণকে কখনও বিদ্রূপ করবে না, কারণ ওই জায়গাটা বড়ই স্পর্শকাতর–প্রাণের বন্ধুও হিংস্র হয়ে উঠতে পারে মুহূর্তে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাবাকে কথা দিলাম, তার উপদেশ স্মরণ রাখব আমি। আমাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমো দিল বাবা, আসমানের দিকে চেয়ে আমাকে সঁপে দিল ঈশ্বরের হাতে।

ছেড়ে দিল জাহাজ। যতক্ষণ দেখা যায় দেখলাম বাবাকে। ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল মানুষটা একসময়। মিলিয়ে গেল আমার জীবন থেকেও। আর দেখা হয়নি আমাদের। স্ত্রীর মৃত্যুতে মাঝবয়সেই একেবারে ভেঙে পড়েছিল বাবা, আমি চলে যাওয়ার দু'-বছরের মধ্যেই মারা গিয়েছিল হার্টের অসুখে। সেকথা অবশ্য আমি জেনেছি বিশ বছর পর।

বে অভ বিসকে-র প্রবল প্রতিকূল হাওয়া ঠেলে নিয়ে গিয়ে পর্তুগালের লিসবনে নোঙর ফেলতে বাধ্য করল আমাদের অ্যাডভেঞ্চারেসকে। সেখানে কিছুদিন অপেক্ষার পর আবহাওয়া অনুকূল হলে আবার ছাড়ল জাহাজ। ইয়ারমাথ থেকে রওনা হওয়ার চল্লিশদিন পর পৌঁছলাম আমরা দক্ষিণ-স্পেনের ক্যাডিজ বন্দরে।

সাত

সেভিলে বেশ অনেকদিন থাকতে হতে পারে মনে করে ওখানকার বিখ্যাত কোনও চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাটা আরও একটু এগিয়ে রাখব বলে স্থির করেছি। ক্যাডিজে যে মার্চেন্ট আমার স্থানীয় অভিভাবক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম সেভিলের কোনও বড় ডাক্তারের নাম-ঠিকানা তাঁর জানা আছে কি না। আমার ইচ্ছের কথা জানতে পেরে খুশি মনেই তিনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিচিত তিনজন বড় ডাক্তারের ঠিকানা তো দিলেনই, তাঁদের কাছে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে চিঠিও দিলেন। আমার অনুরোধে নামটা গোপন রেখে আমার নাম লিখলেন দিয়েগো ডি'এইলা।

মায়ের কল্যাণে স্প্যানিশ চেহারা ও গায়ের রঙ পেয়েছি আমি, ভাষাও কিছুটা শেখা আছে–যদিও উচ্চারণ শুনলে বোঝা যায় আমি স্থানীয় লোক নই। তবে আমার বিশ্বাস, মুখের ভাষাটা রপ্ত করে নিতে খুব বেশি সময় লাগবে না, ছয়মাসের মধ্যেই গড়গড় করে ক্যাস্টিলিয়ান বলতে পারব।

সেভিলের এক অখ্যাত সরাইখানায় মাল-সামান রেখে সুপারিশপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সবচেয়ে বড় ডাক্তারের উদ্দেশে, এতদিন পর ভদ্রলোকের নামটা আর মনে করতে পারছি না। লাস প্যালমাস স্ট্রিটে সামনে-পিছনে লনওয়ালা আলিশান বাড়ি ছিল সেই ডাক্তারের। হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম রাস্তার অপর পাশে আরেক বিশাল বাড়ির গাড়িবারান্দার ছায়ায় হালকা-পাতলা, ছোটখাট, বয়স্ক এক ভদ্রলোক বসে আছেন চেয়ারে। মাথা থেকে চওড়া ব্রিমের হ্যাটটা খুলে হাতপাখার মত হাওয়া করছেন নিজেকে।

চোখ তুলে চাইলেন ভদ্রলোক। দেখলাম তাঁর উজ্জ্বল কালো চোখে তীক্ষ্ণবুদ্ধির ছাপ। আর অল্প একটু দূরেই সেই নামকরা ডাক্তারের বাড়ি। বাড়িটা চিনে নিয়ে ধীরপায়ে ফিরে এলাম আমি। হাঁটাহাঁটি করছি আর ভাবছি কী গল্প বানিয়ে বলব ডাক্তারকে। দেখলাম, গাড়িবারান্দায় বসা বৃদ্ধ ভদ্রলোক সারাক্ষণ গভীর মনোযোগে লক্ষ করছেন আমাকে। আমার গল্প তৈরি হয়ে যেতেই ডাক্তারের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। জানা গেল, তিনি এখন বাড়িতে নেই। কখন ফিরবেন, আর কখন তাঁর সঙ্গে দেখা করা যাবে জেনে নিয়ে সরাইখানার ফিরতিপথ ধরলাম। সেই বৃদ্ধের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছি, হঠাৎ তাঁর হাত ফসকে হ্যাটটা এসে

www.BanglaBook.org

পড়ল আমার পায়ের সামনে। হ্যাটটা তুলে ধুলো ঝেড়ে এগিয়ে দিলাম বৃদ্ধের দিকে।

'তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ!' শান্ত, মোলায়েম কণ্ঠে বললেন ভদ্রলোক। 'বিদেশী হলেও সৌজন্যবোধ আছে তোমার।'

'আপনি কী করে জানলেন যে আমি বিদেশী?' এতই অবাক হয়েছি যে সাবধান হওয়ার কথা গেছি ভুলে।

মৃদু হাসলেন তিনি। বললেন, 'আগে যদি বা আন্দাজ করে থাকি, এবার তো তুমি ধরাই পড়ে গেলে, হে! তোমার উচ্চারণই বলে দিচ্ছে, তুমি বিদেশী। তবে অনেক বিদেশীর চেয়ে অনেক ভালো ক্যাস্টিলিয়ান বলছ তুমি।'

মাথা নুইয়ে সম্মান জানালাম জ্ঞানী বৃদ্ধকে, তারপর এগোলাম নিজের পথে। কিন্তু দু'-পা এগোতেই আবার কথা বলে উঠলেন তিনি।

'এত তাড়া কীসের, অ্যাই ছেলে? ভেতরে এসো, এক কাপ ওয়াইন খেয়ে যাও আমার এখানে। খুব ভালো জিনিস। ঠাণ্ডা!'

না বলতে গিয়েও ভাবলাম, সত্যিই তো কোনও কাজ নেই এখন আমার। এঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করলে হয়তো কিছু শিখতে পারব।

'বেশ গরম পড়েছে, সেনিয়র,' বললাম, 'আপনার আতিথ্য গ্রহণ করছি, ধন্যবাদ।'

আর কিছু না বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন ভদ্রলোক। ওঁর পিছু নিয়ে মার্বেল পাথর বিছানো একটা দেওয়ালঘেরা আঙিনায় চলে এলাম। ঠিক মাঝখানে গোল একটা কৃত্রিম জলাশয়, ওটা ঘিরে রয়েছে ঘন লতাঝোপ। ঝোপের ছায়ায় ছোট একটা টেবিলের দু'-পাশে দুটো চেয়ার রাখা। দু'জন আরাম করে বসার পর টেবিলের উপর রাখা রূপার একটা ঘণ্টা বাজালেন বৃদ্ধ। বাড়ির দরজা খুলে ঝলমলে স্প্যানিশ পোশাক পরা এক তরুণী আলতো পায়ে এগিয়ে এল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওয়াইন আনো,' বললেন বৃদ্ধ নরম গলায়।

সাদা পর্তুগিজ ওয়াইন এল। নিজ হাতে পরিবেশন করলেন বৃদ্ধ। তারপর গ্লাসটা উঁচু করে ধরে বললেন, 'তোমার স্বাস্থ্য, সেনিয়র?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন আমার মুখের দিকে।

'দিয়েগো ডি'এইলা।' নামটা বলতেই হলো।

'আরে!' অবাক হলেন বৃদ্ধ। 'স্প্যানিশ নাম দেখছি! না কি ছদ্মনাম? দুনিয়ার এত লোকের সঙ্গে আমার চেনাজানা, এ-নাম তো শুনিনি আগে কখনও।'

'অখ্যাত হলেও, বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন, ওটাই আমার নাম। সেনিয়র?' আমিও চাইলাম তাঁর মুখের দিকে।

'আন্দ্রে ডি ফঁসেকা,' বলে মাথা ঝোকালেন তিনি। 'পেশায় চিকিৎসক। নাম-যশ আছে, বিশেষ করে ধনী মহিলা রোগীদের মধ্যে।'

পরিচিত হওয়ার পর গেলাস ঠোকাঠুকি করে একঢোকে পানীয়টুকু গিলে নিলাম। এত ভালো ওয়াইন আগে কখনও খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। বললাম সেকথা।

মৃদু হাসলেন বৃদ্ধ।

'থ্যাঙ্ক ইউ, সেনিয়র দিয়েগো। হ্যাঁ, বিশ্বাস করছি, এটাই তোমার নাম। কারণ, নামে কিছুই এসে যায় না; মাঝে মাঝে বদল করবারও প্রয়োজন পড়ে, সে নিয়ে আর কারও মাথাব্যথা হওয়া উচিত নয়।' আবার একটু হাসলেন তিনি। 'দেখতেই পাচ্ছি, তুমি এই শহরে নতুন। না, টের পেয়েছি বলে অবাক হওয়ার কিছুই নেই; পুরনো লোক পথ চলতে এদিক-ওদিক চায় না, পথের হদিশ জানতে চায় না কারও কাছে, স্থানীয় লোক গরমকালে রাস্তার রোদের দিকটা ধরে হাঁটে না। যা-ই হোক, যদি জিজ্ঞেস করি, তোমার মত স্বাস্থ্যবান যুবকের কী দরকার আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ওই ডাক্তারের কাছে, তা হলে কিছু মনে করবে?'

'প্রশ্নটা যদিও ব্যক্তিগত বিষয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত কৌতূহলের মত

www.BanglaBook.org

শোনাচ্ছে, তবু আমি উত্তর দেব,' মনে মনে এতক্ষণে ভদ্রলোককে অন্যের রোগী-ভাগানো অপচিকিৎসকের পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছি আমি। এরা নিরাময়ের চেয়ে রোগীর পকেট খালি করতেই বেশি পটু। বললাম, 'আমি নিজেও একজন চিকিৎসক, সেনিয়র; যদিও পুরোপুরি প্রশিক্ষিত বলা যাবে না; সনদ পাইনি এখনও। আমি এসেছিলাম বড় কোনও ডাক্তারের সহকারী হিসেবে তাঁকে সাহায্য করার, সেই সঙ্গে অভিজ্ঞতা অর্জন ও আমার চলার মত সামান্য কিছু উপার্জনের সুযোগ পাওয়া যায় কি না জানতে।'

'তা-ই বুঝি? তবে, সেনিয়র, ওখানে তোমাকে হতাশ হতে হবে।' মাথা ঝাঁকিয়ে বড় ডাক্তারের বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'বিরাট অঙ্কের ফি ছাড়া এঁরা কোনও শিক্ষানবীশ নিতে রাজি হন না, তা ছাড়া এটা এ-দেশের প্রচলিত রীতিও নয়।'

'তা হলে অন্য কোথাও অন্য কিছু করেই পেট চালাতে হবে আমাকে।'

'ঠিক ওকথা বলিনি আমি। বলছিলাম, আমি হয়তো তোমার জন্যে কোনও সুযোগের ব্যবস্থা করে দিতে পারব। এসো, দেখা যাক, কতটুকু জানো তুমি চিকিৎসাশাস্ত্রের। তবে শুরুতেই তোমার জেনে রাখা ভাল, চিকিৎসাশাস্ত্র জানার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মানুষের মনের গতিপ্রকৃতি জানা। যার এটা জানা আছে, সে-ই মানুষের নেতা হবে—অথবা মেয়েমানুষের—যারা চালায় পুরুষমানুষকে।'

আর কোনও ভূমিকায় না গিয়ে এবার চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে সরাসরি প্রশ্ন শুরু করলেন তিনি আমাকে। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিষয়ে গেলেন তিনি, তারপর সূক্ষ্মতম। সমস্যাগুলোর বেশিরভাগ নারীবিষয়ক—কিছু শারীরিক, কিছু মানসিক। মুগ্ধ হয়ে গেলাম ভদ্রলোকের জ্ঞানের পরিধি দেখে। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমার বিদ্যা-বুদ্ধি সম্পর্কে কিছুই আর জানতে বাকি রইল না তাঁর।

'তোমাকে দিয়ে হবে, সেনিয়র,' বললেন তিনি অবশেষে;

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তোমার মধ্যে ন্যাক আর বুদ্ধিমত্তা যেমন আছে, সম্ভাবনাও আছে; যদিও অল্পবয়সের কারণে অভিজ্ঞতার খুবই অভাব। তোমার মধ্যে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা যেমন আছে, তেমনি রয়েছে হৃদয়ের উষ্ণতা ও সততা; লক্ষ্য আছে, সেইসঙ্গে আছে সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে নিজেকে পরিচালনার ক্ষমতাও।'

মাথা নুইয়ে তাঁকে সম্মান জানালাম আমি। প্রাণপণ চেষ্টা করছি মনের আনন্দ যেন চেহারায় ফুটে না ওঠে।

'তবে,' বললেন তিনি, 'এসবকিছু থাকার পরেও, যে-প্রস্তাবটা আমি তোমাকে দেব বলে ভাবছি সেটা দিতাম না, কারণ, অনেক যুবককে এইসব গুণ ও সম্ভাবনা নিয়েও বানের জলে ভেসে যেতে দেখেছি আমি–তুমিও যাবে কি না এখুনি বলার উপায় নেই। কিন্তু আমি কপাল ঠুকে দেখতে রাজি আছি শুধু একটি কারণে: সৌন্দর্য। তোমার হয়তো জানা নেই, আশ্চর্য এক আকর্ষণ আছে তোমার চেহারায়, এমন একটা বিরল সৌন্দর্য আছে, যেটা সেভিলের অর্ধেক মহিলাকে অমোঘ আকর্ষণে টানবে।'

'এসব স্তোকবাক্য তো খুব ভালই লাগছে, সেনিয়র,' বললাম, 'তবে মানে ঠিক বুঝতে পারছি না। অল্প কথায়, প্রস্তাবটা ঠিক কী, বলবেন?'

'সংক্ষেপেই বলছি তা হলে। তোমার মধ্যে যা-যা দেখতে পাচ্ছি, ঠিক সেইরকমই একজন সহকারী আমার দরকার। তবে সে সহকারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে গুণটা থাকা প্রয়োজন, সেটা তোমার আছে কি না তার ওপর নির্ভর করবে সব। সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষমতা থাকা চাই তার। বেতন বেশ ভাল, এ-বাড়ির সমস্ত সুযোগসুবিধা ভোগ করবে সে অবাধে, দুনিয়া সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবার এমন সুযোগ পাবে, যা খুব কম মানুষের ভাগ্যেই জোটে। কী বলো তুমি?'

'কিছু বলার আগে আপনার সহকারীর কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে আমার আরও জানা দরকার। আপনার প্রস্তাব খুবই লোভনীয়,

www.BanglaBook.org

সন্দেহ নেই, তবে আমার মনে হচ্ছে কাজটার মধ্যে এমন কিছু হয়তো থাকবে, যেটা করতে সৎ একজন মানুষের নীতিতে বাধতে পারে।'

'তোমার সন্দেহটা অমূলক, সেনিয়র। বেআইনি বা গর্হিত কোনও কাজ তোমাকে করতে বলার প্রশ্নই ওঠে না। শোনো, তোমাকে হয়তো বলা হয়েছে, আমার প্রতিবেশী ওই ডাক্তার, কিংবা ওর মত আরও কয়েকজন–' কয়েকজন ডাক্তারের নাম বলে গেলেন বৃদ্ধ, যাদের মধ্যে দুজনের কাছে লেখা সুপারিশপত্র রয়েছে আমার পকেটে– 'সেভিলের সবচেয়ে বড় চিকিৎসক। কিন্তু বাস্তবে সেটা সত্য নয়। আমিই সেরা। এবং ওদের সবার চেয়ে ধনী। ওরা যে-কোনও দুই বা তিনজন যা উপার্জন করে, আমি একা তার চেয়ে অনেক বেশি করি। জানো তুমি, আজ আমার কত রোজগার হয়েছে? বলছি, দাঁড়াও,' আধ মিনিট আঙুলের গিঁঠ গুনে হিসাব করে নিলেন বৃদ্ধ, 'আজ আমি আয় করেছি পঁচিশ সোনার পেসো (তেষট্টি পাউন্ড স্টার্লিং)! আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ওরা সবাই মিলেও আজ এত রোজগার করেনি।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন বৃদ্ধ। তারপর মুখ খুললেন আবার। 'তুমি হয়তো জানতে চাইবে কীভাবে আমি এত উপার্জন করি; হয়তো আরও জানতে চাইবে, যদি এতই রোজগার করি, তবে বুড়ো বয়সে এখন ক্ষান্ত না দিয়ে এত খাটা-খাটুনি করছি কীজন্যে। বেশ, বলছি সেকথাও। ভদ্র সমাজের বিপদগ্রস্তা মহিলাদের আশ্রয় ও সাহায্য দেয়ার মাধ্যমে আসে আমার রোজগার। এরা ভুল বা লজ্জাজনক কিছু একটা করে বসে মান-সম্মান বাঁচাবার জন্যে ছুটে আসে আমার কাছে।

'কারও হৃদয় কুরে খাচ্ছে কোনও বেদনা, আমার কাছে আসে সে সান্ত্বনা ও পরামর্শের জন্যে। কারও গালের চামড়ায় ফুস্কুড়ির দাগ পড়েছে, দৌড়ে আসে সে আমার কাছে নিরাময়ের আশায়। গোপন প্রেম কারও বিপদ ডেকে এনেছে, আমি তাকে বিপদ

www.BanglaBook.org

থেকে উদ্ধার করি এবং গোটা ব্যাপারটা গোপন রাখি। অতীতের ভুল কীভাবে শুধরানো যায় আর কীভাবে চললে ভবিষ্যতে ভুল থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে সে-পরামর্শ দিই। তুক-তাক করে মহিলাদের কাল্পনিক রোগ সারাই, সত্যিকারের রোগে উপযুক্ত ওষুধ দিই।

'সেভিলের অর্ধেক গোপন কথা রয়েছে আমার পেটে; মুখ খুললে আমি গোটা সেভিলের সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর মধ্যে ঝগড়া-ফ্যাসাদ, এমনকী গৃহযুদ্ধের মত রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারি। কিন্তু মুখ খুলি না আমি। কারও বিশ্বাস ভঙ্গ করি না। শতশত ভদ্রমহিলা আমাকে উদ্ধারকর্তা বলে জানে, ওদের দুর্বলতার কথা জানা আছে আমার। কিন্তু আমি কক্ষনো তার কোনও সুযোগ নিই না। টাকার বিনিময়ে প্রেমিক বা স্বামীকে খাওয়াবার জন্যে প্রেম-টনিক হয়তো দিই, কিন্তু লক্ষ টাকার বিনিময়েও বিষ সরবরাহ করি না।

'হ্যাঁ, প্রচুর টাকা করেছি আমি। কিন্তু থামতে পারি না। তার প্রধান কারণ, আমার ওপর ভরসা করে মেয়েরা। আর দ্বিতীয় কারণ, এই জীবনটা আমার পছন্দ। নারী-পুরুষের ভালোবাসার কথা, তাদের আশা-নিরাশার কথা, দুঃসাহসিকতার কথা শুনতে আমার ভালো লাগে। আরও ভালো লাগে ওদের জীবনে মঙ্গলময় কোনও ভূমিকা রাখতে পারলে।'

'তা-ই যদি হয়, তা হলে অচেনা-অজানা এক তরুণকে—যার সম্পর্কে কিছুই জানেন না আপনি—তাকে চাকরির প্রস্তাব দিচ্ছেন কেন?' সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম।

'সত্যি দেখছি তুমি একেবারেই অনভিজ্ঞ ছেলে,' হেসে উঠে বললেন বৃদ্ধ। 'চিনি না ঠিকই, কিন্তু তোমার সম্পর্কে কিছুই জানি না, তা বলো কী করে? চোখের দেখায় মানুষকে যদি চিনতে না-ই পারি, তা হলে গত চল্লিশটা বছর আমি এই আজব পেশায় কি ঘাস কাটলাম? তুমি নিজে নিজেকে যতটা চেনো, হয়তো আমি

www.BanglaBook.org

তার চেয়ে অনেক বেশিই চিনি। এই ধরো না, তোমাকে পছন্দ করার প্রধান কারণটাই বলি: যে অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটার সঙ্গে মন দেয়া-নেয়া হয়েছে তোমার, তাকে ইংল্যান্ডে রেখে এসেছ বলে এখানে অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতায় আমাকে বা তোমাকে বিব্রত হতে হবে না। কী? অবাক হয়েছ বলে মনে হচ্ছে?'

'কিন্তু আপনি কী করে–' বলতে গিয়েও থেমে গেলাম।

'কী করে জানলাম? খুব সহজেই। তোমার পায়ের বুটজোড়া ইংল্যান্ডে তৈরি। ওখানে বেড়াতে গিয়ে ওরকম হাজারটা দেখে এসেছি আমি। তোমার কথাতেও, শোনার কান থাকলে বোঝা যায়, হালকা ইংরেজি টান আছে। তা ছাড়া, ক্যাস্টিলিয়ান শব্দ খুঁজে না পেয়ে, নিজের অজান্তে তুমি দুই-দুইবার ইংরেজি শব্দ বলেছ। তারপর তোমার আঙুলে ওটা নিশ্চয়ই আনুষ্ঠানিক কোনও এনগেজমেন্ট রিং নয়, প্রেয়সীর দেয়া স্মৃতিচিহ্ন–বিদায়ক্ষণে নিজের আঙুল থেকে খুলে দিয়েছে। তোমাকে দেখে সেভিলের অর্ধেক মহিলার পাগল হওয়ার কথা শুনে তোমার চোখে কোনও আগ্রহ ফুটতে দেখলাম না–অথচ তোমার বয়সী অন্য যে-কোনও ছেলে, যার হৃদয়টা আস্ত আছে, কিছুটা চাঞ্চল্য প্রকাশ করতই।'

'আপনি খুবই চালাক মানুষ, সেনিয়র।'

'না, চালাক নই, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তুমিও একবছরের মধ্যে শিখে যাবে। যদিও তোমার খুব বেশিদিন এখানে থাকার ইচ্ছে আছে বলে মনে হয় না। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এসেছ সেভিলে, উদ্দেশ্য হাসিল হলেই ফিরে যাবে দেশে। যা-ই হোক, তাতে আমার অসুবিধে নেই। তুমি কি আমার প্রস্তাবটা গ্রহণ করছ?'

'মনে হচ্ছে গ্রহণ করাই উচিত।'

'বেশ, তা হলে তুমি নিচ্ছ কাজটা। তবে কথা পাকা করবার আগে আমি আরও দু'-একটা কথা জানিয়ে রাখতে চাই। আমি চাই না তোমাকে কেউ আমার অধঃস্তন কর্মচারী বলে মনে

www.BanglaBook.org

করুক। মানুষের কাছে তোমাকে আমি আমার আপন ভাগ্নে বলে পরিচয় দেব, বিদেশ থেকে এসেছ মামার কাছে চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে। আমার কাজে সাহায্য করবে ঠিকই, কিন্তু সেটা তোমার দায়িত্বের একটা অংশ মাত্র। তোমার আসল কাজ সেভিলের উচ্চবিত্ত সমাজে মিশে যাওয়া, আমি যাদের নাম বলব, তাদের ওপর নজর রাখা; এখানে একটা কথা, ওখানে একটু ইঙ্গিতের মাধ্যমে আমাদের ক্লায়েন্ট আকর্ষণ করা।

'তুমি কখনও মেধাবী ও রসিক, কখনও বা বিষাদগ্রস্ত পণ্ডিত, আবার কখনও তারুণ্যে উচ্ছল ধনী যুবকের ভূমিকায় অভিনয় করবে–আমি যখন যা বলব। অস্ত্রের গল্প করবে স্প্যানিশ অভিজাত পুরুষের সঙ্গে, লেডির সঙ্গে গল্প করবে প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে–কিন্তু নিজেকে জড়াবে না। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে–' এইখানে বৃদ্ধের চেহারাটা গম্ভীর থমথমে হয়ে উঠল, 'কখনও বিশ্বাস ভঙ্গ করা চলবে না। না আমার, না আমার ক্লায়েন্টদের। যদি করো, মৃত্যু ঘটবে তোমার। এ-ই আমার শর্ত, বুঝতে পারছ?'

'পারছি, সেনিয়র। আমার নিজের স্বার্থেই আপনার বিশ্বাসের অমর্যাদা করব না আমি।'

'বেশ, এবার বলো, তুমি নিচ্ছ কাজটা?'

'নিচ্ছি।'

'ভেরি গুড! তোমার মালপত্র নিশ্চয়ই সরাইখানায়? আমি লোক পাঠিয়ে ওখানকার পাওনা মিটিয়ে সবকিছু আনিয়ে নিচ্ছি এখানে। তোমার যাওয়ার দরকার পড়বে না, ভাগিনা। এসো, আর একগ্লাস ওয়াইন খেয়ে আরও কিছুটা ঘনিষ্ঠ হওয়া যাক।'

এভাবেই পরিচয় হয় আমার মঙ্গলকামী, সুবন্ধু সেনিয়র আন্দ্রে ডি ফঁসেকার সঙ্গে। তাঁর মতো এমন আশ্চর্য গুণী মানুষ আমি আগে কখনও দেখিনি। এ-কাহিনী পড়ে পাঠকের মনে হতে পারে তাঁর

www.BanglaBook.org

সাহচর্যে গিয়ে না-জানি কোন্ বিপদের জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলাম আমি। কিন্তু আসলে মোটেও তা নয়। আমাকে ফাঁদে ফেলেননি তিনি, বিপদে জড়াননি। ধীরে ধীরে টের পেয়েছি, তিনি যা বলেছেন তার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। অনেক বড় মনের মানুষ ছিলেন তিনি।

আসলেই বিরাট প্রতিভাবান চিকিৎসক আন্দ্রে ডি ফঁসেকা। যদিও তরুণ বয়সে কিছু মনোকষ্টের কারণে তাঁর মধ্যে খানিকটা পাগলাটে ভাব চলে এসেছে। এতবড় সুদক্ষ, সুশিক্ষিত চিকিৎসক আমি আর দেখিনি।

চিকিৎসার পাশাপাশি তুক-তাক, ঝাড়-ফুঁক, হস্তরেখা গণনা ও জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চাও করতেন তিনি। এসবের মাধ্যমে যেমন মানুষের কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে উপার্জন করতেন, তেমনি বিনাপয়সায় তিনি অসংখ্য মানুষের চিকিৎসাও করতেন। চুল রাঙিয়ে দিয়ে ধনী রমণীর কাছ থেকে যেমন কখনও দশ সোনার পেসো আদায় করতেন, তেমনি বিপদগ্রস্তা গরীব মেয়েকে নিজ খরচে সারিয়ে তুলে ভালো কোনও পেশা বা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিতেন। সেভিলের সমস্ত গোপন কথা জানা ছিল তাঁর, কিন্তু বিশ্বাস ভঙ্গ করে কাউকে কোনদিন বিব্রত করেননি তিনি, কিংবা একটা পয়সাও উপার্জন করেননি ব্ল্যাকমেইলের মাধ্যমে। দীর্ঘদিন তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকার পর আমি জোর গলায় বলতে পারি, তাঁকে যে যা-ই মনে করুক, অন্তরে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মহৎপ্রাণ, সৎ একজন ভালোমানুষ।

খুব দ্রুতই শিখে নিলাম ঠিক কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে আমাকে। সবাই জেনে গেল, ধনী, বৃদ্ধ ডাক্তার ফঁসেকার ভাগ্নে আমি, আমাকে সযত্নে কাজ শেখাচ্ছেন তিনি, যাতে তাঁর অবর্তমানে রোগীদের কোনও অসুবিধা না হয়। আমার চেহারা ও সৌজন্য শীঘ্রি সেভিলের অভিজাত পরিবারগুলোর কাছে গ্রহণীয় বলে মনে হলো। উঁচু মহলে মেলামেশার জন্য প্রচুর টাকা দেওয়া

www.BanglaBook.org

হলো আমার হাতে। ক্লাব, পার্টি, স্পোর্টস, পিকনিক—প্রতিটি কর্মকাণ্ডে কেতাদুরস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ পরে হাজির থাকি আমি, কিন্তু কথা বলি কম।

জানাজানি হয়ে গেল, মামার ব্যবসার দিকও অনেকখানি দেখাশোনা করি আমি; তবে এখনও ডাক্তারিকে পেশা হিসাবে নিইনি। কেউ পরামর্শ চাইলে বিনা পারিশ্রমিকে ছোটখাট অসুখ সারাবার জন্য ওষুধের নাম বাতলে দিতে দ্বিধা করি না। দিয়েগো ডি'এইলার নাম ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগল না। যারা উপকার পেয়েছে, তারা তো শতমুখে প্রচার শুরু করে দিল।

এরই ফাঁকে চলছে আমার মক্কেল ধরা। হয়তো কোনও পার্টিতে, বলডান্সে বা কার্নিভালে উপস্থিত আছি, আলগোছে আমার পাশে এসে দাঁড়াবে কোনও মহিলা, নিচুগলায় জানতে চাইবে ডন আন্দ্রে ডি ফঁসেকা কি তার সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গোপনে দেখা করতে রাজি হবেন?—আমিও সবার অলক্ষে নিচুকণ্ঠে জানিয়ে দেব কবে কয়টার সময়ে সেটা সম্ভব। এই লাজুক মহিলা আকাশের চাঁদ হাতে পাবে।

তেমনি, কোনও উৎসবের পর হয়তো বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছি, স্বল্প পরিচিত কোনও যুবক এসে হাত রাখবে আমার বাহুতে, জানতে চাইবে তার হৃদয় ও মান-সম্মান জড়িত এমন একটা বিষয়ে কি আমার মামার সাহায্য পাওয়া সম্ভব? আমি মৃদুহেসে তার হাতে হালকা চাপ দিয়ে আশ্বস্ত করব, সৌজন্যের সঙ্গে তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরব।

ফঁসেকা যত ব্যস্তই থাকুন না কেন, আমারই বন্ধু বলে পরিচয় দেওয়া প্রত্যেকটি যুবকের সমস্যা যত্নের সঙ্গে সমাধান করে দেন—কারও কাছ থেকে সামান্য ফি নেন, কারও কাছে কিছুই নেন না। এর ফলে আমার নাম ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের মত। সবাই জেনে গেল, যদিও আমার বয়স কম, নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা যায় আমাকে। কোনও কথা কান দিয়ে ঢুকলে মুখ পর্যন্ত পৌছায় না

www.BanglaBook.org

আমার। কোনও বাদ-বিতণ্ডায় আমি নেই, নেশা করি না, জুয়া খেলি না, মহিলাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করলেও ভদ্র দূরত্ব বজায় রাখি।

এদিকে ডাক্তার হিসাবেও আমার নাম ফাটতে শুরু করেছে। কিন্তু অনেক সাধাসাধি করেও কেউ আমাকে ফি দিতে পারে না। আমার পরিষ্কার জবাব, চিকিৎসক হিসাবে মামার হাঁটুর কাছেও পৌঁছতে পারিনি; আগে শিক্ষা সম্পূর্ণ হোক, তারপর টাকা।

মস্ত বড়মনের এক চিকিৎসক আদর করে মন-প্রাণ ঢেলে শেখাচ্ছেন আমাকে তাঁর বিদ্যা—এ সুযোগ কয়জনের ভাগ্যে হয়? শিখছি, কিন্তু আমার আসল কাজের কথা ভুলিনি আমি, চোখ-কান খোলা রাখছি হুয়ান ডি গার্সিয়ার খোঁজে। কিন্তু গেল কোথায় লোকটা? আমার কাজটা শেষ না হলে তো ফিরতে পারছি না আমি দেশে।

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আংটিটা দেখি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলি। কবে ফিরতে পারব আমি লিলির কাছে?

আট

সত্যিই, গেল কোথায় লোকটা?

ইয়ারমাথে জানা গিয়েছে, হুয়ান ডি গার্সিয়ার গন্তব্য ছিল সেভিল, কিন্তু ক্যাডিজে পৌঁছে ওর জাহাজের খোঁজ পাওয়া যায়নি। গুয়াডালকিভির ধরে আরও উত্তরেও যায়নি ওই নামে কোনও জাহাজ। অবশ্য, ইংল্যান্ডে একটা খুন করে নিজের গন্তব্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সম্পর্কে মিথ্যে বলাই স্বাভাবিক। তবু আমি খুঁজতে থাকলাম।

আমার মা ও নানী যে বাড়িতে থাকত সেটা পুড়ে গেছে অনেকদিন আগে। বিশ বছর পর এখন কেউ বলতে পারে না কারা ছিল ওই বাড়িতে, গেছেই বা কোথায়। ওই বাড়িতে কাজ করত এমন এক অতি বৃদ্ধা মহিলাকে পেয়ে কিছুটা উদ্ধার করা গেল ওদের খবর। আমার পরিচয় না দিয়ে কিছু পয়সার বিনিময়ে জানা গেল: মা যখন বাবার সঙ্গে পালিয়ে গেল তখন রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে ডি গার্সিয়া। তার চাচীর বিরুদ্ধে একের পর এক অনেকগুলো মিথ্যা মামলা ঠুকে এবং আরও নানান কৌশলে তাকে এমনই হয়রান করেছিল যে, সব খুইয়ে বেচারি শেষপর্যন্ত ভিক্ষাবৃত্তিতে নামতে বাধ্য হয়েছিল। সেই অবস্থায় মৃত্যু ঘটে আমার নানীর। তাকে কবর দেওয়া হয় অসম্মানজনক ভাবে।

বৃদ্ধার কাছে আরও জানা গেল: বছর পনেরো আগে নাকি কী এক অপরাধ করে ধরা পড়ার আগেই সেভিল ছেড়ে পালায় ডি গার্সিয়া। কোথায় গেছে বা কী অপরাধ কিছুই বলতে পারল না মহিলা, তবে তারপর আর কোনদিন দেখেনি সে ডি গার্সিয়াকে।

কিছু খবর জানা গেল, কিন্তু আসল খবরটা জানা হলো না। জানতে পারলাম না এখান থেকে পালিয়ে কোন্ শহরে আড্ডা গেড়েছে লোকটা।

মাস চারেক পেরিয়ে গেল। তারপর একদিন বাসায় ঢুকতে গিয়ে দেখলাম গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে নেকাব দিয়ে মুখ ঢাকা এক মহিলা। থমকে দাঁড়ালাম কান্নার শব্দ শুনে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মেয়েটা। এই বাড়িতে প্রায়ই দেখা যায় এই দৃশ্য, অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি, কাজেই থামিয়ে মহিলাকে কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। সোজা গিয়ে ঢুকলাম মামার চেম্বারে। জিজ্ঞেস করলাম, 'একটু আগে যে বেরিয়ে গেল, মহিলা এমন করে কাঁদছিল কেন, সেনিয়র? আমি চিনি ওকে?'

www.BanglaBook.org

'না, ভাগিনা,' কেবল লোকজনের সামনেই নয়, সেনিয়র ফঁসেকা এখন সবসময়েই আমাকে গভীর স্নেহমাখা কণ্ঠে ভাগিনা বলে ডাকেন, যেন সত্যিই আমি তাঁর নিজ রক্ত, আপন বোনের সন্তান। 'তুমি চেনো না। বড়ই দুঃখজনক ব্যাপার। বেচারি ভালো বংশের মেয়ে, ধর্মের পথে থাকবে বলে শপথ নিয়ে ঢুকেছিল কনভেন্টে। একদিন এক রাজপুত্র এল, গোপনে প্রেম নিবেদন করল, লোভ দেখাল তার সঙ্গে কনভেন্ট ছেড়ে পালালে বিয়ে করবে। পালাল ওরা, নকল বিয়ের একটা অনুষ্ঠানও হলো। তার ফল যা হয়, সন্তান এল পেটে। তারপর ওকে ফেলে পালাল রাজপুত্র। মস্ত বিপদে আছে মেয়েটা এখন–যদি সাধুরা ধরতে পারে, জ্যান্ত কবর দেবে ওকে কনভেন্টের তলকুঠুরিতে। আমার পরামর্শ চাইতে এসেছিল, রূপার কিছু অলঙ্কার এনেছিল আমার ফি হিসাবে। এই দেখো, এগুলো।'

'আপনি নিলেন?'

'নিলাম। কেউ ফি দিলে ছাড়ি না, ভাগিনা। তবে একই ওজনের সোনা ফিরিয়ে দিয়েছি ওকে। সেইসঙ্গে জানিয়েছি, যতদিন খোঁজাখুঁজি চলে ততদিন ধর্মান্ধ পুরোহিতগুলোর হাত থেকে বাঁচতে হলে কোথায় লুকিয়ে থাকতে হবে। যে-কথা বলিনি, সেটা হচ্ছে: যে-লোকের প্রেমে পড়ে মেয়েটার এই হাল, সে হচ্ছে গোটা সেভিলের জঘন্যতম বদমাশ–ওর মত দুরাত্মা আমিও খুব কমই দেখেছি। বৃথা আশায় রয়েছে মেয়েটা, ও আর কোনদিনই ফিরে আসবে না।' জানালা দিয়ে বাইরে চেয়েই আঁতকে উঠলেন বৃদ্ধ, 'আরে! ডাচেস আসছে না? এ তো আমার জ্যোতিষ-বিদ্যার মস্তবড় মক্কেল! দেখো তো, ভাগিনা, আমার হরোস্কোপ, জাদুর কাঠি আর ক্রিস্টাল বলটা কোথায় রাখলাম? ...হ্যাঁ, থ্যাঙ্কিউ, এবার আলোটা কমিয়ে দিয়ে পালাও!'

বুড়োর খেলার সামগ্রী সব সাজিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলাম। দেখলাম, দরজা দিয়ে ঢুকছেন বিশাল মোটা

www.BanglaBook.org

এক মহিলা, সঙ্গে একই আকৃতির এক সহচরীকে নিয়ে চলেছেন একগাদা পেসো খরচ করে জেনে নিতে, তাঁর ব্যাপারে গ্রহ-নক্ষত্রগুলো কে কী বলে!

কদিন পর গভীর রাতে দেখা হলো হুয়ান ডি গার্সিয়ার সঙ্গে। আমাকে গোপন এক কাজে পুরানো শহরের এক নির্জন এলাকায় পাঠিয়েছিলেন আমার গুরু। একা এসব এলাকায় চলাফেরা করা দিনেও নিরাপদ নয়, রাতে তো নয়ই। তবে আমি মোটেই ভীত নই। এখানে আমার শত্রু কোথায়, তা ছাড়া আমার সঙ্গে রয়েছে ডি গার্সিয়ার সেই তলোয়ারটা, যেটা কেড়ে নিয়েছিলাম আমি ওর কাছ থেকে ডিচিংহামের রাস্তায়, যেটা দিয়ে সে খুন করেছিল আমার মাকে। গত কয়েকমাস যাবৎ প্রতিদিন আমি তলোয়ার যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে মোটামুটি আয়ত্তে এনে ফেলেছি বিদ্যাটা।

কাজটা শেষ করে ধীরপায়ে হেঁটে ফিরছি বাড়িতে, আর ভাবছি লিলির কথা: ও কি ওর বাবা আর আমার ভাই জেফরির চাপাচাপিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হতে বাধ্য হলো বিয়েতে? না কি দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা করছে আজও আমার জন্য? হাঁটতে হাঁটতে একটা ওয়াটার-গেটের কাছে পৌঁছে বিশ্রামের জন্য একটা দেওয়ালে হেলান দিলাম। ঝিলমিল করছে চাঁদটা গুয়াডালকিভির নদীর পানিতে, আকণ্ঠ পান করছি আমি সেই অপরূপ সৌন্দর্য। মনে হচ্ছে এমন মোহনীয় রাতের বুঝি তুলনা হয় না।

দেখলাম নদীর ঘাটের ধাপ বেয়ে একজন লোক উঠে আমার সামনে দিয়ে চলে গেল একটা ছায়া মত জায়গায়। ওর দিকে মনোযোগ ছিল না আমার, কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে বাধ্য হলাম নারী ও পুরুষকণ্ঠে কথাবার্তা কানে আসায়। বুঝতে পারলাম, তার অপেক্ষায় ছায়ায় দাঁড়ানো এক মহিলার সঙ্গে কথা বলছে লোকটা।

প্রেমিক-প্রেমিকার সংলাপ মনে করে ওদিকে মন না দেওয়ার

www.BanglaBook.org

সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, কিন্তু অল্পক্ষণেই টের পেলাম, প্রেমিক প্রবর একটু একটু করে পিছিয়ে আসছে, যাতে বেকায়দা দেখলে যে নৌকায় করে এসেছে সেটা নিয়েই দ্রুত কেটে পড়তে পারে। মহিলার মুখের উপর চাঁদের আলো পড়ায় অবাক হলাম, খুবই সুন্দরী। কিন্তু ছেলেটার মুখ দেখতে পাচ্ছি না আমার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে বলে। তা ছাড়া চওড়া কার্নিশওয়ালা একটা হ্যাটের ছায়ায় রয়েছে লোকটার মুখ। কাছে চলে আসায় পরিষ্কার শুনতে পেলাম মেয়েটার বক্তব্য।

'...আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারো না তুমি এখন,' বলছে মেয়েটা। 'আমাকে বিয়ে করেছ তুমি, তোমার সন্তান আমার পেটে। এই বিপদের মধ্যে আমাকে ফেলে...' পরবর্তী কথাগুলো শোনা গেল না গলা নামিয়ে ফেলায়।

এবার লোকটার উত্তর শোনা গেল, 'যেমন ছিল, আজও ঠিক তেমনি রয়েছে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা, প্রিয়তমা। একান্ত বাধ্য হয়েই এখন কিছুদিন আমাদের আলাদা থাকা দরকার। ভেবে দেখো, ইসাবেলা, আমার প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। নিরানন্দ কবর-বন্দি জীবন থেকে তোমাকে উদ্ধার করে আমিই তোমাকে শিখিয়েছি বেঁচে থাকার আনন্দ কাকে বলে, ভালোবাসা কাকে বলে। তোমার রূপ, তোমার যৌবন, তোমার মনোরম লাবণ্য ব্যবহার করে কীভাবে ফায়দা তুলতে হবে তুমি এখন জানো। একটা টাকাও তোমাকে দিতে পারছি না, কারণ ও জিনিস বাড়তি নেই আমার কাছে। কিন্তু আমার মাধ্যমে তুমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ, তার মূল্য নগদ টাকার চেয়ে অনেক বেশি। ভাঙা মন নিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি, তবে এ বিদায় খুব বেশি দিনের জন্য নয়। যদিও...' প্রায় ফিসফিস করে এরপর কী বলল লোকটা শোনা গেল না।

কিন্তু যেটুকু শুনেছি তাতেই আমার রোম দাঁড়িয়ে গেল, সারা শরীরে কাঁপন উঠে গেছে। লোকটার গলার স্বর আর শারীরিক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গঠন গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে আমার মধ্যে। মনে হলো চিনতে পারছি, কিন্তু বিশ্বাস করতে ভরসা পাচ্ছি না।

'কিন্তু আমাকে এই অবস্থায় একা রেখে যাবে কী করে তুমি,' বলল মেয়েটা। 'বিয়ে করা বউ আমি তোমার, আমাকে পোয়াতি অবস্থায় এই ভয়ঙ্কর বিপদে ফেলে চলে যাবে তুমি? প্লিজ, হুয়ান, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও!' লোকটার বাহু চেপে ধরল মেয়েটা।

বিরক্ত ভঙ্গিতে ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল লোকটা। ঝাঁকিতে মাটিতে খসে পড়ল ওর মাথার বড়সড় হ্যাট। চাঁদের আলোয় ওর মুখটা দেখতে পেলাম আমি। খোদা! এ তো সে-ই! হুয়ান ডি গার্সিয়া। সেই গভীর ভাঁজ পড়া গাল, নিষ্ঠুর চেহারা, উঁচু কপালে শুকনো ক্ষতর দাগ; সরু দুই ঠোঁটে বিদ্রূপ আর তাচ্ছিল্যের হাসি; কোঁকড়া, কালো চুল আর দাড়ি। এতদিনে সুযোগ এসেছে! আজ হয় আমি খুন করব ওকে, নয়তো খুন হব ওর হাতে।

তিন কদম সামনে এগিয়েই খাপ থেকে সড়াৎ করে তলোয়ার বের করলাম।

'ব্যাপার কী, ইসাবেলা? লোক নিয়ে এসেছ সঙ্গে করে?' সবিস্ময়ে কথাটা বলে এক পা পিছিয়ে দাঁড়াল ও। 'কী চাই, সেনিয়র? উদ্ধার করতে চাও বিপদগ্রস্তা সুন্দরী নারীকে? নিয়ে যাও তা হলে, আমার আপত্তি নেই, দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।'

'হুয়ান ডি গার্সিয়া!' গর্জে উঠলাম। 'আমি এখানে এসেছি এক মহিলার খুনের বদলা নিতে। যাকে খুন করে একটা ঝোপের মধ্যে ফেলে রেখে এসেছিলে তুমি ইংল্যান্ডের এক নদীর ধারে। আশাকরি নিজের তলোয়ারটা ঠিকই চিনতে পারবে তুমি।'

'সর্বনাশ! এ দেখছি সেই ইংরেজ ছোকরা যে–' থেমে গেল ডি গার্সিয়া।

'হ্যাঁ। আমি সেই টমাস উইংফিল্ড, যে তোমাকে পিটিয়ে বেঁধে

www.BanglaBook.org

রেখেছিল গাছের সঙ্গে। তোমার শেষ দেখব বলে এসেছি আমি! তলোয়ার বের করো, হুয়ান ডি গার্সিয়া, যদি আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে চাও।'

ডি গার্সিয়ার চেহারা দেখে মনে হলো, মৃত্যু অবধারিত জেনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে না বলে স্থির করেছে। সাদা হয়ে গেছে ওর চেহারা–তবে ভয়ে নয়, ভীতু লোক ওকে বলা যাবে না। কোনও কারণে যেন ওর স্থির বিশ্বাস জন্মেছে. আমার হাতেই ওর মৃত্যু লেখা রয়েছে–বাধা দিয়ে লাভ নেই।

তবে সামলে নিল খুব দ্রুতই।

'ডুয়েল লড়বার কিছু নিয়ম-কানুন আছে, সেনিয়র,' সৌজন্যের সঙ্গে বলল সে, 'এভাবে তো হয় না। বিশেষ করে কোনও মহিলার সামনে। আমার বিরুদ্ধে আপনার যদি কোনও ক্ষোভ বা বিদ্বেষ থাকে–যদিও আমি জানি না কী সেটা, কিংবা যে-নামে ডাকছেন আমাকে সে কে–আপনি কবে-কখন-কোথায় লড়তে চান বলুন, আমি হাজির থাকব সেখানে।' কথা বলতে বলতে চারপাশে চোখ বুলাচ্ছে ও, পালাবার উপায় খুঁজছে।

'এখনই লড়বে তুমি,' বললাম। 'হাতিয়ার বের করো, নইলে দিলাম খতম করে!'

ধাপ্পা দিয়ে পার পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে তলোয়ার বের করল ও খাপ থেকে। শুরু হলো মরণপণ লড়াই। আগুনের ফুল্কি উঠল ইস্পাতের ঠোকাঠুকিতে, ঝনঝন আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠল নির্জন রাস্তা।

রাগে অন্ধ হয়ে গেছি বলে প্রথম দিকে বেশ কিছুটা সুবিধা ভোগ করল গার্সিয়া। তবে দু'-চারটে আঁচড় খেয়েই শান্ত হয়ে গেল আমার স্নায়ু। কেউ এসে পড়ার আগেই শেষ করতে হবে ওকে। তবে কিছুক্ষণেই টের পেলাম, তলোয়ারে ও আমার চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ। চিকন ব্লেডের লম্বা স্প্যানিশ তলোয়ারে অপটু হলেও আমার কম-বয়স, চিলের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর লোহার মত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শক্ত কব্জির সুবিধা পাচ্ছি। তা ছাড়া আমি লড়ছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করলাম ওকে আমি। বুঝতে পারলাম, ক্রমে আমার লড়াইয়ের উন্নতি হচ্ছে, ছন্দ হারিয়ে ফেলছে ওর নড়াচড়া। ইতিমধ্যে দুই জায়গায় জখম করেছি আমি ওকে। তার মধ্যে একটা ওর বাম গালে। ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে ওখান থেকে ওর বুকে, লাল হয়ে উঠছে সাদা পোশাকটা। দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে স্রেফ আক্রমণ ঠেকিয়ে যাচ্ছে ও, অপেক্ষা করছে কখন ক্লান্ত হব আমি।

আর এক কি দুই মিনিটের মধ্যেই ওর বুকটা এফোঁড়-ওফোঁড় করব আমি, এমনি সময়ে ঘটে গেল বিপর্যয়। হতবাক মেয়েটা লড়াই দেখছিল এতক্ষণ, যেই বুঝল এখুনি মারা পড়বে তার প্রেমিক, ঝাঁপ দিল আমার পিঠ লক্ষ্য করে, জড়িয়ে ধরল আমাকে দুই হাতে। একই সঙ্গে 'বাঁচাও, বাঁচাও!' বলে চিৎকার জুড়ে দিল তারস্বরে। লোক ডাকছে সে ডাকাত ধরার জন্য।

শরীরটা ঝাড়া দিয়ে মহিলাকে আমার পিঠ থেকে নামালাম, কিন্তু তার আগেই গার্সিয়া আমার বেকায়দা অবস্থার সুযোগ নিয়ে কাপুরুষের মত তলোয়ার ঢুকিয়ে দিল আমার শরীরে। কাত হয়ে প্রাণ বাঁচালাম ঠিকই, কিন্তু কাঁধে ঢুকে প্রায় অকেজো করে দিল ওটা আমার ডানহাত। এবার ও চলে এল আক্রমণভাগে, আমি কেবল প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে মার ঠেকাচ্ছি।

মহিলার চিৎকার শুনে হুইসেল বাজাতে বাজাতে দৌড়ে আসছে নৈশপ্রহরী। ওদের দেখতে পেয়েই আমাকে ছেড়ে নদীর দিকে দৌড় দিল গার্সিয়া। মহিলাও কোনদিকে গায়েব হয়ে গেল টের পেলাম না।

পৌঁছে গেছে প্রহরীরা, নেতা গোছের একজন লণ্ঠন হাতে এগিয়ে এল আমাকে গ্রেফতার করবে বলে। তলোয়ারের বাঁট দিয়ে মারলাম লোকটার কব্জির উপর। হাত থেকে খসে রাস্তায়

www.BanglaBook.org

পড়ল লণ্ঠন, মুহূর্তে দপ করে আওয়াজ তুলে বুক সমান উঁচু হয়ে দাউ-দাউ করে জ্বলতে শুরু করল ওটা। লাফিয়ে সরে গেল প্রহরীরা, আমিও দিলাম দৌড়। রাস্তায় গুণ্ডামির অভিযোগে সেভিলের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হওয়ার কোনও ইচ্ছা নেই আমার। ধুপধাপ পা ফেলে আমার পিছনে দৌড়াচ্ছে নৈশপ্রহরীরা, কিন্তু পেটমোটা ঘুষখোরের দল আমার সঙ্গে পারবে কেন? যেন পাখা গজিয়েছে আমার, হাওয়ায় ভেসে অদৃশ্য হয়ে গেলাম ওদের চোখের সামনে থেকে।

মাইল দেড়েক দূরে একটা আঁধার গলিতে ঢুকে দেওয়ালে হেলান দিয়ে হাঁপাচ্ছি বেদম, আর গাল দিচ্ছি নিজেকে। দ্বিতীয় বার হারিয়ে ফেলেছি গার্সিয়াকে। আবার কবে কোথায় ওকে বাগে পাব জানি না। এখন আবার ওখানে ফিরে গিয়ে লাভ নেই, নিরর্থক ধরা দেওয়ার কোনও মানে হয় না। আমার জখম দেখেই চিনে ফেলবে আমাকে প্রহরীরা। আর, ওখানে নিশ্চয়ই আমার অপেক্ষায় বসে নেই গার্সিয়া। তা ছাড়া আঘাতের জায়গাটা ব্যথাও করছে খুব। ভগ্নহৃদয়ে চললাম বাড়ির পথে।

এই বিশাল নগরীতে কোথায় খুঁজে পাব ওকে আবার? কীভাবে? আজ দুইবার সুযোগ পেয়েছিলাম ওর উপর মারণাঘাত হানবার, কিন্তু অনভিজ্ঞতার কারণে আরও নিশ্চিত হতে চেয়েই হারিয়েছি সে-সুযোগ–এখন আক্ষেপ হচ্ছে সেজন্য।

বাড়ির গেটে পা দিয়ে মনে হলো, এখন আমার উচিত গুরু ফঁসেকাকে সবকিছু জানিয়ে তাঁর সাহায্য চাওয়া। এতদিন এত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার পরও আমার অতীত সম্পর্কে কিছুই বলিনি আমি তাঁকে, তিনিও জানতে চাননি। কিন্তু গুরুর চেম্বারে গিয়ে শুনলাম শরীরটা ভাল লাগছে না বলে ঘণ্টা দুয়েক আগে শুয়ে পড়েছেন তিনি, বলে গেছেন আজ রাতে যেন কেউ তাঁকে ঘুম থেকে না জাগায়। কাজেই নিজে নিজে যতটা পারা যায় আমার জখমটা ব্যান্ডেজ করে নিয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম

www.BanglaBook.org

আমিও।

পরদিন সকালে আমাকে ডাকছেন শুনে ফঁসেকার শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দেখলাম তখনও শুয়েই আছেন তিনি। হঠাৎ খুবই ক্লান্তি বোধ করছেন কেন যেন, শরীর খুব দুর্বল। তখনও জানি না, জটিল রোগটার এই হলো শুরু, এই রোগেই মৃত্যু ঘটবে আমার শুভাকাঙ্ক্ষীর। তাঁর নির্দেশ মত ওষুধ বানিয়ে খাওয়াতে গেলাম, এমনি সময়ে আমার কাঁধের জখমের দিকে নজর গেল ফঁসেকার। লাফিয়ে উঠে বসলেন তিনি বিছানায়।

'তোমাকে কে মারল, ভাগিনা?'

'বলছি, সেনিয়র। একটু লম্বা কাহিনী, সংক্ষেপে বলছি।'

'খুলেই বলো, ভাগিনা। আমার কোনও অসুবিধে হবে না।'

আগে ওষুধটুকু খাইয়ে দিলাম, তারপর তাঁকে বিছানায় শুইয়ে চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে দিয়ে চেয়ার নিয়ে বসলাম খাটের পাশে। খুলে বললাম সব। আমার বাবা-মার প্রেম, বিয়ে থেকে শুরু করে হুয়ান ডি গার্সিয়ার হাতে মায়ের মৃত্যু এবং লোকটাকে খুন করার শপথ নিয়ে আমার সেভিলে আসা পর্যন্ত কিছুই বাদ দিলাম না। সব শেষে গত রাতে কাজ সেরে ফেরার পথে হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া এবং আমাকে জখম করে ওর পালিয়ে যাওয়ার কথা বলে থামলাম।

গল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটি কথাও না বলে চুপচাপ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন ফঁসেকা আমার মুখের দিকে, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ খুললেন।

'সত্যিই, তুমি একটা বোকা ছেলে, ভাগিনা। বেশিরভাগ যুবক বেপরোয়া ঝুঁকি নিয়ে বোকামির পরিচয় দেয়। কিন্তু তোমার বোকামি অতি-সাবধানতা। বেশি সাবধান হতে গিয়ে ওকে খুন করার সুযোগ হারিয়েছ তুমি। তার চেয়েও বড় সুযোগ হারিয়েছ অতি-সাবধান হতে গিয়ে আমার কাছ থেকে সব কথা গোপন করে। তুমি জানো, দিনের পর দিন দেখেছ, এই ধরনের ব্যাপারে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সৎ-পরামর্শ দিই আমি মানুষকে। কোনদিন কারও বিশ্বাস সামান্য ভঙ্গ করতেও কি দেখেছ আমাকে? তা হলে কীসের ভয়ে গোপন রাখলে সব কথা?'

'ঠিক জানি না,' বললাম, 'তবে আমি ভেবেছিলাম, আমার শপথ আমাকেই রক্ষা করতে হবে, একার চেষ্টায়। এখন বুঝতে পারছি, আমার ধারণা ভুল ছিল।'

'অহঙ্কারই পতনের মূল। কথাটা মনে রেখো, ভাগিনা। এখন শোনো: আর একটা মাস আগে যদি আমার জানা থাকত এসব কথা, তা হলে এতদিনে ডি গার্সিয়া খতম হয়ে যেত। না, ভাগিনা, তোমার হাতে না, আমি খুনোখুনি পছন্দ করি না–বিচারের পর ফাঁসীতে মৃত্যু ঘটত ওর। ওর ছোটবেলা থেকেই চিনি আমি ওকে, অনেককিছুই জানি ওর সম্পর্কে। আমি কেবল একটু মুখ খুললেই হতো, ওকে তিনবার ফাঁসীতে ঝোলাবার মত গোপন তথ্য আছে আমার পুঁজিতে। তোমার জন্য অবশ্যই ঝুলির মুখটা খুলতাম আমি। বিশেষ করে, তোমার মা যখন আমার বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিল। আজ বুঝতে পারলাম, কেন তোমাকে আমার এত চেনা-চেনা লেগেছিল, মায়ের চেহারা পেয়েছ তুমি। তোমার বাবাকেও চিনি আমি। আমিই হোলি অফিসের সেই অসৎ সাধুর হাতে তুলে দিয়েছিলাম তোমার নানীর দেওয়া ঘুষের টাকা। তারপর পালাবার সব ব্যবস্থা করেছিলাম ওদের।

'তারপর থেকে চার কি পাঁচবার আমার হাতের নীচ দিয়ে নানান ছদ্মনামে পার হয়েছে ডি গার্সিয়া। একবার আমার মক্কেল হয়ে পরামর্শ চাইতেও এসেছিল লোকটা, কিন্তু আমি কোনও সাহায্য করিনি ওকে। এতই নোংরা কাজ ছিল সেটা যে, আমার পর্যন্ত রুচি হয়নি ওটা স্পর্শ করবার। সেভিলে যত পাজি লোককে চিনি, চতুরতায় এর ধারেকাছেও লাগে না তাদের কেউ। অনেক মানুষের রক্ত লেগে আছে ওর হাতে। পাপের পঙ্কিল পথে ওর চলাফেরা, সেজন্য উন্নতিও করতে পারেনি জীবনে। এখন যুবতী

www.BanglaBook.org

মেয়েদের ব্ল্যাকমেইল করে সেই পয়সায় বেঁচে আছে। আমার তিন নম্বর বইটা দাও দেখি!'

তাকের উপর রাখা দশ-বারোটা চামড়া বাঁধানো বড়সড় বই থেকে তৃতীয়টা এনে দিলাম বৃদ্ধকে। বিছানায় উঠে বসলেন।

'এগুলোতে সব লেখা আছে আমার।' সূচিপত্র দেখে দুইশো এক পৃষ্ঠা খুললেন বৃদ্ধ। পড়লেন: 'ডি গার্সিয়া—হুয়ান।' গার্সিয়ার চেহারার বর্ণনা, উচ্চতা, কপালের একপাশে শুকনো ক্ষতর দাগ, পারিবারিক অবস্থান, ছদ্মনাম ইত্যাদি পড়ে গেলেন তিনি। তারপর বললেন, 'এবার শোনো তার ইতিহাস।'

গড়গড় করে পড়ে গেলেন ফঁসেকা। স্তব্ধ হয়ে গেলাম লোকটার অকল্পনীয় শয়তানীর কথা শুনে। সন-তারিখ দিয়ে লিখে রাখা হয়েছে প্রতিটি ঘটনা। কবে, কোথায়, কাকে খুন করেছে সে প্রতিহিংসার বশে, সব টোকা আছে এই বইয়ে। এগুলোর মধ্যে দু'জন শত্রুকে পিছন থেকে ছুরি মেরে, আর এক মহিলাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছে সে।

'আমার অজান্তে যেসব ঘটনা ঘটিয়েছে লোকটা, সেসবের কোনও রেকর্ড নেই কোথাও,' বললেন ফঁসেকা। 'তবে আমার এখানে যা-যা লেখা রয়েছে তার প্রতিটা কথা সত্য। একটা খুনের তো আমি অকাট্য প্রমাণ দিতে পারব। কালি-কলম আনো দেখি, ভাগিনা, আরও কিছুটা লিখে রাখি।'

আমি কালি-কলম এনে দিতে লিখলেন: '১৫১৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে একটা বাণিজ্য-জাহাজে চেপে ইংল্যান্ডের নরফোক কাউন্টির ডিচিংহাম জেলায় গিয়ে প্রতিহিংসার বশে তার আপন চাচাতো বোন লুইযা উইংফিল্ডকে হত্যা করে। তারপর সেই একই বছর সেপ্টেম্বর মাসে বিখ্যাত সিগুয়েন্সা পরিবারের অত্যন্ত নিরীহ এক মেয়ে ডনা ইসাবেলার সঙ্গে প্রতারণামূলক মিথ্যা বিয়ের অনুষ্ঠান করে, তাকে সন্তানসম্ভবা করে পালিয়ে যায়।'

'বলেন কী, মামা!' এই প্রথম মামা বলে ডাকলাম আমি

www.BanglaBook.org

আন্দ্রে ডি ফঁসেকাকে। 'সেদিন যে মেয়েটা আপনার পরামর্শের জন্যে এসে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, তাকেই কি দেখলাম আমি গতরাতে গার্সিয়ার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, তাকেই গতরাতে দেখেছ তুমি গার্সিয়ার কাছে অনুনয় করতে। ইশ, আজ যা জানি, তা যদি দুটো দিন আগে জানতাম, তা হলেও লোকটা আজ চোদ্দো শিকের ওপারে থাকত। তবে এখনও হয়তো খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি। অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি দেখছি কতদূর কী করা যায়। ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও, ভাগিনা। তুমি যাও, ওই জখমটা সারিয়ে তোলার চেষ্টা করোগে। আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হলে খুশি মনেই করব আমি। একজন বেয়ারাকে তৈরি থাকতে বলো। সন্ধের আগেই জানতে পারব আমি যতটা জানা সম্ভব।'

সেই রাতেই আমাকে ডেকে পাঠালেন বৃদ্ধ।

'খোঁজ নিলাম চারদিকে,' বললেন ফঁসেকা। 'একেবারে লাপাত্তা। বহুদিন পর আজ আবার বিচারবিভাগে নালিশ দিলাম। ব্লাড হাউন্ড যেভাবে শেয়াল খোঁজে, সেইভাবে খোঁজা হচ্ছে ডি গার্সিয়াকে। কিন্তু ঠিক যেন কর্পূরের মত উবে গেছে লোকটা। মনে হচ্ছে এ-শহরে নেই। আজই চিঠি লিখছি আমি ক্যাডিজের কর্তৃপক্ষের কাছে। নদীপথে গেছে যখন, মনে হয় ক্যাডিজ থেকে জাহাজে করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে।' একটু থামলেন বৃদ্ধ। 'একটা খারাপ খবর আছে, ভাগিনা। সেনিয়রা ইসাবেলা ধরা পড়েছে নাইটগার্ডদের হাতে। কনভেন্ট থেকে পালিয়ে যাওয়া মেয়ে হিসাবে ওকে চিনে ফেলেছে একজন প্রহরী। ওকে ধরে তুলে দেওয়া হয়েছে হোলি অফিসের কর্মকর্তাদের হাতে। বিচারে যদি দোষী সাব্যস্ত হয়, তা হলে নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ড হবে ওর।'

'ওকে উদ্ধার করার কোনও উপায় নেই, মামা?'

'অসম্ভব। আমার পরামর্শ মত চললে কিছুতেই ধরা পড়ত না

www.BanglaBook.org

মেয়েটা।'

'ওর সঙ্গে যোগাযোগের কোনও উপায় নেই?'

'না, নেই। বিশ বছর আগে যা সম্ভব হয়েছিল, আজ সে-পথ বন্ধ। মন খারাপ কোরো না, ভাগিনা; ধর্মেরও তো মাঝেমধ্যে এক-আধটা বলি দরকার, নইলে গির্জার প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকে কী করে?'

নয়

এরপর বহুদিন হুয়ান ডি গার্সিয়া কিংবা ইসাবেলা ডি সিগুয়েনযার কোনও খবর পাইনি। ইসাবেলা কোথায় আছে জানি, কিন্তু ডি গার্সিয়া যে কোথায় লুকাল, অনেক চেষ্টার পরেও খোঁজ বের করতে পারিনি আমরা।

আমি আমার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছি—ফঁসেকার ভাগ্নে হিসাবে অবাধে বিচরণ করছি সেভিলের উঁচুমহলে, রোগনির্ণয় আর ওষুধ তৈরি করায় সাহায্য করছি তাঁকে। তবে গভীর উদ্বেগ নিয়ে লক্ষ করছি, আমার ডুয়েল লড়ার রাতে তার যে অসুস্থতা শুরু হয়েছিল, সেটা বাড়ছে ক্রমেই। লিভারের জটিল এক রোগে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছেন ফঁসেকা, কোনও ওষুধ কাজ করছে না। পরবর্তী আট মাসের মধ্যে স্বাস্থ্যের এতই অবনতি হলো যে, বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোও তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, যতই সেবা-যত্ন করি, সারা রাত জেগে ঘড়ি-ঘণ্টা ধরে যতই ওষুধ খাওয়াই না কেন, মানুষটাকে বাঁচানো যাবে

www.BanglaBook.org

না। মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। লুকিয়ে এখানে-ওখানে চোখের পানি ফেলি, কিন্তু তাঁর সামনে শক্ত থাকার চেষ্টা করি।

শরীরের অবস্থা যা-ই হোক, মাথাটা বৃদ্ধের একদম পরিষ্কার। আমাকেই দেখতে হয় বেশিরভাগ রোগী, কিন্তু বেশি জটিল কেস হলে আমি তাঁকে কোলে করে চেম্বারে নিয়ে এসে আরামকেদারায় শুইয়ে দিই, এমব্রয়ডারি করা তাঁর প্রিয় শাল দিয়ে ঢেকে দিই বুক পর্যন্ত। সেখানে শুয়ে তিনি যখন জটিল রোগটা সহজ, সরল ভাষায় আমাকে বুঝিয়ে দেন, তখন আবারও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে যাই।

আমি যেমন বুঝি, ফঁসেকাও তেমনি পরিষ্কার বোঝেন, সময় ঘনিয়ে আসছে। দিন যতই কাছে চলে এল, ততই আমার প্রতি গভীর স্নেহের প্রকাশ ঘটতে থাকল তাঁর ব্যবহারে। আমিও তাঁর শারীরিক ক্লেশ লাঘব করার চেষ্টায় সাধ্যমত করলাম, কারণ এতদিন তিনি পিতৃস্নেহে লালন করেছেন আমাকে।

সময় যখন ঘনিয়ে এল, উকিলকে ডেকে পাঠালেন ফঁসেকা। দরজা বন্ধ করে ঘণ্টা দেড়েক কথা বললেন তাঁরা। ভদ্রলোক বেরিয়ে গিয়ে আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এলেন আবার। এবার সঙ্গে রয়েছে কয়েকজন কেরানি। আবার দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ একসঙ্গে কাটালেন ওঁরা। আমাকে ডাকা হলো না ওসবের মধ্যে। দলবল নিয়ে উকিল যখন বেরিয়ে গেলেন, দেখলাম দলিল জাতীয় কিছু কাগজপত্র রয়েছে তাঁর হাতে।

সন্ধ্যায় ডাক পড়ল আমার। শোবার ঘরে গিয়ে ফঁসেকাকে হাসিখুশিই দেখলাম, যদিও দুর্বল হয়ে পড়েছেন আরও, কথা বলার মুডে আছেন।

'এসো, ভাগিনা,' আদর করে ডাকলেন আমাকে। 'দিনটা বেশ ব্যস্ততায় কাটল। কী করেছি বুঝতে পেরেছ?'

'মনে হলো উইল-টুইল হবে।'

'হ্যাঁ। ঠিক ধরেছ। উইলটা তৈরি করিয়ে ফেললাম। খুব বেশি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছু অবশ্য নেই আমার, তবু যা আছে উপযুক্ত হাতে রেখে যেতে চাই।'

'উইলের প্রসঙ্গ থাক, মামা,' বললাম; 'আমার বিশ্বাস, বহু বছর বাঁচবেন আপনি আরও।'

হেসে উঠলেন বৃদ্ধ। 'মিথ্যে বলে আমাকে আশ্বাস দেওয়ার কোনও দরকার নেই, ভাগিনা। আমি যেমন জানি, তুমিও জানো, পথের শেষ মাথায় এসে গেছি। মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছি না। যদিও আমাকে সুখী বলা যাবে না, প্রথম জীবনেই চোট লেগে গেছে হৃদয়ে; তবে ধন-সম্পদের ব্যাপারে যে অনেক উন্নতি করেছি, তা বলতেই হবে। ধর্মে আমার সান্ত্বনা বা ভয়-কোনটাই নেই। কর্মে আমার পরিচয়। প্রলোভনে পড়ে খারাপ কাজ যেমন করেছি, ভাল কাজও করেছি হৃদয়ের তাগিদে। যাক, ভালো-মন্দ সবকিছুরই শেষ হতে চলেছে এবার। পথের শেষে এসে উপলব্ধি করছি: মৃত্যুটা সাজ্ঘাতিক কোনও ব্যাপার হতে পারে না-জন্মায়ই মানুষ মরবে বলে। বিশ্বাস করি, ঈশ্বর একজন সত্যিই আছেন; আর এ-ও জানি, পুরোহিতরা যতই ভয় দেখাক, তাঁর আসল পরিচয়: তিনি দয়ালু।'

এ-পর্যন্ত বলে চোখ বুজলেন তিনি। একটু বিশ্রাম নিয়ে বললেন, 'এই দেখো, উইলের কথা বলতে গিয়ে কথা কোন্ দিকে মোড় নিয়েছে। হাতে বেশি সময় নেই। ভাগিনা, শোনো। একটা ছোট অংশ দান-খয়রাতের জন্য রেখে বাকি সবকিছু আমি তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি।'

'আমাকে দিয়ে যাচ্ছেন!' আকাশ থেকে পড়লাম।

'হ্যাঁ, ভাগিনা, তোমাকে। আমার আত্মীয়স্বজন কেউ জীবিত নেই। আর তোমাকে আমার ভালো লেগে গেছে। আমি ভেবেছিলাম, কোনও মানুষ, মেয়েমানুষ বা শিশুকে ভালোবাসার মত সুকোমলবৃত্তির মৃত্যু হয়েছে বুঝি আমার মধ্যে। তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তোমার মাধ্যমে টের পেলাম, আমার হৃদয়টা মারা

www.BanglaBook.org

যায়নি এখনও। একে আমার কৃতজ্ঞতার দান মনে করে যা দিচ্ছি নিয়ে নাও, ভাগিনা; আমি খুশি হব।'

কী বলব বুঝতে না পেরে ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমাকে থামিয়ে দিলেন ফঁসেকা। 'তোমার ভাগে যা পড়বে, সব মিলিয়ে তোমাদের ইংলিশ পাউন্ডের হিসাবে হবে বারো হাজার পাউন্ডের মত। এ-টাকা একজন তরুণ ও তার স্ত্রীর সুন্দর ভাবে জীবন শুরু করার জন্য যথেষ্ট। বারো হাজার পাউন্ড ইংল্যান্ডে অনেক টাকা। আমার ধারণা, এরপর তোমার ভাবী-শ্বশুর আর আপত্তি করবে না তোমার হাতে মেয়েকে সঁপে দিতে। নগদ টাকা ছাড়াও রয়েছে সমস্ত আসবাব, লাইব্রেরী ও তৈজসপত্রসহ এই বাড়িটা। এগুলো বিক্রি না করে রেখে দিলেই বোধহয় ভালো করবে। কারণ, সুনাম যেভাবে ছড়িয়েছে, আমার পর তুমি এই পেশায় নামতে চাইলে রোগীর কোনও অভাব হবে না তোমার।

'এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে একটা কথা। তোমার বিবেক যদি অনুমোদন করে, ডি গার্সিয়ার পিছু ধাওয়া বন্ধ করো। টাকা-পয়সা নিয়ে ফিরে যাও ইংল্যান্ডে, ভালোবাসার পাত্রীকে বিয়ে করো, তারপর সুখে জীবন যাপন করো। পাজি এক লোকের ওপর প্রতিশোধ নেওয়াটা কারও জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে ডি গার্সিয়ার মত নীচ এক লোকের। ওকে ওর নিজের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে দেখো কীভাবে ও নিজেই নিজের ওপর প্রতিশোধ নেয়। ওর পেছনে দৌড়ালে প্রচুর পরিশ্রম ও ভয়ঙ্কর সব বিপদ-আপদের মধ্যে গিয়ে পড়বে তুমি, যার ফলে হয়তো তোমাকে সমস্ত ধন-সম্পদ, প্রেমিকা, এমনকী জীবনটা পর্যন্ত খোয়াতে হতে পারে।'

'কিন্তু আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি ওকে খুন করব,' বললাম, 'কী করে ভাঙি সেই শপথ? এই গ্লানির বোঝা কাঁধে নিয়ে কি সুখ-শান্তি হবে আমার, মামা?'

'আমি জানি না, ভাগিনা। আমি বিচারক নই। তুমি তোমার

www.BanglaBook.org

ইচ্ছাতেই চলবে। তবে এর ফলে আরও বড় গ্লানি না চেপে বসে তোমার ওপর! তুমি লড়েছ ওর সঙ্গে, কপাল জোরে পালিয়ে গেছে ও তোমার হাত ফসকে। বিচক্ষণতা বলেঃ যে পালিয়ে গেল তাকে পালাতে দাও। এবার আমাকে একটা চুমু দিয়ে বিদায় নাও, ভাগিনা। আমি চাই না আমার মৃত্যুর সময় তুমি উপস্থিত থাকো। আবার কোনদিন দেখা হবে কি না জানি না। হয়তো এটাই হবে চিরবিদায়!'

নিচু হয়ে আমার আশ্রয়দাতা, আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরুর কপালে চুমো দিলাম। ঝরঝর ঝরছে আমার চোখের জল। কোনদিন টের পাইনি, এই মহৎহৃদয় মানুষটাকে আমি এতটা ভালোবেসে ফেলেছি। মনে হচ্ছে যেন আমার বাবা শুয়ে আছে মৃত্যুশয্যায়।

'কেঁদো না, ভাগিনা,' বললেন তিনি। 'সারাটা জীবনই তো বিদায় নিচ্ছি আমরা একে অপরের কাছ থেকে। একদিন ঠিক তোমার মত একটা ছেলে ছিল আমার, বড় কষ্ট হয়েছিল ওর কাছ থেকে বিদায় নিতে। ও তো আর ফিরে এল না, তাই আমি চললাম ওকে খুঁজতে। আমি মরে যাচ্ছি বলে কেঁদো না, টমাস! প্রার্থনা করি, তোমার মঙ্গল হোক। খোদা তোমাকে সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করুন! এবার যাও!'

কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলাম নিজের ঘরে। সেই রাতেই মারা গেলেন আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু আন্দ্রে ডি ফঁসেকা।

পরদিন দুপুরে কবর দিয়ে ফিরলাম বাড়িতে। উকিল এসে সবার সামনে খামের সীল ভাঙলেন। বাকি-বকেয়া পরিশোধের পর আর সবকিছুর মালিকানা আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেলেন তিনি। চাকর-বাকর সবাই আছে, তারপরও বাড়িঘর সব ফাঁকা মনে হলো আমার কাছে।

গত রাতে ঘুমাতে পারিনি, কখন কী হয় ভেবে। উকিল বিদায় নেওয়ার পর দেখলাম খাবারে রুচি নেই, তবু খাবার টেবিলে বসে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খাওয়ার ভঙ্গি করছি, এমন সময়ে একজন ভৃত্য এসে বলল এক মহিলা বাইরের ঘরে বসে আছেন, মরহুম ফঁসেকার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তিনি। বোঝা গেল ফঁসেকার মৃত্যুসংবাদ জানা নেই মহিলার। বিদায় করে দেওয়ার কথা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মনে হলো, মহিলার সমস্যার কথা শুনলে হয়তো আমার নিজের মনের ভার কিছুটা হালকা হবে। মহিলাকে চেম্বারে নিয়ে আসতে বলে আমি বসলাম গুরুর চেয়ারে। কালো পোশাক পরা লম্বা এক মহিলা ঢুকলেন ঘরে, মাথার কাপড় টেনে দেওয়ায় মুখ দেখা যায় না। মাথা নুইয়ে সম্মান দেখিয়ে তাঁকে বসতে ইঙ্গিত করলাম। আমার দিকে চেয়েই চমকে উঠলেন মহিলা।

'আমি ডন আঁন্দ্রে ডি ফঁসেকার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি,' নিচু গলায় বললেন মহিলা। 'আপনি নিশ্চয়ই তিনি নন, সেনিয়র?'

'তা নই,' বললাম। 'আজ সকালে ওঁকে কবর দিয়ে এলাম। আমি তাঁর সহকারী। উত্তরাধিকারীও। যদি আমার কোনরকম সাহায্য দরকার থাকে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন।'

'খুব বেশি অল্পবয়স আপনার–খুবই অল্প,' নিচুগলায় প্রায় ফিসফিস করে বললেন মহিলা। 'অথচ বিষয়টা অত্যন্ত জরুরি, বিপজ্জনক ও গুরুত্বপূর্ণ। আপনাকে বিশ্বাস করা যায় কি না, বুঝতে পারছি না।'

'আপনার সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে, সেনিয়রা।'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তামগ্ন থেকে গায়ের ক্লোকটা খুলে ফেললেন মহিলা। নীচে মঠবাসী সন্ন্যাসিনীর পোশাক।

'শোনেন,' বললেন তিনি। 'অনেক কষ্টে এ-পর্যন্ত পৌঁছেছি, ধরতে গেলে পালিয়েই এসেছি কনভেন্ট থেকে। এসেছি একজনের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে। এখন দেখছি আপনার ওপর বিশ্বাস না রেখে উপায় নেই। ওখানে ফিরে গেলে ভয়ানক কষ্ট পেয়ে মরতে হবে মেয়েটাকে। কিন্তু কিছু বলার আগে আপনাকে যীশুমাতার নামে শপথ করতে হবে যে, আপনি বিশ্বাস ভঙ্গ

www.BanglaBook.org

করবেন না। তা হলে আমাকেও মরতে হবে মেয়েটার সঙ্গে।'

মহিলা কী বলছেন মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। ওঁর কথাবার্তা আমার কাছে পাগলের প্রলাপ বলে মনে হলো। মাথা নাড়লাম।

'দুঃখিত। আমি কারও নামে কোনও শপথ করতে পারব না। আমি কেবল এটুকু কথা দিতে পারি, গোপনীয়তা রক্ষা করব। যদি সেটা যথেষ্ট না হয়, আমাদের আলাপ এখানেই শেষ হওয়া ভালো।'

'রাগ করবেন না, প্লিজ,' অনুনয় ঝরল মহিলার কণ্ঠে। 'লুকিয়ে কনভেন্টের চার দেওয়ালের বাইরে এসে খুবই বিচলিত আছি। মারাত্মক কোনও বিষ দরকার আমার। এজন্যে ভালো পয়সা দেব।'

'খুন-খারাবিতে সাহায্য করব না আমি,' বললাম মৃদু হেসে। 'কী করবেন বিষ দিয়ে?'

'খোদা, কী করে যে বলি! আমাদের কনভেন্টে আজ রাতে সুন্দরী এক যুবতী আর তার সদ্যোজাত শিশুকে জ্যান্ত কবর দেয়া হচ্ছে। প্রেমে পড়ে শপথ ভঙ্গ করেছিল বেচারি, তাই এই শাস্তি। আমি ওই কনভেন্টের প্রধান—আমার বা আমার কনভেন্টের নাম জানতে চাইবেন না—মেয়েটিকে আমি নিজের সন্তানের মত ভালোবাসি। অনেক কষ্টে আমি অনুমতি আদায় করেছি যে, পাপীকে চুন-সুরকির ভেতর কবর দেয়ার আগে যে এক কাপ পানি খেতে দেয়ার নিয়ম আছে, সেই পানিটুকু আমি খাওয়াতে পারব। ভাবছি, সে পানিতে বিষ মিশিয়ে দিলে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা থেকে বাঁচবে বেচারি। আমি চাই এমন কোনও বিষ, যেটা খেলে মুহূর্তে মৃত্যু ঘটবে ওর, কবরের ভেতর যন্ত্রণায় ছটফট করে মরতে হবে না। এটাও হত্যা, কিন্তু এজন্যে বিবেকের দংশন হবে না আমার।'

চুপচাপ ভাবলাম কিছুক্ষণ। ধর্মের নামে ধর্মোপজীবীরা কী করছে এসব? খোদা কি চান কেউ কাউকে হৃদয় দিয়েছে বলে

www.BanglaBook.org

তাকে নিষ্পাপ শিশুসন্তান সহ কবর দেওয়া হোক? না কি এসব ওদের নিজেদের তৈরি বানোয়াট আত্মাভিমান? হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই থমকে গেলাম।

'মেয়েটির নাম কি ইসাবেলা ডি সিগুয়েনযা?' প্রশ্ন করলাম।

চমকে উঠলেন মহিলা।

'খোদা! আপনি কী করে জানলেন?'

'এ-বাড়ির আমরা অনেক কিছুই জানি, মাদার। বলুন দেখি, প্রেমিকপ্রবরটির নাম-ঠিকানা কি উদ্ধার করা গেছে ওর কাছ থেকে?'

'না, অনেক নির্যাতনের পরও নাম বলেনি ও লোকটার। শুধু এইটুকু বলেছে: ওকে খুঁজে কোনও লাভ নেই, কারণ মাস কয়েক আগেই সুদূর ইন্ডিজের পথে রওনা হয়ে গেছে ও জাহাজে করে, চলে গেছে সবার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।'

খবরটা শুনে হতাশ হলাম। ভাবলাম, প্রতিশোধ নেওয়া বুঝি আর হলো না। জিজ্ঞেস করলাম, 'এই মেয়েটাকে টাকা বা আর কিছুর সাহায্যে বাঁচানো যায়?'

'অসম্ভব। ট্রাইবুনাল অভ মার্সি পর্যন্ত গিয়েছিল এই কেস, তাঁরা হোলি অফিসের রায়ই বহাল রেখেছেন। আগামী দুই ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটবে ওর। আপনি কি বিষ দেবেন আমাকে?'

'না, মাদার। আমি আপনাকে বিষ দেব না। আপনার নিজেরই নিয়ে নিতে হবে, আমি শুধু দেখিয়ে দেব কোথায় রয়েছে ও-জিনিস। মেয়েটির প্রতি আপনার মমতা আমার মন ছুঁয়েছে, সেজন্যেই ওষুধের তাকে ঠিক কোথায় রয়েছে ওটা আমি দেখিয়ে দেব। ধর্মের নামে আপনাদের এই চরম অমানবিক কাজে আর কোনভাবে জড়াব না আমি নিজেকে।'

মামার ওষুধের শেলফে কোথায় কী আছে সব আমার মুখস্থ। ডানদিক থেকে তৃতীয় শিশিটার দিকে আঙুল তাক করলাম।

'ওই যে, মাদার। তিন নম্বরটা। নিজ হাতে তুলে নিন। হ্যাঁ,

www.BanglaBook.org

ওইটাই। না, আমাকে পয়সা দিতে হবে না। এক কাপ পানিতে শিশির সবটুকু বিষ মেশাতে হবে, তারপর এক চামচ আন্দাজ বাচ্চাটাকে খাইয়ে দিয়ে বাকিটুকু গিলে নিতে বলবেন মহিলাকে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে ঢলে পড়বে দুজনই, জানতেও পারবে না কখন মারা গেছে।'

দশ

কয়েকটা দিন অনেক চিন্তা করলাম। ভেবে বের করতে চাইছি, বর্তমান অবস্থায় আমার কী করা উচিত। এই মুহূর্তে আমি ধনী লোক। গুরু ফঁসেকার কথা মত যদি টাকাপয়সা নিয়ে নরফোকে ফিরে যাই, তা হলে যতদূর সম্ভব স্কোয়ায়্যার বোযার্ড আমার সঙ্গে লিলির বিয়েতে আপত্তি করবেন না। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার প্রতিজ্ঞার কী হবে? মাতৃহত্যার প্রতিশোধ না নিলে খোদার গজব পড়বে না আমার উপর? এখন যখন জানি পালিয়ে কোথায়, মানে, পৃথিবীর কোন্ অংশে গেছে ডি গার্সিয়া; তখন দেশে ফিরে যাবই বা কীভাবে? বিশেষ করে যখন জানি সাদা মানুষ ইন্ডিজে কমই আছে, ওখানে লোকটাকে খুঁজে পাওয়া তেমন কঠিন কিছু হবে না—অন্তত স্পেনের চেয়ে সহজ হবে।

কাজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, যাব আমি হিসপ্যানিওলা প্রথমে গোপনে সংবাদ নিলাম, সত্যিই ইন্ডিজের দিকে ডি গার্সিয় গেছে কি না। জানা গেল, ডুয়েল লড়ার কয়েকদিনের মধ্যেই ডি গার্সিয়ার সঙ্গে চেহারার বর্ণনা মেলে এমন একজন লোক, যদিও

www.BanglaBook.org

ভিন্ন নামে, কারাক-এ চেপে ক্যানারি আইল্যান্ডের দিকে চলে গেছে। সেখান থেকে হিসপ্যানিওলা রওনা হবে জাহাজে উঠে।

বিশ্বাস করলাম কথাটা, কারণ সেই সময়ে স্পেনের যত চোর-গুণ্ডা-বদমাশ আর দাগী আসামী দেশে টিকতে না পারলে পালিয়ে ইন্ডিজে গিয়ে আশ্রয় নিত। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, ওর পিছু ধাওয়া করে আমিও যাব হিসপ্যানিওলা। নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম, ওকে যদি ওখানে না-ও পাই, সুন্দর সুন্দর দেশ তো দেখা হবে। কতটা সুন্দর, তা অবশ্য হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি পরে। যাহোক, সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ায় মনটা অনেকখানি হালকা হলো।

এবার সম্পদের ব্যবস্থাপনা। কী করা যায় ভাবছি, এমনি সময়ে খবর পেলাম, ইয়ারমাথের সেই 'অ্যাডভেঞ্চারেস', যেটায় চেপে আমি স্পেনে এসেছিলাম, সেটা এখন ক্যাডিজ বন্দরে। মনস্থির করে ফেললাম: দামি জিনিসপত্র আর সোনাদানা এই জাহাজে করে পাঠিয়ে দেব ইংল্যান্ডে। দেরি না করে 'অ্যাডভেঞ্চারেস'-এর ক্যাপ্টেন বেলকে একটা চিঠি দিয়ে জানালাম মূল্যবান কিছু জিনিস ইংল্যান্ডে পাঠাতে চাই, তিনি যেন আমার জন্য কয়েকটা দিন অপেক্ষা করেন। এই ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সেভিলে আসার সময় চল্লিশদিনের দীর্ঘ যাত্রায় আমার বেশ গাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল।

পরবর্তী কাজগুলো বেশ দ্রুতই সারা গেল। প্রথমে বাড়িটা বিক্রি করে দিলাম। ভিতরের আসবাবও ছেড়ে দিলাম কম দামে। বেশিরভাগ বই আর তৈজসপত্র বাক্সে পুরে নদীপথে পাঠিয়ে দিলাম ক্যাডিজের পরিচিত সেই মার্চেন্টের ঠিকানায়। তারপর নগদ টাকা পয়সা স্বর্ণে রূপান্তরিত করে নিয়ে চিরকালের জন্য সেভিল ছেড়ে চলে এলাম আমিও।

BanglaBook.org

নিরাপদেই পৌঁছলাম ক্যাডিজে। ওখান থেকে বোট নিয়ে উঠলাম

www.BanglaBook.org

গিয়ে অ্যাডভেঞ্চারেস-এ। এতদিন পর আমাকে দেখে খুশি হয়ে জড়িয়ে ধরলেন ক্যাপ্টেন বেল, তারপর তিনটে চিঠি বের করে দিলেন। একটা লিখেছে বাবা, একটা আমার ছোটবোন মেরি আর তৃতীয়টা লিলি বোযার্ড। আমাকে লেখা লিলির প্রথম ও শেষ চিঠি ওই একটাই।

মেরির চিঠিতে জানা গেল শরীর ভেঙে গেছে বাবার, এখন ধরতে গেলে শয্যাশায়ী। তখন জানতাম না, অনেক বছর পর জেনেছি—বাবার চিঠি আমি যখন পড়ছি, বাবা তখন আর নেই। খুবই বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে সংক্ষিপ্ত চিঠিতে বাবা লিখেছে: আমাকে বিদেশে পাঠিয়ে বড়ই মনোকষ্টে আছে। এ-জীবনে দেখা যখন আর হলো না, সর্বশক্তিমানের হাতে সঁপে দিয়েছে আমাকে, প্রার্থনা করেছে তিনি যেন আমাকে নিরাপদে দেশে ফিরে আসতে সহায়তা করেন। লিলির চিঠিতে জানা গেল: আমি রওনা হয়ে যাওয়ার পরপরই আমার বড়ভাই জেফরি গিয়ে ওর বাবার কাছে লিলিকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছে। তারপর থেকে যেখানে লিলি যায়, সেখানেই হাজির হয়ে উত্যক্ত করে জেফরি, আর তার বাবার সামনে পড়লেই রাজপুত্র ছেড়ে কপর্দকহীন এক ছোকরার অপেক্ষায় সময় নষ্ট করার জন্য চলে গালিগালাজ। জীবনটা ওর দুর্বিষহ করে তুলেছে এই দুজন।

'তবে,' লিখেছে লিলি, 'তুমি নিশ্চিত থাকো, টমাস, জোর করে আমাকে বিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা হয়তো বাবার আছে, কিন্তু বাসরঘরে আমার লাশ পাবে জেফরি। একথা আমি জানিয়ে দিয়েছি ওদের। একটা ভরসার কথা এই যে, তোমার বোন মেরির প্রতি খুবই দুর্বল আমার ভাই উইলফ্রেড, আর মেরি দুর্বল আমাদের দুজনের প্রতি। এখন পর্যন্ত আমার ভাই চায়, আমি যেন বাবার কথা মত জেফরিকে বিয়ে করি; তবে তোমার বোনের প্রভাবে ওর মতামত পাল্টে যাচ্ছে দ্রুতই।' চিঠির শেষে প্রচুর শুভকামনা আর আমার নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য ঈশ্বরের কাছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রার্থনা রয়েছে।

মেরির চিঠিতে অন্যান্য সব খবরের পর জেফরির বাড়াবাড়ির কথা রয়েছে, তবে, প্রচ্ছন্ন আভাস দিয়েছে ও: এই ব্যাপারে শীঘ্রি হয়তো ও-ও কোনও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারবে।

দেশ থেকে পরমাত্মীয়দের চিঠি পেয়ে বাড়ি ফেরার জন্য একেবারে উতলা হয়ে উঠল আমার মন। বিশেষ করে লিলির চিঠিতে মাখানো সুগন্ধী আমাকে একেবারে পাগল করে তুলল। আমি জানি এখনই দেশে ফিরে গেলে আমি পেতে পারি আমার প্রাণপ্রিয়াকে। কারণ আমার সম্পদ জেফরির সম্পদের চেয়ে অনেক বেশি। জানি, এত টাকা হাতে নিয়ে পাণিপ্রার্থী হলে কোনও মেয়ের বাপই মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবে না। তা ছাড়া বাবার জন্যে মনটা কেমন করছে।

কিন্তু আমার আর আমার চাওয়ার মাঝখানে ডি গার্সিয়া এবং তার ব্যাপারে আমার শপথ বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা সে-সময়ে আমার মধ্যে এতই প্রবল, আমার স্থির বিশ্বাস জন্মে গেছে: হুয়ান ডি গার্সিয়াকে হত্যা না করতে পারলে আমি সুখী হতে পারব না, আমার শপথ আমাকে তাড়া করে ফিরবে সর্বক্ষণ।

ইতিমধ্যে একজন নোটারিকে দিয়ে আমি একটা দলিল তৈরি করে ফেললাম। দুইশো পেসো নিজের জন্য রেখে যতদিন পর্যন্ত আমি ফিরে গিয়ে না চাই, ততদিনের জন্য আমার সমস্ত সম্পদের জিম্মাদার হিসাবে তিনজনকে নিয়োগ করলাম। প্রথমজন আমার প্রাক্তন গুরু, বাঙ্গের ডাক্তার গ্রিমস্টোন—অত্যন্ত সৎ বলে জানি যাঁকে। দ্বিতীয়জন আমার ছোটবোন মেরি উইংফিল্ড। তৃতীয়জন আমার বাগদত্তা স্ত্রী লিলি বোযার্ড। এই দলিলে ক্যাপ্টেন বেল এবং আরও দুজন ইংরেজকে সাক্ষী রাখলাম আমি। তারা দেখবে, আমার নগদ টাকা দিয়ে যেন জমি কেনা হয়, এবং বাকি টাকা সুদে খাটানো হয়। এসব থেকে যা টাকা আসবে, সব পাবে লিলি

www.BanglaBook.org

বোযার্ড—যতদিন পর্যন্ত সে অবিবাহিত থাকে।

এই সঙ্গে একটা উইলও তৈরি করলাম। যার ফলে আমার মৃত্যুর পর আমার বেশিরভাগ সম্পত্তির মালিক হবে আমার বাগদত্তা স্ত্রী লিলি বোযার্ড যদি সে ততদিন পর্যন্ত অবিবাহিত থাকে। ইতিমধ্যে লিলি যদি বিয়ে করে বা তার যদি মৃত্যু হয়, তা হলে আমার যা-কিছু, সব চলে যাবে মেরি বা তার উত্তরাধিকারীর কাছে।

স্বাক্ষর ও সীল করার পর দুটো কাগজ, সেইসঙ্গে আমার যাবতীয় সম্পদ তুলে দিলাম ক্যাপ্টেন বেল-এর জিম্মায়। কথা থাকল এ-সবকিছুই তিনি তুলে দেবেন বাঙ্গের ডাক্তার গ্রিমস্টোনের হাতে। সেই সঙ্গে ডাক্তার গ্রিমস্টোন, আমার বাবা, ভাই, বোন, স্কোয়ায়্যার বোযার্ড আর লিলি—প্রত্যেককে আলাদা করে চিঠি দিলাম। আজ পর্যন্ত যা ঘটেছে সব লেখার পর তাদের জানালাম: আমি চললাম ডি গার্সিয়াকে খুঁজে বের করে হত্যা করতে।

বহু বছর পর জেনেছি আমার পাঠানো চিঠিসহ প্রতিটা জিনিস নিরাপদে পৌঁছেছিল ইয়ারমাথে। ওখান থেকে সমস্ত মাল-পত্র লোউস্টফ্‌ট্‌-এ নিয়ে গিয়ে ওয়েভেনির উদ্দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় একটা বজরায় করে। ক্যাপ্টেন বেলও জাহাজের দায়িত্ব সহকারীর হাতে বুঝিয়ে দিয়ে মাল-পত্রের সঙ্গে ওয়েভেনি হয়ে বাঙ্গে স্টেইথ পর্যন্ত গিয়ে নেদারগেট স্ট্রিটে ডাক্তার গ্রিমস্টোনের বাড়িতে পৌঁছে দেন সবকিছু। বুদ্ধি করে আগেই মেসেঞ্জার পাঠিয়ে খবর দিয়েছিলেন তিনি।

খবর পেয়ে সময় মতই ওখানে হাজির হয় আমার ভাই ও বোন। স্কোয়ায়্যার বোযার্ডও ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হন ডাক্তারের বাড়িতে। বাবা ততদিনে মারা গেছেন। ক্যাপ্টেন বেলের মুখে আমার সমস্ত খবরাখবর শুনে হাঁ হয়ে গেল সবার

www.BanglaBook.org

মুখ। তারপর যখন বাক্সগুলো খোলা হলো তখন তো সবার চোখ ছানাবড়া। এত সোনাদানা বাপ্পের কেউ কখনও চোখেও দেখেনি।

কেঁদে বুক ভাসাল লিলি। আমার সৌভাগ্য দেখে প্রথমে কাঁদল আনন্দের কান্না, তারপর কাঁদল আমি ফিরে আসিনি বলে দুঃখে। স্কোয়্যার বোযার্ড যখন বুঝলেন আমি বাঁচি বা মরি, লিলি এখন বিরাট ধনী মহিলা, তখন খুশিতে ওকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমো দিলেন, তারপর ঘোষণা করলেন: আমার সম্পর্কে খুবই উঁচু ধারণা পোষণ করতেন তিনি বরাবরই।

আসলে সবাই খুশি হলো—আমার ভাইটি ছাড়া। একটা কথাও না বলে সোজা গিয়ে ঢুকল ও শুঁড়িখানায়। ও যখন দেখল বাবার সম্পত্তি পেয়েও কোনও লাভ হলো না, লিলিকে পাওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত—এখন আর ওর বাবার সাহায্য পাওয়া যাবে না; তখন কুসংসর্গে পড়ে অনিয়ম ও অনাচারের মাধ্যমে অল্পদিনেই নিজের মৃত্যু ডেকে আনল।

যাই হোক, সেদিন সবাই উচ্চকণ্ঠে আমার পাগলামির সমালোচনা করেছিল, তাদের ধারণা: আমার উচিত ছিল শত্রুর পিছনে না দৌড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসা। শুধু লিলি কথা বলেছিল আমার পক্ষে, সবাইকে মনে পড়িয়ে দিয়েছিল আমার শপথের কথা: লোকটাকে হত্যা না করে ফিরে এলে আত্মসম্মান বলে কিছুই আর থাকত না টমাসের। এ জন্মে হোক বা পরজন্মে, ফিরে আসবে টমাস; আমি ওর জন্যে অপেক্ষা করব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এগারো

আমার চোখের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে ক্যাডিজ বন্দর ছেড়ে চলে গেল 'অ্যাডভেঞ্চারেস'। যতক্ষণ দেখা যায়, তাকিয়ে থাকলাম ওটার দিকে। আমার বুকের ভিতর তখন কেমন করছিল, বোঝাতে পারব না কাউকে। শেষ পর্যন্ত চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারিনি। কেঁদেকেটে মনটা একটু হালকা হতে বন্দর অফিসে খোঁজ নিতে গেলাম।

জানা গেল, 'লা সিঙ্কি ইয়াগাস' নামের বড়সড় এক স্প্যানিশ কারাক শীঘ্রি রওনা হবে হিসপ্যানিওলার পথে। ব্যবসায়ী হিসাবে ছাড়পত্র সংগ্রহ করে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। তারপর দেড়শো পেসো দিয়ে ইনডিজে চলতে পারে এমন টুকিটাকি হরেক রকম মাল-সামান কিনে ডি'এইলা ছদ্মনামেই উঠে পড়লাম সেই কারাকে। দেখলাম, রাজ্যের গুণ্ডা-বদমাশ চলেছে আমার সফরসঙ্গী হয়ে।

আমার চেহারা দেখে বা মুখের কথা শুনে কেউ টের পেল না যে আমি স্প্যানিশ নই। যদিও তাস, জুয়া বা মদের আড্ডা এড়িয়ে থাকি, অল্প কদিনেই জনপ্রিয় হয়ে উঠলাম আমি ওই বেপরোয়া লোকদের কাছে। কারণ, আমার হাতযশ টের পেয়ে গেছে সবাই, কেউ অসুস্থ হলেই ছুটে আসছে আমার কাছে অকাতরে চিকিৎসা দিচ্ছি আমি বিনামূল্যে।

ক্যানারি আইল্‌স্‌-এ কাটিয়ে দিল কারাক পুরো একটা মাস,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর হেলেদুলে রওনা হলো হিসপ্যানিওলার উদ্দেশে। শুরুতে আবহাওয়া পাওয়া গেল চমৎকার, কিন্তু স্যান ডোমিঙ্গো যখন আর এক হপ্তার পথ, তখন হঠাৎ করেই বিগড়ে বসল প্রকৃতি। উত্তুরা বাতাসের নমুনা দেখে মেঘ নামল ক্যাপটেনের চেহারায়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়ছে বাতাসের বেগ।

তিনদিন তিনরাত বাতাস আর ঢেউয়ের চাপে গোঙাল কারাক, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চলল যেদিকে ঠেলা দিল বাতাস। একটা মাস্তুল ভেসে গেছে, আর একটা ভেঙে পড়েছে দুই টুকরো হয়ে, প্রতিটা জোড়া দিয়ে পানি ঢুকছে বোটের ভিতর প্রবল বেগে। বোঝা গেল, বাতাসের বেগ না কমলে ডুবে মরতে হবে আমাদের সবাইকে। কিন্তু কমা তো দূরের কথা, ঝড়ের চতুর্থ দিন বিকালের দিকে বিশাল এক ঢেউ এসে ভেঙে নিয়ে গেল কারাকের হালটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরেক ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে চলে গেলেন ক্যাপটেন। কারাক ভরে যাচ্ছে সাগরের সবুজ পানিতে। বুঝলাম, ডুবছি এবার।

হুলুস্থূল পড়ে গেল এইবার। বেশিরভাগ যাত্রীই আতঙ্ক দমন করার চেষ্টায় এ কয়দিন আকণ্ঠ মদ গিলেছে; দিশেহারার মত ছুটে বেড়াচ্ছে এখন এদিক-ওদিক, কেউ কেউ গলা ছেড়ে চিৎকার করে কাঁদছে, কেউ প্রার্থনা করছে, কেউ গাল দিচ্ছে ঈশ্বরকে। আমরা কয়েকজন ব্যস্ত হয়ে বোট নামাবার চেষ্টা করছি। আমার সঙ্গে একজন যাজকও হাত লাগিয়েছেন।

পানিতে নামিয়ে একটা বোটে মহিলা ও শিশুদের তুলবার উদ্যোগ নিয়েও বিফল হলাম আমরা। কয়েকজন মাতাল খালাসী ওদেরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে লাফিয়ে নামল বোটে, সঙ্গে সঙ্গে ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে গেল বোট। এমনি সময়ে মড়মড় আওয়াজ তুলে কারাকের সামনেটা উঁচু হতে শুরু করল।

যাজককে অনুসরণ করতে বলে ঝাঁপ দিলাম সাগরে। দ্বিতীয় বোটটা একটু দূরে ঢেউয়ের মাথায় উঠছে-নামছে। টালমাটাল ওই

www.BanglaBook.org

বোটে বসে আতঙ্কে চিৎকার করছে কিছু নারী ও শিশু। সাঁতার কেটে পৌঁছে গেলাম ওটার কাছে। যাজক তাঁর জোব্বা সামলাতে পারছেন না দেখে তাঁকেও সাহায্য করলাম। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম কারাকের সামনের গলুই উঠে গেছে আকাশের দিকে। প্রমাদ গনলাম। এতো কাছে যদি কারাকটা ডুব দেয়, এই বোটকেও টেনে নিয়ে যাবে ঘূর্ণিপাকের মধ্যে, সাগরের নীচে। তড়িঘড়ি বোটে উঠে বৈঠাগুলো বের করলাম। এক কি দেড় মিনিট সময় পেলাম, কিন্তু তারই মধ্যে প্রাণপণ চেষ্টায় বেশ কিছুটা সরে যেতে পারলাম।

সমবেত আর্ত চিৎকার শুনে চোখ তুলে দেখলাম, লোকজন, মালপত্র সব নিয়ে সড়াৎ করে চলে গেল কারাক সাগরতলে। মস্ত কয়েকটা ঢেউ দোলাল আমাদের বোট। কয়েক মুহূর্ত বোবা হয়ে চেয়ে রইলাম আমরা একটু আগে কারাকটা যেখানে ছিল সেইদিকে। ঘূর্ণিপাক কমে যেতেই ফিরে গেলাম আমরা ওখানে।

চারপাশের সাগরে ছড়িয়ে রয়েছে ভাঙাচোরা, টুকিটাকি হাজারো জিনিস। তারমধ্যে কেবল একটা শিশুকে পাওয়া গেল জীবন্ত, একটুকরো কাঠ ধরে ভেসে ছিল কোনমতে। বাকি দুশো যাত্রীর আর কোনও খোঁজ পাইনি কোনদিন; ঘূর্ণাবর্তে পড়ে তলিয়ে গেছে চিরতরে। না পেয়ে অবশ্য ভালই হয়েছে বলতে হবে, কারণ, নৌকায় ইতিমধ্যেই দশজনের বেশি লোক হয়ে গেছে, আর লোকের জায়গা হতো না। আমরাও খুব বেশিক্ষণ খোঁজাখুঁজির সময় পাইনি, সাঁঝ হয়ে এসেছিল ততক্ষণে।

নৌকায় আমি আর যাজক, এই দুজনই পুরুষ। অথৈ সাগরে কোনদিকে যেতে হবে জানি না, সারারাত কেবল নৌকার নাকটা বড় বড় ঢেউয়ের দিকে তাক করে রাখার চেষ্টাতেই কাটল আমাদের।

অবশেষে ভোর হলো। খুশি হয়ে ধন্যবাদ জানালাম খোদাকে, অন্তত সামনে কী আছে দেখতে তো পাব! তা ছাড়া সারারাত

www.BanglaBook.org

ভিজে কাপড়ে থাকায় হাড়ের ভিতর মজ্জা পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে; সূর্য উঠছে দেখে রীতিমত পুলকিত বোধ করলাম। কিন্তু খানিক বাদেই রোদের তাপ অসহ্য হয়ে উঠল। এক ফোঁটা পানি বা এক দানা খাবার নেই বোটে।

দুপুর না হতেই গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল আমাদের। ঝড় থেমে গেছে মাঝরাতেই, সাগরের উত্তাল ঢেউ এখন শান্ত। বাতাস যেদিকে বইছে, সেদিকেই এগোবার সিদ্ধান্ত নিলাম। কম্বল দিয়ে একটা পাল মত বানিয়ে নিয়ে বৈঠা দিয়ে হালের কাজ চালাচ্ছি—কখনও যাজক, কখনও আমি। তরতর করে এগিয়ে চলেছে বোট—গন্তব্য কোথায় কে জানে। ওদিকে ক্ষুৎপিপাসা চরম আকার ধারণ করেছে।

দুপুরে হঠাৎ করে মারা গেল একটা শিশু। সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হলো ওটাকে। তার ঘণ্টা তিনেক পর মা-টা আর থাকতে না পেরে নৌকার পানি সেঁচার মগ ভর্তি করে সাগরের তেতো পানি তুলে ঢকঢক করে খেয়ে নিল। প্রথমে মনে হলো পিপাসা মিটে যাওয়ায় শান্তিতেই আছে বুঝি, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই স্রেফ উন্মাদ হয়ে গেল মহিলা, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল নৌকার উপর, তারপর কেউ কিছু বুঝে উঠবার আগেই ঝাঁপ দিয়ে তলিয়ে গেল সাগরে। লাল অগ্নিকুণ্ডের মত নির্মম সূর্যটা যখন দিগন্তের কাছে পৌঁছল, ততক্ষণে যাজক আর আমি ছাড়া আর কারও সোজা হয়ে বসার ক্ষমতা থাকল না। বাকি সবাই এ-ওর গায়ের উপর আধমরা অবস্থায় ঢলে পড়ে আছে নৌকার তলীতে।

কিছুটা আরাম হলো রাত নামার পর। সূর্যের তীব্র উত্তাপ থেকে বাঁচা গেছে। কিন্তু মনে-প্রাণে যতই চাওয়া হোক না কেন এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল না। কেমন একটা ভ্যাপসা গরমের ভাব। পরদিন নির্মেঘ আকাশে সূর্যটাকে আবার উঠতে দেখে প্রত্যেকে বুঝলাম, আজ যদি কোনও ভাবে সাহায্য না পৌঁছায়, আরেকটা দিন দেখার সুযোগ হবে না আমাদের কারও।

www.BanglaBook.org

সকাল হওয়ার এক ঘণ্টা পর আরেকটা বাচ্চা মারা গেল। লাশটা সাগরে ফেলে দিয়ে চোখ তুলেই বহুদূরে একটা জাহাজ দেখতে পেলাম। বোঝা গেল, দিক না বদলালে ওটা আমাদের দুই মাইল দূর দিয়ে চলে যাবে। মনে মনে খোদাকে ধন্যবাদ দিয়ে দাঁড় বাইতে শুরু করলাম আমরা। বাতাস পড়ে যাওয়ায় কম্বলের পালে আর কোনও কাজ হচ্ছে না। দুর্বল হাতে বৈঠা চালাচ্ছি জাহাজটার গতিপথের সামনে যাওয়ার জন্য, ঘণ্টাখানেক পরিশ্রম করবার পর সামান্য যা হাওয়া ছিল, তা-ও গেল বন্ধ হয়ে। জাহাজটাও দাঁড়িয়ে পড়ল মাইল তিনেক দূরে।

প্রাণপণে বৈঠা বেয়ে চললাম যাজক আর আমি। সূর্যের অসহ্য তাপে জ্বলে যাচ্ছে শরীর আর কলজে শুকানো পিপাসায় জ্বলে যাচ্ছে বুক–মনে হলো কিছুক্ষণের মধ্যেই ধুপ করে পাটাতনে পড়ে মারা যাব। ঠোঁট ফেটে রক্ত ঝরছে, এমন মাথা ঘুরছে যে ধোঁয়াটে দেখছি সবকিছু; তার পরেও নিয়মিত ছন্দে বৈঠা নামাচ্ছি পানিতে, চাপ দিচ্ছি শরীরের অবশিষ্ট শক্তি দিয়ে, তারপর তুলছি আবার।

আমরা কাছে পৌঁছতে ডেকে দাঁড়ানো নাবিকরা দড়ির মই নামিয়ে দিল নীচে, উঠে আসতে বলল স্প্যানিশ ভাষায়। কীভাবে যে মই বেয়ে উপরে উঠলাম বলতে পারব না, শুধু মনে আছে খোলা ডেকে একটা ক্যানভাসের ছাউনির নীচে শুয়ে কাপের পর কাপ পানি খেয়ে চলেছি। মাথা ঘুরছে তখন আমার, হাতে গুঁজে দেওয়া মাংসে কামড় বসাবার আগেই জ্ঞান হারালাম। যখন জ্ঞান ফিরল তখন সূর্য উঠে এসেছে মাথার উপর। মনে হলো, স্বপ্নের ঘোরে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পেলাম।

চোখ মেলে দেখলাম, ছাউনিতে একা আমিই আছি। সামনের গলুইয়ের কাছে ডেকে পড়ে থাকা একটা মৃতদেহ ঘিরে কয়েকজন নাবিকের জটলা। আমার সামনে বড় একটা থালায় খাবার, একটা ফ্লাস্কে মদ পরিবেশন করা হয়েছে। আগের চেয়ে অনেক ভালো বোধ করছি এখন। খেয়ে নিলাম ভরপেট। দেখলাম, কালো এক

www.BanglaBook.org

লোকের মৃতদেহ ডেক থেকে ধরে তুলল সামনের ওরা, তারপর ছুঁড়ে দিল সাগরে। আমি উঠে বসে আছি দেখে লোকগুলোর মধ্য থেকে কর্মকর্তা গোছের লম্বা একজন এগিয়ে এল আমার দিকে। আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

'সেনিয়র,' অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে নরম গলায় লোকটা বলল, 'আপনাকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না। যে বিচিত্র অভিজ্ঞ–' এই পর্যন্ত বলে থেমে গেল সে হঠাৎ।

জেগে জেগেও কি স্বপ্ন দেখছি নাকি! এই গলাটা তো আমার চেনা! চট্ করে লোকটার মুখের দিকে চাইলাম। আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে হুয়ান ডি গার্সিয়া।

'আরে!' অস্ফুট স্বরে বলল ডি গার্সিয়া। 'কে তুমি, সেই ইংরেজ ছোকরা টমাস উইংফিল্ড না? এই যে–শোনো তোমরা!' গলা উঁচিয়ে ডাকল সে আরও কয়েকজনকে। 'দেখো, বন্ধুরা, সাগর থেকে কাকে তুলে এনেছি আমরা! এ তো স্প্যানিয়ার্ড না, একজন ইংরেজ গুপ্তচর। সেভিলের এক রাস্তায় ওর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়। আমি ওর মতলব টের পেয়ে গেছি দেখে আমাকে খুন করার চেষ্টা করছিল। খুন করতে না পেরে পালিয়েছে সেভিল থেকে, পাছে আমি কর্তৃপক্ষের হাতে ওকে ধরিয়ে দিই। দেখো, এইখানে এসে হাজির হয়ে গেছে; কী কাজে তা ও-ই বলতে পারবে।'

'মিথ্যে বলছ তুমি!' গর্জে উঠলাম। 'আমি গুপ্তচর নই। তুমি জানো, তোমারই খোঁজে এসেছি আমি এই অঞ্চলে।'

'বেশ, দেখা যাচ্ছে খুঁজে পেয়েছ। এবার শোনা যাক, তুমি কি বলতে চাও যে তুমি একজন ইংরেজ নও, তোমার নাম টমাস উইংফিল্ড নয়?'

'আমি সেটা অস্বীকার করছি না। আমি...'

'তা হলে,' আমাকে বাধা দিল ডি গার্সিয়া, 'তা হলে তোমার সফরসঙ্গী যাজক যে বলল নিজেকে দিয়েগো ডি'এইলা বলে

www.BanglaBook.org

পরিচয় দিয়েছ তুমি?'

'সেটা করার উপযুক্ত কারণ আছে আমার, হুয়ান ডি গার্সিয়া।'

'ভুল করছ, সেনিয়র। আমার নাম সারসেডা, এই ভদ্রলোকরা সাক্ষী আছেন। এক সময় ডি গার্সিয়া নামের এক ভদ্রলোককে অবশ্য চিনতাম, কিন্তু সে তো কবেই মারা গেছে।'

'মিথ্যুক!' বললাম আমি। 'তুমি···' আর কিছু বলার সুযোগ হলো না, চড়াৎ করে আমার গালে চড় মারল ওর সঙ্গীদের একজন।

'আস্তে, বন্ধু, প্লিজ!' বলল ডি গার্সিয়া। 'ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ কোরো না। মারতেই যদি হয়, লাঠি ব্যবহার করো। শুনলে তো তোমরা, ও নিজের মুখেই স্বীকার করেছে ও ইংরেজ, নাম ভাঁড়িয়ে স্প্যানিশ ছদ্ম-পরিচয়ে ক্ষতি করতে এসেছে আমাদের। ও আমাদের দেশের শত্রু। আমি শপথ করে বলতে পারি, আমার জানা মতে ও একটা স্পাই। সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে বিচারের ক্ষমতা রয়েছে আমাদের।

'কিন্তু এই ইংরেজ কুকুর যখন প্রকাশ্যে আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে, আমি ওর বিচারে অংশ নিতে চাই না; পাছে আপনারা মনে করেন ও ন্যায্য বিচার পায়নি। যা করবার আপনারাই করুন। বিচার সবসময় নিরপেক্ষ মানুষের হাতেই থাকা উচিত।'

আমি কিছু বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু যে লোকটা আমাকে মেরেছিল, সে এবার তলোয়ার বের করে শাসাল: আর একটা শব্দ মুখ থেকে বের করলে ওটা দিয়ে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেবে আমাকে। কাজেই চুপ করে থাকতে বাধ্য হলাম।

'ব্যাটাকে মাস্তুল থেকে ঝুলিয়ে দিলেই চুকে যায় ঝামেলা,' বলল দৈত্যাকার লোকটা।

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে একপাশে ফিরে গুনগুন করে সুর ভাঁজছিল ডি গার্সিয়া, চট্ করে চাইল একবার মাস্তুলের দিকে, তারপর আমার গলার দিকে। তীব্র ঘৃণা ওর দু'-চোখে, মনে হলো পুড়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

..চ্ছে আমার গলাটা।

'আমার একটা প্রস্তাব আছে, দেখো পছন্দ হয় কি না,' বলল তৃতীয় একজন। 'ওকে ফাঁসী দিলে প্রশ্ন উঠতে পারে ভবিষ্যতে, তা ছাড়া নিদেন পক্ষে ওটা হবে একগাদা টাকার অপচয়। চেয়ে দেখো, ছোকরার বয়স অল্প, পেটা শরীর—খনির কাজে বেশ কিছুদিন টিকে যাবে। আর সবার সঙ্গে ওকেও বেচে দিতে পারি আমরা, অথবা তোমরা রাজি থাকলে আমিও কিনে নিতে পারি ভালো দামে। আমার এস্টেটে জনা কয়েক এইরকম লোক দরকার।'

এই কথায় ডি গার্সিয়ার চেহারা একটু ফ্যাকাসে হতে দেখলাম। ও চেয়েছিল এখুনি শত্রু ধ্বংস হয়ে যাক চিরতরে, শেষ হোক ওর দুশ্চিন্তা। কিন্তু এই কথার প্রতিবাদ করা সমীচীন বলে মনে করল না। নিরুৎসুক ভঙ্গিতে হাই তুলে বলল, 'যদি আমার মতামত চান, আমি বলব নিতে পারেন ওকে। বিনা পয়সায়। তবে সেক্ষেত্রে খুব সাবধান থাকতে হবে আপনাকে। নইলে কখন পিঠে ছুরি খাবেন, টেরও পাবেন না।'

হেসে উঠল লোকটা, বলল, 'আমাকে বাগে পেলে তবে না! মাটির নীচে সুড়ঙ্গ-পথের একশো কদম ভেতরে থাকবে ওর ঝুপড়ি, ওখান থেকে গার্ডদের ডিঙিয়ে মাটির ওপর আমার ধারেকাছে আসার ক্ষমতা হবে না কারও।' একজন খালাসীকে ডাক দিয়ে লোকটা বলল, 'এই ইংরেজটাকে নিয়ে গিয়ে ডেকের নীচে বেঁধে রাখো। এইমাত্র যে মরা লোকটাকে সাগরে ফেললে, ওর শিকল দিয়ে বাঁধবে এটাকে।'

তল্লাশী করে আমার যথাসর্বস্ব কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে নিল ওরা। তারপর পায়ে আর গলায় শিকল পরিয়ে টেনে নিয়ে গেল জাহাজের হোল্ডে। সেখানে দেখলাম ফারনান্দিনা [বর্তমান কিউবা] থেকে ধরে আনা একদল কালোমানুষ শিকল দিয়ে বাঁধা; হিসপ্যানিওলায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা হবে ওদের ক্রীতদাস

www.BanglaBook.org

হিসাবে। তাদের সঙ্গে যুক্ত হলাম আমিও।

অসম্ভব গরম। হোল্ডের উচ্চতা সাতফুট। খোলের ভিতর জমে আছে নোংরা পানি। তারই মধ্যে গাদাগাদি করে বসা বা দাঁড়ানো অবস্থায় ঘামছে এতগুলো শেকলবাঁধা মানুষ। কেউ কেউ শুয়েও আছে ওর মধ্যে। নারী-পুরুষ-শিশু মিলিয়ে দুশো মানুষ নিয়ে রওনা দিয়েছিল জাহাজ এক সপ্তাহ আগে। ইতিমধ্যেই মারা গেছে জনা বিশেক। এই সংখ্যাটা কমই বলতে হবে, কারণ স্প্যানিয়ার্ড দাস ব্যবসায়ীরা ধরেই নেয় শেষ পর্যন্ত টিকবে বড়জোর একশো কি সোয়াশো। হোল্ডে ঢুকেই দুর্গন্ধে বমি এসে গেল আমার। লণ্ঠনের আলোয় চারদিকের নারকীয় দৃশ্যের উপর চোখ বুলিয়ে রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম।

হোল্ডের ভিতর আলো বা বাতাস ঢোকার কোনও রাস্তা রাখা হয়নি। খোলের গায়ে বসানো লোহার তৈরি পুরু কড়ার সঙ্গে তালা মেরে আটকে দেওয়া হলো আমাকে। যাবার সময় বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে গেল ওরা, একজন ইংরেজের জন্য বিশ্রামের জায়গা হিসাবে এটাকে বেহেস্তই বলা যায়। কিছুক্ষণ অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলাম, তারপর ওই পুতিগন্ধময় পরিবেশে জ্ঞান হারালাম।

অজ্ঞান অবস্থাতেই কেটে গেল একটা দিন ও রাত। জ্ঞান ফিরতে দেখতে পেলাম আমাকে যে কিনে নিয়েছে, সেই স্প্যানিয়ার্ডটা লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাছেই। আমার পাশের এক মহিলার হাত কড়া খোলা হচ্ছে। ভালো করে চেয়েই আঁতকে উঠলাম আমি। মেয়েলোকটা মারা গেছে, কিন্তু কীসে মারা গেছে আঁচ করতে পেরে ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেল আমার। কেবল এই একজনই নয়, একের পর এক বিশটা লাশ বের করে নিয়ে গেল ওরা। চারপাশে তাকিয়ে টের পেলাম, আরও অনেকেই আক্রান্ত।

স্প্যানিয়ার্ডরাও ভয় পেয়েছে, যদিও জানে না রোগটা কী।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু এর আলামত চোখের সামনে দেখে রোগের ভয়াবহতা টের পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। অসুখটার প্রকোপ কমাবার জন্য খোলের নীচটা পরিষ্কার করা আর বাতাস চলাচলের জন্য ডেকের কয়েকটা তক্তা খসিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা হলো। এটা না করলে হোল্ডের একটা প্রাণীও বাঁচত না। আমার কপাল ভালো, মাথার উপর বড়সড় একটা ফাঁক পেয়ে বেশিরভাগ সময় ওখানে দাঁড়িয়ে কাটাব বসে স্থির করলাম। ওখানকার বাতাস প্রায় নির্মল।

আমাদের খাবার ও পানি দিয়ে বেরিয়ে গেল স্প্যানিয়ার্ডরা। পানিটুকু খেয়ে নিলাম ঢকঢক করে, খাবার থেকে বাসি গন্ধ আসছে বলে ওটা ছুঁলাম না।

গুমোট গরম হোল্ডের ভিতর। বাতাস নেই বলে এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে জাহাজ, তারই উপর আগুন ঢালছে সূর্যটা। গরম সহ্য করতে না পেরে খোলের একটা পাঁজরে পা বাধিয়ে আর খোলের গায়ে পিঠ দিয়ে যতটা সম্ভব উঁচু হয়ে দাঁড়ালাম বাইরে থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া পাওয়ার আশায়। লক্ষ করলাম, ওখানে ওভাবে দাঁড়ালে পাশ দিয়ে চলে যাওয়া মানুষের পা দেখা যায়।

কিছুক্ষণ পর মনে হলো যেন যাজকের আলখেল্লার প্রান্তটা দেখতে পেলাম। আন্দাজ করলাম, এ হয়তো সেই যাজক যাকে নিয়ে সাঁতার কেটে বোটে গিয়ে উঠেছিলাম। নানা ভাবে লোকটার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে সফল হলাম। গর্তের কাছে মুখ এনে আমাকে চিনতে পেরে উপরের ডেকে শুয়ে পড়ল যাজক বিশ্রামের ছলে। ওর কাছ থেকে জানা গেল খোদার গজব পড়েছে এই জাহাজের নিষ্ঠুর লোকগুলোর উপর, খালাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে আজব এক অচেনা অসুখ, এক-তৃতীয়াংশ লোকই পড়ে গেছে বিছানায়।

উত্তরে ওকে বললাম, গজব হোল্ডের ভিতর অসহায় বন্দিদের উপরও পড়েছে। লোক মারা যাচ্ছে প্রতিদিন আট-দশজন করে। তারপর জানতে চাইলাম সারসেডা ছদ্মনাম নেওয়া ডি গার্সিয়ার

www.BanglaBook.org

কী খবর। যাজক বলল, আজ সকালে সে-ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। খবরটা শুনে কী যে আনন্দ হলো, ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। জানি ওকে ঘৃণা করি, কিন্তু কত গভীর সে-ঘৃণা টের পেয়ে অবাকই হলাম।

চলে গেল যাজক, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ফল, মাংস আর লেবু দেওয়া পানি নিয়ে এল আমার জন্য। বেড়ি পরা হাতে ওগুলো নিলাম আমি, তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। বিশেষ করে পানিটুকু আমার কাছে মনে হলো যেন স্বর্গীয় সুধা। সারাটা দিন আশায় আশায় থাকলাম, কিন্তু ওই যে যাজক গেল, কেন যে আর এল না বুঝলাম না।

একটু একটু করে কেটে গেল দিনটা, তারপর রাতটাও। পরদিন সকালে যখন স্প্যানিয়ার্ডরা এল, চল্লিশটা মৃতদেহ টেনে নিয়ে যেতে হলো ওদেরকে। ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয়েছে আরও অনেকে। ওরা চলে যাওয়ার পর আবার গর্তের কাছে উঁচু হয়ে অপেক্ষায় থাকলাম, কিন্তু এল না যাজক; কোনও দিনই এল না সে আর।

বারো

ঘণ্টাখানেক যাজকের জন্য অপেক্ষা করে যখন নিচু হতে যাব, ঠিক তখনই তক্তার ফাঁকে এক মহিলার কাপড় দেখতে পেলাম। দেখে চিনতে পারলাম পোশাকটা। এই মেয়েটা আমাদের সঙ্গে সেই বোটে ছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সেনিয়রা!' ফিসফিস করে ডাকলাম তাকে। 'আমি ডি'এইলা! দাসদের সঙ্গে আমাকেও শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে এখানে।'

থমকে দাঁড়াল মেয়েটা, তারপর বসল গর্তের পাশে। আমার কথা শুনে তিক্ত হাসি ফুটল ওর মুখে।

'হায়-হায়, সেনিয়র। আপনি ভাবছেন ওপরে আমরা খুব ভালো আছি? মারাত্মক ওই রোগ তো ছড়িয়ে পড়েছে এখানেও। নাবিকদের ছয়জন মারা গেছে ইতিমধ্যেই, আরও অনেকে ছটফট করছে মৃত্যুযন্ত্রণায়। ফুটন্ত কড়াই থেকে উদ্ধার পেয়ে পড়েছি আমরা জ্বলন্ত চুলোয়! আমার মা মারা গেছে, ছোট ভাইটাও মরতে চলেছে।'

'যাজক কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম।

'সে বেচারা তো মারা গেছেন আজ সকালে। এই একটু আগে ওঁর লাশটা ফেলা হলো সাগরে। মরার আগে আমাকে অনুরোধ করেছেন যেন আমি আমার সাধ্যমত সাহায্য করি আপনাকে। কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি না এই অবস্থায় কী সাহায্য করতে পারি আপনাকে।'

'কিছু খাবার আর পানি দিয়ে সাহায্য করতে পারেন,' বললাম আমি। 'মহৎ মানুষটার আত্মার শান্তি হোক। আচ্ছা, সারসেডার খবর কী? ও-ও কি মারা পড়েছে?'

'না, সেনিয়র, এত লোকের মধ্যে থেকে একা ওই লোকটাই সেরে উঠছে। ভাইয়ের কাছে যেতে হবে এখন আমাকে। তার আগে দেখি আপনার জন্য কিছু খাবার জোগাড় করা যায় কি না।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাপড়ের তলায় লুকিয়ে আমার জন্য মাংস আর এক ফ্লাস্ক ওয়াইন নিয়ে এল মেয়েটা।

পরপর দুই দিন মেয়েটা রাত নামলে আমাকে খাবার ও পানি সরবরাহ করল। দ্বিতীয় রাতে জানা গেল ওর ভাইটাও মারা গেছে। গোটা জাহাজে কেবল জনা পনেরো নাবিক আর একজন

www.BanglaBook.org

অফিসার রেহাই পেয়েছে, বাকি সবাই কম-বেশি রোগাক্রান্ত। মেয়েটা নিজেও ভালো বোধ করছে না। জানাল, জাহাজের পানি আর খাবারও প্রায় শেষ–রেশনিং করা হচ্ছে। এরপর আর এল না মেয়েটা। আন্দাজ করলাম, মারা গেছে সে-ও।

এরপর পুরো একটা দিন পার হয়ে গেল, কেউ এলো না আমাদের হোল্ডে। কেউ খাবারও দিল না, পানিও না। অবশ্য এসব খাওয়ার জন্য তেমন কেউ অবশিষ্ট নেই আর–বেশিরভাগ লোকই মারা গেছে।

আমি আক্রান্ত হইনি সম্ভবত ভালো স্বাস্থ্যের কারণে, প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি বলে অসুখ-বিসুখ বলতে গেলে হয়ই না আমার। তা ছাড়া ভালো খাবার, পানি আর বাতাস পেয়েছি আমি কপালগুণে। তবে এখন মনে হচ্ছে, আর বেশিক্ষণ বাঁচা যাবে না, যেভাবে বেঁচে আছি তার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয় বলে মনে হলো। কিন্তু তার পরেও রাত নামলো, ঘুমও এল–স্বপ্ন দেখলাম, আমার প্রিয়তমার সঙ্গে হাঁটছি আমি ওয়েভেনির উপত্যকায়।

হঠাৎ ঘুম ভাঙল শেকলের ঠুন-ঠুন শব্দে। চোখ মেলে লণ্ঠনের আলোয় দেখলাম, ব্যস্ত হাতে জীবিত-মৃত সবার শেকল খুলে দেওয়া হচ্ছে, তারপর কোমরে রশি বেঁধে টেনে তোলা হচ্ছে হ্যাচওয়ে দিয়ে। একটু পরেই সাগরের পানিতে শব্দ হচ্ছে ঝপাস্! বুঝতে পারলাম, এ ভয়ঙ্কর রোগবালাই থেকে বাঁচবার জন্য এবার সবাইকেই ফেলে দেওয়া হচ্ছে সাগরে। আমিও মনটাকে প্রস্তুত করলাম মৃত্যুর জন্য।

আমার কাছে এসে চেঁচিয়ে উঠল এক নাবিক, 'আরে! এটাকে তো বেশ তরতাজা মনে হচ্ছে! রোগে ধরেনি!'

'ধরুক বা না ধরুক, কুত্তাটাকে ফেলো সাগরে,' বলল সেই লোকটা যে বিনামূল্যে পেয়েছে আমাকে। 'এটা সেই ইংরেজের বাচ্চাটা, যে আমাদের জন্যে দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছে। জলদি ফেলো ওকে, সাগরে গিয়ে হাঙরদের জন্যে দুর্ভাগ্য ডেকে আনুক।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বহুত আচ্ছা,' বলে কড়া থেকে মুক্ত করল আমাকে নাবিক। কাজ শেষ করে এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। বিড়বিড় করছে, 'যাদের দৈনিক পানির বরাদ্দ এক কাপে এসে ঠেকে, তারা তো বাড়তি লোক বিদায় করতে চাইবেই। প্রার্থনা যা বলার ঝটপট বলে নাও, ইংলিশম্যান, আর ইচ্ছে করলে কয়েক ঢোক মদ খেয়ে নিতে পারো, ডুবে মরতে সুবিধা হবে।'

লোকটার বাড়িয়ে ধরা ফ্লাস্ক নিয়ে ঢকঢক করে গিলে ফেললাম অর্ধেকটা। এবার আমাকে রশি দিয়ে বেঁধে টেনে আনা হলো হ্যাচওয়ের নীচে। যেতে যেতে বাতির আলোয় চোখ পড়ল আমার হবু মনিব সেই স্প্যানিয়ার্ডের মুখের উপর। লোকটা যে রোগে আক্রান্ত হয়েছে, সেটা বুঝতে আমার এক সেকেন্ডও দেরি হলো না।

'বিদায়, বন্ধু!' বললাম আমি। 'খুব শীঘ্রিই দেখা হচ্ছে আবার আমাদের। এখন বোকার মত খাটাখাটনি না করে সোজা কেবিনে ফিরে বিশ্রাম নাওগে যাও। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি তোমাকেও ধরে ফেলেছে রোগটা। ছয় ঘণ্টার মধ্যে মারা পড়ছ তুমি!'

আমার কথা শুনে কয়েক সেকেন্ডের জন্য ভয়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল লোকটার, রেগে উঠল পরমুহূর্তে; হাতে ধরা হাতুড়িটা গায়ের জোরে চালাল সে আমার মাথা লক্ষ্য করে। ঠিক সেই মুহূর্তে উপর থেকে রশিতে টান না দিলে ওই এক আঘাতেই ছাতু হয়ে যেত আমার মাথা।

রশিতে ঝুলিয়ে আমাকে নিয়ে ফেলা হলো ডেকের উপর। সাগরে ছুঁড়ে ফেলার জন্য ওখানে দুইজন নাবিক দাঁড়ানো। আর ওদের পিছনে চাঁদের আলোয় একটা ডেকচেয়ারে বসে ক্লান্ত ভঙ্গিতে টুপি নেড়ে বাতাস খাচ্ছে হুয়ান ডি গার্সিয়া।

এদিকে তাকিয়েই চিনতে পারল ও আমাকে। 'আরে! কাজিন দেখছি! এখনও তা হলে বেঁচে আছ তুমি! বিড়ালের জান মনে হচ্ছে! অসুখে পড়ে আর খবর নিতে পারিনি, তবে আমি ধরেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়েছিলাম খতম হয়ে গেছ এ-কয়দিনে। যাক, এবার আর বাঁচোয়া নেই। এখুনি হাঙরের কাছে পাঠানো হবে তোমাকে। ওখান থেকে আর ফিরে আসবার উপায় থাকবে না।' হেসে উঠল ডি গার্সিয়া। 'ব্যাপারটা কেমন হলো বলো দেখি? গোটা একটা মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এতদূর তেড়ে এসেছ তুমি আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে, কিন্তু ভাগ্যটা আমাকেই সহায়তা দিচ্ছে বারবার। গুড নাইট, টমাস উইংফিল্ড, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মায়ের সঙ্গে দেখা হবে তোমার। আমার তরফ থেকে এই কথাটা বোলো তাকে, খুন করতে বাধ্য হওয়ায় আমি যার-পর-নাই দুঃখিত। খুন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে যাইনি আমি ইংল্যান্ডে, আমি ওকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতাম—ওকে তুলে আনতে গেছিলাম। কিন্তু ও বাধা দিয়ে চিৎকার শুরু করায় বাধ্য হয়ে ওর মুখ বন্ধ করতে হয়েছিল, নইলে ধরা পড়তাম।'

কথা শেষ করে আবার হেলান দিয়ে বসল ও ডেকচেয়ারে, চওড়া কার্নিশের সমব্রেরো দিয়ে হাওয়া করছে নিজেকে। চূড়ান্ত বিজয় হতে চলেছে লোকটার। ঘৃণায়, অনুশোচনায় কাঁপছি আমি তখন। বৃথাই ধাওয়া করে এলাম আমি এতদূর। কিছু তো করতে পারলামই না, উল্টে ও-ই আমাকে ছুঁড়ে দিচ্ছে হাঙরের মুখে।

'কাপুরুষ! নিরীহ একজন মহিলাকে খুন করে আবার বাহাদুরি করছ, ডি গার্সিয়া,' বললাম আমি। 'তোমার ভেতর যদি সামান্য পৌরুষও থাকে, তা হলে আমার হাতে একটা তলোয়ার দাও, বিবাদের চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাক সামনা-সামনি।'

'তার কোনও প্রয়োজন দেখছি না, কাজিন। ফয়সালা তো হয়েই গেছে। জিতেছি আমি। যখন এমনিতেই বিদায় নিচ্ছে আপদ, তখন তলোয়ার নিয়ে মারামারির দরকার পড়ে না। একটা ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করে এতদূরে পালিয়ে এসেছিলাম আমি। আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে, তোমার হাতেই মৃত্যু ঘটবে আমার।

www.BanglaBook.org

'কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওসব কথা অমূলক। আমি দিব্যি বেঁচে আছি, আর তুমিই চললে মৃত্যুর মুখে। কোথাও কোনও বার্তা বা সংবাদ পৌঁছাতে চাইলে আমাকে বলতে পার, হাতে আর সময় নেই—এই ভদ্রলোকরা অধৈর্য হয়ে উঠছে আমাদের দীর্ঘ আলাপের কারণে।'

'আমার সংবাদ কাউকে দিতে হবে না তোমার, ডি গার্সিয়া। বরং তোমার জন্যেই আমার একটা মেসেজ আছে।'

'কার মেসেজ?' সচকিত হয়ে সোজা হয়ে বসল ডি গার্সিয়া।

'ইসাবেলা ডি সিগুয়েনযা। মিথ্যা বিয়ের ভান করে কনভেন্ট থেকে যাকে নিয়ে পালিয়েছিলে। যার সর্বনাশ করে আবার এখানে পালিয়ে এসেছ।'

'হয়েছে, হয়েছে,' খেঁকিয়ে উঠল ডি গার্সিয়া। 'অত ব্যাখ্যান করতে হবে না। কী খবর তার?'

'ধরা পড়েছিল প্রহরীর হাতে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বিচারের রায় কার্যকর করা হয়েছে। তোমার ছেলে সহ নিষ্পাপ মেয়েটাকে চুনসুরকির মধ্যে জ্যান্ত কবর দেওয়া হয়েছে।'

'জ্যান্ত কবর দিয়েছে! মাই গড! তুমি জানলে কী করে?'

'কনভেন্টের মাদার ইসাবেলার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমার গুরুর কাছে বিষ চাইতে এসেছিলেন। আমাকে বেকায়দায় বাগে পেয়ে খুন করতে হয়তো পারবে তুমি, কিন্তু এখন শুধু আমার মায়ের নয়, ইসাবেলার অভিশাপও তাড়া করবে তোমাকে পৃথিবী থেকে সেই নরক পর্যন্ত। তোমার অবোলা শিশু সন্তানের অভিশাপ গজব হয়ে পড়বে তোমার মাথায়। কদিন বাঁচবে তুমি পালিয়ে?'

দুই হাতে মুখ ঢেকে রাখল সে কয়েক মুহূর্ত, তারপর গর্জে উঠল নাবিকদের উপর।

'কী হলো? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা শুনবে, না কি কাজটা শেষ করবে?'

আমার দিকে এগিয়ে এল নাবিক দুজন। একলাফে চলে

www.BanglaBook.org

এলাম ডি গার্সিয়ার সামনে, টান দিয়ে তুললাম ওকে চেয়ার থেকে, তারপর ওকে জড়িয়ে ধরে ডেকের উপর দিয়ে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে চললাম জাহাজের কিনারায়। ইচ্ছে ছিল, মরলে ওকে নিয়েই মরব। বুলওয়ার্কের উপর প্রায় তুলে ফেলেছি, এমনি সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নাবিক দুজন, টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল ডি গার্সিয়াকে। ওদেরকে তলোয়ার বের করতে দেখে বুঝলাম হেরে গেছি। বুলওয়ার্কের উপর হাত রেখে ডিগবাজি দিয়ে পড়লাম গিয়ে সাগরে।

মন যুক্তি দিল: সাঁতার কেটে এই অকূল সায়র পাড়ি দেওয়া যাবে না, হাল ছেড়ে দিয়ে টুপ করে ডুবে যাওয়াই সব থেকে ভালো। কিন্তু আমার শরীর সেটা করতে দিল না। পানিতে পড়েই সাঁতার শুরু করে দিলাম। প্রথমেই জাহাজের গা ঘেঁষে আড়াল নিলাম যাতে ডি গার্সিয়ার হুকুমে কেউ গুলি বা তীর ছুঁড়লে আমার নাগাল না পায়।

আমি বুঝতে পারছি, হাঙর যদি খেয়ে না ফেলে, তা হলে ঘণ্টা ছয়েক ভেসে থাকতে পারব সাগরে। কিন্তু কী লাভ তাতে? বাতাস বন্ধ, কোনও জাহাজ এসে যে আমাকে উদ্ধার করবে, তার কোনও সম্ভাবনাই নেই। টিকে থাকার চেষ্টা করা স্রেফ পাগলামি। কিন্তু জীবন এক অদ্ভুত মোহ! মুক্ত বাতাস আর নির্মল পানির সংস্পর্শে এসে আলাদা এক শক্তি পাচ্ছি শরীরে।

জাহাজ থেকে এক-দেড়শো গজ সরে গিয়েও ঝপাস-ঝপাস শব্দ শুনতে পাচ্ছি লাশ পড়ার। যারা বেঁচে আছে তারা করুণ সুরে বিলাপ করছে, কাকুতি-মিনতি করে প্রাণ ভিক্ষা চাইছে নিষ্ঠুর লোকগুলোর কাছে। স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছি আমি, নিঃশব্দ সাঁতার কেটে সরে যাচ্ছি জাহাজ থেকে যতদূরে সম্ভব, আর প্রতিটা মুহূর্ত কাটাচ্ছি আতঙ্কে। চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখছি, চাঁদের আলোয় পানির উপর ত্রিভুজাকৃতি পাখা দেখা যায় কি না। ভয় হচ্ছে, এই বুঝি আমার পা কামড়ে ধরল বিশাল এক হাঙর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেশ কিছুদিন যাবৎ নিয়মিত জাহাজ থেকে ফেলা লাশ পেয়ে আশপাশের হাঙরগুলো একেকটা রাক্ষস হয়ে উঠেছে।

বেশ অনেকটা দূরে সাগরের উপর হঠাৎ কীসের আবছা একটা আকৃতি যেন দেখতে পেলাম। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল আমার হৃৎপিণ্ডটা। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ওটার দিকে। কিন্তু নড়াচড়ার লক্ষণ নেই ওর মধ্যে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। সামনে লোভনীয় খাবার দেখেও এগোচ্ছে না যখন, তখন স্থির ওই জিনিসটা সামুদ্রিক প্রাণী হতে পারে না। কী ওটা দেখবার জন্য আমিই এগোলাম ওর দিকে।

দেখি, বড়সড় একটা পিপে ভাসছে সাগরে। একটা হাত উঁচু করে কিনারাটা ধরলাম, তারপর একটু কাত করে দেখলাম ব্যারেলটা পচা খাবারে অর্ধেক ভরা। খাবার পচে দুর্গন্ধ ছাড়ছে বলে ফেলে দেওয়া হয়েছে কোনও জাহাজ থেকে। তলায় ওজন থাকায় খাড়া হয়ে ভেসে রয়েছে ওটা। ভাবলাম, ওর ভিতর যদি ঢুকতে পারতাম, তা হলে হয়তো হাঙর থেকে বাঁচা যেত। কিন্তু কী করে ওর ভিতরে যাব বুঝতে পারছি না।

ভাবছি, এমনি সময়ে পিছনে তাকিয়েই দেখতে পেলাম ওটাকে। বিশ গজ দূরে একটা ত্রিভুজ পানি কেটে সোজা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেল আমার। বাঁচার তাগিদে মরিয়া হয়ে কীভাবে যে ওই পিপের ভিতর ঢুকলাম, বলতে পারব না। শুধু মনে আছে দুই হাতে পিপের কিনারা ধরে যতটা সম্ভব কাত করে অর্ধেক সাঁতার আর বাকিটুকু হামাগুড়ি দিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে মাথা নীচের দিকে করে পড়লাম ওর ভিতর। অনেক কষ্টে পাছড়াপাছড়ি করে সিধে হলাম, প্যাচপ্যাচে কাদার মত পচা খাবারের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে উঁকি দিলাম বাইরে।

আমার ওজন যোগ হওয়ায় অনেকটা নিচু হয়ে গেছে ব্যারেল, পানি থেকে মাত্র এক ইঞ্চি উপরে আছে এখন কিনারা। চেয়ে দেখলাম ব্যারেল থেকে মাত্র দু'-হাত দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে

www.BanglaBook.org

খুঁজছে হাঙরটা, ঝাঁকি দিয়ে একবার বামে একবার ডানে ফেরাচ্ছে মাথাটা; সামনের তাজা খাবারটা কোথায় গায়েব হলো বুঝে উঠতে পারছে না। নাক দিয়ে ব্যারেলটাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কী ওটা। দুলে ওঠায় আরও খানিকটা পানি ঢুকল ব্যারেলে। আর আধইঞ্চি ডুবলেই গেছি!

দু' হাত জড়ো করে ভিতরের পানি ছেঁচে বাইরে ফেলতে শুরু করলাম। একটু একটু করে উঁচু হতে শুরু করল পিপের কিনারা। মুখের গ্রাস চোখের সামনে মিলিয়ে যাওয়ায় পিপের গায়ে একটা কামড় দিয়ে দেখল হাঙরটা। কিন্তু চওড়া লোহার পাত দিয়ে মোড়া শক্ত কাঠ তেমন স্বাদ লাগল না মুখে। অগত্যা বেশ কিছুটা দূরে সরে গিয়ে কয়েক পাক ঘুরল। আমি ততক্ষণে বারো ইঞ্চির মত উঁচু করে ফেলেছি পিপের কিনারা। আর বেশি উঁচু করবার সাহস হলো না উল্টে যাওয়ার ভয়ে।

চাঁদের আলোয় চারদিকে চেয়ে হাঙরটাকে আর দেখলাম না। জাহাজটাও নেই ধারে-কাছে, স্রোতের টানে চলে গেছে বহুদূর। একা আমি এই অতল, অনন্ত সাগরে ভাসছি। খাবার নেই, পানি নেই, কারও কোনও সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। তারপরেও দমে গেলাম না। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে বারবার নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে কেমন যেন ভরসা মত এসে গেছে আমার মধ্যে, মনে হয়, খোদার ইচ্ছে নয় আমি এইভাবে অপঘাতে মরি।

বেকায়দা ভঙ্গিতে বসে বসে খানিক ঘুমিয়ে নিলাম। ঘুম যখন ভাঙল, তখন সকাল। উঠে দাঁড়ালাম ব্যারেলের ভিতর, কিন্তু চারপাশে পঞ্চাশ গজের বেশি দেখা যাচ্ছে না কিছুই। ঘন কুয়াশা ঢেকে রেখেছে সাগরকে। সূর্য বেশ কিছুটা উপরে ওঠার পর ধীরে ধীরে কুয়াশা কেটে গেল। তবে সবদিকে নয়–তিন দিক ফরসা, শুধু একটা দিকে ঘন হয়ে জমাট বেঁধে আছে কুয়াশা।

এবার গরম হতে শুরু করল পিপের ভিতরটা। পচা খাবারের দুর্গন্ধে দম আটকে মরার দশা হলো আমার। দুপুরের দিকে

www.BanglaBook.org

অবস্থা এমন দাঁড়াল যে ইচ্ছে হলো লাফিয়ে বেরিয়ে যাই পিপের ভিতর থেকে। হাঙরের ভয় না থাকলে ঠিকই বেরিয়ে যেতাম ওই দোজখ থেকে। আধা-সচেতন অবস্থায় নাকে কাপড় চেপে ঠায় বসে থাকলাম ব্যারেলের মধ্যে। কতক্ষণ পেরিয়ে গেছে জানি না। হঠাৎ চটকা ভাঙল পাখির ডাকে। সেই সঙ্গে কলকল শব্দ পাচ্ছি পানির।

উঠে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে দেখলাম ডাঙা। বহুদূর থেকে যেটাকে কুয়াশা মনে করেছিলাম, সেটা আসলে নিচু জমি, জোয়ারের ঠেলায় ওইদিকেই চলেছে ব্যারেলটা। নদীর মোহনায় মাছ ধরে খাচ্ছে আর তারস্বরে চেঁচাচ্ছে একঝাঁক সী-গাল।

জোয়ারের ধাক্কায় নদীর বেশ অনেকটা উজানে চলে এল পিপেটা। আমি দুইহাতে বৈঠার মত করে পানি কেটে তীরের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম পিপেটাকে। নদীতে নামতে সাহস পাচ্ছি না, কারণ কুমির দেখতে পেয়েছি আমি পরিষ্কার। রোদ পোহাচ্ছিল ডাঙায়, পিপেটাকে এগিয়ে আসতে দেখে না-জানি কী বিপদ আসছে ভেবে নেমেছে পানিতে।

তীর যখন আর দশফুট, ঠিক তখনই শুরু হলো ভাটার টান। এখনই কিছু করতে না পারলে আবার টেনে নিয়ে যাবে আমাকে সাগরে। বার কয়েক দোলা দিয়ে কাত করলাম ব্যারেলটা, পানি ভরে ডুবিয়ে দিতে চাইছি ওটাকে। এদিকে আবার পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে নদীতে উঠে আসা সাগরের পানি, সরে যাচ্ছে ব্যারেল কিনার থেকে।

অনেক কসরত করে উঠে দাঁড়ালাম পিপের দু'-ধারের কানায় পা রেখে, তারপর চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ঝাঁপ দিলাম পানিতে। পনেরো-বিশফুট দূরত্ব পেরোতে গিয়ে ঠিক উন্মাদের মত হাত-পা ছুঁড়লাম। দেখে কে বলবে গত দু'-তিনদিন পেটে দানাপানি পড়েনি আমার। পারে উঠেও থামলাম না, দৌড়ে সরে গেলাম নদী থেকে বেশ অনেকটা দূরে।

www.BanglaBook.org

তারপর হাঁটতে থাকলাম নদীর কিনারা ধরে উজানের দিকে। পিপাসায় ছাতি ফেটে যেতে চাইছে, কিন্তু কুমিরের ভয়ে তীরের বেশি কাছে যেতে পারছি না। মাইল দুয়েক হাঁটবার পর ছোট একটা জলাশয় দেখে আঁজলা ভরে পানি তুলে মুখে দিলাম। মিষ্টি পানি। হাত-পা-মুখ ধুয়ে প্রথমে গা থেকে পচা খাবারের দুর্গন্ধ দূর করলাম, তারপর পেট পুরে পানি খেয়ে শুয়ে পড়লাম পুকুর পারে একটা ঝোপের ধারে।

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল আমার। সারা গা অসম্ভব চুলকাচ্ছে আর জ্বালা করছে। পিঁ-ইঁ-ইঁ আওয়াজ তুলে কানের পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ঝাঁক-ঝাঁক মশা, কোনও কোনওটা ঢুকে পড়তে চাইছে নাকের ভিতর—যেন আমাকে পেয়ে মহোৎসব লেগে গেছে ওদের মধ্যে। কেবল মশা-ই নয়, চারপাশ থেকে আরও কয়েক জাতের রক্তচোষা কীট আক্রমণ করেছে আমাকে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করলাম, হাত-পা নেড়ে, চপেটাঘাত করে দূর করার চেষ্টা করলাম ওদের। কিন্তু লাভ হলো না। শরীরের একদিক থেকে একটাকে তাড়ালে দশটা ঝাঁপিয়ে পড়ে আরেক দিকে। পাগল হওয়ার দশা হলো আমার।

শেষমেশ পুকুরের পানিতে গলা পর্যন্ত ডুব দিয়ে, আর দুই হাতে নিজের দুই গালে চড় মেরে রেহাই মিলল কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু মিনিট পনেরো পরেই পুকুরের অপর পার বেয়ে গুটি গুটি পায়ে লম্বা একটা আকৃতিকে পানিতে নামতে দেখেই আবার এক লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম পারে। এবার দ্বিগুণ উৎসাহে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দুনিয়ার যত কীট-পতঙ্গ।

সকাল পর্যন্ত চলল ওদের অকথ্য অত্যাচার। ততক্ষণে ফুলে কুমড়োর আকার ধারণ করেছে আমার মুখটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তেরো

দূরে জঙ্গলের আভাস পেয়ে রওনা দিলাম আবার নদীর তীর ধরে নাক বরাবর। আশা করছি, ওখানে হয়তো কিছু ফলমূল পাওয়া যাবে। এগোতে গিয়ে পদে পদে হোঁচট খাচ্ছি, মনে হচ্ছে এখনই পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারাব। হাঁটতে হাঁটতেই হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম–মানুষ দেখতে পেয়েছি।

সাদা কাপড় পরা বাদামি রঙের মানুষ দেখা যাচ্ছে নদীর তীরে। কয়েকটা ক্যানু ভিড়ানো রয়েছে পারে, খেতে বসেছে কয়েকজন লোক। আমাকে দেখামাত্র লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকগুলো, বিচিত্র এক ভাষায় চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করল। যে-যার অস্ত্র তুলে নিয়েছে হাতে: কেউ তীর-ধনুক, কেউ আগায় ধারালো কাঁচ বসানো গদা। আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এগিয়ে এল ওরা আমার দিকে।

দুই হাত মাথার উপর তুললাম। আমার অসহায়, নিরস্ত্র অবস্থা দেখে অস্ত্র নামিয়ে একগাদা প্রশ্ন করল ওরা আমাকে। মাথা নাড়লাম–বুঝি না ওদের কথা। সাগরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বোঝাতে চাইলাম কোত্থেকে এসেছি, নিজের মুখের দিকে দেখালাম কীট-পতঙ্গের কামড়ের দাগ। মাথা ঝাঁকাল ওরা। একজন গিয়ে নৌকা থেকে বাদামি রঙের একটা মলম নিয়ে এসে জামা খোলার ইঙ্গিত করল আমাকে।

কাপড় খোলা হতেই আমার গায়ে সুগন্ধি মলম লাগিয়ে দিল

www.BanglaBook.org

লোকটা। আশ্চর্য! মলম লাগানোর সঙ্গে সঙ্গেই দূর হয়ে গেল চুলকানি আর জ্বালাপোড়া। গন্ধটা সম্ভবত ওদের পছন্দ নয়, কারণ, এর পর আর আমাকে আক্রমণের চেষ্টা করেনি নরকের কীটগুলো।

অবর্ণনীয় যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করার পর খাবার দিল ওরা আমাকে। ভাজা মাছ, অদ্ভুত এক ধরনের রুটি আর চকোলেটের এককাপ গরম পানীয়। খাওয়া শেষ হতেই ওরা আমাকে একটা ক্যানুতে উঠে পড়ার ইঙ্গিত করল, মাদুর বিছিয়ে দিল আমার শোয়ার জন্য। আমার সঙ্গে আরও তিনজন উঠে এসেছে নৌকায়। তাদের মধ্যে শান্ত চেহারার গম্ভীর, বয়স্ক লোকটা বসল আমার সামনে। বাকি দুজন নৌকার সামনে-পিছনে চলে গেল বৈঠা চালাবে বলে। রওনা হয়ে গেল ক্যানু, পিছন পিছন আসছে আরও তিনটে ক্যানু।

নৌকো চালু হতেই বাতাস পেয়ে ক্লান্তিতে ভেঙে এল আমার দু'-চোখ। শুতে না শুতেই ঢলে পড়লাম গভীর ঘুমে।

জেগে উঠে দেখলাম সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বুঝলাম অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। অবাক হয়ে দেখলাম গম্ভীর লোকটা একটা পাতাসহ ডাল দুলিয়ে এতক্ষণ মশা-মাছি তাড়াচ্ছিল, আমি জেগে ওঠায় সরিয়ে রাখল ডালটা। দয়ালু লোকটার ব্যবহারে আমি ধরে নিলাম, এদের দ্বারা আমার ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এটা কোন্ দেশ, কোথায় আশ্রয় পেতে চলেছি বুঝতে না পেরে ভিতর ভিতর অস্থিরতা বোধ করছি। নদীটা আগের মত আর চওড়া নেই। উজানে চলেছি আমরা দাঁড় বেয়ে। এখন নদীর দু'-পাশে বিস্তীর্ণ মাঠ আর বিশাল সব ওকের সারি। ওগুলোর ডালে বসে বিচিত্র বর্ণের পাখি ডাকছে কর্কশ কণ্ঠে।

ঠিক সূর্যাস্তের সময়ে গন্তব্যে পৌঁছল ক্যানু। কাঠের তৈরি একটা জেটিতে নৌকা বেঁধে তীরে নামল সবাই। আমিও নামলাম। বেশ ভালো একটা রাস্তা ধরে আধমাইল এগিয়ে একটা

www.BanglaBook.org

গেটের সামনে দাঁড়ালাম আমরা। ভেতরে মেলা লোকজন দেখলাম, কুকুরের চিৎকারও আসছে কানে। বুঝলাম, এটাই ওদের নগর-তোরণ। গেট পেরিয়ে রাস্তার দুপাশে অনেক বাড়িঘর দেখলাম। লোকজন যেভাবে সম্মান দেখাচ্ছে, তাতে ধারণা করলাম, আমার উদ্ধারকর্তা নিশ্চয়ই নেতা গোছের কেউ হবে। শেষ বাড়িটার সামনে দাঁড়াল প্রবীণ লোকটি, আমার হাত ধরে নিয়ে গেল বাড়ির ভিতর।

নিচুছাদের বাড়ি, মাটির প্রদীপ কাঁপা কাঁপা আলো দিচ্ছে ঘরে। বাড়ির ভিতর থেকে কয়েকজন মহিলা এসে চুমো দিল বয়স্ক লোকটির গালে। আরও কয়েকজন, সম্ভবত পরিচারিকা হবে, মাথা নুইয়ে এক হাতে মাটি ছুঁয়ে সম্মান জানাল তাকে। তারপর সবগুলো চোখ ফিরল আমার দিকে। অবাক হয়ে দেখছে আমাকে। তারপর সবাই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। বুঝতে পারলাম, আমার সম্পর্কে জানতে চায়। অল্প দুই-এক কথায় উত্তর দিল প্রবীণ।

এরপর একটা মাদুরে বসলাম আমরা, সামনে মাটির উপর নানান রকম পাত্র সাজিয়ে রাতের খাবার পরিবেশন করা হলো। পরিবেশিকারা সবাই দেখতে ভাল, কিন্তু তাদের মধ্যে লম্বা একটা মেয়েকে আমার অসাধারণ সুন্দরী বলে মনে হলো। তখন জানি না, একদিন মেরিনা নামের এই মেয়েটিই আমাকে দুই-দুইবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবে। আর ও নিজেও জানত না, একদিন ওরই সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে মেক্সিকো দখল করবে স্প্যানিয়ার্ড হারনান কর্টেয।

সম্ভবত আমার দুর্দশা দেখে করুণা হয়েছিল মেয়েটির, কারণ প্রথম দিন থেকেই লক্ষ করেছি, মানুষের অশোভন কৌতূহল থেকে আমাকে আড়াল দিচ্ছে ও, আমার প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখছে। খাওয়া হয়ে গেলে ও-ই আমাকে গোসলের পানি এগিয়ে দিল, পরিষ্কার জামা দিল ছেঁড়া, নোংরা কাপড় ছেড়ে পরবার

www.BanglaBook.org

জন্য।

ছোট্ট একটা ঘরে মাদুর বিছিয়ে আমার শোয়ার ব্যবস্থা করা হলো। আমার পরিচিত জগৎ থেকে এতদূরে এসেও অজানা দেশে অচেনা মানুষের কাছ থেকে ভদ্র, সদয় আচরণ পেয়ে খোদাকে হাজারো ধন্যবাদ দিলাম। এদের আচার-ব্যবহারে বিন্দুমাত্র অসভ্য বা জংলী ভাব নেই দেখে আশ্বস্তও হলাম। তবে একটা ব্যাপার মনের মধ্যে খচখচ করছে; টের পেয়েছি আমি, ওদের আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি না থাকলেও, আসলে আমি বন্দি।

ছোট ঘরের দরজা জুড়ে শুয়ে আছে তামার ফলা লাগানো বর্শা হাতে একজন প্রহরী। জানালাতেও দেখলাম পুরু কাঠের গরাদ। তার ওপারে বিস্তৃত খোলা জায়গার ঠিক মাঝখানে মস্ত উঁচু একটা পিরামিড দেখা যাচ্ছে। পিরামিডের মাথায় পাথরের তৈরি একটা মন্দিরের সামনে দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। কেন ওই বিশাল আয়োজন, কীসের উপাসনা হয় ওখানে, ভাবতে ভাবতে ঘুমের অতলে তলিয়ে গেলাম।

সকালেই জানতে পারলাম সব।

ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নাস্তা খেতে বসলাম বড় ঘরটায়। খাওয়া শেষ হতেই আমার মেজবান, এই এলাকার ট্রাইবাল চীফ, দুজন লোক নিয়ে ঘরে ঢুকল। এই লোক দুটোকে দেখে চমকে উঠল আমার আত্মাটা। ভয়ঙ্কর কিছু আছে ওদের চেহারায়, দেখলেই ভয় জাগে মনে, শুকিয়ে যায় কলজে। কালো আলখেল্লা ওদের পরনে, লাল দিয়ে নানান সাঙ্কেতিক চিহ্ন আঁকা রয়েছে কালোর উপর। জট পড়া দীর্ঘ চুলে চটচটে কী যেন লেগে আছে।

ঘরে এসে ঢুকেছে আরও মানুষ; তারা, এমনকী ওদের চীফও এই লোক দুজনের প্রতি বিশেষ সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করছে। সেসবের প্রতি কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, জ্বলজ্বলে চোখ মেলে লোভী দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওরা শুধু আমার দিকে। একজন এগিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসে একটানে ছিঁড়ে ফেলল আমার বুকের কাছে খানিকটা কাপড়, তারপর তার নোংরা হাতটা রাখল আমার শরীরে ঠিক হৃৎপিণ্ডের উপর। বিড়বিড় করে কীসব বলল ওদের ভাষায়, মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে সমর্থন জানাল তার সঙ্গী।

উপস্থিত সবার মুখের দিকে চেয়ে ব্যাপার কী বোঝার চেষ্টা করছি আমি। সবার চেহারা নির্বিকার, কিন্তু মেরিনার মুখের উপর দৃষ্টি পড়তেই বুঝে ফেললাম সব। ওর চেহারায় আতঙ্ক আর করুণা দেখতে পাচ্ছি আমি পরিষ্কার। মুহূর্তে বুঝে ফেললাম, কী ঘটতে চলেছে। ভয়ঙ্কর মৃত্যু অপেক্ষা করছে আমার জন্য। কিছু বলা বা করার আগেই দু'-পাশ থেকে দুই পুরোহিত ধরল আমার হাত, টেনে বের করে নিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে বাইরে। বাড়ির সবাই অনুসরণ করছে আমাদের, শুধু গোত্রপ্রধান আর মেরিনা রয়ে গেল পিছনে।

আমাকে নিয়ে চলল ওরা পিরামিডের দিকে, যেটার মাথায় আগুন জ্বলতে দেখেছি কাল রাতে। গোটা শহরের ছেলে-বুড়ো-জোয়ান, নারী-পুরুষ সবাই চলেছে আমাদের পিছু পিছু। পিরামিডের পায়ের কাছে পৌঁছে দেখা গেল ওর গায়ে ছোট্ট একটা কুঠুরি। ওর ভেতর নিয়ে গিয়ে আমার জামা-কাপড় সব খুলে ফেলা হলো, পরনে এখন শুধু ছোট্ট একটা কটিবাস, আর মাথায় ফুল দিয়ে তৈরি মুকুট। ছোট ঘরটায় দুইজন ইন্ডিয়ানকে দেখলাম আমার মত একই সাজ পরানো। ওদের চেহারায় আতঙ্কের ছাপ দেখে বুঝলাম, একই পরিণতি ঘটতে চলেছে ওদেরও, ওরা জানে, মৃত্যু আসন্ন।

পিরামিডের মাথায় বেজে উঠল ঢাকের বাদ্যি। ধাপ বেয়ে চূড়ার দিকে উঠে যাচ্ছে পুরোহিতের পোশাক পরা অনেক লোক, আমাদেরকেও ভিড়িয়ে দেওয়া হলো ওদের দলে—বন্দিদের মধ্যে আমিই সবার আগে। গম্ভীরকণ্ঠে সুর করে মন্ত্র উচ্চারণ শুরু হলো চারপাশ থেকে। ভয়ে আধমরা হয়ে গেলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিন-চারশো ধাপ ডিঙিয়ে পিরামিডের চারপাশ ঘুরে উঠে এলাম চূড়ায়। সমতল একটা চারকোনা জায়গা, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ষাট হাতের মত হবে। সামনে খোলা জায়গাটার শেষ প্রান্তে পঞ্চাশ ফুট উঁচু পাশাপাশি দুটো কাঠের তৈরি মন্দির-পরে জেনেছি, ওগুলোর একটা যুদ্ধের দেবতা হুইটযেল, অপরটা বাতাসের দেবতা কিটযালের। দুই মন্দিরের খোলা দরজা দিয়ে দুই দেবতার দুটো পাথরে তৈরি বিদঘুটে মূর্তি হাসিহাসি চেহারায় চেয়ে রয়েছে আমাদের দিকে। বেদির উপর বিশালাকার সোনার প্লেটে সাজানো রয়েছে গতকাল বলি দেওয়া মানুষগুলোর হৃৎপিণ্ড।

মন্দিরের সামনে একটা পাথুরে মঞ্চের উপর জ্বলছে আগুন। তার সামনে কালো একটা ঢালু মার্বেল পাথর দেখে বুঝলাম ওখানেই বলি দেওয়া হয়। কাছেই দশ ফুট ব্যাসের গোলাকার একটা পাথরের মাঝখানে একটা তামার রিং আটকানো। প্রথমেই ওই রিঙের সঙ্গে দশফুট লম্বা একটা চামড়ার রশি বেঁধে অপর প্রান্তটা বাঁধা হলো আমার কোমরে, তারপর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হলো তীক্ষ্ণ একটা কাঁচ বসানো বর্শা। পাথরের কাছে টেনে আনা হলো বন্দি ইন্ডিয়ানদের। তাদেরকেও দেওয়া হলো একটা করে একই রকম বর্শা।

আকারে-ইঙ্গিতে বুঝলাম, যুদ্ধবাজ হুইটযেলের সন্তুষ্টির জন্য ওই পাথরটা রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে আমাকে, বাকি দুইজন ওটা দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করবে। মনে আশা হলো, ভাবলাম পাথর রক্ষা করতে পারলে হয়তো ছেড়ে দেওয়া হবে আমাকে। প্রাণপণ যুদ্ধ করব বলে মনস্থির করলাম।

কিন্তু ইন্ডিয়ানরা এমনই ভয় পেয়েছে যে ঠেলা-ধাক্কা দিয়েও কিছুতেই ওদেরকে সামনে বাড়ানো যাচ্ছে না। পুরোহিতদের একজন চাবুক মারা শুরু করল ওদের পিঠে। চাবুক খেয়ে শেষে এগিয়ে এল ওরা, একজন পাথরে উঠছে দেখে যেই ওর দিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফিরেছি, অমনি একলাফে উঠে এল দ্বিতীয়জন। বর্শা তুলছে দেখে ঘ্যাঁচ করে ওর বাহুতে মেরে দিলাম এক খোঁচা। চিৎকার করে বর্শা ফেলে লাফিয়ে নেমে গেল সে পাথরের উপর থেকে, বাকি জনও পালাল ওর পিছু পিছু। চাবুক মেরেও আর আনা গেল না ওদেরকে গোল পাথরের কাছে।

ওদের আনতে না পেরে বাধ্য হয়ে এবার বলিদানের প্রস্তুতি নিল পুরোহিতরা। এগিয়ে এল লোকজন। হই-হল্লা, গান-বাজনা আর মন্ত্রোচ্চারণের জোর আওয়াজে কানে তালা লাগবার উপক্রম হলো। এরই মধ্যে বর্শার খোঁচায় আহত হওয়া লোকটাকে টেনে হিঁচড়ে আনা হলো কালো মার্বেল পাথরের কাছে। চার-পাঁচ জন মিলে কোরবানীর গরু ফেলার মত পায়ে পা বাধিয়ে ওকে চিৎ করে ফেলল পাথরের উপর। দুই হাত আর দুই পা চেপে ধরল চার পুরোহিত, পঞ্চমজন একহাতের তালু দিয়ে ওর কপাল চেপে ধরে স্থির রাখল মাথাটা।

আমার হৃৎপিণ্ডের উপর হাত রেখেছিল যে-লোকটা, সে-ই প্রধান পুরোহিত; এগিয়ে এল এবার কাঁচ দিয়ে তৈরি একটা ছোরা হাতে। লাল জোব্বা পরে আছে ও এখন। এমন ভাবে মন্ত্র জপছে, যেন খই ফুটছে মুখে। তারপর আচমকা ছোরাটা বসিয়ে দিয়ে একটানে ফেড়ে ফেলল লোকটার বুক, পরমুহূর্তে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে ছিঁড়ে আনল হৃৎপিণ্ডটা।

ইতিমধ্যে সুধী দর্শকবৃন্দ হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে আঙিনার উপর। যতক্ষণ হৃৎপিণ্ডটা দেবতা হুইটযেলের সামনে সোনার প্লেটে উৎসর্গ করা না হবে ততক্ষণ একই ভাবে বসে থাকবে ওরা। এবার চার হাত-পা ধরে লাশটাকে শূন্যে তুলে নিল চার পুরোহিত, পিরামিডের কিনারে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল নীচে। নীচে অপেক্ষারত কয়েকজন লোক ওটা তুলে নিয়ে যাবে–কোথায়, তা তখনও জানি না আমি।

প্রথমজনকে ফেলে দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা দ্বিতীয় বন্দির

www.BanglaBook.org

উপর। এ-বেচারা এমন ভয় পেয়েছে যে ছটফট করবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। একই পরিণতি হলো এরও। বুঝলাম, এর পর আমার পালা। দুই মিনিটে কাজ সেরে এসে আমাকে ধরল চার-পুরোহিত। কেবল ছটফট নয়, টেনে নেওয়ার সময় রীতিমত পাছড়াপাছড়ি, ঝটকাঝটকি করলাম আমি।

কিন্তু চারজনের বিরুদ্ধে পারলাম না একা, শেষপর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতেই হলো। আমাকে নিয়ে ফেলা হলো কালো পাথরের উপর। চারজন চেপে ধরল আমার হাত-পা, একজন চেপে ধরল মাথা। সেই অবস্থাতেও খেয়াল করলাম, কালো পাথরের মাঝখানটা সামান্য ফোলা; ফলে উঁচু হয়ে রয়েছে আমার বুক—অনেক হিসেব করেই বেছে নেওয়া হয়েছে এই পাথর।

লাল পোশাক পরা সাক্ষাৎ পিশাচ আমার পাশে দাঁড়িয়ে মন্ত্রপাঠ করছে। রক্তাক্ত হাতে ধরা রক্তমাখা ছোরা। চোখ দুটো চকচক করছে যেন রক্তপিপাসায়। কপালে চলে আসা জটা সরাল মাথা ঝাঁকি দিয়ে। এগিয়ে এল সামনে। গর্বের হাসি তার মুখে। তক্ষুণি আমার জান কবচ না করে প্রথমে শরীরের এখানে-ওখানে ছুরির ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে ব্যথা দিয়ে মজা লুটছে।

আমার মনে হলো কয়েক বছর ধরে শুয়ে আছি ওখানে। তারপর আবছা মত দেখলাম, সাঁই করে ছুরি তুলল লোকটা। আমি চোখ বুজে দম আটকে ফেলেছি। কিন্তু ছুরিটা নেমে আসতে দেরি হচ্ছে বলে চোখ মেললাম আবার। দেখি, মাঝপথে কে যেন ধরে ফেলেছে প্রধান পুরোহিতের হাতটা, ফিসফিস করে কী যেন বলছে ওর কানে।

লোকটার কথা পছন্দ হলো না পুরোহিতের, প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছাড়ল সে, ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল আমার উপর। কিন্তু আবার তাকে বাধা দেওয়া হলো। গটমট করে হেঁটে কিটযালের মন্দিরের ভিতর চলে গেল সে। কড়া রোদে তেমনি চিৎ হয়ে পড়ে থাকলাম আমি কালো পাথরের উপর। আমার ধারণা, এসব নাটক হচ্ছে

www.BanglaBook.org

আমাকে নির্যাতন করে আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যেই।

পড়ে আছি পাথরের উপর। ভুলে যাওয়া নানান কথা মনে পড়ছে এই শেষ মুহূর্তে: ছোটবেলার কথা, মার কথা, বাবার সামনে শপথ করার কথা, লিলির শেষ চুম্বন, জাহাজ থেকে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ার মুহূর্তে এক ঝলক দেখা ডি গার্সিয়ার চেহারাটা। আবছা ভাবে একথাও মনে হলো, ধর্মজীবীরা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরই হয়; স্পেনের গোঁড়া খ্রিস্টানরাও এদের থেকে কোনও দিক দিয়ে ভালো নয়।

অবশেষে প্রতীক্ষার সমাপ্তি হলো। এগিয়ে আসা পায়ের শব্দ শুনে চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে প্রস্তুতি নিলাম মরণ-আঘাতের জন্য। কিন্তু না, ছুরির আঘাত এল না আর। তার বদলে আমার হাত-পায়ের চাপ আলগা হয়ে গেল, টেনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো আমাকে। চোখ মেলে গোত্রপ্রধানকে দেখতে পেলাম–নম্র, বিনয়ী, ঠোঁটে লেগে আছে মৃদু হাসি।

আমাকে জামা পরিয়ে দেবতা কিটযালের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বীভৎস মূর্তিটার সামনে দাঁড় করানো হলো। আমি সোনার প্লেটের উপর রাখা কাঁচা হৃৎপিণ্ডগুলোর দিকে চেয়ে থাকলাম আতঙ্কিত দৃষ্টিতে। নিজেদের ভাষায় কী প্রার্থনা করল উপাসক বুঝলাম না, তবে আন্দাজ করলাম, আমার হৃৎপিণ্ডটা এই মুহূর্তে কেন উৎসর্গ করা গেল না সেই কৈফিয়ত দিচ্ছে লোকটা দেবতার কাছে।

যে পথে গিয়েছিলাম, সেই পথেই ফিরে এলাম আমি পিরামিডচূড়া থেকে নীচের সমতল জমিতে। আমার পাশে থেকে লোকজনের মাঝখান দিয়ে পথ করে আমাকে নিয়ে এল গোত্রপ্রধান, বা ওদের ভাষায় ক্যাসিকে, নিজের বাড়িতে। লোকজনের চেহারায় সমীহের চিহ্ন দেখলাম। বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই দেখা পেলাম মেরিনার। নরম গলায় কী বলল মেয়েটা, বুঝলাম না। আমার জন্য নির্দিষ্ট ছোট ঘরটায় গিয়ে ঢুকলাম। দেখলাম, বর্শাধারী সেই পাহারাদার দাঁড়িয়ে গেল দরজার পাশে।

www.BanglaBook.org

*

মন্দির থেকে প্রাণ নিয়ে কী করে ফিরে এলাম, সেটা বলছি এবার। প্রথম দর্শনেই মেরিনা মেয়েটা আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছিল। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে ও, আমাকে মন্দিরে বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছে দেখে উদ্ধারের একটা বুদ্ধি বের করে ফেলে। পুরোহিতরা আমাকে নিয়ে রওনা হয়ে যেতেই ওর প্রভুকে মনে করিয়ে দেয় সে, অ্যানাহুয়াকের সম্রাট মন্টেজুমা স্প্যানিয়ার্ড, বা স্থানীয় ভাষায় টিউলেদের আনাগোনা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছেন। অন্তত একজন টিউলেকে দেখতে চান বলে চারদিকে বার্তা পাঠিয়েছেন তিনি।

তাঁর ইচ্ছার কথা জানার পরেও যদি এই টিউলেকে এখানে বলি দেওয়া হয়, তা হলে সম্রাটের কোপে পড়ে যাবে ক্যাসিকের গোত্র। সম্রাট ইচ্ছা করলে নিজেই একে বলি দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন রাজধানীতে, এই শহরের পুরোহিতদের তাড়াহুড়ো করাটা মোটেও উচিত কাজ হচ্ছে না।

কথা শুনে মহা চিন্তায় পড়ে গেল গোত্রপ্রধান। মেরিনাকে বলল, কথাটা আগেই তাকে বলা উচিত ছিল। পুরোহিতরা বলির পাঁঠা পেয়ে গেছে, এখন তাদের হাত থেকে এই টিউলেকে ছাড়িয়ে আনা সম্ভব হবে না।

'খুবই সম্ভব,' বলল মেরিনা। 'ওদের বলবেন, দেবতা কিটযাল ছিলেন সাদা মানুষ। বলা যায় না, এই সাদা লোকটা তাঁর সন্তানদের কেউ হতেও পারে। নিজের বংশের কাউকে উৎসর্গ হিসাবে পেলে দেবতা সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন। সেই সুযোগ থেকে সম্রাটকে বঞ্চিত করলে কেবল আপনি নন, একটা পুরোহিতও তাঁর ক্রোধ থেকে রেহাই পাবে না।'

মেরিনার কথায় সত্যতা আছে বুঝতে পেরে আর দেরি না করে ছুটল ক্যাসিকে পিরামিড-এর মাথায় মন্দিরের দিকে। শেষমুহূর্তে প্রধান পুরোহিতের কব্জি চেপে ধরে রক্ষা করল আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রাণ। প্রথমে রেগে গেলেও খুব দ্রুতই বুঝে নিল প্রধান পুরোহিত, সম্রাটের কোপে পড়লে খবর আছে। নিজের মান বাঁচাতে আমাকে সবার সামনে দিয়ে কিটযালের মন্দিরে ঢুকিয়ে, আমি চলে আসার পর ঘোষণা দিয়েছে: কিটযাল বলেছেন, আমি তাঁর সন্তানদের একজন, আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন স্বয়ং সম্রাট মন্টেজুমা।

চোদ্দো

পরদিনই খবর নিয়ে লোক ছুটল সম্রাটের দরবারে। তবে রাজধানী টেনক্‌টিট্‌লান গিয়ে ফিরে আসা দু'-তিন মাসের ধাক্কা। সেই সুযোগে মায়ান আর আজটেক ভাষা শিখতে শুরু করলাম আমি মেরিনার কাছে। আর মেরিনা আমার কাছে শিখল স্প্যানিশ ভাষা। মেয়েটির দ্রুত শিখবার ক্ষমতা দেখে অবাক হলাম আমি।

কয়েকদিনের মধ্যেই আমিও অনেকটা আয়ত্ত করে ফেললাম ওদের ভাষা। জানলাম, যেখানে আছি সে-শহরের নাম টোবাস্কো। এটা অ্যানাহুয়াকের দক্ষিণ প্রদেশের রাজধানী। এ-শহর অ্যানাহুয়াকের রাজধানী টেনক্‌টিট্‌লান (মেক্সিকো সিটি) থেকে কয়েকশো মাইল দূরে। যে নদীর মোহনায় সাগর থেকে এসে নেমেছি আমি, তার নাম রিও ডি টোবাস্কো। পরের বছর এই পথেই এসেছিল কর্টেয। এই টোবাস্কোর গোত্রপ্রধানের কাছ থেকেই উপহার হিসাবে মেরিনাকে পেয়েছিল কর্টেয।

ওদের ভাষা, ইতিহাস ও সামাজিক রীতিনীতি শিখে নিলাম সহজেই। ওদের চিত্রলেখা এখন গড়গড় করে পড়তে পারি। আর

www.BanglaBook.org

ওরা মুগ্ধ চিকিৎসাবিদ্যায় আমার পারদর্শিতা দেখে। অল্পদিনেই ওদের স্থির বিশ্বাস জন্মাল আসলেই আমি মঙ্গলের দেবতা কিটযালের সন্তান। বিশেষ মর্যাদা দিচ্ছে আমাকে ওরা এখন।

মেরিনার সঙ্গে অল্পদিনেই আমার সুন্দর একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল। ওর কাছ থেকে ভাষা ছাড়াও ওদের আদব-কায়দা, ন্যায়-নীতি সম্পর্কে ধারণা, ভদ্রসমাজের আচার-আচরণ, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি অনেক কিছু শিখেছি আমি। ও-ও আমার কাছ থেকে দ্রুত শিখে নিল স্প্যানিশ ভাষা, ইউরোপীয় রীতিনীতি, খ্রিস্টান ধর্মের মূল শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে বহু কিছুই, যেসব পরবর্তীতে হারনান কর্টেজের আস্থা ও ভালবাসা অর্জন করতে অনেক সাহায্য করেছিল ওকে।

মাস চারেক থাকতে হলো আমাকে টোবাস্কোর ক্যাসিকের বাড়িতে। অত্যন্ত খাতির-যত্ন পেয়েছি আমি সেখানে। আমার আচার-ব্যবহারে এতই মুগ্ধ হয়েছিল ক্যাসিকে যে, তার সুন্দরী ছোট বোনকে বিয়ে করবার প্রস্তাব দিয়েছিল আমাকে। খুবই বিনয়ের সঙ্গে আমি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। হৃদয় দিয়ে রেখেছি বহুদূরের একটি মেয়েকে, তা ছাড়া এদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৈশাচিক নরবলির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকায় প্রবল বিতৃষ্ণা ও আতঙ্ক জন্মেছিল আমার মনে, তা নইলে, বলা যায় না, হয়তো বিয়ে করেই ফেলতাম। কারণ, এদেশের ভদ্র, কুশলী ও পরিশ্রমী সাধারণ মানুষকে আমার ভালই লেগেছিল।

চারমাস পর মন্টেজুমার রাজসভা থেকে ফিরল টোবাস্কোর পত্র-বাহকেরা। নানান আপদে-বিপদে দেরি হয়েছে পথে। 'টিউলে' দেখার জন্য সম্রাটের এতই আগ্রহ যে, একদল সৈনিক সঙ্গে দিয়ে আপন ভাইয়ের ছেলে প্রিন্স গুয়াটেমক-কে পাঠিয়েছেন আমাকে রাজধানীতে নিয়ে যাবার জন্য।

প্রিন্স যখন টোবাস্কোয় পৌঁছল, আমি তখন তীর-ধনুক নিয়ে

www.BanglaBook.org

জঙ্গলে গেছি হরিণ শিকারে। প্রায়ই শিকারে যেতাম আমি। ধনুকে আমার দক্ষতা দেখে স্থানীয় ইন্ডিয়ানরা বিস্মিত হয়ে যেত। ওরা তো আর জানত না, বাঙ্গে কমোনের শুটিং প্রতিযোগিতায় পরপর দুই বছর চ্যাম্পিয়ান হয়েছি আমি। যা-ই হোক, শিকার চলছে, এমন সময়ে ক্যাসিকের কাছ থেকে খবর এল–এখনই ফিরতে হবে। ফিরে এলাম। একজন পিঠে করে বয়ে নিয়ে এল আমার শিকার করা হরিণটা।

ক্যাসিকের বাড়ির উঠানে পৌঁছে একদল ইউনিফর্ম পরা যোদ্ধা দেখে ঘাবড়ে গেলাম। ওদের মধ্যে একজন আমার সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিল। লম্বা-চওড়া এক তরুণ, চেহারায় আশ্চর্য কমনীয়তা, চোখের দৃষ্টিতে বাজপাখির তীক্ষ্ণতা। দেখেই বোঝা যায় নেতৃত্ব দেবার জন্যই জন্ম হয়েছে এই লোকের।

কোমর থেকে গলা পর্যন্ত সোনার চেইন দিয়ে তৈরি বর্ম, তার উপর পালকের কারুকাজ করা অপূর্ব সুন্দর জামা। মাথায় সোনার শিরস্ত্রাণ, তাতে রত্ন বসানো খোদাই করা রাজকীয় ক্রেস্ট–একটা সাপের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ঈগল। দুই বাহু আর পায়ে রত্নখচিত সোনার বালা, একহাতে ধরা বর্শার মাথায় তামার ফলা। তরুণের আশপাশে বেশ কজন সম্ভ্রান্ত বা উচ্চপদস্থ সুবেশী অমাত্য দেখলাম।

একনজরেই বুঝেছি, এই তরুণ আর কেউ নয়, সম্রাট মন্টেজুমার ভাতিজা ও মেয়ের জামাই। ওকে দেখেই ইন্ডিয়ানদের রীতি অনুযায়ী ডান হাতে মাটি ছুঁয়ে হাতটা মাথায় ঠেকালাম।

প্রথমে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল, তারপর হাসল গুয়াটেমক। উজ্জ্বল সে-হাসিতে সরল কৌতুক।

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, সাদামাঠা পোশাক পরে থাকলে কী হবে, ভাল বংশের সন্তান তুমি। আমার থেকে মর্যাদাতেও কোনও অংশে কম নও। বয়সও আমাদের কাছাকাছি। তুমি কেন আমাকে ক্রীতদাসের মত মাটি ছুঁয়ে সালাম করবে?' এই বলে

www.BanglaBook.org

হাত বাড়িয়ে দিল সে আমার দিকে।

দু' হাতে ধরলাম আমি হাতটা, তারপর ভাঙা-ভাঙা আজটেকে বললাম, 'আমার দেশে আমি হয়তো কেউ একজন, প্রিন্স। কিন্তু এখানে তো আমি বলির পাথর থেকে তুলে আনা কোরবানীর পশু ছাড়া আর কিছু নই।'

আমার মুখে নিজেদের ভাষা শুনে হাসল প্রিন্স। তারপর বলল, 'আমি জানি। এই এলাকার লোকেদের কপাল ভাল যে তুমি খুন হয়ে যাওয়ার আগেই অনুষ্ঠানটা ঠেকাতে পেরেছে। মন্টেজুমার গজব নেমে আসত তা নইলে এই শহরের ওপর।' ক্যাসিকের দিকে চাইল প্রিন্স কাঁধের উপর দিয়ে। দেখলাম থরথর করে কাঁপছে প্রবীণ ক্যাসিকে। সেকালে এমনই ছিল সম্রাট মন্টেজুমার নামের দাপট।

এবার আমাকে জিজ্ঞেস করল প্রিন্স সত্যিই আমি টিউলে বা স্প্যানিয়ার্ড কি না। বললাম, আমি স্প্যানিয়ার্ড নই, ওদের মতই আরেক জাতের সাদা মানুষ। তবে আমার গায়ে স্প্যানিশ রক্ত আছে। আমার কথা শুনে তাজ্জব হয়ে গেল গুয়াটেমক। টিউলে ছাড়া পৃথিবীতে আরও কোনও সাদা চামড়ার জাত আছে বলে জানা ছিল না তার।

আমি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলাম উদগ্র কৌতূহল নিয়ে প্রিন্সকে দেখছে মেরিনা। ওকে ডাকলাম আমার কথা প্রিন্সের ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়ার জন্য। খুশি মনে এগিয়ে এল মেরিনা। সংক্ষেপে প্রিন্সকে জানানো হলো, কীভাবে এখানে এসেছি আমি সাগরের ওপার থেকে।

আমার বক্তব্য খুব মন দিয়ে শুনল গুয়াটেমক, তারপর বলল, 'কী জানি। তোমার কথা পরিষ্কার হলো না আমার কাছে। বলছ: স্প্যানিয়ার্ড নও, আবার বলছ: স্প্যানিশ রক্ত আছে তোমার গায়ে, এদেশে এসেছ স্প্যানিশ জাহাজে করে। যাকগে, এসব ব্যাপার বোঝার দায়িত্ব মন্টেজুমার, এ নিয়ে আমার আলাপ না করাই

www.BanglaBook.org

ভাল। এবার দেখাও দেখি, ওই মস্ত ধনুকটা কীভাবে ব্যবহার করো তুমি। ওটা সঙ্গে করে এনেছিলে, না কি এখানেই তৈরি করে নিয়েছ? শুনছি দারুণ তীরন্দাজ নাকি তুমি?'

ধনুকটায় ছিলা পরিয়ে প্রিন্সের হাতে দিলাম। বললাম, এই ধনুক আমার তৈরি, এটা দিয়ে স্থানীয় ধনুকের চেয়ে আরও পঞ্চাশ গজ দূরে ফেলা যায় তীর। নেড়েচেড়ে দেখে ওটা ফেরত দিল সে। এরপর যুদ্ধ আর শিকারে ধনুকের কার্যকারিতা নিয়ে বেশ অনেকক্ষণ গল্প করলাম আমরা। যেখানে আটকাচ্ছি, সাহায্য করছে মেরিনা। সন্ধের আগেই অনেক বিষয়ে মতের মিল হয়ে গেল আমাদের।

সপ্তাহ খানেক টোবাস্কোতে বিশ্রাম নিল প্রিন্স গুয়াটেমক ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। এই একটা সপ্তাহ প্রতিদিন দীর্ঘক্ষণ নানান বিষয়ে আলাপ করলাম আমরা তিনজন। লক্ষ করলাম, সুদর্শন প্রিন্সের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে মেরিনা, চোখ সরাতে পারে না তার মুখের উপর থেকে। গুয়াটেমকের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা মোহ সৃষ্টি করেছে ওর মধ্যে। বুঝলাম, ক্যাসিকের বাড়িতে বন্দিজীবন ভাল লাগছে না উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়েটির—মুক্তি চায়।

নানাভাবে প্রিন্সের মন জয় করবার চেষ্টা করেছে সে গত কয়েকদিন, কিন্তু প্রিন্স সে-সব খেয়াল করেনি মনে করে। শেষদিন মরিয়া হয়ে আমার সামনেই বলে বসল, 'আপনি তো কাল চলে যাচ্ছেন, প্রিন্স। আমার একটা কথা রাখবেন?'

'বলো, কী বলতে চাও?'

'আমাকে নিয়ে চলুন টেনকটিটলানে। ক্যাসিকের কাছ থেকে কিনে অথবা চেয়ে নিয়ে।'

জোরে হেসে উঠল গুয়াটেমক। 'বড় সরাসরি সোজা-সাপ্টা কথা বলছ তুমি, মেয়ে। তুমি বোধহয় জানো না, রাজধানীতে স্ত্রী রাজকুমারী টেকুইচ্‌পো ছাড়াও আরও তিন সুন্দরী রমণী অপেক্ষা করছে আমার জন্য। ওরা ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়লে পরিণতি তোমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জন্যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে।'

লাল হয়ে উঠল মেরিনার মুখ, রাগ ফুটে উঠল ওর শান্ত চোখে। বলল, 'আমি শুধু আমাকে সঙ্গে নিতে বলেছিলাম, প্রিন্স; আপনার বউ বা প্রেমিকা হতে চাইনি।'

'উদ্দেশ্য কী ছিল তা তুমিই ভালো জানো,' শুকনো গলায় বলল প্রিন্স।

'যা বলেছি, ভুলে যান, প্রিন্স। আমি হয়তো আপনাকে ধরে উন্নতি করতে চেয়েছিলাম, আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে অপমান করলেন। কিন্তু আজ হোক বা কাল, আপনাকে ছাড়াও যেভাবে পারি বড় আমি হবই। এবং তখনও ভুলব না আমি আজকের কথাটা।'

গম্ভীর হয়ে গেল গুয়াটেমক। 'অনেক বড় কথা বলে ফেলেছ, মেয়ে। এর চেয়ে অনেক কম অপরাধে বলি দেওয়া হয়েছে অসংখ্য নারী-পুরুষকে। তবে তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিচ্ছি, কারণ, চোট লেগেছে তোমার নারীত্বের অহঙ্কারে।'

ঘুরে দাঁড়াল মেরিনা। ফুঁসছে রাগে-দুঃখে-অভিমানে। যেতে যেতে বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি করতে পারো, প্রিন্স, কিন্তু আমি তোমাকে ক্ষমা করব না।'

পরদিন রওনা হওয়ার আগে গুয়াটেমকের সঙ্গে মন্দিরে গেলাম কিটযালের কাছ থেকে বিদায় নিতে। ওখানে পৌঁছেই সম্পূর্ণ বদলে গেল প্রিন্সের হাবভাব। পুরোহিতদেরকে একটা স্ক্রল দেখাল সে, আংটি দেখাল, তারপর হুকুম দিল প্রধান পুরোহিতকে ধরে বলির পাথরে ফেলে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে বের করতে। অনেক চিৎকার করল প্রধান পুরোহিত, প্রাণ ভিক্ষা চাইল, কিন্তু সম্রাটের আদেশ অমান্য করবার উপায় নেই; সবাই মিলে প্রধান পুরোহিতকে বলির পাথরে ফেলে বলি দিয়ে দিল। চোখের সামনে ব্যাপারটা দেখে খুব যে ব্যথিত হলাম, তা বলতে পারব না।

মেরিনা আর প্রবীণ ক্যাসিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ে গেলাম আমি রাজধানীর উদ্দেশে। ক্যাসিকের সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হয়নি আমার, তবে মেরিনার সঙ্গে হয়েছে, সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে।

একমাস ধরে পথ চললাম আমরা। অনবরত হাঁটলাম। কখনও মেটো পথ ধরে, কখনও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ তৈরি করে নিয়ে, নদী পেরিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে। কত রকমের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো এই একমাসে, কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সেসব বর্ণনায় যাব না আমি।

তবে একটা ঘটনার কথা সংক্ষেপে বলা দরকার। কারণ, এই ঘটনার মধ্য দিয়ে গুয়াটেমকের সঙ্গে আমার যে হৃদ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, আজীবন সেটার পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে প্রিন্স—যখন সে অ্যানাহুয়াকের সম্রাট, তখনও। সত্যিকার বন্ধু বলে অন্তর থেকে মেনে নিয়েছিল সেদিন সে আমাকে।

পানি ফুলে ওঠায় এক নদীর ধারে থামতে হলো আমাদের। সময়টা শিকার করে কাটাবে বলে স্থির করল প্রিন্স। গোটা তিনেক হরিণ মারার পর ছোট এক টিলার মাথায় দাঁড়ানো একটা হরিণ দেখে লুকিয়ে-চুরিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে চুপিচুপি ওটার একশো গজের মধ্যে চলে গেলাম আমরা পাঁচজন। সামনে ফাঁকা মাঠ, আর এক-পা এগোলে আমাদের দেখে পালিয়ে যাবে।

দুষ্টামির হাসি হেসে বলল গুয়াটেমক, 'দেখো, টিউলে, তোমার হাতের টিপ সম্পর্কে তোমার সামনেই অনেকে অনেক প্রশংসা করেছে; চুপচাপ হজম করেছ তুমি সে-সব। এইবার সত্যতা যাচাইয়ের সুযোগ পাওয়া গেছে। একজন আযটেক তীরন্দাজ এর অর্ধেক দূরত্বের হরিণও ফেলতে পারবে না, দেখা যাক তোমার তীর কতদূর যায়।'

'একটু বেশি দূর হয়ে যায়,' বললাম আমি। 'তবু চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

www.BanglaBook.org

মস্ত এক সাইবা গাছের নীচে থামলাম আমরা। বাছাই করে সোজা দেখে একটা তীর পরালাম ধনুকের ছিলায়। কানের কাছে টেনে এনে ছেড়ে দিলাম তীর। সোজা ছুটল তীর, এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল হরিণটার হৃৎপিণ্ড। তাজ্জব হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল সবাই।

হরিণটাকে তুলে আনার জন্য রওনা হতে যাচ্ছি, এমন সময় সাইবা গাছের নিচু একটা ডাল থেকে প্রিন্সের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল হিংস্র একটা পিউমা। হুমড়ি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল প্রিন্স গুয়াটেমক। ভীতিকর, চাপা গরগর আওয়াজ করে তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে প্রিন্সকে ফালা ফালা করে ফেলতে চেষ্টা করছে, কামড় বসাচ্ছে কাঁধে। সোনার বর্ম আর শিরস্ত্রাণ না থাকলে সেই দিনই মারা পড়ত প্রিন্স, অ্যানাহুয়াকের সম্রাট হওয়ার সৌভাগ্য হতো না। সেটা অবশ্য একদিক থেকে হয়তো ভালোই হতো।

যা হোক, আচমকা পিউমার হিংস্র গর্জন শুনে, সেই সঙ্গে ক্রুদ্ধ জানোয়ারটা তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে প্রিন্সকে চিরে ফেলছে দেখে আতঙ্কিত হয়ে দৌড়ে পালাল প্রিন্সের তিন সঙ্গী—ধরেই নিয়েছে প্রিন্স বেঁচে নেই। আমিও ছুট দিতে পারলেই খুশি হতাম, কিন্তু মানুষটাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলে পালাতে পারলাম না। আমার কোমরে ঝুলছিল তলোয়ারের মত একটা ইন্ডিয়ান অস্ত্র—শক্ত একটা লাঠির দুপাশে চোখা কাঁচ বসানো, দেখতে অনেকটা সোর্ডফিশের তলোয়ারের মত। ওটা দিয়ে ধাঁই করে মেরে দিলাম পিউমার মাথায়।

প্রিন্সকে ছেড়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিল পিউমা, মাথা থেকে কুলকুল করে রক্ত বেরোচ্ছে অঝোর ধারায়। আঘাতটা যে আমার কাছ থেকে এসেছে, সেটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জানোয়ারটা। অস্ত্রটা দুই হাতে ধরে মাঝপথেই বাধা দিলাম ওকে। এবার মারলাম ওটার নাক বরাবর। প্রাণের ভয়ে এতই জোরে মেরেছি যে দুইটুকরো হয়ে গেল অস্ত্রটা।

www.BanglaBook.org

কিন্তু তার পরেও ঝাঁপ দেওয়ার বেগে আমাকে ওটা চিৎ করে ফেলে দিল মাটিতে, তারপর থাবা চালাল আমার বুক লক্ষ্য করে, দাঁত বসাবার চেষ্টা করল। কপাল ভালো, তুলো ভরা পুরু কোট ছিল আমার গায়ে, তাই মারা পড়িনি। তবে নখের আঁচড় কোট ছিঁড়ে আমার বুক পর্যন্ত পৌঁছে গেল। আজও সেই দাগ রয়েছে আমার শরীরে।

যখন ভাবছি আর আশা নেই, তখনও খালি হাত-পায়ে লড়ছি আমি ওর সঙ্গে। তারপর হঠাৎ করেই ঢলে পড়ল ওটা আমার গায়ের উপর। আসলে কাঁচের টুকরো ঢুকে গেছে ওর মগজের ভিতর। একটা মরণ চিৎকার দিয়ে নেতিয়ে পড়ল ওর ভারী শরীর। জখম হয়েছি, তার উপর বুকের উপর চেপে রয়েছে একটা মরা পিউমা–চিৎ হয়ে পড়ে থাকলাম। পিউমাটা মারা পড়েছে দেখে ছুটে এল প্রিন্সের সফরসঙ্গী তিনজন, টেনে নামাল ওটাকে আমার উপর থেকে। ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে প্রিন্স গুয়াটেমকও।

'টিউলে,' বলল সে, 'সত্যিই, তুমি একজন সাহসী মানুষ। এই জখম থেকে যদি বেঁচে উঠতে পারো, শপথ করছি, আজীবন তোমার পাশে থাকব আমি, তুমি যেমন আজ আমার বিপদে পাশে থাকলে।'

অপর তিনজনকে কিছুই বলল না প্রিন্স। একটু ভর্ৎসনা না, একটা কটু কথাও না।

ব্যথায়, রক্তক্ষরণে জ্ঞান হারালাম আমি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পনেরো

এক সপ্তাহ আমাকে নড়ানো গেল না। তারপর একটু সুস্থ হওয়ার পর একটা স্ট্রেচারে করে বয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। সিটি অভ টেনকটিটলান, বা মেক্সিকো, যখন আর তিন দিনের পথ, তখন আমি দু'-পায়ে উঠে দাঁড়াবার শক্তি পেলাম। মানুষের কাঁধে চড়ে চলতে চলতে বিরক্ত হয়ে গেছি, এখন থেকে হাঁটব বলে স্থির করলাম।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা শীত-প্রধান পাহাড়ি অঞ্চলে চলে এসেছি। রাস্তা চমৎকার। এক পাহাড়ের মাথায় উঠে অবাক হয়ে গেলাম দুটো তুষার-ছাওয়া গিরিচূড়া দেখে। একটার মাথায় ধোঁয়া দেখতে পেলাম। জিজ্ঞেস করে জানা গেল: ওটা একটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরি, নাম পোপো; আর অপরটার নাম ইক্সটাক, অর্থাৎ ঘুমন্ত রমণী।

সকালের আলো পড়ে আশ্চর্য সুন্দর লাগছে গিরিচূড়া দুটোকে। নীচের জঙ্গল স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমে। এবার ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলাম আমরা মেক্সিকো সিটির দিকে। বিশাল উপত্যকা ছেয়ে আছে ঘন কুয়াশায়। মন্দিরের চূড়া আর পাহাড়ের মাথা এক এক করে ভেসে উঠছে, যেন সমুদ্রের বুকে দ্বীপ।

রোদ আর একটু চড়তেই কেটে যেতে শুরু করল কুয়াশা। বহু উপর থেকে লেক টেযকুকো, চালকো আর যোচিকালকোর শান্ত পানি দেখে মনে হচ্ছে মাটিতে পড়ে রয়েছে বিশালাকার

www.BanglaBook.org

তিনটে আয়না। ওগুলোর তীরে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো নগরী। মেক্সিকোকে দেখে মনে হচ্ছে ভেসে আছে লেকের উপর, নগরীর পিছনে ও দু'-পাশে দেখা যাচ্ছে বিস্তীর্ণ শস্যের ক্ষেত, কোথাও বা ঘন জঙ্গল; আর বহুদূরে যেন নগরটাকে বেড়া দিয়ে রেখেছে ঝোপঝাড় ও বড় বড়, কালো পাথরখণ্ড। মনে হলো পরির দেশে এসে পড়েছি বুঝি।

সকাল থেকে একটানা হাঁটলাম আমরা। লেক চালকোর তীরে আমাকেম ও আহোযিঙ্কো শহর আর ছবির মত গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে চওড়া পাথুরে রাস্তা ধরে হেঁটে দুপুরে পৌঁছলাম কুইট্লাহুয়াক শহরে। ওখানে না থেমে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল গুয়াটেমক, বিকেল নাগাদ ইযটাপালাপান শহরে পৌঁছে বিশ্রাম নেবে ওর চাচা কুইট্লাহুয়ার প্রাসাদে। কিন্তু কপালে বিশ্রাম থাকলে তো! ওখানে পৌঁছেই জানা গেল, সম্রাট মন্টেজুমা আদেশ দিয়েছেন: কোথাও না থেমে পালকি করে সোজা টেনক্টিটলানে হাজির হতে হবে। আমাদের জন্য পালকি ও বাহক প্রস্তুত।

কাজেই, চারটে মুখে দিয়েই উঠে পড়লাম আমরা পালকিতে, অপূর্ব সুন্দর ফুলের শহর ছেড়ে ছুটলাম দক্ষিণের রাজপথ ধরে। পথে পড়ল লেকের উপর খুঁটি গেড়ে তৈরি করা রাস্তা, শহর, পানিতে ভাসমান বাগান, আর মন্দিরের তো কোনও সীমাসংখ্যা নেই। সূর্যাস্তের সময় পৌঁছলাম যোলক দুর্গে, গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ওটা গভীর পরিখার ওপারে। বললাম দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আসলে এখন আর নেই। কর্টেয ধ্বংস করে দিয়েছে ওই দুর্গটা; সেইসঙ্গে সেদিন যতগুলো সাজানো-গোছানো অপূর্ব সুন্দর নগরী দেখেছিলাম, সবই।

ওই যোলকের ভিতর দিয়েই ঢুকলাম আমরা টেনকটিটলান শহরে। এমন সমৃদ্ধিশালী, সুরক্ষিত শহর জীবনে দেখিনি আমি। শহরতলীর বাড়িগুলো যদিও কাদা আর অ্যাডোবির তৈরি, ধনী

www.BanglaBook.org

এলাকার বাড়ি সব লাল পাথরের ইমারত। প্রতিটা বাড়ির সামনে ফুলের বাগান, তার মধ্য দিয়ে সরু খাল, খালের দু'-পাশে ফুটপাথ গড়া।

খোলা মাঠের মধ্যে মাথায় মন্দির নিয়ে উঁচু-উঁচু পিরামিড, প্রাসাদোপম দালান আর বাগান তো আছেই। অবাক হয়ে এসব দেখতে দেখতে চলেছি, কিন্তু যখন উত্তর-দক্ষিণ-পুব-পশ্চিমে চারটে পাথরের গেট লাগানো উঁচু দেওয়ালে অসংখ্য সাপ খোদাই করা বিশাল মন্দিরটা দেখলাম, তখন বুঝলাম আগের সবগুলো এর পাশে কিছুই নয়। হাজার হাজার মড়ার খুলি দিয়ে সাজানো মন্দির মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। মন্দিরের চারপাশে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, জমজমাট বাজার, দোকান-পাট, হই-হল্লা।

নগরীর কোলাহল পিছনে ফেলে সিডার গাছের নীচ দিয়ে চড়াই ভেঙে উপরে উঠতে শুরু করল পালকি। দেওয়াল ঘেরা একটা প্রাঙ্গণে গিয়ে থামল আমাদের পালকি। প্রিন্স গুয়াটেমক আমাকে নিয়ে আশ্চর্য সুন্দর একটা প্রাসাদে ঢুকল। বাড়ির ছাদ সিডার কাঠের, দেওয়ালে ঝুলছে রঙচঙে পর্দা। কারুকাজের জন্য সোনার ব্যবহার এতই বেশি যে বিস্ময়ে থ হয়ে যেতে হয়।

অনেক কামরা, প্যাসেজ আর করিডর পেরিয়ে পরিচারকরা নিয়ে এল আমাদের একটা বড়সড় ঘরে। সেখানে আরও পরিচারক অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। ওখানে সুগন্ধি পানি দিয়ে আমাদের মুখ-হাত-পা ধুইয়ে জমকালো পোশাক পরানো হলো। তারপর একটা দরজার সামনে নিয়ে গিয়ে জুতো খুলতে বলা হলো, সেইসঙ্গে রঙীন একটা মোটা কাপড় দেওয়া হলো আমাদের জামা-কাপড় ঢাকার জন্য। কাপড়টা চাদরের মত করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ঢুকলাম আমরা বিশাল এক হলঘরে। ওখানে অনেক সম্ভ্রান্ত নারী-পুরুষ দেখলাম, আমাদের মতই মোটা কাপড় পরা। চেম্বারের শেষ মাথায় দামি একটা পর্দার ওপাশ থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি সুরের বাজনা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিশাল হলঘরে সুগন্ধী আগরবাতি জ্বলছে। সম্রাটের সঙ্গে দেখা করব বলে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। অনেকেই এগিয়ে এসে প্রিন্স গুয়াটেমকের সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় করল। আমার দিকে তাকাচ্ছে তারা অবাক, কৌতূহলী চোখে। এই সময়ে অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী এগিয়ে এল আমাদের দিকে। দেখলাম, দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি চাদরের নীচে পরেছে রত্নখচিত জমকালো পোশাক। গায়ের অলঙ্কারগুলোও অত্যন্ত দামি।

মেয়েটিকে দেখামাত্র বুকের ভিতর কী যেন একটা ঘটে গেল আমার। কেউ যেন সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরেছে আমার হৃৎপিণ্ডটা। এমন রূপ আমি আর দেখিনি। বড়বড় হরিণচোখে সাহসী, অহঙ্কারী দৃষ্টি; কোঁকড়া চুল নেমে এসেছে কোমর পর্যন্ত। আভিজাত্যের ছাপ চেহারায়। একনজরেই বোঝা যায় উঁচু বংশের সুশিক্ষিত মেয়ে। বয়স আন্দাজ করলাম বড়জোর আঠারো।

'এই যে, ভাই গুয়াটেমক,' মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে বলল মেয়েটা। 'ফিরলে তা হলে! বাবার তো তোমার অপেক্ষায় থেকে থেকে পাগল হওয়ার দশা, আমার বড় বোনটিরও অবস্থা তেমন সুবিধের নয়। সত্যি করে বলো তো, এত দেরি করলে কেন?'

আমি অনুভব করলাম, কথা বলছে চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে, কিন্তু মেয়েটির দৃষ্টি আমার উপর থেকে নড়ছে না। অদম্য কৌতূহল নিয়ে দেখছে আমাকে।

'কেমন আছো, অটোমি,' বলল প্রিন্স। 'টোবাস্কো তো জানোই, অনেক দূরের রাস্তা। তার ওপর পথে আমার বন্ধু টিউলে একটা দুর্ঘটনায় পড়েছিল বলে আরও দেরি হলো।'

আমার দিকে ইঙ্গিত করল গুয়াটেমক।

'কী রকম দুর্ঘটনা?'

'ফেরার পথে ঘন জঙ্গলের মধ্যে মস্ত এক পিউমা আক্রমণ করেছিল আমাকে। আর সবাই পালিয়ে গেলেও নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাকে বাঁচিয়েছে ও। তবে সেটা করতে গিয়ে

www.BanglaBook.org

মারাত্মক জখম হয়েছে ও নিজেও।'

ঘটনাটা ভেঙে বলল প্রিন্স।

দেখলাম শুনতে শুনতে ঝিকমিক করে উঠল মেয়েটির দু'-চোখ। গল্প শেষ হতেই ফিরল আমার দিকে।

'স্বাগতম, টিউলে,' হাসিমুখে বলল মেয়েটা। 'তুমি আমাদের কেউ নও, তবু তোমার প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা অনুভব করছি।' এইটুকু বলে হাসিমুখে সরে চলে গেল মেয়েটা আরেক দিকে।

গুয়াটেমককে জিজ্ঞেস করলাম, 'অপূর্ব সুন্দরী এই মেয়েটা কে?'

'আমার চাচাতো বোন অটোমি। অটোমি অঞ্চলের প্রিন্সেস ও, আমার চাচা মন্টেজুমার অতি আদরের কন্যা।' এটুকু বলে হাসল গুয়াটেমক। 'তোমাকে পছন্দ হয়েছে ওর, টিউলে। এটা তোমার জন্য হয়তো সৌভাগ্য বয়ে আনবে। এখন চু-উ-প!'

সচকিত হয়ে চেয়ে দেখলাম চেম্বারের শেষ মাথার রত্নখচিত, দামি পর্দাটা সরে যাচ্ছে একপাশে। দেখা গেল, মঞ্চের উপর একটা গদিতে বসে লম্বা এক লোক সোনা দিয়ে বাঁধানো কাঠের পাইপের সাহায্যে তামাক টানছে। একনজরে বুঝলাম, ইনিই সম্রাট মন্টেজুমা। সুতির একটা সাদা পোশাক তাঁর পরনে, কোমরে সোনার বেল্ট, পায়ের স্যান্ডালে মুক্তা বসানো। মাথার উপর বিরাজ করছে পালকের মুকুট। পিছনে একদল স্বল্পবস্ত্রা সুন্দরী তরুণী দাঁড়ানো, সম্রাটের দুই পাশে খালিপায়ে দাঁড়িয়ে আছে চারজন করে মোট আটজন প্রবীণ মন্ত্রণাদাতা।

পর্দাটা সরে যেতেই চেম্বারে উপস্থিত সবাই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মেঝেতে, দেখাদেখি আমিও বসলাম। এই অবস্থায় বসে থাকল সবাই যতক্ষণ না সম্রাট তাঁর সোনা বাঁধানো পাইপের ইঙ্গিতে উঠে দাঁড়াতে বললেন। একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল সবাই, দুই হাতে বুক বেঁধে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল মেঝেতে। খানিক পর আরেকটা ইঙ্গিত করলেন মন্টেজুমা। তিনজন বয়স্ক লোক এগিয়ে গিয়ে কিছু

www.BanglaBook.org

প্রার্থনা করল তাঁর কাছে। তিনি মাথা ঝাঁকাতে পিছনে হেঁটে চলে এল সভাসদদের সারিতে।

এবার মন্ত্রিদের একজনকে নিচুগলায় কিছু বললেন সম্রাট। মাথা নিচু করে সম্মান জানাল সে, তারপর পিছু হেঁটে চলে এল আমাদের কাছে। ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে চোখ পড়ল ওর গুয়াটেমকের উপর। সবার চেয়ে একমাথা উঁচু সে, ফলে তাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন কিছুই নয়।

'স্বাগতম, প্রিন্স,' বলল লোকটা। 'সম্রাট মন্টেজুমা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। আপনার সঙ্গে করে আনা টিউলের সঙ্গেও কথা বলবেন তিনি।'

'আমি যা-যা করি, ঠিক তা-ই করতে থাকো, টিউলে,' বলল গুয়াটেমক, তারপর সামনে এগোল। ভিড় সরে গেল আমাদের সামনে থেকে। আমরা পর্দাটা পার হতেই মৃদু সরসর শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল ওটা। আলাদা হয়ে গেলাম আমরা হলের ভিড় থেকে।

বুকে হাত বেঁধে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম আমরা। দৃষ্টি মেঝের দিকে। সম্রাটের ইঙ্গিত পেয়ে এগিয়ে গেল গুয়াটেমক আরও কিছুটা সামনে।

'ঘটনার বিবরণ দাও, ভাতিজা,' নিচু গলায় হুকুম করলেন মন্টেজুমা।

'আপনার আদেশ পেয়ে টোবাস্কো নগরে গিয়েছি আমি, মহিমান্বিত সম্রাট। ওখানে টিউলেকে পেয়ে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আপনার আদেশ মোতাবেক টোবাস্কোর বেয়াড়া প্রধান পুরোহিতকে বলি দেওয়া হয়েছে। এই নিন, আপনার দেওয়া সেই রাজকীয় আংটি আমি সম্মানের সঙ্গে ফেরত দিচ্ছি।' আঙুল থেকে আংটি খুলে একজন উপদেষ্টার দিকে বাড়িয়ে ধরল গুয়াটেমক।

'পথে এত দেরি করলে কেন, ভাতিজা?'

'দুর্ঘটনার কারণে, সম্রাট। আমার জীবন রক্ষা করতে গিয়ে

www.BanglaBook.org

আমাদের বন্দি এই টিউলে হিংস্র পিউমার কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। ওটার চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছি আমরা আপনার জন্যে।'

এতক্ষণে আমার দিকে চাইলেন মন্টেজুমা। তারপর একজন মন্ত্রীর বাড়িয়ে ধরা একটা মোড়ানো কাগজ খুলে ছবির হরফ পড়তে শুরু করলেন। একটু পর পর চোখ তুলে দেখছেন আমাকে।

'হ্যাঁ, বিবরণ তো চমৎকার,' বললেন তিনি। 'কেবল একটা কথা বাদ পড়েছে—এই বন্দি যে গোটা অ্যানাহুয়াকের সবচেয়ে সুদর্শন যুবক, এই কথাটা বাদ দিলে কেন? আচ্ছা, বলো দেখি, টিউলে, কেন তোমার দেশের লোকেরা আমার রাজ্যে ঢুকে লোকজনকে খুন করছে?'

'এ-ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না, সম্রাট,' বললাম আমি। 'আর ওরা আমার দেশের লোকও নয়।'

'কিন্তু বিবরণে বলা হয়েছে, তুমি স্বীকার করেছ টিউলের রক্ত আছে তোমার শরীরে, আর আমার রাজ্যে এসেছ তুমি ওদেরই একটা বড় নৌকায় চড়ে।'

'কথা সত্য,' বললাম। 'তবে এ-ও সত্য যে আমি ওদের লোক নই। জাহাজে মড়ক লাগায় সাগরে ফেলে দেয়া হয়েছিল আমাকে। আমি একটা পিপেতে চড়ে ভেসে এসেছি আপনার উপকূলে।'

'মিথ্যেকথা বলছ তুমি,' ভুরু কুঁচকে বললেন মন্টেজুমা। 'তা হলে তীরে পৌঁছবার আগেই হাঙর আর কুমিরের পেটে চলে যেতে।' হঠাৎ সামনে ঝুঁকে ব্যগ্রকণ্ঠে জানতে চাইলেন সম্রাট, 'বলো তো, টিউলে, তুমি কি কিটযালের বংশধর?'

'আমি জানি না, সম্রাট। আমি সাদা প্রজাতির লোক। আমাদের আদি পুরুষের নাম আদম।'

'ওটা কিটযালের আরেক নাম হতে পারে,' বললেন সম্রাট।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কথিত আছে: তাঁর বংশধররা ফিরে আসবে আবার। মনে হচ্ছে সেই সময় এসে গেছে,' লম্বা করে শ্বাস ফেললেন তিনি, তারপর বিদায় দিলেন আমাকে: 'ঠিক আছে, এখন যাও। কাল তুমি টিউলেদের সম্পর্কে সব খুলে বলবে আমাকে। তোমার ভাগ্যে কী ঘটবে সেটা স্থির করবে পুরোহিত-পরিষদ।'

পুরোহিতের কথা শুনে ভয়ে কাঁপ ধরে গেল আমার শরীরে। দুই হাত জড়ো করে বললাম, 'আপনার ইচ্ছে হলে আমাকে মেরে ফেলুন, সম্রাট। দয়া করে আমাকে আবার ওদের হাতে তুলে দেবেন না!'

'আমরা সবাই তো পুরোহিতদের হাতেই আছি। ওদের মুখ দিয়েই তো কথা বলেন ঈশ্বর,' শীতল, কঠিন সুরে বললেন মন্টেজুমা। 'তা ছাড়া তোমার কথার গুরুত্ব কেন দেব আমি, যখন আমার বিশ্বাস, তুমি মিথ্যা পরিচয় দিয়েছ আমার কাছে?'

বুঝলাম, আমি স্প্যানিশ নই, তবে আমার শরীরে স্প্যানিশ রক্ত আছে, এ-কথা বলাটাই কাল হয়েছে আমার জন্য। সম্রাট ধরেই নিয়েছেন, আমি একটা নির্লজ্জ মিথ্যুক। দেখলাম, হেঁট হয়ে গেছে গুয়াটেমকের মাথা।

আমাকে চ্যাপোলটেপেক প্রাসাদের আরেক অংশে নিয়ে গেল গুয়াটেমক। ওখানেই ওর বউ প্রিন্সেস টিকুইচপোকে নিয়ে থাকে সে। আরও কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে গুয়াটেমকের জন্য অপেক্ষা করছিল তার বউ। ওখানে মন্টেজুমার মেয়ে প্রিন্সেস অটোমিকে দেখতে পেলাম আবার।

সমাদর করে বসিয়ে আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করল অটোমি আমার দেশ সম্পর্কে, টিউলেদের সম্পর্কে। ওর কাছ থেকেই জানতে পারলাম সম্রাট মন্টেজুমা রাজত্ব হারাবার ভয়ে অস্থির হয়ে আছেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস: টিউলেরা দেবতা কিটযালের সন্তান; প্রাচীন কালের একটা ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হতে চলেছে—ঈশ্বরের পুত্ররা ফিরে এসে কেড়ে নেবে এই দেশ।

www.BanglaBook.org

অস্বীকার করব না, সেদিন অতুলনীয় সুন্দরী অটোমি চোখ ঝলসে দিয়েছিল আমার। ওর মিষ্টি, ভদ্র আচার-আচরণ ও নম্র ব্যবহার মুগ্ধ করেছিল আমাকে। বহুদূর দেশে ফেলে আসা লিলির পর এই প্রথম একটি মেয়ে দুলিয়ে দিল আমার হৃদয়। পরে অবশ্য জেনেছিলাম, সেদিন একা আমার হৃদয়ই দোলেনি।

খাওয়া-দাওয়ার পর কোকো পান করে পাইপ ধরালাম। আরও কিছুক্ষণ গল্প-গুজবের পর দেওয়ালে সিডার বোর্ডের প্যানেল দেওয়া একটা কামরায় আমার শোবার ব্যবস্থা হলো। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমাতে পারলাম না। অজানা এই আজব দেশের সবকিছুই নতুন ঠেকছে আমার কাছে। এখানকার মানুষ একদিকে যেমন উন্নত, মার্জিত, সুসভ্য; তেমনি আবার কিছুকিছু ব্যাপারে একেবারেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন, জংলী, অসভ্য, বর্বর।

বিষণ্নবদন সম্রাটের চেহারা ভেসে উঠল মনের পর্দায়। কী নেই তার! মানুষের যত রকমের চাহিদা থাকতে পারে, সবই তার আছে—ধন-দৌলত, শান-শওকত, একশোর উপর স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, সেপাই-লস্কর; কোটি কোটি মানুষের হর্তা-কর্তা-বিধাতা সে; মৃত্যু ছাড়া আর সবই তার হাতের মুঠোয়—অথচ শান্তি নেই মনে। কুসংস্কার ও ভীতির কারাগারে বন্দি লোকটা, পৃথিবীর হাসি-আনন্দ-খেলা সবই তার কাছে অর্থহীন।

এরপর মনের পর্দায় এল সদ্য পরিচিতা প্রিন্সেস অটোমির অনিন্দ্যসুন্দর চেহারাটা, তার মিষ্টি ব্যবহার, হাসি। বয়সটা আমার তরুণ, এই মেয়েটি তরুণী; আর আমার প্রিয়তমা লিলি চিরতরে হারিয়ে গেছে বহু, বহু দূরে। তাই কোন অপরাধবোধ কষ্ট দিল না আমাকে। এ-মেয়েটির মধ্যে এমন কিছু ঐশ্বর্য রয়েছে যা সাধারণ কারও মধ্যে দেখিনি আমি কোনদিন। ওর মোহনীয় চালচলনে রাজকীয় আভিজাত্যের সুস্পষ্ট ছাপ, আচরণে নারীসুলভ নমনীয় ভদ্রতার পাশাপাশিই কিছুটা বর্বরতার আভাস; কোমলে-কঠোরে এমনই আকর্ষণীয় যে, আগুন ধরে যেতে চায় মনে। ও যেন ধরা-

www.BanglaBook.org

ছোঁয়ার বাইরের এক স্বপ্নময় অপার্থিব অস্তিত্ব।

অল্পক্ষণের পরিচয়েই বুঝেছি মেয়েটির মধ্যে যেমন মেয়েলি আবেগপ্রবণতা রয়েছে, তেমনি রয়েছে সিংহহৃদয় পুরুষের সাহস। ওর মত অসামান্যা একটি মেয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করায় আমি নিজের উপর সামান্যতম বিরক্ত হলাম না। কারণ, তখন আমি জানতাম না, এই অটোমি, মন্টেজুমার মেয়ে, অটোমি অঞ্চলের রাজকুমারী আমাকে প্রেম নিবেদন করে বসবে এবং একপর্যায়ে আমিও যে তার প্রেমে পড়ব।

পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যা করেছি, তার মধ্যে আমি কোনও অপরাধ দেখি না। যদিও আগে থেকে মেয়েটির চরিত্রের সবটুকু জানলে আমি হয়তো নিজের রাশ টেনে রাখতে পারতাম। আমি শুধু তার রহস্যময় সৌন্দর্যই দেখেছি; প্রখর বুদ্ধিমত্তা দেখেছি; জ্ঞানপিপাসা, সততা, সাহস ও নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়েছি; অন্তরে সে যে সেই আদি ও অকৃত্রিম অসভ্য, নরবলি সমর্থক জংলী রয়ে গেছে, সেটা বুঝিনি। মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে ওর স্বরূপ, রক্তের ভিতর নেচে ওঠে আদিম প্রবৃত্তি, চেষ্টা করেও লুকাতে পারে না সেটা আমার কাছ থেকে।

দরজার বাইরে প্রহরীদের পায়ের শব্দে উপলব্ধি করলাম, বন্দি আমি। আমার সঙ্গে প্রিন্স গুয়াটেমক বা প্রিন্সেস অটোমি যত ভালো ব্যবহারই করুক না কেন, আমার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত; সরু একটা সুতোর মাথায় ঝুলছে আমার জীবন। আগামীকাল পুরোহিত-পরিষদ বসবে আমার ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করতে। ওদের রায় কী হবে তা বোঝাই যায়।

আমি বিদেশী, তার উপর সাদা মানুষ। ওদের বিশ্বাস, বলি হিসাবে সাদা মানুষ পেলে হাজারটা ইন্ডিয়ানের হৃৎপিণ্ড উৎসর্গের চেয়েও বেশি খুশি হবেন দেবতা কিটযাল। এই কারণেই আমাকে টোবাস্কোর বেদি থেকে ছিনিয়ে টেনকটিটলানে আনা হয়েছে যাতে আরও অনেক উঁচু বেদিতে বলি দেওয়া যায়। এটাই আমার

www.BanglaBook.org

কপালের লিখন–কেউ জানবে না, দেশ থেকে কতদূরে কোথায় আমি কাদের হাতে শেষ হয়ে গেলাম। আমার নাম-নিশানা চিরতরে উবে যাবে এই পৃথিবী থেকে।

এইসব ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙল, ততক্ষণে সূর্য উঠে পড়েছে। গদি ছেড়ে গরাদ দেওয়া জানালার ধারে গিয়ে বাইরে তাকালাম। আহা! কী অপরূপ দৃশ্য! যেখানে আছি সে-প্রাসাদটা গড়া হয়েছে চাপোলটেপেক পাহাড়ের উপর। একপাশে পাহাড়ের পা ধুয়ে দিচ্ছে টেযকুকো নদী, অপর পাশে মাইলখানেক দূরে দেখা যাচ্ছে মেক্সিকোর প্রধান মন্দিরের চূড়া। পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল আকারের সিডার গাছগুলো, মাটির কাছাকাছি একেকটার বেড় হবে কম করেও চল্লিশ হাত; মোটা ডালগুলো থেকে ঝুলছে ধূসর রঙের পরগাছা। দৈত্যাকার এইসব সিডারের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে মন্টেজুমার অপূর্ব সুন্দর ফুলবাগান; চেনা-অচেনা রংবেরঙের কত বিচিত্র ফুল যে ফুটে আছে সেখানে! ফুলের বেডের মাঝে এখানে-ওখানে পাথর দিয়ে বাঁধানো ছোট ছোট সরোবরের নীল পানিতে সাদা মেঘের ছায়া। একপাশে বুনো জন্তু-জানোয়ারের ছোট একটা চিড়িয়াখানাও দেখা যাচ্ছে।

মারাও যদি যাই, ভাবলাম, অপূর্ব সুন্দর এই অ্যানাহুয়াক দেশটা তো দেখে নিলাম! এ-দেশের রাজাকে দেখলাম, মানুষজন দেখলাম, তাদের রীতিনীতি দেখলাম–এ-সৌভাগ্য কজনের হয়?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ষোলো

সেইদিন সকালে যখন ঘুম থেকে উঠলাম, তখন নেহায়েত সাদা-সিধে ভদ্রঘরের সন্তান আমি, এই টমাস উইংফিল্ড কি জানতাম, সূর্যাস্তের আগেই রূপান্তরিত হতে চলেছি আমি দেবতায়? হতে চলেছি সম্রাট মন্টেজুমার পরেই এই মেক্সিকো সিটির সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি?

প্রিন্স গুয়াটেমকের বাসায় সবার সঙ্গে বসে নাস্তা খেলাম। তার একটু পরেই ডাক পড়ল আমার। নিয়ে যাওয়া হলো 'দেবতার আদালত' নামে একটা মস্ত হলঘরে। ওখানে আমার বিচার করবে বলে অপেক্ষা করছে পুরোহিত-পরিষদ।

মহা সমারোহে সোনার সিংহাসনে সমাসীন সম্রাট মন্টেজুমা, তাঁর দুইপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মন্ত্রীরা, সামনে বেশ কিছুটা জায়গা ছেড়ে অবনতমস্তকে হাঁটু গেড়ে বসা সম্ভ্রান্ত ও মান্য-গণ্য ব্যক্তিবর্গ। সম্রাটের সামনে রাখা মহামূল্যবান পান্নার তৈরি একটা মুকুট পরানো মড়ার খুলি। পান্নাগুলো থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সবুজ আলো। রাজদণ্ডের পরিবর্তে সম্রাটের হাতে রয়েছে একটা তীর।

দেশদ্রোহিতার অভিযোগে ধরে আনা হয়েছে জনাকয়েক ট্রাইবাল চীফকে। রায় দিতে বিশেষ সময় নিলেন না সম্রাট। একটি বাক্য উচ্চারণ না করে তাদের বিরুদ্ধে পেশ করা সাক্ষ্য শুনলেন, তারপর শুনলেন বন্দিদের নিজেদের স্বপক্ষে কী বলবার আছে। তারপর প্রত্যেকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগের উপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোখ বুলিয়ে নিয়ে তীরের খোঁচায় ফুটো করে দিলেন ওগুলো। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য ওদের নিয়ে চলে গেল প্রহরীরা, কোথায় তা বলতে পারব না।

এবার কালো পোশাক পরে প্রবেশ করল গম্ভীর চেহারার সাত-আটজন সম্মানিত পুরোহিত। পিঠ বেয়ে কোমরের কাছে নেমে এসেছে তাদের চুলের জটা। ওদের চোখের উন্মাদ দৃষ্টি দেখে বুকের ভিতর কাঁপন শুরু হলো আমার। লক্ষ করেছি, ওরা সম্রাট মন্টেজুমাকেও তেমন পাত্তা দিচ্ছে না। কুলীন অভিজাতরা দু'-ভাগ হয়ে রাস্তা করে দিল, সেই রাস্তা দিয়ে সদর্পে সম্রাটের সামনে এসে দাঁড়াল পুরোহিতরা। তাঁর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলেই ওদের মধ্য থেকে দুজন এসে প্রহরীদের কাছ থেকে আমাকে নিয়ে গেল সম্রাটের সামনে। ওখানে জামা-কাপড় খুলে ফেলতে বলল আমাকে পুরোহিতদের প্রধান।

এক-এক করে সমস্ত কাপড় খুলে সবার সামনে ন্যাংটো-ভাঁড় হয়ে দাঁড়ালাম আমি। লজ্জায় নিচু হয়ে গেছে মাথা। এবার ঘুরে ফিরে চারপাশ থেকে সবাই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করল আমাকে। বাহুতে ডি গার্সিয়ার তলোয়ারের দাগ আর বুকে পিউমার দাঁত ও নখের দাগ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো আমাকে। উত্তর দিলাম। এবার দূরে সরে গিয়ে আলোচনা শুরু করল পুরোহিত-পরিষদের সদস্যরা। মতের মিল না হওয়ায় কিছুক্ষণ উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হলো ওদের মধ্যে। শেষে সিদ্ধান্তের ভার দিল ওরা সম্রাটের উপর। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুখ খুললেন মন্টেজুমা:

'দাগগুলো শরীরের ভেতর থেকে আসেনি,' বললেন তিনি। 'জন্মের সময়ও ছিল না, এগুলো তৈরি হয়েছে মানুষ ও পশুর আক্রমণে।'

এবার আবার সরে গিয়ে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা করল পুরোহিতেরা। তারপর ওদের মধ্য থেকে প্রধান পুরোহিত এগিয়ে এসে সম্রাটের কানে কানে কিছু বলল। মাথা ঝাঁকালেন মন্টেজুমা,

www.BanglaBook.org

তারপর সিংহাসন ছেড়ে উঠে এগিয়ে এলেন আমার দিকে। আমি তখন প্রাণভয়ে ও মেক্সিকোর পাহাড়ি শীতে কাঁপছি। এগিয়ে আসতে আসতে নিজের কণ্ঠ থেকে পান্না বসানো মহামূল্যবান একটা সোনার চেইন খুললেন। তারপর কাঁধ থেকে নামালেন তাঁর রাজকীয় ক্লোক। এবার নিজহাতে চেইনটা পরালেন আমার গলায়, ক্লোক জড়িয়ে ঢেকে দিলেন আমার নগ্নতা। হাঁটু ভাঁজ করে আমাকে সম্মান দেখালেন তিনি, তারপর দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন বুকে।

'অভিনন্দন, মহান কিটযালের পুত্র!' বললেন তিনি, 'যাঁর মধ্যে রয়েছে তামাম দুনিয়ার স্রষ্টা টিযকাটের পবিত্র আত্মা! আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। কী পুণ্য করেছি আমরা যে আপনি আপনার পবিত্র উপস্থিতি দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করলেন?

'আপনাকে কীভাবে সম্মান দেখাব আমরা? আপনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, এই দেশ সৃষ্টি করেছেন; অল্প যে-কয়দিন আপনি দয়া করে আমাদের মধ্যে অবস্থান করবেন, জানবেন: এ-সবকিছু আপনারই; আমরা সবাই আপনার সেবক ও ভৃত্য বই তো কিছুই নই। আপনি যা আদেশ করবেন, তা-ই পালিত হবে; যা চাইবেন, আপনার মুখ থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা-ই পাবেন।

'হে মহান টিযকাট, আপনার ভৃত্য মন্টেজুমা আপনাকে তার পরিপূর্ণ আনুগত্য ও সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। আর আমার মাধ্যমে আনুগত্য জানাচ্ছে এদেশের সমস্ত মানুষ।' এই বলে আবার হাঁটু ভাঁজ করে সম্মান জানালেন সম্রাট।

'আমরাও আমাদের ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য জানাচ্ছি আপনাকে, হে টিযকাট!' বলল পুরোহিতেরা সমস্বরে।

হতবাক আমি একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারলাম না। ওদের এইসব কাণ্ড দেখে একেবারে তাজ্জব হয়ে গেছি। হাততালি দিলেন মন্টেজুমা। একদল মহিলা প্রবেশ করল চমৎকার পোশাক আর ফুলের তোড়া নিয়ে। আমাকে পোশাক পরিয়ে আমার মাথায়

www.BanglaBook.org

ফুলের তোড়া দিয়ে তৈরি মুকুট পরাল ওরা, মন্ত্রপাঠের মত করে বলছে: 'যে টিযকাট গতকাল মারা গিয়েছিলেন, তিনি এসেছেন আজ আবার। কী আনন্দ! বন্দি টিউলের শরীরে ভর করে ফিরে এসেছেন আমাদের মহান টিযকাট!'

বুঝলাম, আমাকে ওরা ওদের মহান সৃষ্টিকর্তা দেবতা টিযকাটের অবতার হিসাবে বরণ করে নিচ্ছে। কিন্তু নিজেকে এবং ওদের সবাইকে আমার সেই মুহূর্তে গর্দভ ছাড়া আর কিছুই মনে হলো না।

এরপর একদল বাজনা-বাদক জুটে গেল আমার পিছনে, সামনে একদল অল্পবয়সী পরিচারক। আমাকে নিয়ে তারা প্রথমে প্রাসাদের সর্বত্র, পরে শহরের সর্বত্র ঘুরিয়ে আমার জান বের করে ছাড়ল। যেখানেই যাই সামনে থেকে এক ঘোষক সবাইকে জানায়: আমি হচ্ছি দেবতা টিযকাট, যিনি জগতের আত্মা এবং স্রষ্টা, আবার ওদের মধ্যে ফিরে এসেছি নেহায়েত দয়া পরবশ হয়ে। সবাই হাঁটু মুড়ে সম্মান জানাচ্ছে, মাথা ঠেকাচ্ছে মাটিতে আমার, অর্থাৎ, নরফোক কাউন্টির ডিচিংহাম জেলার টমাস উইংফিল্ডের উদ্দেশে। মনে হলো, মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে আমার!

এরপর আমাকে পালকিতে তুলে নিয়ে চাপোলটেপেক পাহাড় বেয়ে নীচে নামিয়ে আনা হলো। আমার সামনে সামনে চলেছে তরুণ ঘোষক আর বয়োবৃদ্ধ পুরোহিতরা। পিছন পিছন আসছে অভিজাতরা, তাদের পিছনে পরিচারকরা। এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে পালকি গিয়ে থামল বিশাল মন্দিরের সামনে। অসংখ্য সাপ আঁকা উঁচু তোরণের ভিতর দিয়ে পিরামিডের গায়ের পেঁচানো রাস্তা বেয়ে আমাকে নিয়ে আসা হলো টিওকালির চূড়ায় তৈরি করা প্রধান মন্দিরে। গুরুগম্ভীর আওয়াজে ঢাক বাজছে এখানে। একের পর এক মানুষ ধরে বলি দেওয়া হচ্ছে আমার সম্মানে। এত রক্ত দেখে অসুস্থ হয়ে পড়লাম।

www.BanglaBook.org

এবার আমাকে পালকি থেকে সদয় অবতরণ করতে বলা হলো, যাতে চলে ফিরে নিজের মন্দিরটা দেখে সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি। ভয়ে ভয়ে নামলাম। ফুল বিছানো দামি কার্পেটের উপর দিয়ে সাবধানে এগোলাম। এদিক-ওদিক চেয়ে প্রয়োজনে এখান থেকে পালাবার রাস্তা আছে কি না খুঁজলাম। নেই। আমার সন্দেহ হলো, ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখানে নিয়ে এসে ওরা আমাকে আমারই উদ্দেশে বলি দেওয়ার তাল করেছে বুঝি। ভয়ে তটস্থ হয়ে আছি, এই বুঝি আমাকে ধরে ছুঁড়ে ফেলল নীচে।

কিন্তু না, পিরামিডের কিনারে নিয়ে গিয়ে প্রধান পুরোহিত নীচে সমবেত জনতার উদ্দেশে আমার গুণগান করে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিল একটা। একদিকে কান্নার সুরে বাজনা বাজছে, পিরামিডের উপরে ও নীচে জনতা ও পুরোহিতরা হাঁটু মুড়ে সম্মান দেখাচ্ছে আমাকে, অপর দিকে আমার উদ্দেশে নরবলি দেওয়া হচ্ছে একের পর এক। ভক্তির আতিশয্য দেখে মাথা ঘুরে উঠল আমার। যখন অনুষ্ঠান শেষ করে আমাকে পালকিতে চড়িয়ে চ্যাপোলটেপেকে ফিরিয়ে আনা হলো, তখন মনে হলো প্রাণে বাঁচলাম।

এবার আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো প্রাসাদের সবচেয়ে সুন্দর অংশে। ওখানে সম্রাটের বাসস্থানের পাশেই চমৎকার আসবাবে সুসজ্জিত চারটি কামরা দেওয়া হলো আমাকে। জানানো হলো, মন্টেজুমার অধীনে যা আছে এখন থেকে তার সবকিছুর মালিক আমি, যখন যাকে যা আদেশ করব সেটা কেউ অগ্রাহ্য করলে তার গর্দান যাবে।

এতক্ষণে মুখ খুললাম আমি। বললাম, প্রিন্স গুয়াটেমকের বাড়ি থেকে দুপুরের খাওয়ার জন্য ডাক না আসা পর্যন্ত আমি একা একটু বিশ্রাম নিতে চাই। মনে মনে আশা করছি খেতে গিয়ে দেখা পাব অটোমির।

বিদায়ের আগে আমার খেদমতগাররা জানাল, আজ রাতের

www.BanglaBook.org

খাবারটা যদি দয়া করে আমার একান্ত বাধ্য সেবক মন্টেজুমার সঙ্গে খেতে সম্মত হই, তা হলে তিনি ধন্য হয়ে যাবেন। তবে আমি যা ইচ্ছা করি, তা-ই হবে। আমি সম্মতি দিলাম। একঘণ্টা পর প্রিন্স গুয়াটেমকের ওখানে আমাকে পৌছে দেবার জন্য আসবে বলে বিদায় নিল পরিচারকবৃন্দ।

একা হতেই মাথা থেকে ফুলের মুকুট খুলে পুরু গদির উপর শুয়ে পড়লাম। ভাবছি, কী হনু রে? অসীম ক্ষমতার অধিকারী এক দেবতা? কতদিনের জন্য? আর কেনই বা?

ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এল পরিচারকরা। নতুন পোশাক নিয়ে এসেছে ওরা আমার জন্য, তাজা ফুলের মুকুট এনেছে আরেকটা। ওরা পৌছে দিল আমাকে গুয়াটেমকের ডাইনিং হলে।

আমার জন্য অপেক্ষা করছিল প্রিন্স, আমি পৌছতেই সসম্মানে উঠে দাঁড়াল—যেন তার বন্দি সত্যিই দেবতা হয়ে গেছে। তবে ওর চোখের কোণে হাসির আভাস দেখতে পেলাম, সেইসঙ্গে কিছুটা যেন বেদনাও। সামনে ঝুঁকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম ওকে, 'এসবের মানে কী, প্রিন্স? আমাকে বোকা বানানো হচ্ছে, না কি সত্যিই মনে করা হচ্ছে: আমি দেবতা?'

'চুপ! আস্তে!' মাথা নুইয়ে সম্মান দেখাবার ফাঁকে অস্ফুট স্বরে বলল প্রিন্স, 'এর মানে ভালো ও মন্দ—দুটোই। পরে একসময় খুলে বলব তোমাকে।' তারপর সবাইকে শুনিয়ে বলল, 'হে মহান টিযকাট, দেবতাদের দেবতা আপনি! আপনি কি আমাদের মত অধমদের সঙ্গে বসে খাবেন, না কি আপনার জন্য আলাদা ঘরে খাওয়ার ব্যবস্থা করব?'

'দেবতারা সৎসঙ্গ পছন্দ করেন, প্রিন্স,' বললাম।

কথার ফাঁকে খেয়াল করলাম ঘরে এসে ঢুকল প্রিন্সেস অটোমি। সবাই যখন মেঝেতে বিছানো নিচু টেবিল সামনে নিয়ে গদিতে বসতে শুরু করল, আমি নজর রাখলাম অটোমি কোথায় বসে। যেই ও বসল, আমিও টুপ করে বসে পড়লাম ওর পাশে।

www.BanglaBook.org

এর ফলে বেকায়দায় পড়ে গেল সবাই। কারণ, টেবিলের একপ্রান্তে সবচেয়ে সম্মানিত স্থানটিতে ডানপাশে গৃহস্বামী গুয়াটেমক আর বামপাশে গৃহকর্ত্রী টেকুইচ্‌পোকে নিয়ে আমার বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

'আপনার আসন ওই যে ওখানে, মহান টিযকাট,' লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে বলল অটোমি।

'দেবতারা নিশ্চয়ই যখন যেখানে খুশি সেখানেই বসতে পারে, প্রিন্সেস অটোমি,' বললাম আমি। তারপর নিচু গলায় বললাম, 'স্বর্গের দেবতা তো অপরূপা এক দেবীর পাশেই বসতে চাইবে, তা-ই না?'

আবার লাল হয়ে উঠল প্রিন্সেসের গাল। বলল, 'আমি আবার দেবী হলাম কবে? আমি তো নিতান্তই এক মরণশীল মানবী। শুনুন, আপনি যদি আমার পাশে বসে খেতে চান, তা হলে উঠে দাঁড়িয়ে আদেশ জারি করুন; কেউ সে-আদেশ অমান্য করবার সাহস পাবে না—এমনকী আমার বাবা মন্টেজুমাও না।'

উঠে দাঁড়ালাম, তারপর ভাঙা-ভাঙা আজটেকে বললাম, 'আমি চাই, এখন থেকে আমার আসন যেন সবসময় প্রিন্সেস অটোমির পাশে রাখা হয়।'

আবার একবার রাঙা হলো অটোমির মুখ, গুঞ্জন উঠল উপস্থিত অভিজাতদের মধ্যে। গুয়াটেমককে দেখে প্রথমে মনে হলো রাগ করেছে, কিন্তু পরমুহূর্তে হাসি দেখা দিল তার মুখে। তবে অভিজাতরা সবাই মাথা নুইয়ে মেনে নিল আমার খায়েশ। প্রবীণ একজন সবার হয়ে বললেন, 'দেবতা টিযকাটের আদেশ আমাদের সবার শিরোধার্য। অনুগ্রহপ্রাপ্তা সৌভাগ্যবতী রাজকুমারী অটোমির আসন দেবতার পাশে নিয়ে যাওয়া হোক।'

এর পর থেকে সম্রাট মন্টেজুমার সান্ধ্যভোজন ছাড়া আর সব সময়েই এভাবেই আসন পাতা হতে থাকল। লোকের মুখে মুখে গোটা শহরে প্রচার হয়ে গেল, দেবতা টিযকাটের সুনজর ও

www.BanglaBook.org

আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হয়েছে প্রিন্সেস অটোমি। গোটা জাতির অস্থিমজ্জার গভীরে এমন ভাবে প্রবেশ করেছে আদিম লোকাচার ও কুসংস্কার যে, তাদের অন্ধবিশ্বাস থেকে টলানো প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। তাদের ধারণা, দেবতা যার সাহচর্য পছন্দ করেছেন, তার জন্য এর চেয়ে বড় সম্মান ও সৌভাগ্য আর হয় না।

খাবার পরিবেশন করা হলো। সবাই মন দিল খাওয়ায়। আমি নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলাম অটোমিকে এই নাটকীয় ঘটনাগুলোর কী মানে।

'মানেটা মোটেই ভাল নয়,' ফিসফিস করে বলল অটোমি। 'এখন আপনাকে কিছু জানাতে পারব না। শুধু এইটুকুই বলব, আজ দেবতার অবতার হিসাবে যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসতে পারছেন; কিন্তু একটা সময় আসবে যখন যেখানে ইচ্ছা নেই সেইখানেই শোয়ানো হবে আপনাকে। শুনুন, খাওয়া শেষ হলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদের বাগানগুলো ঘুরে দেখার ইচ্ছার কথা বলুন ওদের। তখন হয়তো এসবের মানে কিছুটা জানাতে পারব আপনাকে।'

বেড়াতে গেলাম ঠিকই, কিন্তু আমাদের একা থাকতে দিল না ওরা কিছুতেই। বিশ কদম পিছন পিছন আসছে উপস্থিত সবাই। এমনকী আমার খেদমতগার ও বাদকবৃন্দও আসছে সবার শেষে।

বিশাল সব মহীরুহের নীচ দিয়ে হাঁটছি আমরা, মৃদুমন্দ বাতাসে হাঁটছি ঝিলের ধার দিয়ে, ফুলবাগানের মাঝ দিয়ে হাঁটছি। কিন্তু চলতে চলতে অটোমির মুখে যা শুনলাম তাতে মনটা অসম্ভব খারাপ হয়ে গেল আমার।

'শোনেন, টিউলে,' বলল ও, 'এটা আমাদের দেশের একটা প্রথা বলতে পারেন। প্রতিবছর একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের তরুণকে আমাদের সৃষ্টিকর্তা দেবতা টিযক্যাটের অবতার বানানো হয়। ঠিক অবতার মনোনয়নের আগের দিনই আপনি এসে পৌঁছেছেন এখানে। আপনাকে বেছে নেওয়া হয়েছে আপনার অতুলনীয়

www.BanglaBook.org

দৈহিক সৌন্দর্যের জন্যে। তা ছাড়া আপনি টিউলে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, আপনি মহান কিটযালের সন্তান।

'আমার বাবা যদি সত্যিই কাউকে ভয় করে, তো সে হচ্ছে কিটযালের সন্তান। কারণ, আমাদের পুরাকাহিনীতে বলা আছে: কিটযালের পুত্র ফিরে এসে দখল করে নেবে এই দেশ। সম্রাট ও পুরোহিতরা আশা করছে আপনি হয়তো দেবতার ক্রোধ থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারবেন।'

এই পর্যন্ত এসে থামল অটোমি, যেন কী বলবে, কীভাবে বলবে, ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। আমি কিন্তু ভিতর ভিতর ময়ূরের মত পুচ্ছ মেলেছি। আমার অতুলনীয় সৌন্দর্যের কথা বলে আমার আত্মম্ভরিতায় সুড়সুড়ি দিয়েছে অটোমি। তখনও জানি না, এটা আর কিছু নয়, পতনের পূর্বমুহূর্তে মানুষের মধ্যে যে অহঙ্কার আসে, তা-ই।

'আপনাকে বলা দরকার, টিউলে,' বলল অটোমি। 'ইশ্‌শ্! আমার কপালেই যে কেন এ-দায়িত্ব বর্তাল! আগামী একটা বছর অবতার হিসাবে এই টেনকটিটলানে আপনি দেবতার সম্মান পাবেন, কেউ আপনার কোনও কাজে বাধা দেবে না। যা চাইবেন তা-ই পাবেন, আপনি যার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন, ধন্য হয়ে যাবে সে; এমনকী আমার বাবাও আপনাকে সমকক্ষ কিংবা তার চেয়ে বড় হিসাবে সম্মান দেখাবে। সবই আপনার জন্য খোলা, শুধু বিয়ে ছাড়া। আগামী এগারো মাস বিয়ে করতে পারবেন না আপনি। তবে দ্বাদশ মাসে দেশের সেরা সুন্দরীদের মধ্য থেকে বাছাই করে চারটে কনে দেওয়া হবে আপনাকে।'

'একই সঙ্গে চারজন! কে বাছাই করবে ওদের?' জিজ্ঞেস করলাম।

'তা আমি ঠিক বলতে পারব না, টিউলে,' বলল অটোমি। 'সম্ভবত দেবতা নিজেই পছন্দ করেন, অথবা পুরোহিতরা পছন্দ করে দেন—এ ব্যাপারে খোঁজ নিইনি কখনও। যা-ই হোক, আমার

www.BanglaBook.org

গল্পের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। শেষটুকু শুনলে আগের সব কথা ভুলে যাবেন আপনি। শেষ একটা মাস চার স্ত্রী নিয়ে আনন্দে কাল কাটাবেন আপনি, দেশের সবচেয়ে অভিজাত ও ধনী পরিবারগুলোতে দাওয়াত খেয়ে বেড়াবেন।

'মাসের শেষ দিন আপনাকে ও আপনার স্ত্রীদের তোলা হবে রাজকীয় বজরায়, দাঁড় বেয়ে লেকের ওপারে নিয়ে যাওয়া হবে। ওখানেই টিওকালির পায়ের কাছে আপনার স্ত্রীরা চিরবিদায় নেবে আপনার কাছ থেকে। তারপর, মন্দিরে নিয়ে গিয়ে–ইশ্‌শ্‌, কথাটা উচ্চারণ করতে কী যে খারাপ লাগছে!–মহান দেবতা টিযকাটের উদ্দেশে বলি দেয়া হবে আপনাকে; হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে নিয়ে সোনার থালায় করে দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করা হবে, মাথাটা কেটে নিয়ে সাজিয়ে রাখা হবে তাকের উপর নরমুণ্ডগুলোর পাশে।'

পরিণতির কথা শুনে গুঙিয়ে উঠলাম, ধড়াশ-ধড়াশ করছে বুকের ভিতরটা; পরমুহূর্তে প্রচণ্ড রাগ এসে ভর করল আমার উপর। বাবার উপদেশের কথা ভুলে গিয়ে আজটেক, মায়ান, স্প্যানিশ আর মাতৃভাষা ইংরেজিতে মুখ খারাপ করে গাল দিলাম; শাপ-শাপান্ত করলাম ওদের রক্তলোভী দেবতা, নরবলির ধর্ম, কুসংস্কারাচ্ছন্ন রাজা-প্রজা সবাইকে। আমার বক্তব্য আন্দাজ করে নিতে অসুবিধা হলো না অটোমির, ভয়ে শুকিয়ে গেল মুখ। হাত তুলে থামতে বলল আমাকে।

'এসব বলবেন না, টিউলে! কে জানে, এখুনি হয়তো জাগ্রত দেবতাদের অভিশাপে ভয়ঙ্কর কোনও ক্ষতি হয়ে যেতে পারে আপনার! তা ছাড়া পিছনের ওরা শুনলে হয়তো আপনার মধ্যে অশুভ আত্মা আছে মনে করে সম্রাটকে জানাবে সব কথা। এখনই নির্মম নির্যাতন করে মেরে ফেলা হতে পারে আপনাকে।'

'একই তো কথা!' বললাম আমি। 'একটা বছর মৃত্যুচিন্তায় জর্জরিত হয়ে কষ্ট পেয়ে মরার চেয়ে এখনই খুন হয়ে যাওয়াই তো ভালো।'

www.BanglaBook.org

'দেবতারা সব জায়গায় আছেন!' ভয়ে ভয়ে বলল অটোমি, 'তাঁরা কিন্তু শুনছেন আপনার সব কথা।'

'শুনুক,' গর্জে উঠলাম। 'এসব মিথ্যা দেবতাকে আমি ভয় পাই না। আপনাদের ওই দেবতা, রক্তপিশাচ পুরোহিতদের ওই মন্দির, আপনারা যারা ওসব ছাইভস্ম, কুসংস্কার বিশ্বাস করেন; সবাই উচ্ছন্নে যাবে খুব শীঘ্রি—এই আমি বলে দিলাম!'

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই দেখা গেল প্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন সম্রাট মন্টেজুমা। এতক্ষণে খেয়াল করলাম নীচ থেকে উঠে আসছে বিধ্বস্ত এক ভগ্নদূত, হাতে ছবির ভাষায় লেখা মোড়ানো কাগজ। বোঝা গেল, কোনও বিশেষ সংবাদ আনতে পাঠানো হয়েছিল এই লোককে, সম্রাট এর প্রতীক্ষায় এমনই অস্থির হয়ে ছিলেন যে, দূর থেকে একে দেখে সব নিয়ম ভঙ্গ করে নিজেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছেন। একজন সভাসদের হাতে কাগজটা ধরিয়ে দিল দূত। ছোঁ মেরে ওটা প্রায় ছিনিয়ে নিলেন মন্টেজুমা, নিজেই মোড়ানো কাগজ খুলে ওখানে দাঁড়িয়েই পড়তে শুরু করলেন।

চিঠিটা পড়া শেষ হতেই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সম্রাট স্ক্রলটা। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তাঁর মুখ, থরথর করে কাঁপছেন তিনি ভয়ে। অটোমির পায়ের কাছে পড়ল এসে চিঠিটা। দেখলাম, ওতে স্প্যানিশ জাহাজ ও যোদ্ধার ছবি আঁকা রয়েছে। মুহূর্তে বুঝলাম মন্টেজুমার আতঙ্কের কারণ। মেক্সিকোর উপকূলে পৌঁছে গেছে স্প্যানিশ যুদ্ধজাহাজ।

সভাসদরা সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতে গেলে ধমকে উঠলেন সম্রাট, 'চুপ করুন! আমাকে মিথ্যে প্রবোধ দেবেন না! গজব নেমে এসেছে অ্যানাহুয়াকের সন্তানদের ওপর। কিটযালের সন্তানরা এসে গেছে, খুন করছে আমার প্রজাদের। আমরা শেষ!'

এই সময়ে প্রাসাদ থেকে দৌড়ে নেমে এল এক পরিচারক ওর চেহারাই বলে দিচ্ছে দুঃসংবাদ বয়ে এনেছে।

www.BanglaBook.org

'বলো,' খেঁকিয়ে উঠলেন মন্টেজুমা। 'কী হয়েছে?'

'মহান সম্রাট, শোকসংবাদ দেয়ার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার বোন পাপান্তযিন হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন এখন।'

প্রিয় বোনের অবস্থার কথা শুনে দুই হাতে মুখ ঢাকলেন সম্রাট, তারপর ধীর পায়ে উঠে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে।

প্রিন্সেস অটোমির দিকে ফিরে বললাম, 'অভিশাপ নেমে আসবে এই দেশের ওপর, বলিনি আমি?'

'বলেছেন, টিউলে,' জবাব দিল ও। 'দেখা যাচ্ছে, সত্যিই এসে গেছে।'

ঘরে ফিরে গেলাম আমরা। পিছন পিছন চলল বাদক ও পরিচারকের দল।

হঠাৎ বুঝে ফেললাম আমি ব্যাপারটা। এরা পাহারাদার। আসলে পাহারা দিচ্ছে আমাকে, যাতে পালিয়ে যেতে না পারি।

সতেরো

BanglaBook.org

অসহায় অবস্থায় একদল জংলীর হাতে ধরা পড়ে দম আটকানো হাঁস-ফাঁস অবস্থা আমার। কলে পড়া ইঁদুরের মত ছটফট করলাম দু'দিন, তারপর মনে হলো, কত ধরনের কত বিপদই তো পার হয়ে এ-পর্যন্ত এলাম; কীভাবে যেন বেঁচেও যাচ্ছি। কে জানে, এই বিপদ থেকেও হয়তো বেঁচে যাব। এসব ভেবে অশান্ত মনটাকে প্রবোধ দিলাম। এদের দেবতা, ধর্ম বা রাজার বিরুদ্ধে কথা বলে

www.BanglaBook.org

সময়ের আগেই যেচে নিজের মৃত্যু ডেকে আনার কোনও মানে হয় না। তা ছাড়া এখনই অস্থির হওয়ার কী আছে, একটা বছর তো অনেক দূরের পথ। যতদিন বেঁচে আছি দেবতার সম্মান নিয়ে ঘুরেফিরে সবরকম সুবিধা ভোগ করে নেওয়াও কম কথা নয়।

স্প্যানিয়ার্ডরা এসে গেছে, এ খবর জেনে গেল সবাই। ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ চারদিকে ফিসফাস করছে। আপ্তবাক্য জানা আছে সবারই, সাদা দেবতা কিটযালের সন্তানরা ফিরে এসে আবার দখল করে নেবে এই অ্যানাহুয়াক সাম্রাজ্য।

কম-বেশি ভয় পেয়েছে সবাই, কিন্তু সম্রাটের তুলনায় কিছুই না। ভয়ে, দুশ্চিন্তায় নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। রাত জেগে জেগে বসে গেছে দু'-চোখ। রোজই নতুন নতুন দুঃসংবাদ নিয়ে আসছে দূত। পরামর্শ করবেন বলে টেযকুকো রাজ্যের বর্ষীয়ান রাজা মহাজ্ঞানী নেযা-কে দাওয়াত করে নিয়ে এলেন প্রাসাদে। কিন্তু তিনিও কোনও সান্ত্বনার বাণী শোনাতে পারলেন না। বলে গেলেন: সব ধ্বংস হয়ে যাবে, এ বিপর্যয় রোধ করবার কোনও উপায় নেই। ক্রমে এগিয়ে আসছে কিটযালের সন্তানেরা, এদেশের মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়ে ছাড়বে ওরা।

আতঙ্কিত সম্রাট এবার বিখ্যাত এক গণককে প্রাসাদে ডেকে পাঠালেন। গোপনে কী আলাপ হলো জানল না কেউ, তবে বোঝা গেল তার গণনা পছন্দ হয়নি মন্টেজুমার। কারণ, সেই রাতেই একদল লোক গিয়ে ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল গণকের বাড়ি, ধ্বংসস্তূপে কবর হয়ে গেল তারও।

গণককে খুন করার দু'দিন পর সম্রাটের মাথায় খেলল, আমিও তো একজন টিউলে, আমি হয়তো স্প্যানিয়ার্ডদের কার্য-কলাপ সম্পর্কে তথ্য দিতে পারব। সন্ধের দিকে ডেকে পাঠালেন তিনি আমাকে, সঙ্গে নিয়ে বাগানে পায়চারি করতে চান।

গেলাম। আমার পিছু পিছু বাজনদারসহ চলল বিশজন খেদমতগারও। ওদিকে সম্রাটের পারিষদরাও পিছু নিয়েছে তাঁর।

www.BanglaBook.org

কিছুদূর যাওয়ার পর সবাইকে ঠেকিয়ে দিলেন মন্টেজুমা, বললেন আমার সঙ্গে একা কিছু কথা বলতে চান, কেউ যেন আর এক পা সামনে না বাড়ায়।

বিশাল সিডারের নীচ দিয়ে চুপচাপ হাঁটছেন সম্রাট, আমি হাঁটছি তাঁর এক কদম পিছনে থেকে।

'টিউলে,' অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙলেন তিনি, 'বলো, শুনি, তোমার দেশের লোকেরা কী চায়? কেন এসেছে ওরা এখানে? আমি সত্যি কথাটা জানতে চাই।'

'আমি ওদের দেশের লোক নই, সম্রাট,' বললাম, 'যদিও আমার মা ছিল ওদের একজন।'

'তোমাকে সত্যি কথা বলতে বলেছি, টিউলে। তোমার মা যদি ওদের একজন হয়, তা হলে তুমি ওদের থেকে আলাদা হও কী করে? তোমার মায়ের রক্ত-মাংস নেই তোমার শরীরে?'

'সম্রাট যা বলেন,' বলে মাথা নুইয়ে সম্মান দেখালাম। তারপর স্প্যানিয়ার্ডদের সম্পর্কে বলতে শুরু করলাম। ওদের দেশ, ওদের মহিমা-গৌরব, ওদের নিষ্ঠুরতা, সোনার প্রতি ওদের অস্বাভাবিক লিপ্সা—সব বললাম। গভীর মনোযোগ দিয়ে আগ্রহের সঙ্গে সব শুনলেন তিনি, যদিও আমার ধারণা, বিশ্বাস কমই করলেন; কারণ, ক্ষমতা হারাবার প্রবল ভীতি সব ব্যাপারে অতি মাত্রায় সন্দেহপ্রবণ করে তুলেছে তাঁকে।

আমার কথা শেষ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন মন্টেজুমা, তারপর জানতে চাইলেন, 'ওরা অ্যানাহুয়াকে এসেছে কী করতে?'

'আমার মনে হয় ওরা দেশটা দখল করতে অথবা এর সমস্ত ধন-সম্পদ লুঠ করতে চায়, সম্রাট। সেইসঙ্গে ধ্বংস করে দিতে চায় এদেশের ধর্মবিশ্বাস।'

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন সম্রাট, তারপর নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কী পরামর্শ, টিউলে? ওদেরকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রতিরোধ করবার কী উপায়? শুনেছি ওই পরাক্রমশালী টিউলেরা ধাতব পোশাক পরে ভয়ঙ্কর এক আজব জন্তুর পিঠে চড়ে আক্রমণ করে, আশ্চর্য এক যন্ত্রের সাহায্যে মেঘের গর্জনের মত বিকট আওয়াজ করে–যে ভয়ঙ্কর শব্দ শুনে শতশত প্রতিপক্ষ ধপ্ করে পড়ে মরে যায়, ওদের হাতে থাকে ঝকঝকে রূপা দিয়ে তৈরি ধারালো অস্ত্র। রক্ষা পাওয়ার কোনও উপায়ই নেই, কারণ ওরা দেবতা কিটযালের সন্তান, ফিরে এসেছে পূর্বপুরুষের সাম্রাজ্য অধিকার করতে। ছোটকাল থেকে শুনে আসছি এই আজাবের কথা, এতদিনে সেটা একেবারে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে! কী করব আমি এখন?'

বুঝলাম, প্রবল আতঙ্কে জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেতে বসেছে সম্রাট মন্টেজুমার। রজ্জুকে সর্প ভাবছেন।

'আমি সামান্য এক দেবতা,' সবিনয়ে বললাম, 'যদি আমাকে দুনিয়ার প্রভু অনুমতি দেন তা হলে আমার মতামত জানাতে পারি।' মাথা ঝাঁকালেন মন্টেজুমা সম্মতি দিয়ে। আমি আমার বক্তব্য পেশ করলাম। 'উত্তরটা সহজ। শক্তিকে রুখবেন শক্তি দিয়ে। ওরা মাত্র কয়েকজন এসেছে, আপনি ওদের একেকজনের বিরুদ্ধে একহাজার সৈন্য পাঠান। ওরা মিত্র জুটিয়ে নিয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠার আগেই ইতস্তত না করে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়ে পিষে ফেলুন ওদের।'

'তুমি তো এই পরামর্শই দেবে!' চোখ পাকিয়ে আমার দিকে কটমট করে চাইলেন সম্রাট। 'ওদেরই লোক তুমি–নিজেই স্বীকার করেছ তোমার মা ছিল টিউলে। এবার বলো দেখি, মন্ত্রণাদাতা, কী করে জানব আমি ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে দেবতার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছি কি না? ওরা মানুষ হোক বা দেবতা, ওদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কী করে নিশ্চিত হব আমি, যখন ওরা আমার ভাষায় কথা বলে না, আর আমিও ওদের ভাষায় কথা বলতে পারি না?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এ-সমস্যারও খুব সহজ সমাধান আছে, মহান মন্টেজুমা,' উত্তরে বললাম আমি। 'আমি তো ওদের ভাষা জানি, আমাকে পাঠালে আমিই আপনার হয়ে সবকিছু জেনে আসতে পারি।'

কথাটা বলে ফেলে মনে হলো, আরে, তা হলে তো দারুণ হয়! ব্যাটা রাজি হয়ে গেলেই দেবতাগিরি ছেড়ে স্রেফ হাওয়া হয়ে যেতে পারি। একবার স্প্যানিয়ার্ডদের মধ্যে পৌঁছতে পারলে আমাকে আর বলি দিতে হচ্ছে না। খ্রিস্টানরা আরেকজন খ্রিস্টানকে মিথ্যা দেবতার বেদিমূলে বলি হতে দেবে না কিছুতেই। তা ছাড়া ওদের মাধ্যমে আমার দেশে ফিরে যাওয়ারও ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। ওরা জাহাজে করে যদি স্পেন থেকে এখান পর্যন্ত আসতে পারে, ফিরেও যেতে পারবে। আশায় দুলে উঠল আমার হৃদয়।

অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন সম্রাট, তারপর মুখ খুললেন। বিষ বেরিয়ে এল তাঁর মুখ দিয়ে।

'বুঝতে পারছি, তুমি আমাকে নেহায়েত বোকা ঠাউরে নিয়েছ, টিউলে। কী? তোমাকে পাঠাব ওখানে গিয়ে আমার ভয়-ভীতি-দুর্বলতার কথা তোমার দেশবাসীদেরকে জানাবার জন্যে? তুমি কি মনে করো, তোমাকে এদেশ সম্পর্কে খবর নেওয়ার জন্য স্পাই হিসাবে এরাই যে পাঠিয়েছে, সেকথা আমি জানি না? নির্বোধ! প্রথম থেকেই জানি আমি সে-কথা। কসম দেবতা হুইটযেলের, টিযকাটের অবতার হিসাবে মানত করা না হলে কাল সকালেই তোমার হৃৎপিণ্ড উৎসর্গ করতাম আমি হুইটযেলের বেদিতে। টিউলে, সাবধান হয়ে যাও এখনই, বিরত হও এসব অসৎ পরামর্শ দেয়া থেকে; নইলে সময়ের অনেক আগেই খতম হয়ে যাবে!

'জেনে রাখো, তোমাকে এসব প্রশ্ন করার কারণ, আজ যাদের বলি দেওয়া হয়েছে, তাদের মাধ্যমে পুরোহিতরা ইঙ্গিত পেয়েছেন

www.BanglaBook.org

ঈশ্বরের। আমাকে জানানো হয়েছে, তোমার সঙ্গে কথা বললে হয়তো তোমাদের গোপন উদ্দেশ্য জানতে পারব। আমাকে এ-ও বলা হয়েছে, যেন তোমার একটি পরামর্শও গ্রহণ বা বিশ্বাস না করি। তুমি যুদ্ধ করতে বলছ, কাজেই যুদ্ধ আমি করব না; বরং শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসাবে উপহার পাঠাব আমি ওদের কাছে। আমি ভালো করেই জানি, তোমার কথা মত কাজ করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার। বুঝলে?'

শেষ কথাগুলো মাথা নিচু করে, বুকে হাত বেঁধে এমন ভঙ্গিতে নিচু গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন যে, কাঁপন ধরে গেল আমার বুকের ভিতর। দেখলাম, রাগে থরথর করে কাঁপছেন মন্টেজুমা। লম্বা মানুষ, হন-হন করে হেঁটে ফিরে গেলেন তিনি অপেক্ষারত লোকজনের কাছে।

জানি, দেবতা হই আর যা-ই হই, এই প্রচণ্ড প্রতাপশালী লোকটির সামান্য অঙ্গুলীহেলনেই ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে আমার মাথাটা। কিন্তু সেই মুহূর্তেও এক পলকের জন্য মাথায় খেলে গেল চিন্তাটা: কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভীতু, বোকা এই লোকটার কারণেই সর্বনাশ হতে চলেছে অঢেল সম্পদে সমৃদ্ধ এই সুন্দর দেশটার। লোকটা নিজেও শেষ হবে, সেইসঙ্গে ক্রীতদাস বানিয়ে রেখে যাবে এ-দেশের জনগণকে।

সূর্য ডুবে গেছে বেশ অনেকক্ষণ, কিন্তু আগ্নেয়গিরি পোপো আর ইক্সটাকের মাথায় আলো রয়েছে এখনও। মৃদু হাওয়া দুলিয়ে দিচ্ছে চ্যাপোলটেপেকের বিশাল সিডারের শাখাগুলোকে। আমার বুক চিরে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আঠারো

কেটে গেল কয়েক মাস। দেবতা টিযকাটের অবতার হিসাবে ঘুরি ফিরি, দাওয়াত খাই, আর মানুষের কথাবার্তা শুনি। নিজের মুখে তালা লাগিয়ে দিয়েছি। রাজকুমারী অটোমি ছাড়া কারও কাছে মুখ খুলি না আর।

শুনতে পাই, কিছুদিন পরপরই কর্টেজের কাছে নানান ধরনের দামি উপঢৌকনসহ দূত পাঠাচ্ছেন মন্টেজুমা। সেইসঙ্গে আকুল মিনতি জানাচ্ছেন তাকে ফিরে যাওয়ার জন্য। তিনি ভাবতেও পারছেন না, তাঁর পাঠানো রাশিরাশি সোনা-দানা-অলঙ্কার দেখে আরও পাওয়ার আশায় এগোতেই থাকবে লোকটা। দূতদের মাধ্যমে মধুর বাক্য, মিথ্যা আশ্বাস ও যৎসামান্য উপহার পাঠাচ্ছে কর্টেয সম্রাটের জন্য। তা-ই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকছেন মেরুদণ্ডহীন সম্রাট।

তারপর হঠাৎই শুরু হলো কর্টেজের অগ্রাভিযান। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সম্রাট যখন শুনলেন, বংশ পরম্পরায় অ্যানাহুয়াকের শত্রু, যোদ্ধা জাতি লাস্কালানরা মহাবিক্রমে লড়াই করছে টিউলদের বিরুদ্ধে। তারপর খবর এল, পরাজিত লাস্কালানরা এখন আর কর্টেজের শত্রু নয়, স্প্যানিয়ার্ডদের মিত্রশক্তি হিসাবে তারাও এগোচ্ছে পবিত্র নগরী চোলুলার দিকে।

কদিন পর জানা গেল পতন হয়েছে চোলুলার, নির্বিচার গণহত্যা হয়েছে ওখানে, পবিত্র দেব-দেবিদের ভাঙা মূর্তি লুটাচ্ছে

www.BanglaBook.org

ধুলোয়। স্প্যানিয়ার্ডদের সম্পর্কে আশ্চর্য সব কাহিনী ভেসে বেড়াচ্ছে লোকের মুখে মুখে; ওদের শক্তি, সাহস, বীরত্ব ও অতুলনীয় রণকৌশল; ওদের বর্ম, বজ্র নিক্ষেপকারী অস্ত্র, ওদের বিকটাকার পশুর পিঠে চড়ে ঝড়ের বেগে এগিয়ে যাওয়া—সবই কয়েকশো গুণ রং চড়িয়ে পরিবেশিত হচ্ছে টেনকটিটলানের ঘরে ঘরে।

একদিন বিচ্ছিন্ন এক লড়াইয়ে মারা পড়া ইয়া বড়বড় চুল-ওয়ালা দুটো ভয়ঙ্করদর্শন সাদা মানুষের কাটা মাথা এসে পৌঁছল মন্টেজুমার কাছে। সেইসঙ্গে এসেছে বিশাল এক ঘোড়ার মাথা। ওগুলো দেখে ভয়ে জ্ঞান উড়ে গেল সম্রাটের, সবার সামনে ভিরমি খাওয়ার দশা। একটু সামলে নিয়ে ওগুলোকে বড় মন্দিরের চূড়ায় তুলে সাজিয়ে রাখার নির্দেশ দিলেন তিনি, যাতে হামলাকারী হানাদাররা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, নিজেদের পরিণতি চাক্ষুষ করে সতর্ক হয়ে যায়।

এদিকে আতঙ্কগ্রস্ত সম্রাটের কারণে নীতি নির্ধারণে জট লেগে গেছে। দিনের পর দিন অভিজাত ও পুরোহিতদেরকে সঙ্গে নিয়ে নীতিনির্ধারণী বৈঠক করছেন সম্রাট, সিদ্ধান্ত ছাড়াই মুলতবি করছেন বৈঠক; পরামর্শের জন্য আশপাশের বন্ধুভাবাপন্ন রাজাদের ডাকছেন, কিন্তু একেকজনের একেকরকম পরামর্শে তর্ক বেধে যাচ্ছে নিজেদের মধ্যে, ভণ্ডুল হয়ে যাচ্ছে বৈঠক। নানান দ্বিধা-দ্বন্দ্বে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না—ক্রমে এগিয়ে আসছে কর্টেয তার মিত্রবাহিনী নিয়ে।

সেদিন যদি মন্টেজুমা দুঃসাহসী প্রিন্স গুয়াটেমকের কথায় কান দিতেন, তা হলে আজ গোটা অ্যানাহুয়াক স্প্যানিশদের ক্রীতদাসে পরিণত হতো না। বারবার করে বলেছে সে, ভয় দূর করে টিউলেদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করুন, এখুনি বন্ধ করুন দূত আর উপঢৌকন পাঠানো, আপনার লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে হুকুম দিন—গিরিপথগুলোতে চরম আঘাত হানুক ওরা শত্রুদলের

www.BanglaBook.org

উপর।

মন্টেজুমার সেই একই কথা: 'তাতে কী লাভ, ভাতিজা? দেবতার বিরুদ্ধে কি যুদ্ধ চলে? তারা যদি তাদের সাম্রাজ্য ফিরে পেতে চায়, কোনও ভাবেই তা ঠেকানো সম্ভব নয়। আমি নিজের জন্যে চিন্তা করি না, আমার কষ্ট হচ্ছে আমার জনগণের জন্যে। আহা রে, নারী-শিশু-বুড়ো আর দুর্বলদের কপালে কী যে আছে!' এই বলে দু'-হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। রাগে, দুঃখে, হতাশায় বোবা হয়ে যায় গুয়াটেমক, উঠে চলে আসে নিষ্ফল বৈঠক থেকে। সম্রাটের নির্বুদ্ধিতায় স্প্যানিয়ার্ডদের বিরুদ্ধে কিছু করতে না পেরে নিরুপায়, ক্ষুব্ধ প্রিন্স ঘরে ফিরে এসে নিজের চুল ছেঁড়ে, হাত কামড়ায়।

অ্যানাহুয়াকের উপর দিয়ে সে-সময়ে ঘটনার যে ঢেউ বয়ে চলেছে, দেবতার অবতার হলে কী হবে, সেই বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে আমার ভূমিকা ছিল অতি নগণ্য। বিশাল ঢেউয়ের মাথায় সামান্য বুদ্বুদের মত ভেসে বেড়িয়েছি এদিক থেকে ওদিক—ঢেউকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা আমার ছিল না। সম্রাট আমাকে গুপ্তচর বলে সন্দেহ করেন; পুরোহিতরা দেবতা বলে সম্মান দেখায় ঠিকই, তবে আসলে ওদের কাছে আমি পোষা মুরগির মত, ভবিষ্যৎ শিকার; আমার দিন ফুরাবার অপেক্ষায় ছুরিতে শান দেয় তারা।

সুদূর এই ভিনদেশে আমার বান্ধব বলতে এক প্রিন্স গুয়াটেমক, আর দ্বিতীয় প্রিন্সেস অটোমি। কেবল এই দুজনের সঙ্গে আমি মন খুলে কথা বলি। এরাও নিত্য-নতুন ঘটনাপ্রবাহ ও তাজা সংবাদ আলোচনা ও বিশ্লেষণের সময় আমাকে সঙ্গে রাখতে পছন্দ করে। আমরা তিনজনই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি দেশটা কোন্ পথে চলেছে, কিন্তু সম্রাট যেহেতু দেখতে পাচ্ছেন না, আমরা নিরুপায় দর্শক।

এদিকে বহুগুণে বেড়ে গেছে নরবলির সংখ্যা। সারাদিন

www.BanglaBook.org

বিভিন্ন মন্দির থেকে ভেসে আসে মৃত্যুপথযাত্রীর করুণ আর্তনাদ। আর রাতে শহর ভেসে যায় মদমত্ত আনন্দ-উৎসবে। আমোদ, ফুর্তি, খাওয়া-দাওয়া চলছে ঘরে ঘরে—কারণ, সবাই জানে, এসব দু'দিন বই তো নয়।

চ্যাপোলটেপেকের প্রাসাদ ছেড়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে সরে গেলেন সম্রাট বড় মন্দিরের সামনের চত্বরে তাঁর বাবার তৈরি করা বিশাল প্রাসাদে। ওই প্রাসাদ ধরতে গেলে একটা শহরের মতই, রোজ রাতে এক হাজার মানুষ ঘুমায় ওটার ছাদের নীচে।

কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। চোখের দু'-পাতা এক করলেই দেখতে পাই প্রধান পুরোহিতের ছুরিটা, নেমে আসছে আমার বুক বরাবর। চমকে চোখ মেলে তাকাই। ক্লান্তির শেষ প্রান্তে পৌঁছে এক-আধ ঘণ্টার জন্য যদি বা ঘুমে ঢলে পড়ি, চমকে জেগে উঠি দুঃস্বপ্ন দেখে। যতই দিন কাছিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে আমার অস্থিরতা।

এই দুঃসময়ে আমাকে সঙ্গ দিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে একেবারে কৃতজ্ঞ করে ফেলল অপরূপা অটোমি। মন্টেজুমার দরবারে যেদিন আসি, সেদিন থেকেই প্রিন্সেসের নরম, মিষ্টি আচরণ আমাকে মুগ্ধ করে ফেলেছে। প্রথম প্রথম ওর প্রতি আকর্ষণও বোধ করেছি। কিন্তু এখন আর তার লেশ মাত্র নেই, মৃত্যুভয়ের তাড়নায় নারীর প্রতি ভালোবাসা, আকর্ষণ বা কৌতূহল—সব গায়েব হয়ে গেছে আমার মধ্য থেকে। তার পরেও নিজের অজান্তেই চলে যাই ওর কাছে, নানা বিষয়ে গল্প করি; আমার মাতৃভূমি ইংল্যান্ডের কথা বলি, আমার ধর্মবিশ্বাসের কথা বলি। টেবাস্কোর সেই মেরিনার মতই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরও জানতে চায় অটোমি।

ভালো কথা, মেরিনার কথা ইদানীং খুব বেশি বেশি শোনা যাচ্ছে। ও নাকি কর্টেজের রক্ষিতা এবং দোভাষী হিসাবে ইতিমধ্যে প্রচুর প্রভাব ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছে। যা-ই হোক, মেরিনার মতই মন দিয়ে শোনে অটোমি আমার সব কথা, ওর

www.BanglaBook.org

মোলায়েম দৃষ্টি লেপটে থাকে আমার মুখের উপর। ব্যস, এর বেশি কখনোই আর কিছু না। ওর মত নরম, বিদুষী, বিনয়ী এবং আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন সুন্দরী জীবনে দেখিনি আমি আর।

বাগানে বসে মলিন মুখে একমাস পরের কথা ভাবছি, এমনি সময় হাসিমুখে আমার দিকে এগিয়ে এল বন্ধু গুয়াটেমক।

'রাজপ্রাসাদে আজ সুন্দরীদের ভিড় দেখা যাচ্ছে, টিউলে,' বলল সে আমার পাশে বসে। 'কারণটা কী আন্দাজ করতে পার?'

'আরও কয়েকটা বিয়ে করছেন নাকি মন্টেজুমা?'

হেসে উঠল গুয়াটেমক। 'না, বাছাই করছেন। তবে নিজের জন্য নয়।'

'তা হলে কার জন্য? তোমার?'

'পুরোহিতদেরকে সঙ্গে নিয়ে শহরের সেরা সুন্দরীদের মধ্য থেকে মেয়ে বাছাই করছেন সম্রাট তোমার জন্যে,' বলল প্রিন্স। 'একই দিনে চার-চারটে বউ পেতে যাচ্ছ তুমি, টিউলে। কল্পনা করতে পারো?'

'না, পারি না। আর কদিন পর যার মৃত্যু হতে চলেছে, সে প্রেম-ভালবাসা-বউ এসব দিয়ে কী করবে? এই নোংরা আচরণ রক্তপিপাসু, অসভ্য এক জংলী জাতির কাণ্ডজ্ঞানহীন নিষ্ঠুরতা বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'মুখ সামলে কথা বলো, টিউলে,' রেগে গেল প্রিন্স। 'আমার সামনে বলেছ, তোমার প্রতি ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের খাতিরে আমি না হয় কিছু বললাম না; কিন্তু কারও মাধ্যমে এসব কথা সম্রাটের কানে গেলে ভয়ঙ্কর নির্যাতন করা হবে তোমাকে।'

'আর কী নির্যাতন করবে, প্রিন্স? মরা মানুষকে আর কী কষ্ট দেবে তোমরা?'

'তুমি জানো না, বন্ধু,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল গুয়াটেমক। 'জানো না, মানুষ মানুষকে কী পরিমাণ অসহ্য যন্ত্রণা দিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারে।'

'নিজেকে বন্ধু বলে পরিচয় দিচ্ছ, তুমি তো নিশ্চয়ই এই বিপদে আমাকে সাহায্য করতে পারো। সত্যিই যদি ভালোবাসো, তা হলে এ-থেকে বাঁচার একটা পথ তুমি বের করতে পারো ইচ্ছা করলেই। দেখো, তুমি কিন্তু একদিন শপথ করে বলেছিলে বিপদে পড়লে বাঁচাবে আমাকে।'

'আমি বলেছিলাম, প্রয়োজনে তোমার জন্য জীবন দেব, টিউলে। সত্যিই আমি সে-শপথ রক্ষা করব, যদি সুযোগ পাই। কারণ, সবাই তোমার মত অতটা মূল্য দেয় না জীবনকে। কিন্তু এই বিশেষ ব্যাপারে আমার হাত-পা বাঁধা; তোমাকে দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, টিউলে—আমি একশোবার মরলেও তোমার ভাগ্য পরিবর্তন হবে না। বিশ্বাস করো, স্বর্গ থেকে সরাসরি দেবতাদের কেউ হস্তক্ষেপ না করলে তোমাকে বাঁচানো এখন সম্রাটের পক্ষেও সম্ভব নয়।'

'তুমি আমার পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পার না?'

দুঃখের হাসি হাসল গুয়াটেমক। 'কী করে যে বোঝাই! ধরা পড়ে যাবে, টিউলে। পালিয়ে দুই ক্রোশও যেতে পারবে না, তার আগেই তোমাকে ধরে নিয়ে আসবে তোমারই ভক্তরা। সাহস হারিয়ো না, বন্ধু। মরতে যখন হবেই, বুক ফুলিয়ে বীরের মত মরো। তুমি তো জানোই, এসে পড়েছে স্প্যানিয়ার্ডরা; তোমার মত আমাকেও, এবং খুব অল্পদিনের মধ্যে এ-শহরের আরও অনেককেই মরতে হবে। তা ছাড়া, শেষপর্যন্ত সবাইকে তো মরতে হয়ই, তা-ই না? বিদায়।'

চলে গেল প্রিন্স গুয়াটেমক। ওর কথায় হারানো সাহস ফিরে পেলাম। আসলে আমি ভীতু মানুষ নই, কিন্তু গত এগারোটা মাস সামনে ঝুলে থাকা নিশ্চিত মৃত্যুর চিন্তা নির্যাতন করে করে দুর্বল করে দিয়েছে আমাকে। উঠে পড়লাম। বাড়ি ফিরে চললাম, কারণ, এই সময়ে দেবতা টিযকাটকে সামনাসামনি দেখবে বলে

www.BanglaBook.org

দূর-দূরান্ত থেকে আসে অনেক নারী-পুরুষ। বসার ঘরে ফিরে সোনায় মোড়া উঁচু আসনে বসলাম, সুগন্ধি তামাক বের করে পাইপ ধরালাম। একা বসে আছি, আমি অনুমতি না দিলে কারও ঢোকার উপায় নেই।

কিছুক্ষণ পর পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল পরিচারকদের প্রধান, জানাল, একজন দেখা করতে চায়। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিলাম। ঘরে ঢুকল ঘোমটায় মুখ ঢাকা এক মহিলা। ভুরু কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলাম তার দিকে, তারপর ঘোমটা সরিয়ে তার বক্তব্য পেশ করতে বললাম। নির্দেশ মত ঘোমটা সরাল মহিলা, দেখলাম সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রিন্সেস অটোমি।

'আরে, আপনি!' উঠে দাঁড়ালাম স্বর্ণাসন ছেড়ে। এত অবাক হয়েছি এইজন্য যে, এভাবে হুট করে আমার সঙ্গে দেখা করা রাজ পরিবারের কারও জন্য অত্যন্ত বেমানান কাজ। আন্দাজ করলাম, হয় বিশেষ কোনও খবর আছে, নয়তো আমার অজানা কোনও সামাজিক প্রথার কারণে এসেছে ও, আর নইলে–

'দাঁড়িয়ে কেন, টিযকাট?' অস্বস্তি অটোমির চোখে। 'বসুন। আমাকে দেখে আপনার উঠে দাঁড়ানো মানায় না।'

'কেন নয়, প্রিন্সেস?' ঠাট্টার সুরে বললাম, 'সৌন্দর্যের সম্মান সবার কাছে, দেবতাই বা বাদ যাবে কেন?'

'ধন্যবাদ,' হাত নেড়ে যেন উড়িয়ে দিল ও হালকা কথা। 'প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী আমাকে পাঠানো হয়েছে আপনাকে একটা খবর পৌঁছে দিতে। যাদের আপনি বিয়ে করবেন, তাদেরকে বাছাই করা হয়ে গেছে। নামগুলো আপনাকে শোনাতে এসেছি আমি।'

'বলে যান, প্রিন্সেস অটোমি।'

তিনজনের নাম বলে থামল ও। তিনজনকেই চিনি আমি, নিঃসন্দেহে শহরের সেরা সুন্দরী ওরা।

'শুনেছিলাম চারজনের কথা,' তিক্ত হাসি হেসে বললাম,

www.BanglaBook.org

একটা বউ কম দিয়ে আমাকে ঠকানো হবে সেটা ভাবতেও পারিনি!'

'না, চারটেই পাবেন,' বলে চুপ করে থাকল ও।

'নাম বলুন। জলদি নাম বলুন! চতুর্থ বোকাটার নাম জানার খুব কৌতূহল হচ্ছে।'

'বোকা?'

'তা নয় তো কী? জঘন্য এক গুপ্তচর, যাকে কদিন পর খুন করা হবে দেবতার বেদিতে, তাকে বিয়ে করতে যে রাজি হয়েছে, সে বোকা নয় তো কী?'

'সত্যিই ওরকম একজনকে পাওয়া গেছে। আপনি এইমাত্র তাকে যে খেতাব দিলেন, সেটা ছাড়াও আরও কিছু খেতাব তার আছে।'

এবার কৌতুক ছেড়ে মনোযোগী হতে বাধ্য হলাম।

নিচু গলায় বলল ও, 'আমি, অটোমি, অটোমির রাজকুমারী, মন্টেজুমার মেয়ে—আমিই সেই চতুর্থ এবং প্রথম।'

'আপনি!' ধপ্ করে বসে পড়লাম আমার স্বর্ণাসনে। 'আপনি!'

'হ্যাঁ, আমি। এক নম্বরেই আমাকে বাছাই করেছে মন্দিরের পুরোহিতরা। রেগে গিয়ে আপত্তি তুলেছিল আমার বাবা, আর যা-ই হোক, কদিন পর বলি দেওয়া হবে যে বন্দিকে, তার স্ত্রী হতে পারে না সম্রাটের মেয়ে। কিন্তু ওরা যুক্তি দেখিয়েছে, এখন পক্ষপাতিত্বের সময় নয়। সেরা সুন্দরীর সেবা থেকে কি তা হলে দেবতা বঞ্চিত হবেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শর্ত আরোপ করেছে, মেয়ে রাজি থাকলে তার আপত্তি নেই।

'আমি রাজি হয়েছি। কিন্তু এখন তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে, রাজি হওয়া আমার ঠিক হয়নি। আমি ভেবেছিলাম, এক ঘণ্টার জন্য হলেও তোমার ভালোবাসা পাব, তোমার সঙ্গে আমিও আত্মদান করব দেবতার বেদিতে। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছি, তুমি

www.BanglaBook.org

খুশি হওনি। আমাকে তোমার দরকার নেই। ঠিক আছে, ভয় নেই, তোমাকে আমি বিরক্ত করব না, টিউলে। অন্যরা আছে, তারাই তোমাকে সঙ্গ দিক। যে কথা দিয়েছি সেটা তো আর ফিরিয়ে নেয়া যাবে না, এখন তুমি অনুমতি দিলে আমি যেতে পারি। বিয়ের তারিখ স্থির হয়েছে আজ থেকে ঠিক বারো দিনের দিন।'

উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত ধরলাম আমি। মুখে বললাম, 'অসংখ্য ধন্যবাদ, অটোমি। তোমার মহত্ত্বের তুলনা হয় না। গুয়াটেমক আর তোমার বন্ধুত্ব না পেলে এতদিনে কবরে থাকতাম আমি। শেষ পর্যন্ত তুমি আমার পাশে থেকে আমাকে সাহস যোগাতে চাও, এমন কী আমার সঙ্গে মরতে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিলে—এর কী অর্থ করব আমি, অটোমি? যেখানে রাজা-মহারাজারা তোমাকে পেলে ধন্য হয়ে যাবে, আমি সে-তুলনায় কী! আমার জন্য কেন এত কিছু ত্যাগ করবে তুমি, প্রিন্সেস অটোমি?'

'নিজের হৃদয়ের কাছে এর উত্তর খোঁজো, টিউলে!' নিচু গলায় বলল অটোমি। খেয়াল করলাম, আমার হাতের মধ্যে কাঁপছে ওর হাত দুটো।

কেমন যেন ঘুরে উঠল আমার মাথাটা। আমার প্রতি ওর কোমল অনুভূতির গভীরতা উপলব্ধি করে ভালোবাসার কাছাকাছি কিছু একটা ঘটে গেল আমার মধ্যে। ওর অনিন্দ্যসুন্দর মুখটার দিকে তাকিয়ে আছি, কিন্তু সেইসঙ্গে আর একটি মুখও ভেসে উঠেছে আমার মনের পর্দায়—যার কাছ থেকে ডিচিংহামের সেই বিচগাছের নীচে দাঁড়িয়ে আবার আসব বলে বিদায় নিয়েছিলাম। সন্দেহ নেই, বেঁচে আছে সে, এখনও ভালোবাসে আমাকে। আমি যতদিন বেঁচে আছি, আমি কি তার প্রেমের অমর্যাদা করতে পারি? এই ইন্ডিয়ান মেয়েদেরকে যদি আমার বিয়ে করতে হয়, সেটা হবে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কিন্তু এখন অটোমির অভিমানের জবাবে যদি বলি ওকে আমি ভালোবাসি, তা হলে লিলির কাছে

www.BanglaBook.org

দেওয়া শপথ তো ভঙ্গ হয়ই, এর কাছেও মিথ্যাবাদী হয়ে যাই আমি।

কাজেই সামলে নিলাম নিজেকে।

'প্লিজ, বসো, অটোমি,' বললাম। 'আমার দু'-একটা কথা আছে।'

বসল ও। কী কথা, আন্দাজ করতে না পেরে একটু যেন বিব্রত। আঙুল থেকে খুললাম লিলির দেওয়া আংটিটা। 'এটা খেয়াল করেছ কোনদিন, প্রিন্সেস? এর ভেতর দিকে কিছু লেখা দেখতে পাচ্ছ?'

মাথা ঝাঁকাল অটোমি। ওর চোখে ভয় দেখতে পেলাম। কী করে যেন বুঝে ফেলেছে। চোখ নামিয়ে নিল।

'ইংরেজিতে লেখা, আমি আজটেকে অনুবাদ করে শোনাচ্ছি:

অন্তরে অন্তর,
দূরত্ব যদি বা দুস্তর ॥'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুখ খুলল অটোমি। 'এই লেখার মানে কী? আমি তো ছবির লেখা ছাড়া কিছু বুঝি না, টিউলে।'

'এর মানে হলো: বহু দূরের এক দেশ—যেখান থেকে এসেছি আমি—সেখানে একটা মেয়ে আমার অপেক্ষায় আছে। ও আমাকে ভালোবাসে। আমিও তাকে ভালোবাসি।'

'ও কি তোমার বউ?' গলাটা ভেঙে গেল অটোমির।

'না, অটোমি, ও আমার বউ নয়; তবে আমাদের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।'

'তোমাদের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে,' তিক্তকণ্ঠে কথাটা বলে চেপে রাখা শ্বাস ছাড়ল অটোমি। 'তা হলে তো দেখা যাচ্ছে, ও আর আমি সমান সমান। আমাদেরও তো বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, টিউলে। আমাদের দুজনের মধ্যে শুধু একটাই তফাত, তুমি ওকে

www.BanglaBook.org

ভালোবাসো, আমাকে বাসো না। না-না, আর কিছু বলার দরকার নেই, আমি বুঝতে পেরেছি সব। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াচ্ছে: আমি যদি হেরে গিয়ে থাকি, ওই মেয়েটিও রয়েছে হারার পথে। দুস্তর সমুদ্র রয়েছে তোমাদের দুজনের মধ্যে: পানির সাগর, দেবতার বেদি আর মৃত্যুর শূন্যতা।' নড়ে উঠল প্রিন্সেস, 'চলি এবার। তোমার বউ আমাকে হতেই হচ্ছে, টিউলে-এ থেকে নিস্তার নেই। তবে নিশ্চিন্ত থাকো, তোমাকে আর আমি বিরক্ত করব না।

'গত কয়েকটা মাস নানান পরিকল্পনা এঁটেছি তোমাকে রক্ষা করার জন্য, শেষে মনে হলো একটা পথ বুঝি পেয়েই গেলাম। এখন বুঝতে পারছি: বালির বাঁধ তৈরি করছিলাম আমি ভুল বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে। এখন সব শেষ। তুমি যদি অন্তর থেকে বলতে পারতে আমাকে ভালোবাসো, আমরা দুজনেই হয়তো সুখী হতে পারতাম। যাক, যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাই, টিউলে, আজ তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল কয়েক গুণ। তুমি যে আমার, মানে, সম্রাট মন্টেজুমার মেয়ের মুখের ওপর সত্যি কথাটা বলে দেওয়ার সাহস দেখিয়েছ, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। খুব সহজেই মিথ্যে বলতে পারতে, আমি হয়তো টেরও পেতাম না-কিন্তু তুমি ছল-চাতুরির মধ্যে না গিয়ে আমার প্রতি সুবিচার করেছ; কারণ, আমার ভালোবাসায় কোনও খাদ ছিল না।'

উঠে দাঁড়াল অটোমি, ঘোমটা টেনে দিয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল চেম্বার থেকে। সততার জন্য ও প্রশংসা করল আমার, কিন্তু ওকে ফিরিয়ে দিয়ে বড়ই অসুখী লাগছে আমার নিজেকে, স্বস্তি পাচ্ছি না কিছুতেই। একের পর এক ওর অনেক কথা, অনেক আচরণ মনে পড়ছে এখন; সেসবের মানে তখন বুঝিনি, বুঝতে পারছি এখন; আগে বুঝতে না পারায় নিজেকে খুব বাজে একটা লোক, এমনকী ঠগ, বাটপার, জোচ্চোর মনে হচ্ছে।

ভাবছি, লিলি কি এভাবে রাজকীয় সুযোগ-সুবিধা-সম্মান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছেড়ে দিয়ে আমার পাশে বলির পাথরে শুয়ে আত্মদান করার কথা ভাবতে পারত? সম্ভবত না। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে তৈরি সে-নারী, যে ভালোবাসার পাত্রের জন্য এভাবে সর্বস্ব খোয়াতে পারে হেলায়, মৃত্যুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেও দ্বিধা করে না।

খুব ছোট লাগছে নিজেকে আমার। সত্যি।

উনিশ

মেক্সিকো সিটিতে ঢুকে পড়ল কর্টেয। ঢুকে কী করল, সে-সব ইতিহাস, সবারই জানা। আমি শুধু সংক্ষেপে বলব, আমি কী দেখলাম।

কর্টেজের সঙ্গে মন্টেজুমার সাক্ষাতের বিবরণ আমি দিতে পারব না, কারণ আমি ছিলাম না সেখানে। সেজেগুজে পারিষদবর্গ নিয়ে যেতে দেখলাম তাঁকে, সন্ধ্যার দিকে সোনার পাল্কীতে চড়ে ফিরে আসতেও দেখলাম। বড় মন্দিরের পশ্চিম প্রাঙ্গণে, নিজের প্রাসাদ থেকে চারশো গজ দূরে, তাঁর বাবা আক্সা...র তৈরি করা প্রাসাদে ফিরে এলেন তিনি। তার কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম হই-হল্লা করতে করতে রাজপথ দিয়ে শহরে ঢুকল এক দঙ্গল সশস্ত্র স্প্যানিশ যোদ্ধা–কিছু এল ঘোড়ায় চড়ে, বাকিরা মার্চ করে।

সবার আগে রয়েছে কর্টেয, তার ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে তার পাশে পাশে হাঁটছে সাদা কাপড় পরা সুন্দরী এক ইন্ডিয়ান রমণী। মাথায় তার ফুলের মুকুট। ওকে দেখেই চিনতে পারলাম, ও সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেরিনা, যে আমাকে বাঁচিয়েছিল টোবাস্কোর

www.BanglaBook.org

রক্তলোলুপ পুরোহিতদের কবল থেকে, যাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল প্রিন্স গুয়াটেমক। সেই মেরিনা এখন অনেক উপরতলার মানুষ, দেশের যত বড় ক্ষতিই করুক না কেন, ওকে দেখে মনে হলো, প্রভুর ভালোবাসা পেয়ে ধন্য, প্রেমিকের ক্ষমতার গর্বে গর্বিতা এক আত্মসন্তুষ্ট নারী।

বাইরের ঘরে বসে প্রতিটি স্প্যানিয়ার্ডের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলালাম, ভাবছি ওদের মধ্যে হয়তো ডি গার্সিয়াকে দেখতে পাব। কারণ, অর্থলোলুপ একটা দলে ওর থাকাটা খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল আমার। তবে ওইদিন যারা শহরে প্রবেশ করল, তাদের মধ্যে ডি গার্সিয়াকে দেখতে পেলাম না।

সেই রাতে গুয়াটেমককে জিজ্ঞেস করলাম, কী ঘটছে দেশে।

'ঘুঘুর সঙ্গে ভাব হয়েছে শিকারি বাজের,' বলল ও তিক্ত হাসি হেসে, 'বাকিটুকু বুঝে নাও, বন্ধু। কপাল মন্দ মন্টেজুমার। টেনকটিটলানে আজব সব ঘটনা ঘটবে এবার।'

ঠিকই বলেছিল গুয়াটেমক। সাতদিনের মধ্যে মন্টেজুমাকে বন্দি করল স্প্যানিয়ার্ডরা। তারপর থেকে ঘটতে থাকল ঘটনার পর ঘটনা। কর্টেজের নির্দেশে রাজধানীতে ডেকে পাঠাল সম্রাট উপকূল অঞ্চলের কয়েকজন জমিদারকে। ওদের হাতে মারা পড়েছিল বেশ কিছু স্প্যানিয়ার্ড। সম্রাটের ডাক পেয়ে এসে পৌছতেই প্রাসাদের সামনের প্রাঙ্গণে আগুন জেলে পুড়িয়ে মারা হলো ওদের। শুধু তা-ই নয়, সে-দৃশ্য দেখতে বাধ্য করা হলো পায়ে বেড়ি পরানো মন্টেজুমাকে। তারপর থেকে সাধারণ কয়েদির মত শিকল পরিয়ে দেওয়া হলো তাঁকে। এই অপমানের পর তিনি স্পেনের রাজার প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে বাধ্য হলেন, এমনকী তেজকুকোর রাজা কাকামাকে প্রতারণার মাধ্যমে স্প্যানিয়ার্ডদের হাতে তুলে দিলেন। সমস্ত ধন-রত্ন, সোনা-দানা আগেই কেড়ে নিয়েছে ওরা।

দেশবাসী চুপচাপ দেখল সব, বন্দি সম্রাটের আদেশ পালন

www.BanglaBook.org

করে গেল মুখ বুজে; কিন্তু স্প্যানিয়ার্ডরা যখন বড় মন্দিরের একটা অংশকে গির্জা বানিয়ে নিজেদের ধর্মমতে প্রার্থনা শুরু করল, তখন অসন্তোষের গুঞ্জন শোনা গেল লোকের মুখে মুখে, ক্রোধ ফুটে উঠতে শুরু করল তাদের চেহারায়। লক্ষ লক্ষ ক্ষুব্ধ আযটেকের ক্রুদ্ধ গুঞ্জন দূর থেকে শোনায় কিছুটা সমুদ্রগর্জনের মত। সবাই বুঝতে পারছে, ঝড় উঠতে দেরি নেই আর।

এদিকে আমার জীবন চলছে গতানুগতিক ধারায়। যদিও আমার স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে বেশ কিছুটা। প্রাসাদের বাইরে যাওয়া আমার জন্য নিষিদ্ধ। স্প্যানিয়ার্ডদের সঙ্গে যেন আমি কোনও ভাবে যোগাযোগ করতে না পারি, তার সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওদেরকে কিছুতেই জানানো চলবে না যে, এখানে একজন সাদা চামড়ার মানুষকে আটকে রাখা হয়েছে বলি দেওয়ার জন্য। ইদানীং প্রিন্সেস অটোমিও এড়িয়ে চলছে আমাকে। কোনও অনুষ্ঠান বা ভোজসভায় অথবা বাগানে যদি বা দেখা হয়ে যায়, কথাবার্তা তেমন হয় না, ব্যক্তিগত কথা তো একদমই না।

দেখতে দেখতে বিয়ের দিন এসে গেল। এই অনুষ্ঠানটিকে আযটেকরা অতি পবিত্র জ্ঞান করে। সমাজের উপর-শ্রেণীর অভিজাতরা একের পর এক শ্রদ্ধা জানাতে এসে আগরবাতি জ্বেলে আমাকে দম আটকে মারার জোগাড় করল। পুরোহিতরাও যেন পণ করেছে এই অনুষ্ঠানের কোনওদিকে কিছু ঘাটতি পড়তে দেবে না। তাদের বদ্ধমূল ধারণা, যেহেতু আমি টিউলেদের একজন, আমাকে বলি দেওয়া হলে আমি আসমানে গিয়ে দেবতার ক্রোধ প্রশমন করতে পারব।

সূর্যাস্তের পর ঝাড়া দুই ঘণ্টা ধরে চলল খানাপিনা। তারপর প্রার্থনার সুরে সবাই একসঙ্গে উচ্চারণ করল:

'জয় হোক আপনার, ও টিযকাট! এখানে যেমন পরম সুখে রয়েছেন, সূর্যদেবতার বাড়ি গিয়েও যেন আপনার তেমনই সুখ

www.BanglaBook.org

হয়। স্মরণ রাখবেন, আপনি যখন আমাদের মধ্যে এলেন আমরা আপনার সঙ্গে ভাল আচরণ করেছি, আমাদের সেরা সবকিছু দিয়ে আপনার সেবা করেছি। আমাদের হয়ে দয়া করে সুপারিশ করবেন, যেন আমাদের পাপ ক্ষমা করা হয়। জয় হোক আপনার, ও দেবতাদের দেবতা, টিযকাট!'

এবার সম্ভ্রান্তদের মধ্য থেকে দুজন এগিয়ে এসে মশাল হাতে আমাকে নিয়ে গেল অপূর্ব সুন্দর একটা কক্ষে। ওখানে নওশার সাজে সাজানো হলো আমাকে, পরানো হলো রাজা-বাদশাদের পোশাক, গলায়-হাতে বহুমূল্য রত্নের মালা, মাথায় ফুলের মালা দিয়ে তৈরি মুকুট। তারপর হঠাৎ করেই নিভিয়ে দেওয়া হলো মশালগুলো। সবাই চুপচাপ।

তারপর দূর থেকে ভেসে এল সমবেত নারীকণ্ঠে গাওয়া বিয়ের গান। গান থামতে কানে এল কাপড়ের মৃদু খসখস শব্দ, কারা যেন এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আমার পিছন থেকে একটা পুরুষ কণ্ঠ প্রশ্ন করল:

'তোমরা কি উপস্থিত, স্বর্গের মনোনীতা সুন্দরীরা?'

'আমরা এখানে,' উত্তর ভেসে এল। অটোমির গলা চিনতে পারলাম।

'ও অ্যানাহুয়াকের কুমারীরা,' আবার কথা বলল পুরুষকণ্ঠ, 'আর তুমি, ও টিযকাট, মহান দেবতাদের দেবতা, আমার কথা শোনো।' এই বলে অন্ধকার ঘরে দীর্ঘ এক বক্তৃতা দিয়ে বসল লোকটা। মেয়েদেরকে বলা হলো, আমি খুব অল্প সময়ের জন্য সূর্যের দেশ থেকে এসেছি, শীঘ্রি ফিরে যাব নিজ বাসস্থান, আকাশে। তারা, স্বর্গের চার দেবি সোচি, কিলো, আটলা ও ক্লিক্সটো-র অবতার হিসাবে, তাদের সমস্ত রূপ, গুণ ও সততা নিয়ে যেন আমার আরাম-আয়েশের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে। আমার স্ত্রী হওয়ার সুযোগ লাভ করে তারা যে অতুলনীয় সম্মানের অধিকারিণী হয়েছে, তার মর্যাদা রক্ষা করতে হবে তাদের।

www.BanglaBook.org

আমাকে বেশিদিন তারা ধরে রাখতে পারবে না, তবে তাদের মধ্য থেকে যে-কেউ ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে আকাশপথে পাড়ি দিয়ে স্বর্গে যেতে পারবে। তারা যদি আমার সুখ-শান্তির দিকে খেয়াল না করে, তা হলে তাদের তো সর্বনাশ হবেই, এ সাম্রাজ্যের সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

এবার আমার প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হলো, ওই চার কুমারীকে গ্রহণ করে আমি যেন তাদেরকে ধন্য করি। মানুষের কিছু না কিছু দোষ থাকেই, আমি যেন আমার স্ত্রীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখি।

এই বলে সে আমার হাতে সমর্পণ করল চার বিবিকে। তারপর চুপ হয়ে গেল। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম আমরাও।

বেশ কিছুক্ষণ পর একে একে অনেকগুলো বাতি জ্বলে উঠল ঘরের ভিতর। কে জ্বালল দেখতে পেলাম না, তবে দিনের মত আলোকিত হয়ে উঠল ঘরটা। চারপাশে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। আমার চার বউ আর আমি ছাড়া ঘরে অন্য কেউ নেই। চারজনের কপালে যে-যার অবতার, সেই দেবির প্রতীকচিহ্ন আঁকা। সবাই ওরা সুন্দরী, কিন্তু তার পরেও সত্যিকার দেবির মত লাগল আমার চোখে অটোমিকেই।

একজন একজন করে মুখে মধুর হাসি নিয়ে এগিয়ে এল ওরা, একই কথা বলল: 'কিছুদিনের জন্য তোমার বউ হতে পারায় নিজেকে আমি সৌভাগ্যবতী মনে করছি, টিযকাট। প্রার্থনা করি, ঈশ্বরের কৃপায় আমার পূজা দিয়ে আমি যেন তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারি, আমার প্রতি যেন তোমার ভালবাসা জন্মাতে পারি।' কথাটা বলে নিচু হয়ে ঝুঁকে আমার হাতে চুমো খেয়ে সরে দাঁড়াল ওরা একে একে, যাতে পরের জনের কথা কানে না আসে।

সবার শেষে এল অটোমি। একই কথা বলল ও-ও, তারপর নিচুগলায় বলল, 'বউ আর দেবি হিসাবে দেবতা টিযকাটকে যা বলার তা তো বললামই, এবার নারী হিসাবে পুরুষকে বলছি:

www.BanglaBook.org

তুমি তো আমাকে ভালোবাসো না, টিউলে। অন্যের ইচ্ছায় বিয়ে হয়েছে আমাদের। এসো না, নিজেদের ইচ্ছায় আমরা এই জুলুমের বিয়েটার বিচ্ছেদ ঘটাই। এভাবে হয়তো এই অপমান ও লজ্জা থেকে কিছুটা রেহাই পাব। ওরা আমার বান্ধবী, আমাদের এই চুক্তির কথা কাউকে বলবে না।'

'বেশ,' হাসলাম, 'তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, অটোমি।'

'তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, টিউলে,' বিষণ্ন হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে, 'আমি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকলাম তোমার প্রতি।' হাঁটু ভাঁজ করে সম্মান জানিয়ে চলে গেল ও। ভঙ্গিটা এমনই মহিমান্বিত, এতই দৃষ্টিনন্দন যে, বুকের ভিতর খচ্ করে একটা খোঁচা লাগল; মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে বলে অনুশোচনা হলো–নিজের জন্য নয়, কষ্ট হলো অটোমির জন্যই।

এর পর থেকে সেই ভয়ঙ্কর বলিদান কার্যকর করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত একটি চুম্বন বিনিময় হয়নি আমাদের মধ্যে, এমনকী হাতটা পর্যন্ত ধরিনি আমি ওর। তবে আমাদের বন্ধুত্ব দিন দিন গাঢ় হয়েছে আরও। পাশাপাশি বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কত যে কথা বলেছি আমরা, ওর মনটা আমার ধর্মের দিকে ফেরাবার জন্য কত যে বক্তৃতা দিয়েছি, তার ঠিক নেই। কিন্তু নতুন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলেও আজন্মের সংস্কার ছেড়ে সেটাকে ও মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি।

ওর অস্থিমজ্জায়, ওর রক্তমাংসে মিশে আছে আদিম যুগ থেকে প্রবহমান পূর্বপুরুষদের ধ্যান-ধারণা-ধর্মবিশ্বাস; সেটাকেই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে বা মরতে চায় ও। পুরোহিতদের ও ঘৃণা করে; দেশের ঘোর শত্রুকে ছাড়া আর একটি নরবলিও সমর্থন করে না। আগের দিনে শুধু ফুল দিয়ে তুষ্ট করা হতো দেবতাদের, নরবলির প্রথা প্রচলন করেছে ওই জঘন্য রক্তপিপাসু পুরোহিতরাই।

ধীরে ধীরে আমাদের বন্ধুত্ব এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছল, যখন আমি স্পষ্ট বুঝলাম, দুনিয়ার সব মেয়ের মধ্যে লিলির পরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অটোমিকেই আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি–যদিও মুখে প্রকাশ করলাম না সে-কথা।

বাকি তিন মহিলাকে কেন যেন আমি পছন্দই করতে পারলাম না। তারা সবাই নম্র, ভদ্র, সুন্দরী–কিন্তু দেহ ছাড়া মানুষকে আকর্ষণ করবার মত আর কিছুই নেই ওদের। ওদের কারও দিকে নজর দিলাম না আমি। তবে, যেন ওদের পেয়ে কত সুখী হয়েছি–এমন অভিনয় করে গেলাম; একসঙ্গে খেতে বসেছি, হল্লা করেছি, খেলেছি বাগানে; কারণ, তা নইলে আমাকে সুখী করতে না পারার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড হয়ে যেতে পারে ওদের।

আর, একটু একা হলেই মদ খেয়েছি পেয়ালার পর পেয়ালা। ঘনিয়ে আসা মৃত্যু-যন্ত্রণার ভয়টাকে দূর করতে চেষ্টা করেছি আমি মদের ঘোরে তলিয়ে গিয়ে। সময় ফুরিয়ে আসছে আমার। সেই ভয়ঙ্কর দিনটা ক্রমে এগিয়ে আসছে কাছে। ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছি আমি ভিতর ভিতর।

আমার বিয়ের পরদিন ঘটে গেল সেই কুখ্যাত গণহত্যা।

আলভেরাডো নামে এক সম্ভ্রান্ত স্প্যানিয়ার্ডকে এখানকার দায়িত্ব দিয়ে কর্টেয গিয়েছিল সাগরতীরে নারভায়েযের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। ওর প্রাণের দুষমন, কিউবার গভর্নর ভেলাসকোয়েয কর্টেযকে দমন করবার জন্য পাঠিয়েছিল নারভায়েযকে। সেই সুযোগে ছয়শো অভিজাত আজটেককে খুন করে আলভেরাডো।

সেদিন ছিল হুইটযেলের ভোজ উৎসব। মন্দিরের দেওয়াল ঘেরা বিশাল প্রাঙ্গণে নাচ-গান-নরবলি আর খাওয়া-দাওয়ার বিপুল আয়োজন করা হয়েছিল। রাজধানীর প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিল সেখানে। উৎসবে যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল প্রিন্স গুয়াটেমক।

সাজ-গোজ দেখে আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, ওই অনুষ্ঠানে ওর যাওয়ার ইচ্ছে আছে কি না।

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, যাচ্ছি,' জবাব দিল সে। 'হঠাৎ এ-প্রশ্ন?'

'কারণ, আমি গুয়াটেমক হলে যেতাম না। তোমাদের সঙ্গে কি অস্ত্র থাকবে?'

'না। উৎসবে অস্ত্র নেওয়ার রেওয়াজ নেই।'

'তোমাদের সঙ্গে অস্ত্র থাকবে না, তোমরা দেশের সেরা মানুষগুলো ওই বদ্ধ জায়গায় মত্ত থাকবে নাচ-গান আর পান-ভোজনে। আর সশস্ত্র টিউলেরা থাকবে তোমাদের আশপাশে। কী ঘটবে, যদি অভিজাত কারও সঙ্গে ওরা ঝগড়া বাধিয়ে নেয়?'

'এসব কথা তুমি কেন বলছ জানি না, টিউলে। আমি মনে করি না ওই সাদা মানুষগুলো কাপুরুষের মত খুন করবে আমাদের। তবে তোমার কথায় কীসের যেন অশুভ ইঙ্গিত পাচ্ছি। উৎসব বন্ধ করবার উপায় নেই। উৎসব চলবে–ওই দেখো, মানুষ আসতে শুরু করেছে–কিন্তু আমি ভাবছি, যাব না।'

'তুমি বিজ্ঞ লোক, গুয়াটেমক। আমার ধারণা, না গেলে ভালোই করবে তুমি।'

সম্রাটের বাগানে ছোটখাট একটা পিরামিড আছে। ওটা তৈরি করিয়েছেন মন্টেজুমা মন্দিরপ্রাঙ্গণ ও বাজারের উপর নজর রাখতে সুবিধা হবে বলে। ওর চূড়ায় বসে প্রায়ই গল্প-গুজব করি আমরা। আজও অটোমি, গুয়াটেমক আর আমি গিয়ে বসলাম ওখানে।

পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি নাচ-গানে মত্ত হয়ে গেছে অ্যাজটেকের অভিজাতরা। বাজনা বাজছে গানের সঙ্গে। চমৎকার লাগছে দেখতে, রঙ-বেরঙের পালক লাগানো পোশাক পরেছে সবাই, বিকেলের তেরছা রোদে ঝিলিক দিচ্ছে অভিজাতদের পরা রত্নালঙ্কার। কী ঘটতে যাচ্ছে এই উৎসবমুখর সমাজপতিদের কপালে কেউ জানে না তখনও।

লোকজনের মাঝখানে কোমরে ঝুলানো স্টিলের তলোয়ার আর হাতে বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে স্প্যানিশ সৈনাদের। কিছুক্ষণ পর লক্ষ করলাম, ইন্ডিয়ানদের ভিড়ের ভিতর

www.BanglaBook.org

থেকে সরে যাচ্ছে সৈন্যরা। ওরা জমায়েত হচ্ছে প্রবেশপথ আর দেওয়ালের ছায়ার কাছে।

'এর মানে কী বলো তো?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। কিন্তু গুয়াটেমক উত্তর দেওয়ার আগেই দেখা গেল, একজন স্প্যানিয়ার্ড সাদা রুমাল দুলিয়ে কী যেন ইশারা করল। পরমুহূর্তে প্রাঙ্গণের চারপাশ থেকে ধোঁয়া দেখা গেল, তারপর কানে এল বন্দুকের গর্জন। একটু পরেই আবার।

ছয়শো মানুষ ছিল ওখানে। প্রথমেই মারা গেল অথবা গুরুতর আহত হলো জনা পঞ্চাশেক। বাকিরা ভয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এইবার তলোয়ার বের করে রণহুঙ্কার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্প্যানিয়ার্ডরা বেসামরিক, নিরস্ত্র ভদ্রলোকদের উপর। আজটেকদের কেউ ভয়ে ছোটাছুটি করল, কেউ জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল; কিন্তু বাঁচতে পারল না কেউই। গেট বন্ধ করে দিয়ে জবাই করল ওরা প্রতিটা মানুষকে। দশ মিনিটেই স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা প্রাঙ্গণ। যারা জখম হয়েছিল তাদেরও খুন করে মৃতদেহ থেকে মূল্যবান অলঙ্কারগুলো খুলে নিল ওরা।

গুয়াটেমকের দিকে ফিরে বললাম, 'ওখানে না গিয়ে ভালোই করেছ মনে হচ্ছে!'

জবাব দিল না গুয়াটেমক। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখছে লাশগুলো আর তাদের হত্যাকারীদের। শুধু অটোমি তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'তোমরা খ্রিস্টানরা সত্যিই মহান, অতি সভ্য জাতি! নরবলি ঘৃণা করো তোমরা, পূজা করো প্রেমের দেবতার! আতিথেয়তার উপযুক্ত মর্যাদা ও প্রতিদান দিতে জানো! এবার মনে হয় বাবা খুব খুশি হবে তার অতিথিদের ওপর। ইশ্, আমি যদি আজ ক্ষমতায় থাকতাম, এই মুহূর্তে এদের সবকটাকে ধরে বলি দেওয়ার হুকুম দিতাম! আমাদের ধর্মের সমালোচনা করো, টিউলে; তোমাদের ধর্মের রীতি-নীতি-আচার আচরণও পরিষ্কার দেখে নিলাম আজ নিজের চোখে।'

www.BanglaBook.org

আমার মুখ দিয়ে একটি শব্দও বের হলো না।

'এখন একটাই রাস্তা খোলা রইল আমাদের সামনে,' মৃদুকণ্ঠে বলল গুয়াটেমক। 'প্রতিশোধ! মেয়েমানুষ হয়ে গেছে মন্টেজুমা! আর ওকে মানি না আমি! প্রয়োজনে নিজ হাতে খুন করব আমি ওকে। শেষ করে দিল লোকটা আমাদেরকে! তবে এখনও দুইজন অন্তত রয়েছে এদেশে-আমার চাচা কুইটলাহুয়া আর আমি। চললাম! সৈন্যবাহিনী ডাকব আমি এবার।' এই বলে নেমে গেল সে পিরামিড থেকে।

সারারাত মৌমাছির গুঞ্জনের মত শব্দ শোনা গেল-গোটা শহরটাই যেন মস্ত এক উত্তেজিত মৌচাক। সকালে উঠে দেখলাম রাস্তাঘাট, বাজার ছেয়ে ফেলেছে হাজার হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা। সূর্য উঠতেই শুরু হলো আক্রমণ, যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ, আছড়ে পড়ছে আক্সা-প্রাসাদের পাথুরে দেওয়ালের গায়ে, ফিরে আসছে প্রতিহত হয়ে। গুড়ুম-গুড়ুম বন্দুকের আওয়াজে কানে তালা লেগে যাওয়ার উপক্রম। পরপর তিনবার আক্রমণ করল ইন্ডিয়ান যোদ্ধারা, তিনবারই প্রতিহত হলো। তারপর মেয়েমানুষ রাজা উঠে এলেন দেওয়ালের উপর, আক্রমণ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করলেন সৈন্যদের। কারণ, ওরা যদি দুর্গ জয় করে নেয়, মারা পড়বেন তিনি।

এই চরম পরিস্থিতিতেও মন্টেজুমার নির্দেশকে সম্মান দেখাল যোদ্ধারা, এমনই ভক্তি ওদের সম্রাটের ঐশ্বরিক ক্ষমতার উপর। সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ বন্ধ করল ওরা। তবে এর বেশি আর কিছুই নয়। আক্রমণ না করলেও জায়গা ছেড়ে নড়ল না, দাঁড়িয়ে থাকল যার যার অবস্থানে।

ইতিমধ্যে মারা পড়েছে শত শত আজটেক যোদ্ধা। তবে ক্ষতিটা একতরফা নয়। অনেক ত্লাস্কালান যোদ্ধা আর বেশকিছু স্প্যানিয়ার্ড ধরা পড়েছে ওদের হাতে। বন্দিদের ব্যবস্থা করা হলো অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে। কাল বিলম্ব না করে পিরামিডের উপরের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হলো তাদের, তারপর প্রাসাদের ভিতর থেকে চেয়ে থাকা স্প্যানিয়ার্ডদের চোখের সামনেই বলি দেওয়া হলো দেবতার উদ্দেশে।

এদিকে নারভায়েযকে পরাজিত করে পরাজিত সৈন্য এবং আরও লোক-লস্কর নিয়ে ফিরে এল কর্টেয। তাদের মধ্যে একজনকে চিনতে পেরে রীতিমত চমকে উঠলাম আমি।

কর্টেযকে আক্সা প্রাসাদে ঢুকতে বাধা দিল না কেউ। পরদিন মন্টেজুমার ভাই পালাপানের রাজা কুইটলাহুয়াকে মুক্তি দিল ওরা, তিনি উত্তেজিত জনগণকে শান্ত করবেন, এই আশায়। কিন্তু কুইটলাহুয়া কাপুরুষ নন। মুক্ত হয়েই প্রভাবশালী নেতৃস্থানীয়দের ডেকে পাঠালেন তিনি পরামর্শের জন্য। সবার আগে ডাকলেন প্রিন্স গুয়াটেমককে।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হলো সর্বাত্মক, মরণপণ যুদ্ধ করে এদেশ থেকে তাড়াতে হবে স্প্যানিয়ার্ডদের। ভীরু, কাপুরুষ মন্টেজুমা সাম্রাজ্য খোয়াতে বসেছে। যেমন করে হোক উদ্ধার করতে হবে সেটা।

এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হলো সবাইকে। ঠিক দুটো মাস আগে যদি এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো, টেনকটিটলানে আজ একটা জীবিত স্প্যানিয়ার্ডকেও পাওয়া যেত না। ভিন্ন ভাবে লেখা হতো মেক্সিকোর ইতিহাস। এই অসম যুদ্ধে স্প্যানিয়ার্ডদের অবিশ্বাস্য জয়ের পিছনে কর্টেযের রক্ষিতা মেরিনার কূটবুদ্ধি যতটা অবদান রেখেছে, অ্যানাহুয়াক ও সম্রাটের পতনের পিছনে ঠিক ততটাই অবদান রেখেছে কাপুরুষ মন্টেজুমার ভীরুতা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিশ

কর্টেয ফিরে আসার পরদিন খুব ভোরে দ্রিম-দ্রিম বেজে উঠল দামামা, হাজার হাজার যোদ্ধার রণহুঙ্কার শুনে জেগে উঠলাম ঘুম থেকে। উঠেই ছুটলাম বাগানের সেই পিরামিডের দিকে।

অল্পক্ষণেই অটোমিও এসে পৌঁছল। নীচে তাকিয়ে দেখলাম গোটা শহরের সমস্ত লোক হাজির হয়েছে যুদ্ধ করবে বলে। বাজার, রাস্তাঘাট, মন্দিরপ্রাঙ্গণ আর বড় ময়দানে গিজগিজ করছে মানুষ আর মানুষ। কেউ গুলতি নিয়ে এসেছে, কেউ এনেছে তীর-ধনুক; কারও হাতের বল্লমের মাথায় তামার ফলা, কারও গদায় বসানো ধারালো কাঁচ। গরিব লোকের হাতে পুড়িয়ে শক্ত করা লাঠি। কারও শরীরে সোনার চেইন দিয়ে তৈরি বর্ম, কেউ পরেছে তুলো ভরা পুরু পোশাক; মাথায় শোভা পাচ্ছে পিউমা, সাপ বা নেকড়ে বাঘের আদলে তৈরি করা কাঠের শিরস্ত্রাণ। তবে বেশিরভাগ মানুষেরই পরনে শুধু কোমরে জড়ানো ছোট্ট একটুকরো কাপড়।

প্রতিটা বাড়ির ছাদে, এমনকী পিরামিডের মাথায় আযটেক মন্দিরেও ভিড় করে আছে মানুষ—ওদের কাজ ওখান থেকে স্প্যানিয়ার্ডদের উপর বড়বড় পাথর বর্ষণ করা। প্রাসাদ-প্রাচীরের অন্যপাশে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ছুটাছুটি করে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে বর্ম পরা স্প্যানিয়ার্ডরা।

[illegible]তেই তীক্ষ্ণ [illegible]ধ্বনি ভেসে এল মন্দির থেকে

www.BanglaBook.org

ট্রাম্পেট বাজিয়ে প্রত্যুত্তর দিল স্প্যানিয়ার্ডরা। হাজার হাজার আজটেক রণহুঙ্কার ছেড়ে শুরু করল আক্রমণ। শিলাবৃষ্টির মত পাথর পড়তে শুরু করল প্রাসাদের ভিতর। পরমুহূর্তে আস্রার দেওয়াল থেকে গর্জে উঠল স্প্যানিয়ার্ডদের মাস্কেট, আরকুইবাস (বড় আকারের বন্দুক) ও কামান। আযটেকরা মারা পড়ল কাতারে কাতার। আহতদের চিৎকারে কেঁপে উঠল আকাশ-বাতাস।

কিছুক্ষণের জন্য দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল আযটেক যোদ্ধারা। ঠিক সেই সময়ে একটা নিশান হাতে সামনে এগিয়ে গেল গুয়াটেমক। তার পিছনে জড়ো হয়ে আবার ছুটল যোদ্ধারা প্রাসাদ-প্রাচীর লক্ষ্য করে।

লাশগুলোকে সিঁড়ির মত করে সাজিয়ে বারবার দেওয়ালে ওঠার চেষ্টা করল আযটেকরা, কিন্তু প্রতিবারই তাদেরকে নির্মম ভাবে প্রতিহত করল স্প্যানিয়ার্ডরা। এভাবে হচ্ছে না দেখে দেওয়াল ভেঙে ফেলার জন্য শক্ত কাঠের গুঁড়ি নিয়ে এল জনগণ। কিন্তু প্রাচীর ভেঙে সেই ফাঁক গলে যখন ওরা সার বেঁধে ঢুকতে শুরু করল, কামান দাগল স্প্যানিয়ার্ডরা–একেক গোলায় খুন হলো কয়েক কুড়ি আযটেক। এবার আগুনে তীর মারতে শুরু করল যোদ্ধারা, কিন্তু পাথরের প্রাসাদে কোথাও আগুন ধরানো গেল না।

একটানা বারো ঘণ্টা চলল যুদ্ধ। সন্ধে পেরোতেই ঝপ্ করে নেমে এল পাহাড়ি রাত। থেমে গেল যুদ্ধ। অসংখ্য বাতি দেখা যাচ্ছে শুধু, শহরের মানুষ খুঁজছে তাদের ঘনিষ্ঠদের লাশ। থেকে থেকে মহিলাদের বিলাপ কানে আসছে, আর আসছে মৃত্যুপথযাত্রীদের গোঙানী ও আর্ত চিৎকার।

পরদিন সকালে আবার শুরু হলো যুদ্ধ। কৌশল পরিবর্তন করল কর্টেয। দেওয়ালের উপর বন্দুকধারী তো থাকলই, দমকে দমকে প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণ চালাল সে। নিজ দলের বেশির ভাগ অশ্বারোহী ও পদাতিক যোদ্ধাকে নামাল সে এবার, সেই

www.BanglaBook.org

সঙ্গে কয়েক হাজার লাস্কালান সেনা তো আছেই। একেকবার একেক্‌দিকে ছুটে গেল ঝটিকা বাহিনী, পিছন থেকে তুমুল গোলাগুলি ছুঁড়ে তাদের সহায়তা দিল গোলন্দাজরা।

কাছে-পিঠের প্রতিটা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল ওরা—যেন পাথর ছোঁড়ার কাজে ওগুলোর ছাদ আর ব্যবহার করা না যায়। ওদের এই একত্রীভূত তীব্র আক্রমণ প্রতিহত করতে পারল না আজটেকরা। দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল বাড়িগুলো, ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল আকাশ—প্রতিটা বাড়ি হয়ে উঠল যেন মাউন্ট পোপো-র জ্বালামুখ।

তবে আস্তার গেট দিয়ে যারা বেরিয়ে গেল, তারা সবাই ফিরতে পারল না। প্রাণের মায়া না করে আযটেকরা ঘোড়া থেকে টেনে নামিয়ে নিল বেশ কিছু স্প্যানিয়ার্ডকে। পদাতিকও ধরা পড়ল অনেক, তা ছাড়া চিরশত্রু লাস্কালানরা তো আছেই। দেরি না করে ওদের নিয়ে যাওয়া হলো নরবলির মন্দিরে। সৈন্যদের সঙ্গে ধরা পড়েছে একটা হতভাগ্য ঘোড়া, আর সব বন্দির সঙ্গে তাকেও টেনে হিঁচড়ে তোলা হলো পিরামিডের মাথায়। তারপর প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ থেকে ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা স্প্যানিয়ার্ডদের চোখের সামনে তাদের সঙ্গীদেরকে বলি দেওয়া হলো হুইটযেলের বেদিতে। ভয়ে কাঁপতে থাকা ঘোড়াটারও একই দশা হলো।

সারাটা দিন ধরে নীচে আস্তার সামনে চলল যুদ্ধ আর পিরামিডের উপর চলল বন্দিহত্যা। রক্তে লাল হয়ে গেল বেদি, কিছুক্ষণ পরপর ভেসে এল বন্দিদের মরণ-চিৎকার।

সন্ধের পর থেমে গেল যুদ্ধ, কিন্তু নরবলির কাজ চলল গভীর রাত পর্যন্ত। পিরামিডের উপর কাঁপছে মৃদু আলো, বীভৎস দেখাচ্ছে রক্তলাল বেদি। একটা করে চিৎকার থামলেই উপর থেকে ভেসে আসছে গম্ভীর কণ্ঠের কলজে কাঁপানো হুমকি: "পিপাসা মেটেনি হুইটযেলের! আরও রক্ত চাই তাঁর! আরও অনেক রক্ত! জেনে রাখো, নরকের কীট টিউলেরা, তোমাদেরও

www.BanglaBook.org

আসতে হবে এখানে! তোমাদের সঙ্গীদের যে পরিণতি দেখতে পেলে, তোমাদের ভাগ্যেও রয়েছে সেই একই পরিণতি। খাঁচা তৈরি, তীক্ষ্ণধার ছুরি প্রস্তুত, গরম সিক অপেক্ষায় আছে তোমাদের। তৈরি থাকো, টিউলেরা, আমাদের অনেককে হয়তো খুন করতে পারবে, কিন্তু পালাতে পারবে না তোমরা একজনও!"

দিনের পর দিন চলল সংঘর্ষ, অবরোধ। হাজার হাজার আযটেক মারা গেল। স্প্যানিয়ার্ডরাও রসদের অভাবে কাতর হয়ে পড়ল, দুশ্চিন্তায় পড়ল একদিকে অবিরাম এই যুদ্ধের ভবিষ্যৎ এবং অন্যদিকে নিহত ও আহতদের নিয়ে। রাতটুকু ছাড়া সারাদিনে একটি ঘণ্টার জন্যও বিশ্রাম পাচ্ছে না তারা। তারপর এক সকালে যখন নব উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আযটেক যোদ্ধারা, ঠিক তখন প্রহরী পরিবেষ্টিত হয়ে প্রাসাদের প্রধান টাওয়ারে উঠে দাঁড়ালেন সম্রাট মন্টেজুমা। রাজকীয় সাজ-পোশাক পরে একদল ঘোষক ও সেবক-সভাসদ নিয়ে উঠে এসেছেন তিনি প্রজাদের কিছু বলবেন বলে।

সম্রাট একটা হাত উঁচু করতেই স্তব্ধ হয়ে গেল যুদ্ধক্ষেত্র। থেমে গেল যুদ্ধ, এমনকী মারাত্মক আহতরাও গোঙানি থামিয়ে চুপ হয়ে গেল তাঁর বক্তব্য শুনবে বলে। বক্তব্য রাখলেন সম্রাট।

কী বললেন, এত দূর থেকে কিছুই শুনতে পেলাম না আমি; তবে বুঝলাম, প্রজাদেরকে যুদ্ধ বন্ধ করবার অনুরোধ করছেন তিনি, বলছেন: স্প্যানিয়ার্ডরা তাঁর অতিথি এবং বন্ধু—শীঘ্রিই তারা টেনকটিটলান ছেড়ে চলে যাবে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ঠিক নয়। নিশ্চয়ই এইসব কাপুরুষোচিত কথাই বেরিয়েছিল তাঁর মুখ দিয়ে; দেখলাম, ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠল শ্রোতারা। ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারিত তিনটি শব্দ প্রচণ্ড হুঙ্কার হয়ে ভেসে এল আমার কানে:

'বিশ্বাসঘাতক! মেয়েমানুষ! বেঈমান!'

তারপর দেখলাম, একটা তীর ছুটে গিয়ে বিঁধল মন্টেজুমা...

www.BanglaBook.org

বুকে। শুধু তা-ই নয়, পাথর ছুঁড়ল লোকজন তাদের সম্মানিত সম্রাটের দিকে। ঢলে পড়লেন তিনি টাওয়ারের মেঝেতে।

বাবাকে ওভাবে পড়ে যেতে দেখে হাপুস নয়নে কাঁদছে অটোমি। আমার পাশে বসে সবই দেখেছে সে। হাত ধরে ওকে নিয়ে গেলাম প্রাসাদে। দেখলাম, এইমাত্র ফিরে এসেছে প্রিন্স গুয়াটেমক। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে রয়েছে সে, হাতে একটা ধনুক।

'সম্রাট কি মারা গেছেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আমি জানি না,' উত্তরে বলল ও। 'পরোয়াও করি না।' পাগলাটে হাসি হেসে ফিরল অটোমির দিকে। 'ইচ্ছে করলে আমাকে অভিশাপ দিতে পারো, বোন। ওই তীরটা আমিই মেরেছিলাম। ভীরু, বেঈমান রাজা যদি তাতে মারা গিয়ে থাকে, উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে তার।'

কান্না থামিয়ে মাথা উঁচু করল অটোমি।

'আমারও তা-ই মনে হয়, গুয়াটেমক। এ-শাস্তি তোমার নয়, ঈশ্বরের হাত থেকে এসেছে বলে আমার বিশ্বাস। তবে, আপন চাচাকে হত্যা করার অপরাধে, আমার ধারণা, তোমাকেও শাস্তি পেতে হবে, ওই ঈশ্বরের তরফ থেকেই।'

'তা হতে পারে,' বলল গুয়াটেমক। 'তবে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে মরব না আমি।'

আমার দিন ফুরিয়ে গেছে। আগামীকালই আমাকে শোয়ানো হবে নরবলির পাথরে, বের করে নেওয়া হবে হৃৎপিণ্ড। অবতার হিসাবে আজই আমার শেষ দিন। যুদ্ধবিগ্রহে মেতে থাকলেও, আহত-নিহতদের জন্য শোকে-দুঃখে কাতর হলেও আগামী কালকের কথা ওরা ভোলেনি কেউ। রাতে আমার সম্মানে বিরাট ভোজের আয়োজন করা হলো। মাথায় ফুলের মুকুট পরে, প্রিয়তমা স্ত্রীদের নিয়ে হাজির থাকতে হবে আমাকে ভোজসভায়; কারণ কুইটলাহুয়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ও জীবিত অন্যান্য রথি-মহারথি সমাজপতিরা আজ দেবতার অনুগ্রহ প্রার্থনা করবেন আমার মাধ্যমে।

মহা সমারোহে উৎসবের আমেজ নিয়ে ভোজের আয়োজন করা হয়েছে, কিন্তু কারও মুখে খুশির ছাপ দেখলাম না। প্রায় প্রত্যেকেই হারিয়েছে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধু, হাজার হাজার তরুণ যোদ্ধা মারা পড়েছে বেশুমার। অথচ স্প্যানিয়ার্ডরা এখনও বহাল তবিয়তে প্রাসাদের দখল বজায় রেখেছে। তার উপর আজই তীরবিদ্ধ হয়ে ঢলে পড়তে দেখেছে সবাই তাদের সম্রাটকে। সবার মনেই আশঙ্কা: ঈশ্বরের প্রতিনিধি সম্রাটকে খুন করার ফলে ভয়ঙ্কর গজব নেমে আসবে এবার তাদের উপর।

একসময় শেষ হলো আনুষ্ঠানিকতা। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলাম নিজের ঘরে। মনটা বিষাদে ছাওয়া। কোনও আশা নেই, ভরসা নেই, এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনও পথ নেই। গুরু ফঁসেকার কথা না শুনে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ডি গার্সিয়ার পিছনে দৌড়াতে গিয়েই আজ আমার এই অবস্থা। কোথায় গেল সেই প্রতিশোধ নেওয়া, বরং আমারই হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে উৎসর্গ করা হবে আগামীকাল শয়তানের উদ্দেশে। প্রতিহিংসার পথ ছেড়ে সেদিন বাড়ি ফিরে গেলে আজ লিলিকে নিয়ে সুখে দিন কাটত আমার ডিচিংহামে।

চোখ ফেটে পানি এল। কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলাম। তারপর আধো ঘুম আধো জাগরণে পাহাড়ি পথ ধরে চার্চের পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেলাম ডিচিংহাম লজের বাগানে। হাওয়া পেয়ে ফিসফিস করে কী সব বলছে যেন গাছের পাতাগুলো। আমাদের ফল-বাগানের সুগন্ধ এল নাকে। দেখলাম, চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে আমাদের গ্রামের মাঠ-ঘাট, ঝিলমিল করছে নদী। ওই তো ভেসে আসছে নাইটিঙ্গেলের মধুর ডাক। আরও কিছুটা এগিয়ে পাহাড় ডিঙাবার আগে মেয়েলি গলা শুনে কান পাতলাম। দুঃখের গান গাইছে কে যেন। গানের কথাগুলো শুনে কেমন যে লেগে

www.BanglaBook.org

উঠল বুকের ভিতরটা। মেয়েটা গাইছে: সেই যে কবে চলে গেল মানুষটা দেশান্তরে, কই, ফিরে তো এল না! অপেক্ষার দিন কি আর কাটতে চায়?

আপেল গাছের ফাঁক দিয়ে টিলা থেকে নেমে আসছে সাদা পোশাক পরা, কে ও? ধীর পায়ে এগিয়ে এল মেয়েটা আমার দিকে। চিনতে পারলাম। ওই তো আমার লিলি! ওর চেহারায় রাজ্যের বিষাদ। এখন আর গান গাইছে না। কাছাকাছি এসে ডাইনে ঘুরে আমাদের ফুলবাগানের ছোট্ট গেটের দিকে চলে গেল ও, আমাকে দেখতেই পেল না।

কপালে ঠোঁটের স্পর্শ পেয়ে চমকে জেগে উঠলাম। লিলি ভেবে জড়িয়ে ধরলাম অটোমিকে। তারপর ভুল ভেঙে যেতেই নিদারুণ হতাশ হয়ে মুক্ত করলাম বাহুবন্ধন। আমার মনের ভাব টের পেয়ে করুণ এক চিলতে হাসি ফুটল অটোমির ঠোঁটে।

'তোমার সঙ্গে একা দুটো কথা বলব বলে এসেছিলাম,' বলল অটোমি। 'বোধহয় আমার চেয়ে অনেক সুন্দরী, অনেক প্রিয় কোনও মেয়ের স্বপ্ন দেখছিলে, টিউলে?'

'হ্যাঁ। সেই মেয়েটাকে দেখলাম স্বপ্নে, যাকে আমি ভালবাসি। ঘুমের ভেতর আমি চলে গিয়েছিলাম ডিচিংহামে, আমার গ্রামে।'

'তোমার সুখ-স্বপ্ন ভাঙিয়ে দেয়ার জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত, টিউলে।'

'সবই তো শেষ হয়ে এল,' বললাম, 'দুঃখ কোরো না। আর কয়েক ঘণ্টা যার আয়ু, হাজার হাজার মাইল দূরের প্রেমিকার স্বপ্ন দেখা তার জন্যে সুখের কিছু নয়।'

'আচ্ছা, বলো তো, টিউলে, তোমাকে ঠিক কতটা ভালোবাসে সেই মেয়েটি? ও কি পাশে থেকে তোমার সঙ্গে বলিদানের পাথরে আত্মাহুতি দিত?'

'না,' বললাম। 'আমাদের দেশে সহমরণ কিংবা প্রেমিক বা স্বামীর সঙ্গে আত্মাহুতি দেওয়ার রেওয়াজ নেই।'

www.BanglaBook.org

'ওরা হয়তো মনে করে, বেঁচে থেকে আবার একটা বিয়ে করাই বুদ্ধিমতীর কাজ,' বলল অটোমি নরম গলায়। কিন্তু চাঁদের আলোয় আমি দেখলাম, জ্বলজ্বল করছে ওর চোখ জোড়া, ভাবাবেগে কাঁপছে সর্বাঙ্গ।

'এসব অর্থহীন কথাবার্তা ভালো লাগছে না, অটোমি,' বললাম আমি নীরস কণ্ঠে। 'শোনো, তুমি যদি সত্যিই আমার ভালো চাইতে, তা হলে এই নির্মম হত্যাকাণ্ড থেকে অনায়াসে বাঁচাতে পারতে আমাকে; কিংবা গুয়াটেমককে বলে ঠেকাতে পারতে ওদের। তুমি মন্টেজুমার মেয়ে, এতগুলো মাস চলে গেল, তাঁকে দিয়ে হুকুম জারি করাতে পারতে যে আমাকে মারা যাবে না। কি, পারতে না?'

'তুমি কি ভেবেছ কিছুই করিনি আমি?' রেগে গেল অটোমি। 'জেনে রাখো, টিউলে, গত কয়েকটা মাস সাধ্যেরও অতীত চেষ্টা করেছি আমি তোমাকে বাঁচাবার জন্যে। বাবা ওদের হাতে বন্দি হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রতিদিন ধরনা দিয়েছি তার কাছে, এমনই পীড়াপীড়ি করেছি যে, শেষে বিরক্ত হয়ে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে বাবা তার সামনে থেকে। পুরোহিতদের ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করেছি, গুয়াটেমকের সঙ্গে কথা বলে কীভাবে তোমাকে উদ্ধার করা যায় সেই রাস্তা বের করবার চেষ্টা করেছি। সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করতে রাজি ছিল ও, কারণ, সত্যিই তোমাকে ভালোবাসে গুয়াটেমক।

'একটা পথ আমরা বের করেই ফেলতাম যদি না ওই বদমাশ টিউলেগুলো এসে হাজির হতো, যদি না যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করত দেশে। এখন এই শহর থেকে পালাবার সব পথ বন্ধ। তার ওপর এদেশের বড় বড় জ্যোতিষী আর গণক ভবিষ্যদ্বাণী করেছে: আগামীকাল ঠিক দুপুরবেলা যদি তোমার রক্ত ঝরানো যায়, আর, সেইসঙ্গে হৃৎপিণ্ডটা বের করে নিয়ে যদি দেবতা কিটযালের বেদিতে উৎসর্গ করা যায়; তা হলেই কেবল টিউলদের সম্পূর্ণ

www.BanglaBook.org

ধ্বংস করে বিজয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব হবে আমাদের পক্ষে। কিন্তু বলিদানটা যদি ঠিক মধ্যাহ্নের একটু আগে বা পরে হয়, তা হলে সব ভেস্তে যাবে, ভয়ঙ্কর বিপর্যয় নেমে আসবে টেনকটিটলানের ভাগ্যে। ওরা ফতোয়া দিয়েছে তোমাকে প্রথা মত লেকের ওপারের মন্দিরে বলি দিলে চলবে না, বড় পিরামিডের চূড়ায় প্রধান মন্দিরে দেবতার সামনে বলি দিতে হবে।

'সারা দেশের সমস্ত পুরোহিত এখন কায়-মনো-বাক্যে প্রার্থনা করছে যেন এই উৎসর্গ সুফল বয়ে আনে। বড়মন্দিরের বলিদানের পাথরের বেশ কিছুটা ওপরে একটা সোনার বালা এমনভাবে রাখা হবে, যাতে ঠিক দুপুরবেলা ওর ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো এসে তোমার বুকে হৃৎপিণ্ড বরাবর পড়ে। ঠিক তখনই চালানো হবে ছুরি। তোমার কি জানা আছে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে চব্বিশ ঘণ্টা তোমাকে চোখে চোখে রাখা হচ্ছে?

'শুধু তুমিই না, তোমার স্ত্রীদের ওপরও তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে সারাক্ষণ। কিছুতেই যেন তুমি টিউলেদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারো সেজন্যে প্রহরীদের তিনটে বলয় তোমাকে ঘিরে রেখেছে, দরজা বা জানালার বাইরে উঁকি দিলেই দেখতে পাবে পাহারায় আছে পুরোহিতরা। এখন বলো, টিউলে, এর মাঝখান থেকে পালাবার কোনও উপায় আছে?'

'নাহ্,' বললাম আমি, 'শুধু একটা উপায় ছাড়া। আমি যদি আত্মহত্যা করি তা হলে ওরা আর মারতে পারবে না আমাকে।'

'ছি,' চট্ করে আমার মুখে হাত চাপা দিল অটোমি। 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। আগেই মরে গেলে তো সব শেষই হয়ে গেল। তা ছাড়া, আমার ধারণা, মরতেই যদি হয়, পুরোহিতের হাতে মরাই তো ভালো।' শিউরে উঠল ও। 'শুনেছি, তেমন ব্যথা লাগে না, খুব তাড়াতাড়িই ঘটে যায় ব্যাপারটা। তোমাকে তো আর নির্যাতন করা হচ্ছে না—তোমার জন্যে ওইটুকুই করতে পেরেছি গুয়াটেমক আর আমি; নির্যাতনের পরিকল্পনাটা বাদ দিতে

www.BanglaBook.org

হয়েছে ওদের।'

এরপর নানাভাবে আমাকে অভয় দেওয়ার চেষ্টা করল অটোমি, সান্ত্বনা দিল; আশ্বাস দিল–অল্প কিছুটা যন্ত্রণার পরই আসবে অনন্ত শান্তি। সবশেষে বলল, 'এবার তা হলে চলি, বন্ধু। উৎসর্গ অনুষ্ঠানের আগে আর দেখা হচ্ছে না আমাদের। যা ঘটবেই, তাকে আত্মসম্মান বজায় রেখে সাহসের সঙ্গে মোকাবেলা কোরো, এই আমার অনুরোধ।' এই বলে আমার মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে কপালে চুমো দিল অটোমি, তারপর চলে গেল ঘর ছেড়ে।

দুলে উঠল পর্দা, আঁধারে মিলিয়ে গেল রাজকুমারী। কিন্তু অনুভব করলাম, আশ্চর্য এক প্রশান্তি চলে এসেছে আমার মধ্যে। অদ্ভুত একটা নৈঃশব্দ্য যেন ঘিরে রেখেছে আমাকে, পার্থিব চাওয়া-পাওয়া, ভয়-ভাবনা, সুখ-বেদনা–সব যেন অনেক দূরের ব্যাপার; সেসব আর কাছে আসতে পারছে না নিরাপত্তাবেষ্টনী ভেদ করে। কৃতজ্ঞ বোধ করলাম আমি মেয়েটির প্রতি।

মনে মনে স্থির করলাম, যত কষ্টই হোক, কাপুরুষের মত চিৎকার-কান্নাকাটি করব না। এই বর্বর জাতি কিছুতেই যেন একজন ইংরেজকে দুর্বল বা ভীরু ভাবতে না পারে। অতীতের সব মানুষ মারা গেছে, যারা আছে তারাও মরবে, কেউ বেঁচে থাকবে না–আমি কোন্ লাট সাহেব যে অভিযোগ করব?

বিনিদ্র রজনী শেষ হলো একসময়। সূর্য উঠতেই ঝনঝনাৎ শব্দে বুঝলাম যুদ্ধের সাজে প্রস্তুত হচ্ছে মানুষ। দিন দিন বাড়ছে আযটেকদের আক্রমণের তীব্রতা। হালকা ভাবে কথাটা এল মনে, তবে এসব নিয়ে ভাবছি না আমি এখন। আমি প্রস্তুতি নিচ্ছি আসন্ন মৃত্যুর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একুশ

বাজনার শব্দ এল কানে। ভারী পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করল আমার খেদমতগাররা, সঙ্গে কয়েকজন চিত্রশিল্পী। পোশাক খুলে নিয়ে শিল্পীরা আমার সারা গায়ে লাল-সাদা-নীল রঙ দিয়ে বিচিত্র, উদ্ভট সব ছবি আঁকল। নাক-মুখ-কান-ঠোঁট, এমনকী চোখের পাতা পর্যন্ত বাদ পড়ল না। অনেক মাপজোখ করার পর আমার বুকে ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর একটা লাল চক্র আঁকল। এতদিনে চুল আমার কাঁধ ছাড়িয়েছে; সেগুলোকে ইন্ডিয়ান সেনা-অধিনায়কের আদলে চাঁদির উপর তুলে লাল রিবন দিয়ে বেঁধে মোরগের রং-বেরঙের পালক গুঁজে দিল। বুঝলাম, ঠিক একটা নিশানের মত দেখাচ্ছে আমাকে এখন। তারপর চোখ ঝলসানো পাথর বসানো দামি পোশাক পরানো হলো আমাকে।

এবার কানে সোনার দুল, গলায় সাতনরি হার আর হাতে-পায়ে সোনার বাজু, বালা আর মল পরানো হলো। আমার বুকের উপর শোভা পাচ্ছে মস্ত একটা রত্ন, ওটার দিকে তাকালে মনে হয় দিঘির পানিতে টলমল করছে চাঁদের আলো। এরপর এল রাশি রাশি তাজা ফুলের মালা। মালা দিয়ে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে প্রায় বেঁধে ফেলার জোগাড় করল ওরা।

কাজ শেষ করে পিছিয়ে গিয়ে আপাদমস্তক দেখল ওরা আমাকে, মুখে ফুটল সন্তুষ্টির হাসি। এবার আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো প্রাসাদের হলঘরে। ওখানে উৎসবের পোশাক পরে দেশের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গণ্যমান্য সবাই জড়ো হয়েছে একটা মঞ্চের সামনে। মঞ্চে তোলা হলো আমাকে। ওখানে অপরূপ সাজে সেজে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার চার বিবি–স্বর্গের চার দেবি–সোচি, কিলো, আটলা আর ক্লিক্সটো। আটলা সেজেছে অটোমি।

আমি আসন গ্রহণ করতেই একে একে এগিয়ে এল ওরা, আমার ভুরুতে চুমো দিয়ে সোনার থালায় করে আনা মিষ্টি ও পিঠে এবং সোনার পাত্রে করে কোকো ও মেসকাল পরিবেশন করল। মেসকালটা এক জাতীয় মদ বলে সেটাই পান করলাম, আর কিছু ধরলাম না আমি। এইসব আচার-অনুষ্ঠান শেষ হতে কিছুক্ষণের জন্য চুপচাপ হয়ে গেল সবাই, তারপর দূরের একটা দরজা দিয়ে পঞ্চাশ জনের মত পুরোহিত প্রবেশ করল, পরনে বলিদানের রক্তলাল পোশাক। সারা গায়ে ওদের লেগে আছে মানুষের রক্ত। হাত-পায়ে তো আছেই, দীর্ঘ চুলও জটা বেঁধে গেছে রক্ত লেগে। আমার মনে হলো, ওদের নিষ্ঠুর চোখ থেকেও যেন রক্ত ঝরছে। সোজা এসে মঞ্চের সামনে দাঁড়াল ওরা। প্রধান পুরোহিত হঠাৎ দুই রক্তাক্ত হাত শূন্যে তুলে চেঁচিয়ে উঠল:

'সবাই তোমরা মহান, অমর, মহিমান্বিত দেবতা টিযকাটকে সম্মান জানাও!'

উপস্থিত সবাই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল প্রার্থনার ভঙ্গিতে। সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হলো, 'আমরা তোমাকে সম্মান জানাচ্ছি, হে দেবতা!'

এভাবে পরপর তিনবার সম্মান দেখানোর পর উঠে দাঁড়াল সবাই। সরাসরি আমার দিকে তাকাল প্রধান পুরোহিত।

'আমাদের ক্ষমা করুন, হে প্রভু, টিযকাট। আমরা আপনাকে উপযুক্ত সম্মান দিতে পারিনি। এখানে আজ আমাদের সম্রাটের উপস্থিত থেকে আপনাকে সম্মান জানানোর কথা। কিন্তু, আমাদের বেহাল অবস্থার কথা আপনি তো জানেনই, হে টিযকাট। যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি আমরা, আমাদের সম্রাট আহত অবস্থায় শত্রুর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অশুভ হাতে বন্দি।

'হে টিযকাট, আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি বছর আমরা আপনাকে নিজেদের কাছে ধরে রেখেছি, আপনার প্রতি আমাদের গভীর ভালোবাসার কারণেই। আজ যখন আপনার স্বর্গারোহণের ইচ্ছা পূরণ হতে চলেছে, আপনার প্রতি আপনার সন্তানদের আকুল আবেদন, ওপরে গিয়ে দয়া করে আপনি ওই জালিম টিউলেদের হাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করবেন। আমরা এই দুঃখ-দুর্দশায় ভরা পৃথিবীতে পড়ে রইলাম, স্বর্গে গিয়ে আপনার আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে কখন আপনি এই টিউলেদের সর্বনাশ ডেকে এনে আমাদের সম্রাটকে উদ্ধার করবেন, অ্যানাহুয়াকের জনগণকে মুক্ত করবেন, সেই অপেক্ষায়।'

আরও অনেক ভ্যাজর-ভ্যাজর করল বুড়ো শয়তানটা, কিন্তু সব শোনা গেল না। গোটা হলঘরের সবাই ফোঁপাচ্ছে আমাকে বিদায় দিতে হচ্ছে বলে; অটোমি ছাড়া বাকি তিন বউ তো বিরহ-বেদনা সইতে না পেরে একেবারে গলা ছেড়ে দিয়েছে। বুড়ো শয়তানটার হাতের ইশারায় আবার শুরু হলো বাজনা। এবার সবাই মিলে আমাকে ঘিরে নিয়ে হলঘর থেকে বেরিয়ে রওনা দিল প্রাসাদের গেটের দিকে—চার বউ হাঁটছে আমার চারপাশে।

গেটটা সামান্য ফাঁক করে আমাদের বেরোতে দেওয়া হলো। বাইরে বেরিয়ে দিনের আলোয় মাত্র পাঁচশো গজ দূর থেকে দেখতে পেলাম আযটেকদের মরণপণ লড়াই। দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওরা, চেষ্টা করছে আক্সার উঁচু দেওয়াল ডিঙিয়ে ভিতরে ঢোকার; স্প্যানিয়ার্ডদের তুমুল গোলাগুলি আর লাস্কালানদের ধারালো কাঁচ বসানো গদার আঘাতে ফিরে আসছে নিহতদের ফেলে। অক্ষত বাড়িগুলোর ছাদ থেকে আর পিরামিডের মাথার সমতল জায়গা থেকে শিলাবৃষ্টির মত মুহুর্মুহু আক্সা-প্রাসাদের সামনের চত্বরে গিয়ে পড়ছে তীর, বর্শা আর পাথরখণ্ড।

গেট দিয়ে বেরোতেই আমাদের ঘিরে ফেলল অসংখ্য নারী ও

www.BanglaBook.org

শিশু-কিশোর। হাতে করে ফুল নিয়ে এসেছে ওরা আমার জন্য, এসেছে আমার মহাপ্রয়াণ দেখে নয়ন সার্থক করতে। মাঝে-মধ্যে কামানের এক-আধটা লক্ষ্যভ্রষ্ট গোলা এদিকে এসে পড়লে লম্বা একটা গলি তৈরি হচ্ছে জনারণ্যে, মারা পড়ছে লোকজন; কিন্তু কারও ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। চারপাশ থেকে জোর ধ্বনি উঠছে: স্বাগতম, টিযকাট; জয়তু, টিযকাট; বিদায়, টিযকাট!

ফুল বিছানো পথ মাড়িয়ে পিরামিডের সামনের চত্বরে পৌঁছলাম। ভিড়ের চাপে এখানে কিছুক্ষণ থামতে হলো। হঠাৎ দেখলাম ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে একজন আযটেক যোদ্ধা। সামনে এসে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানাল লোকটা। সোজা হয়ে দাঁড়াতে দেখলাম লোকটা প্রিন্স গুয়াটেমক।

'টিউলে,' আমার কানে কানে বলল গুয়াটেমক, 'আরেকজনের ওপর ভার দিয়ে চলে এলাম তোমাকে বিদায় জানাতে। তুমি চললে, যাও; শীঘ্রি আবার দেখা হবে আমাদের। তোমাকে সাহায্য করার অনেক চেষ্টা করেছি, বিশ্বাস করো, কিন্তু কিছুই করা গেল না। এ আসলে হবার নয়। তোমার সঙ্গে জায়গা বদল করতে পারলে, সত্যি বলছি, আমি খুশি হতাম। বিদায়, বন্ধু। দুই-দুইবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ তুমি, কিন্তু আমি পারলাম না।'

'বিদায়, গুয়াটেমক,' একটা হাত ওর কাঁধে রেখে বললাম, 'সাচ্চা মানুষ তুমি, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

আমরা যে-যার পথে রওয়ানা হলাম আবার।

পিরামিডে উঠবার সময় সার বাঁধল মানুষ। প্রথম ধাপে পা দিয়েই বিদায় নিল আমার এক স্ত্রী। কান্নায় ভেঙে পড়ল সে আমার কাঁধে মাথা রেখে। পিরামিডের চূড়ায় যাবার সিঁড়ি ওটার গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে ক্রমে উপর দিকে উঠে গেছে। প্রতিটা বাঁকে থামতে হলো, একজন করে স্ত্রী হারালাম প্রতিবার, কেঁদে-কেটে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় নিল তারা। যাবার সময় স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে আমার পোশাক থেকে একটা কিছু খুলে নিয়ে গেল ওরা। এভাবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘণ্টাখানেক চলার পর পিরামিডের সমতল অংশে পৌঁছলাম। জায়গাটা ডিচিংহাম চার্চের প্রাঙ্গণ থেকেও বড়।

এইখানেই পাথরের তৈরি হুইটযেল ও কিটযালের মন্দির, ভিতরে বিকট চেহারার দেবমূর্তি। এখানেই একপাশে পবিত্র অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে অনির্বাণ, পাতা রয়েছে বলিদানের কালো পাথর, কিছু নির্যাতনের হাতিয়ার আর সাপের চামড়া দিয়ে তৈরি মস্ত এক ঢাক। আক্সা-প্রাসাদের দিকটায় কয়েকশো মানুষ জড়ো হয়ে অবিরাম পাথর, তীর ও বর্শা ছুঁড়ছে নীচের স্প্যানিয়ার্ডদের দিকে। বেশ কিছু পুরোহিত ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে আজকের অনুষ্ঠানের জন্য। নীচের বিশাল ময়দানে পোড়া বাড়িগুলোর গা ঘেঁষে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার মৃত্যু প্রত্যক্ষ করবে বলে।

সূর্যটা মাঝ গগনে পৌঁছতে এখনও ঘণ্টা দুয়েক দেরি আছে। তড়িঘড়ি করে হাতের কাজ আর কিছু আনুষ্ঠানিকতা সেরে নিচ্ছে সবাই। প্রথমে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো টিযকাটের সামনে। কালো মার্বেল পাথরে তৈরি বিকট মূর্তি দেখে ভয়ই লাগে। মূর্তির গায়ে কারুকাজ করা বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার। দেবতার হাতে ধরা একটা সোনার থালা, একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে রয়েছে তার রত্ন বসানো চোখ। ভক্ত পূজারিরা বলে, ওই থালার উপরই তাঁর সৃষ্ট এই পৃথিবীর কোথায় কী হচ্ছে সব দেখতে পান দেবতা।

দেবতার সামনে বড় একটা সোনার থালা। সেটা নিজ মাথার জটা দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করছে প্রধান পুরোহিত, আর সেই সঙ্গে বিড়বিড় করে চলেছে মন্ত্রপাঠ। কাজটা শেষ করেই থালাটা আমার মুখের সামনে ধরল লোকটা। বাজে একটা গন্ধে নাক কুঁচকে উঠল আমার। আমি জানি, এরই উপর রেখে দেবতার কাছে উৎসর্গ করা হবে আমার হৃৎপিণ্ডটা, যেটা এখন ধুকপুক করছে আমার বুকের ভিতর।

আরও কী কী আনুষ্ঠানিকতা বাকি রইল বলতে পারব না,

www.BanglaBook.org

নীচের ময়দান থেকে ভেসে এল চিৎকার-চেঁচামেচির জোরালো আওয়াজ। আমাকে মন্দির থেকে বের করে নিয়ে আসা হলো রেইলিংবিহীন সমতলের কিনারায়। যা দেখলাম তাতে মনে হলো, অবিরাম পাথরবর্ষণে অতিষ্ঠ হয়ে এবার পিরামিড আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্প্যানিয়ার্ডরা। দলে দলে বেরিয়ে আসছে ওরা প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ থেকে। কর্টেয নিজে একটা দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তার পিছনে রয়েছে কয়েকশো লাস্কালান।

ওদিকে ওদের বাধা দেওয়ার জন্য হই-হই করে ছুটে আসছে আযটেক সেনারা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তীব্র আকার ধারণ করল লড়াই। আরকুইবাস আর মাস্কেটের গুলিবর্ষণের সহায়তা নিয়ে অনেকদূর চলে এল স্প্যানিয়ার্ডরা, কিন্তু পাথরে বারবার ঘোড়ার পা পিছলে যাচ্ছে দেখে ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে এগোল এবার সামনে।

তুমুল যুদ্ধের পর আযটেকদের হটিয়ে দিয়ে পিরামিডে ওঠার প্রথম সিঁড়িটা দখল করে নিল স্প্যানিয়ার্ডরা। কিন্তু বাধা দেওয়ার জন্য উপরে তো শতশত আযটেক সেনা তৈরি হয়ে রয়েছেই, পিরামিডে ওঠার প্রতিটি ধাপে রয়েছে কয়েকজন করে। চূড়ায় উঠে পাথর নিক্ষেপ বন্ধ করতে হলে মরণপণ যুদ্ধ করতে হবে স্প্যানিয়ার্ডদের।

কিন্তু যদি ওরা উঠে আসতে পারে, বন্ধ হয়ে যাবে নরবলি। কথাটা ভাবতেই বুকের ভিতর লাফিয়ে উঠল আমার কলজেটা। আরে, তা-ই তো! দুই ঘণ্টার মধ্যে যদি স্প্যানিয়ার্ডরা উঠে আসতে পারে, তা হলে হয়তো বেঁচে যাব আমি এদের হাত থেকে। তা নইলে মরতে হবে।

নীচের হল্লা শুনে টিযকাটের মন্দির থেকে যখন আমাকে বের করা হয়, তখন লক্ষ করেছিলাম, প্রবীণ পুরোহিতদের মাঝখানে দেবি আটলার সাজ পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে অটোমি। কী নিয়ে যেন বিতর্ক চলছিল তার ওদের সঙ্গে। কথা বলার ফাঁকে আমার দিকে

www.BanglaBook.org

মাথা নোয়াতে দেখেছিলাম ওকে, ভেবেছিলাম আমার সর্বশেষ স্ত্রী আমাকে বিদায় জানিয়ে চলে যাচ্ছে এবার। তর্ক কী নিয়ে বুঝিনি তখন, ফিরে এসে দেখলাম তুঙ্গে উঠেছে সেটা।

পূজারিদের চেহারা দেখে মনে হলো, অটোমির কথা শুনে যেমন ভয় পাচ্ছে তারা, তেমনি আবার ভিতর ভিতর পুলকিতও বোধ করছে। বোঝা গেল, বিতর্কে বিজয়ী হয়েছে অটোমি; তার কথা মেনে নেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাচ্ছে লোকগুলো। ধীর, রাজসিক ভঙ্গিতে পাশ ফিরে আমার দিকে এগিয়ে এল অটোমি। দেখলাম, ওর চোখে-মুখে অন্যরকম জ্যোতি।

'এখনও যাওনি তুমি, অটোমি?' কাছে গিয়ে বললাম আমি। 'স্প্যানিয়ার্ডরা তো ঘিরে ফেলেছে গোটা পিরামিড। এখন তো ওরা তোমাকে হয় বন্দি করবে, নয়তো মেরে ফেলবে।'

আমাকে উদ্বিগ্ন হতে দেখে হাসল অটোমি। বলল, 'মৃত্যুর প্রতীক্ষাতেই আছি!'

কিছুক্ষণ আর কোনও কথা হলো না আমাদের। দেখছি কীভাবে আযটেকদের পিছু হটিয়ে অথবা খুন করে একপা-একপা করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে স্প্যানিয়ার্ডরা উপর দিকে। স্টিলের তলোয়ারের সামনে টিকতে পারছে না ইন্ডিয়ানরা। মাঝে মাঝে কেউ কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ছে তলোয়ারের উপর, তারপর এক বা একাধিক শত্রুকে জড়িয়ে ধরে তীক্ষ্ণ রণহুঙ্কার ছেড়ে তাদের নিয়ে সিঁড়ির কিনার থেকে লাফিয়ে পড়ছে অনেক নীচে পাথরের মেঝের উপর।

কিন্তু এতকিছুর পরেও টিউলদের ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না আযটেক যোদ্ধারা, ক্রমেই উঠে আসছে ওরা বেপরোয়া ভঙ্গিতে। পুরো একঘণ্টা ধস্তাধস্তি করে পিরামিডের মাঝামাঝি উচ্চতায় পৌঁছল স্প্যানিয়ার্ডরা। ওদের হাতে মুহুর্মুহু গর্জে উঠছে বন্দুক। আযটেক যোদ্ধারাও বিনা যুদ্ধে পথ ছাড়বার পাত্র নয়। পিরামিডের মাথায় সাপের চামড়ার ঢাক পিটিয়ে কানের পর্দা ফাটিয়ে দেওয়ার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উপক্রম করেছে পুরোহিতরা।

অটোমি আর আমি দাঁড়িয়ে আছি বলির কালো পাথরের পাশে। কয়েকজন পুরোহিত গোল করে ঘিরে রেখেছে আমাদের। আর কয়েকজন দেখতে দেখতে পাথরের উপর কালো কাপড়ের একটা চাঁদোয়া টাঙিয়ে ফেলল। চাঁদোয়ার মাঝখানটা গোল করে কাটা, সেখানে সেলাই করে আটকানো রয়েছে ছয় ইঞ্চি ব্যাসের একটা সোনার বালা। সেই বালার ভিতর দিয়ে সূর্যের উজ্জ্বল আলো এসে পড়ছে নীচে। সূর্য যতই সরছে, আলোটাও সরে আসছে কালো পাথরের দিকে। একসময় পাথর বেয়ে উঠে এল উজ্জ্বল আলোটা, জ্বলজ্বল করছে পাথরের কিনারায়।

এমনি সময় প্রধান পুরোহিতের ইঙ্গিতে ঘিরে রাখা বৃত্তটা ছোট করে আনল সবাই, তারপর আমার সমস্ত পোশাক খুলে নিল ওরা। রইল কেবল গা-ভর্তি লাল-নীল-সাদা রঙ, আর কোমরে জড়ানো কৌপীন। বুঝলাম, আমার সময় শেষ। কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র অনুভব করলাম না নিজের ভিতর। বিদায় জানাবার জন্য ফিরলাম অটোমির দিকে।

কী আশ্চর্য! আমারই মত সমস্ত কাপড় খুলে নেওয়া হয়েছে ওরও। অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অটোমি, খোলা চুল উড়ছে বাতাসে, ওরও কোমরে ছোট্ট একটুকরো কাপড়।

'অবাক হচ্ছ, টিউলে?' নিচু গলায় বলল অটোমি, 'আমি তো তোমার বউ। আর ওই দেখো আমাদের ফুল শয্যা—জীবনে এই প্রথম, এই শেষ! তুমি আমাকে ভালো না বাসতে পারো, কিন্তু স্ত্রীর অধিকার নিয়েই কাজটা করছি আমি। তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না, টিউলে, তবে সান্ত্বনা এটুকুই যে, তোমার সঙ্গে মরতে পারছি।'

হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম অটোমির দিকে, একটি কথা বের হলো না আমার মুখ থেকে। এ কী করে হয়! প্রতিবাদ করতে যাব, কিন্তু সেটা সম্ভব হলো না—চারজন পুরোহিত আমাকে ধরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুইয়ে দিল বলির পাথরে। ঠিক সেই সময়ে স্প্যানিয়ার্ডদের উল্লাসধ্বনি শুনে মনে হলো সিঁড়ির শেষ চৌকিটাও দখল করে নিয়েছে ওরা। আমার পাশে গায়ে গায়ে লাগিয়ে শোয়ানো হলো অটোমিকে। আমাকে ঠিক মাঝখানটায় থাকতে হবে বলে ওর জায়গায় কিছু কম পড়ল।

কিন্তু বলিদানের লগ্ন আসেনি এখনও। আমাদেরকে দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে শেষপ্রান্ত গিঁঠ দিয়ে দেওয়া হলো মেঝের সঙ্গে লাগানো তামার আংটার সঙ্গে। তারপর সবাই চেয়ে রইল চাঁদোয়ার মাঝখানে সেলাই করে আটকানো সোনার রিঙের ভিতর দিয়ে আসা রোদের দিকে।

চুপচাপ শুয়ে থাকলাম আমরা। আমার হৃদয়টা তখন তোলপাড় করছে বিপুল বিস্ময় আর অশেষ কৃতজ্ঞতায়। বিস্ময় মেয়েটার সাহস দেখে, কৃতজ্ঞতা আমার প্রতি ওর অনুভূতির গভীরতা দেখে। আমাকে ভালোবাসে বলে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে অটোমি, আমাকে ছাড়া বেঁচে থেকে এই পৃথিবীর সুখ-সম্পদ ভোগ করতে চায় না ও; তার চেয়ে আমার সঙ্গে মৃত্যুই ওর বেশি পছন্দ। এ কেমন ভালোবাসা! এ-ও সত্যি সম্ভব?

এইসব ভাবতে ভাবতে আমার ভিতরেও মেয়েটির প্রতি অদ্ভুত এক অমোঘ আকর্ষণের সৃষ্টি হলো, যেন সদ্য জন্ম নিল প্রেম। মনে হলো, আমার কাছে এই অসাধারণ মেয়েটির চেয়ে প্রিয় এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই, এমনকী আমার বাগদত্তা লিলিও নয়। প্রবল একটা আবেগের ঢেউ বয়ে গেল আমার বুকের ভিতর, পানি এসে গেল চোখে। কষ্টেসৃষ্টে ওর দিকে পাশ ফিরলাম। বামদিকে কিছুটা কাত হয়ে শুয়ে আছে অটোমি, লম্বা চুল মেঝেতে লুটাচ্ছে, মুখটা আমার দিকে ফিরানো, আমার মুখ থেকে এক ইঞ্চি দূরে।

'অটোমি!' ফিসফিস করে ডাকলাম ওকে। 'শোনো। সব শেষ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ে যাওয়ার আগে আমার শেষ একটা কথা শুনে নাও, প্লিজ!' চোখ মেলল অটোমি। বললাম, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, অটোমি!'

কেঁপে উঠল রাজকন্যা, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'তবে তো প্রতিদান আমি পেয়েই গেলাম!' তারপর আর একটু কাছে ঘেঁষে চুমো দিলাম ওর ঠোঁটে–সেই প্রথম, ভেবেছিলাম সেই শেষ।

'আহ্! শান্তি লাগছে!' মৃদুকণ্ঠে বলল অটোমি। 'এই মুহূর্তটাকে ফিরে পাওয়ার জন্যে হাজার বার মরতে রাজি আছি আমি। আসলে তোমার আগে মরতে চাই আমি, টিউলে–তুমি কথাটা ফিরিয়ে নেওয়ার আগেই। আমি জানি তোমার মন কোথায়। মুহূর্তের দুর্বলতায়, ইন্ডিয়ান এক জংলী মেয়ের আনুগত্য আর বিশ্বস্ততা দেখে কৃতজ্ঞ বা মুগ্ধ হয়ে আবেগে আপ্লুত অবস্থায় হঠাৎ তোমার মনে হয়েছে তাকে বুঝি ভালোবাসো। কিন্তু তোমার কথাটা বিশ্বাস করতে চাই আমি, টিউলে, বিশ্বাস করতে চাই এই স্বপ্নটাই আসলে সত্য!'

'এভাবে বোলো না, অটোমি,' বললাম বটে, কিন্তু সেইমুহূর্তে লিলির ছবিটা ভেসে উঠল আমার মনের পর্দায়। 'আমার জন্যে নিজের প্রাণ দিচ্ছ তুমি, তোমাকে ভালো না বেসে উপায় আছে?'

'আমার জীবনের কী আর দাম, তোমার ভালোবাসা অনেক-অনেক দামি,' বলল অটোমি মৃদু হেসে। 'বলো তো, টিউলে, কী জাদু আছে তোমার মধ্যে যে, সম্রাট মন্টেজুমার মেয়ে আজ স্বেচ্ছায় শুয়ে আছে বলির পাথরে, মৃত্যু কামনা করছে নিজের?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাইশ

আর ছয় ইঞ্চি। আর বড় জোর পনেরো মিনিট।

তারপর এসে পড়বে রোদের বৃত্তটা আমার বুকে আঁকা লাল দাগের উপর। নীচের যুদ্ধটা উঠে আসছে উপরে। কলরব বেড়ে গেছে অনেক। মাথাটা যতদূর সম্ভব উঁচু করে দেখতে পেলাম, পিরামিডের উপর চলে এসেছে টিউলেরা।

ইন্ডিয়ানরা যখন দেখল তাদের অস্ত্র কিছুতেই শত্রুর বর্ম ভেদ করতে পারছে না, তখন একমাত্র উপায় হিসাবে ওদেরকে নীচে ফেলে দেওয়ার চেষ্টায় মন দিল। কিন্তু সে-কাজ সহজ নয়। ওদের ক্ষুরধার তলোয়ারের খোঁচা এড়িয়ে কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। তবে একটু সুযোগ পেলেই স্প্যানিয়ার্ড যোদ্ধার কোমর জড়িয়ে ধরে লাফ দিচ্ছে ওরা কিনার থেকে, পড়ছে গিয়ে দুইশো ফুট নীচের শান বাঁধানো আঙিনায়।

সমতল জায়গার মাঝামাঝি পৌঁছে গেছে লড়াই। আর একটু এগোলেই বলির পাথর। শ' দেড়েক আযটেক চালিয়ে যাচ্ছে লড়াই, বেদির কাছে আসা থেকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে ওদের। পুরোহিতরা ঘিরে রেখেছে বলির পাথর, স্প্যানিয়ার্ডরা যাতে আমাদের দেখতে না পায়। ওদিকে বিপদ দেখে যেন আগের চেয়ে দ্রুত সরে আসছে গোল রোদের টুকরোটা, বিচিত্র ছবি আঁকা গা বেয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে এখন। আর একটু উঠতেই আমাকে কালো পাথরের সঙ্গে চেপে ধরল চার-পাঁচজন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শক্তিশালী পুরোহিত, প্রধান উঁচু করল তার ছোরা ধরা হাতটা।

চোখ বুজে ফেলেছিলাম, চরম আঘাতের প্রতীক্ষা করছি, এমন সময় চেঁচিয়ে উঠল একজন, 'এখন না! এখন না!' চমকে চোখ মেলে দেখলাম জ্যোতিষীদের প্রধান বলছে কথাগুলো, 'আগে আলোটা মাঝখানে আসতে দিন! গোল দাগের মাঝখানে! তা না হলে পণ্ড হয়ে যাবে সমস্ত আয়োজন, চরম সর্বনাশ নেমে আসবে অ্যানাহুয়াকের মানুষের ওপর!'

দাঁতে দাঁত চাপল প্রধান পুরোহিত, কটমট করে চাইল পিঁপড়ের গতিতে এগিয়ে আসা আলোর দিকে, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল যুদ্ধের অবস্থা বোঝার জন্য। কাছে চলে আসছে টিউলেরা। আলোটাও এগিয়ে এসে স্পর্শ করল আমার বুকে আঁকা গোল দাগের একটা পাশ। আর ধৈর্য ধরতে না পেরে আবার ছোরা ধরা হাতটা উঁচুতে তুলল প্রধান পুরোহিত। আমি চোখ বন্ধ করবার আগেই আবার চেঁচিয়ে উঠল প্রধান জ্যোতিষী, 'করেন কী! এখন না! আপনি দেখছি লগ্ন মানতে চাইছেন না! সর্বনাশ ডেকে আনতে চলেছেন আপনি আমাদের সবার ওপর!'

এবার মেয়েলি গলার চিৎকার শুনতে পেলাম। আমার পাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠল অটোমি, 'বাঁচাও! বাঁচাও! মেরে ফেলছে ওরা আমাদের!'

চিৎকার শুনেই এদিকে ফিরল একজন স্প্যানিয়ার্ড, তারপর সঙ্গীদের বলল, 'চলে এসো, বন্ধুরা! কুকুরগুলো আবার মানুষ খুন করছে!'

প্রচণ্ড ধস্তাধস্তির আওয়াজ পেলাম। অ্যাযটেকদের প্রতিরক্ষা টিকল না, আক্রমণের ধাক্কায় হুড়মুড় করে বেদির উপর এসে পড়ল, ওদের শরীরের চাপে দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে আমার গায়ের উপর পড়ল প্রধান পুরোহিত। তিনবার এল এরকম আক্রমণ। পুরোহিতদের বৃত্ত ভেঙে পড়ল, নাঙ্গা তলোয়ার হাতে স্প্যানিয়ার্ডদের দেখতে পেলাম। ঠিক এমনি সময়ে সূর্যরশ্মি চলে

www.BanglaBook.org

এল আমার হৃৎপিণ্ডের উপর আঁকা লাল বৃত্তটার ঠিক মাঝখানে।

'মারুন!' চেঁচিয়ে উঠল জ্যোতিষী। 'কিটযালের পূজারি, ছোরা চালান! এখনই সময়!'

ভয়ঙ্কর এক হুঙ্কার দিয়ে ছোরা তুলল প্রধান পুরোহিত, হাতটা যখন নেমে আসছে, দেখতে পেলাম, সূর্যরশ্মি লেগে ঝিলিক দিয়ে উঠল ওটার কাঁচ। পরমুহূর্তে আরেকটা ঝিলিক দেখতে পেলাম ওই আলোতেই, ঝকঝকে একটা তলোয়ারের ফলা স্যাৎ করে ঢুকে গেল খুনি পুরোহিতের বুকে। কাঁচের ছোরা নেমে এল, কিন্তু আমার বুকে বিঁধল না সেটা, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আমার আর অটোমির মাঝে কালো পাথরের উপর পড়ে চুর-চুর হয়ে ছিটকে গেল চারদিকে। আমরা দুজনেই অল্পবিস্তর আহত হলাম। আমাদের গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল প্রধান পুরোহিত, ছটফট করছে মৃত্যুযন্ত্রণায়।

শক্তিশালী একটা হাত আমাদের উপর থেকে টেনে তুলল মৃতপ্রায় পুরোহিতকে, ঠেলে দিল অগ্নিকুণ্ডের দিকে। আগুনে পড়েই আকাশ ফাটিয়ে একটা চিৎকার দিল লোকটা, চর্বি আর মাংসপোড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। একটা ছোরা ঘ্যাচ-ঘ্যাচ করে কেটে দিল আমাদের বাঁধন।

উঠে বসে ফ্যাল-ফ্যাল করে চাইছি চারদিকে। ক্যাস্টিলিয়ানে একজন বলে উঠল, 'আর একটু হলেই এ দুটোকে দিয়েছিল শেষ করে! তলোয়ারটা চালাতে আর একটা সেকেন্ড দেরি হলেই গেছিল! আরে! এ-মেয়েটা তো সুন্দর! মানে, ধুয়ে-টুয়ে নিলে আর কি। কর্টেযের কাছে একে চেয়ে নেব আমি উপহার হিসেবে।'

গলাটা চিনতে পারলাম। মৃত্যুশয্যা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলাম লোকটার দিকে। হ্যাঁ, চেইনের বর্ম আর পূর্ণ যোদ্ধার সাজ পরে তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার চিরশত্রু ডি গার্সিয়া। তারই তলোয়ারের খোঁচায় বিদীর্ণ হয়েছে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত পুরোহিতের বুক। যদি জানত ব্যাটা, কাকে

www.BanglaBook.org

রক্ষা করতে তলোয়ার চালিয়েছে!

হাঁ করে চেয়ে রইলাম ওর দিকে, যেন স্বপ্নের ঘোরে আছি। নিজেরই অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ওর নামটা।

'ডি গার্সিয়া!'

নামটা কানে যেতেই চমকে উঠে এক পা পিছাল ডি গার্সিয়া, যেন গুলি খেয়েছে বুকে। তারপর তাকাল আমার মুখের দিকে। দুই চোখে অবিশ্বাস। বাম হাতে চোখ ডলে নিয়ে আবার তাকাল। না, হাওয়ায় মিলিয়ে যাইনি, এখনও দাঁড়িয়ে আছি। তারপর এত রঙচঙের মধ্য দিয়েও চিনতে পারল আমাকে। চমকে উঠল দ্বিতীয়বার।

'মা মেরির কিরে!' অস্ফুট কণ্ঠে বলল ও, 'সেই টমাস উইংফিল্ড মনে হচ্ছে! একেই বাঁচিয়েছি নাকি আমি?'

ততক্ষণে হুঁশ ফিরে এসেছে আমার। পালাতে হবে এখন! ঘুরেই দৌড় দিলাম। কিন্তু হাতের মুঠোয় পেয়ে ও আমাকে ছাড়বে কেন? তলোয়ারটা মাথার উপর তুলে ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মত একটা গর্জন ছেড়ে লাফ দিল ও আমার দিকে। আমিও চট্ করে বলির পাথর ঘুরে ছুটলাম। আমার পিঠের সঙ্গে প্রায় সেঁটে আছে অটোমি।

গার্সিয়াও ছুটল আমাদের পিছু নিয়ে। ধরেই ফেলত, গত রাত থেকে না খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছি আমি, তার উপর এতক্ষণ বাঁধা থাকায় জড়তা এসে গেছে হাত-পায়ে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের রক্ষাকর্তা হয়ে আবির্ভূত হলো স্বয়ং হারনান কর্টেয। নিজের তলোয়ার দিয়ে ডি গার্সিয়ার তলোয়ার ঠেকিয়ে দিল সে। বলল, 'ছি, সারসেডা! পাগল হলে নাকি তুমি, রক্ত-পিপাসু ইন্ডিয়ানের মত ছুটছ বলির শিকারের পিছনে। যেতে দাও বেচারাদের।'

'ওই-ওই লোকটা ইন্ডিয়ান না!' চেঁচিয়ে উঠল ডি গার্সিয়া। নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। 'ও ইংরেজ, একজন

www.BanglaBook.org

ইংরেজ স্পাই!'

'সত্যিই দেখছি পাগল হয়ে গেছে!' বলল কর্টেয। আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে আবার বলল, 'কথা শোনো সারসেডার, এই ইন্ডিয়ান ভূত বলে একজন ইংলিশম্যান! হয়েছে, এবার ভাগো তোমরা। নইলে আর কেউ এই একই ভুল করে বসতে পারে।' তার কথা বুঝতে পারিনি মনে করে তলোয়ারের ইঙ্গিতে আমাদের চলে যাওয়ার নির্দেশ দিল সে। তারপর আমাদের দিকে এগোবার জন্য ধস্তাধস্তি করতে দেখে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বকা দিল গার্সিয়াকে, 'না, সারসেডা! আমি নিষেধ করছি। আমরা খ্রিস্টান, এসেছি এদের উদ্ধার করতে, নরবলি বন্ধ করতে—এদের খুন করতে নয়। অ্যাই, শোনো তোমরা, গাধাটাকে আটকে রাখো তো, নইলে খুন-খারাবি করে নিজেরই আত্মাটাতে কালো দাগ লাগিয়ে ফেলবে।' এই বলে এগিয়ে গেল সে মন্দিরের দিকে।

এবার কয়েকজন স্প্যানিয়ার্ড ধরে ফেলল ডি গার্সিয়ার হাত। রাগে অন্ধ হয়ে গেল, টানা-হেঁচড়া করল, গালাগালি দিল, কিন্তু ওদের হাত থেকে ছাড়া পেল না সে।

কী করব, কোন্ দিকে যাব, দিশে হারিয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি। কপাল ভালো বুদ্ধিমতী একজন রয়েছে আমার সঙ্গে। এক বর্ণও স্প্যানিশ না বুঝলে কী হবে, কী ঘটছে বুঝতে দেরি হয়নি অটোমির। আমার একটা হাত ধরে টানল ও, চাপা গলায় বলল, 'চলো, টিউলে, পালাই!'

'কোথায় পালাব?' বললাম আমি বিহ্বল কণ্ঠে। 'তার চেয়ে এদের কাছে আত্মসমর্পণ করাটাই ভালো হতো না?'

'কার ভরসায়? তোমার ওই শত্রুর ভরসায়?' আবার টানল আমাকে অটোমি, 'চলে এসো, নিশ্চিন্তে চলে এসো আমার সঙ্গে!'

স্প্যানিয়ার্ডদের মধ্য দিয়ে পথ করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলল অটোমি। আমাদের এগোতে দেখে পথ ছেড়ে দিল ওরা,

www.BanglaBook.org

কেউ কেউ নিজ ভাষায় সহানুভূতিও জানাল। ওরা জেনে গেছে, বলি দেওয়া হচ্ছিল আমাদের, ওরা এসে রক্ষা করেছে আমাদের প্রাণ।

সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে পিছন ফিরে দেখলাম, তেড়ে আসছে ডি গার্সিয়া। এতক্ষণে হয়তো বোঝাতে পেরেছে সে ওর সঙ্গীদের যে, আমরা সাধারণ কোনও ইন্ডিয়ান নই। তা-ই দেখে যেন পাখা গজাল আমাদের পায়ে। হাতে হাত ধরে প্রায় উড়ে নামতে শুরু করলাম আমরা, কখনও লাশ ডিঙিয়ে, কখনও লাশের উপর পা ফেলে, কখনও বা আহতদের পাশ কাটিয়ে। মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছে, উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলা পুরোহিতদের পড়ন্ত দেহ থেকে বাঁচার জন্য। একবার উপরে চেয়ে অনেক দূরে দেখতে পেলাম ডি গার্সিয়াকে, নেমে আসছে, যেন জরুরি কোনও কাজের কথা মনে পড়েছে। আরও দ্রুত নামতে শুরু করলাম আমরা।

কিন্তু ধীর হয়ে গেছে ডি গার্সিয়ার গতি। যেন উৎসাহ হারিয়েছে। আসলে নীচে একগাদা আযটেক সৈন্য দেখে ভয় পেয়ে বন্ধ করেছে ধাওয়া।

খানিক পর কিটযালের বিশাল মূর্তিটা আমাদের গা ঘেঁষে পড়ল গিয়ে নীচের পাথুরে মেঝেতে। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল ওটা। উপর থেকে বিজয়োল্লাস ভেসে এল স্প্যানিয়ার্ডদের।

কখন, কীভাবে সম্রাটের প্রাসাদে আমার নিজের ঘরে পৌঁছলাম, বলতে পারব না। সারাক্ষণ আমার সঙ্গে রয়েছে অটোমি, এবার পানি এনে দিল গায়ের রং তোলার জন্য। তারপর পুরোহিতের ছোরার জখম ধুয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। আমি ধুয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলাম ওর জখমে। নিজের ঘরে গিয়ে সাদা একটা জামা পরেছে অটোমি; আমাকেও একটা পোশাক এনে দিল, তারপর আনল খাবার। দুজন মিলে খেয়ে নিলাম। তারপর প্রথম প্রশ্নটা জাগল আমার মনে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এবার?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'আবার এসে হাজির হবে পুরোহিতরা, টেনে নিয়ে গিয়ে বলি দেবে আমাদের। আমার মনে হয় তার আগেই আমার স্প্যানিয়ার্ডদের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া উচিত।'

'ওই লোকটার কথা ভুলে গেলে, টিউলে? তলোয়ার হাতে ওই লোকটা—আসলে কে ও?'

'ওর কথা তোমাকে আগেও বলেছি, অটোমি। ও আমার প্রাণের শত্রু। ওকে তাড়া করেই সাগর পেরিয়ে এতদূর এসেছি আমি।'

'অবশেষে ওর হাতে ধরা দিতে? তুমি দেখছি বোকা একটা!'

'তোমাদের ওই জল্লাদ পুরোহিতের হাতে মরার চেয়ে আমার জাতভাই খ্রিস্টানদের হাতে মরাই ভালো না?'

'খামোকা ভয় পেয়ো না, টিউলে,' বলল অটোমি। 'তোমার বিরুদ্ধে আর কিছুই করতে পারবে না পুরোহিতরা। একবার তুমি বেরিয়ে এসেছ ওদের মুঠোর ভেতর থেকে, ব্যস, ওই শেষ। বিশ্বাস করো, টিউলে, আর ওরা তোমাকে কব্জা করতে পারবে না। কী কপাল! তোমাকে বাঁচানোর জন্যে আমি আমার দেশের শত্রুদের ডাকলাম সাহায্য চেয়ে! শুধু তোমার জন্যে, টিউলে; শুধু তোমারই জন্যে। আমি তো তোমার চুমো পেয়ে আর ভালোবাসার কথা শুনে খুশিমনে মরতে প্রস্তুত ছিলাম। তুমি তো বাঁচলে, আমি মরলাম—মিথ্যে নিয়ে বাঁচতে হবে আমার বাকি জীবন।'

'কেন?' বললাম। 'তুমি কি মনে করেছ, মৃত্যুর আগমুহূর্তে মিথ্যে বলেছি আমি? তাতে কী লাভ আমার, অটোমি? আমার সঙ্গে মরতে চেয়েছিলে তুমি, তোমারই ডাকে স্প্যানিয়ার্ডরা এসে বাঁচাল আমাকে। আমার সবকিছু এখন তোমার। আবারও বলছি, অটোমি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। ফুলশয্যা হয়েছে আমাদের নরবলির পাথরে। তুমি আমার বউ। যতদিন বেঁচে থাকব, আমি

www.BanglaBook.org

তোমার।'

অন্তর থেকে বললাম কথাগুলো। দীর্ঘ বন্দিদশা আমার বুদ্ধি, মনের জোর, সাহস সব কেড়ে নিয়েছে। দুর্বল হয়ে পড়েছি আমি। তবে দুটো জিনিসের উপর আস্থা হারাইনি এখনও: ঈশ্বর, আর এই মেয়েটির ভালোবাসা–যে মেয়ে এতকিছু করল আমার জন্য, এমনকী প্রাণও দিতে প্রস্তুত ছিল। ওই রকম মানসিক বৈকল্যের সময় ভুলে গেলাম আমার বাগদত্তা লিলির কথা–আমি যেন মায়ের আঁচল-ধরা ছোট্ট শিশু। এসব কথা আমার বলা হয়তো ঠিক হয়নি, কিন্তু তখন ওটাই ছিল আমার কাছে সত্য। আমার বদলে আর কেউ যদি পড়ত ওই অবস্থায়, সে যে আমার চেয়ে অন্য কিছু করত তা আমি বিশ্বাস করি না।

মৃত্যুর মুহূর্তে একটা কথা সত্য জেনে বলেছি, এখন যদি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অবস্থায় পৌঁছে সে-কথা ফেরত নিই, তা হলে নিজের কাছেই একেবারে ছোট হয়ে যাব আমি। নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছি আমি অটোমির কাছে, মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছি ওর হাতে। কিন্তু মেয়েটি এতই সচ্চরিত্র আর মহৎ যে এর বিন্দুমাত্র সুযোগ গ্রহণ করল না।

আমার কথা শুনে মৃদু হাসল অটোমি। বলল, 'তুমি নিজের মধ্যে নেই, টিউলে। তাই তোমার কথা আমি ধরছি না। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তুমি যা বলেছ, মানলাম সেটা সত্য; তবে এটাও তো সত্য, যে তোমাকে সোনার আংটিটা দিয়েছে, সাগরপারের সেই মেয়েটাকে তুমি আরও বেশি ভালোবাসো। সেটা অবশ্য আমার সমস্যা নয়, কারণ আমার হৃদয় একটি মাত্র পুরুষে আটকে গেছে, তুমি ছাড়া আর কিছুই তো ভাবতে পারি না আমি। আমার ভয়, বিয়ের পর একদিন হয়তো তোমার মন উঠে যাবে আমার ওপর থেকে, স্মৃতির টানে পাগল হয়ে উঠবে তুমি, হয়তো সাগর পাড়ি দিয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার একটা সুযোগ পেয়ে যাবে। আমার কী হবে তখন, টিউলে? আমি তো সেটা সহ্য করতে পারব না। এখন

www.BanglaBook.org

হয়্যাতো এটা সম্ভব যে, তোমার সঙ্গে বাঁধনে না জড়িয়ে বন্ধু হিসেবে থাকলাম; কিন্তু তখন তো মরে যাব আমি!

'অনেক ভেবে তোমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, টিউলে। আমি মন্টেজুমার মেয়ে, আমার নিজ এলাকা অটোমির রাজকন্যা; আমি তো আর রাস্তার মেয়ে নই যে একমাস পর ছেড়ে দিতে পারবে। যদি বিয়ে হয় সারাজীবনের জন্যে বিয়ে হবে আমাদের। আমার মৃত্যুর পর মুক্তি পাবে তুমি। এই শর্তে হয়তো রাজি হতে বাধবে তোমার। ভেবে দেখো, কোনও জোর-জুলুম নেই।

'এবার দেখি, গুয়াটেমককে খুঁজে বের করি। অবশ্য ও যদি বেঁচে থাকে। এ ছাড়া আরও কয়েকজনকে দরকার হবে আমাদের, পুরোহিতদের ক্ষমতা চূর্ণ হওয়ার পর যারা তোমাকে রক্ষা করতে পারবে। হুট করে কোনও সিদ্ধান্ত না নিয়ে যা বললাম সেসব নিয়ে ভাবো। না কি এখনই টিউলেদের কাছে পালিয়ে যেতে চাও, যদি একটা উপায় বের করতে পারি?'

'কোথাও পালাবার মত শক্তি নেই আমার দেহ-মনে,' সত্যি কথাটাই বললাম। 'তা ছাড়া যুক্তিও নেই। স্প্যানিয়ার্ডদের মধ্যে রয়েছে আমার চরম শত্রু, যাকে খুন করব বলে শপথ নিয়েছি আমি। কোথাও পালাব না আমি, অটোমি।'

'ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছ তুমি, টিউলে। লোকটার চোখে তীব্র ঘৃণা আর খুনের নেশা দেখেছি আমি। বড়জোর দুইটা দিন হয়তো টিকতে পারবে তুমি ওদের ওখানে। সত্যি-মিথ্যা যে-কোনও ছুতা বের করে নিয়ে খুন করবে লোকটা তোমাকে। তা হলে একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও, আমি দেখি তোমার নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা করা যায় কি না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তেইশ

অটোমি বেরিয়ে যেতেই বিছানায় শুয়ে গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম আমি। ঘুম যখন ভাঙল, তখন বেশ রাত। বাইরে আলো দেখে জানালা দিয়ে উঁকি দিলাম। দেখলাম, অনেকগুলো বাড়িতে আগুন জ্বলছে। দৌড়ে ফিরে যাচ্ছে স্প্যানিয়ার্ডরা আস্তার দিকে, পিছন থেকে তাদের ধাওয়া করছে আযটেকরা, পাথর আর তীর ছুঁড়ছে ওদের দিকে।

বুঝলাম, বড়মন্দির দখল করেই সন্তুষ্ট হয়নি টিউলেরা, আশপাশে যে-কটা বাড়ি আস্ত ছিল, সেগুলোও জ্বালিয়ে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে এখন। উপর থেকে আর পাথর ছুঁড়তে পারবে না কেউ ওদের দিকে।

আবার বিছানায় ফিরে এসে বালিশে হেলান দিয়ে বসলাম। অটোমির বলা কথাগুলোর পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে পারলাম এতক্ষণে।

স্প্যানিয়ার্ডদের কাছে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমার কথার চেয়ে ডি গার্সিয়ার গল্পকেই ওরা গুরুত্ব দেবে অনেক বেশি। তা ছাড়া অটোমিকে ছেড়ে পালানো কাপুরুষের মত কাজ হবে। আযটেকরা যদি আমাকে আশ্রয় দেয়, তা হলে কি অটোমিকে বিয়ে করে থেকে যাব এখানেই? ওকে বিয়ে করলে ওর শর্ত মেনে নিতে হবে। দেশে বা লিলির কাছে ফেরার কথা ভুলে গিয়ে আমাকে পুরোপুরি ইন্ডিয়ান হয়ে যেতে হবে। আর একটা সম্ভাবনা দেখা দিল মনেঃ অটোমিকে বিয়ে না করে মুক্ত থাকা। সেক্ষেত্রে,

www.BanglaBook.org

বলা যায় না, দেশে ফেরার কোনও সুযোগ পেয়ে যেতেও পারি।

অনেকক্ষণ ভুগলাম দোটানায়। লিলি বোযার্ড, না অটোমি? আমি তো দুজনকেই কথা দিয়ে বসেছি। অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে ছটফট করলাম বেশ অনেকক্ষণ। তখনও জানি না, আসলে আমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কিছুই ছিল না, আমার ভাগ্য লেখা হয়ে গেছে আগেই। আমার ইচ্ছা অনিচ্ছায় কিছুই এসে যায় না এখন।

দুলে উঠল পর্দাটা, আলো হাতে ঘরে প্রবেশ করল গুয়াটেমক। যুদ্ধ থেকে ফিরেছে। পালকের মুকুট খুলে ফেলা হয়েছে, সোনার বর্ম জায়গায় জায়গায় কাটা পড়েছে স্প্যানিশ তলোয়ারের আঘাতে, গলার একপাশে গুলির ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে।

'অভিনন্দন, টিউলে!' বিধ্বস্ত চেহারা নিয়েও হাসল গুয়াটেমক। 'আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে কল্পনাও করিনি। আমি যে বেঁচে থাকব, তা-ও জানতাম না। টেনকটিটলানে এখন অসম্ভব সব ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটছে নিত্যদিন। যাক, গল্প করতে আসিনি; তোমাকে কাউন্সিলের সামনে ডেকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'কী আছে আমার কপালে, গুয়াটেমক?' জিজ্ঞেস করলাম। 'আবার টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে ফেলবে বলির পাথরের ওপর?'

'আরে, না! সে-ভয় নেই। তবে কাউন্সিলে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তা আমি বলতে পারব না। এক ঘণ্টার মধ্যে মারা যেতে পারো, আবার সম্মানের আসন পেতে পারো আমাদের মধ্যে। তোমার হয়ে অনেক দেন-দরবার করেছে অটোমি। কপাল তোমার, এমন একজন অকুতোভয়, বিদুষী নারীর ভালোবাসা পেয়েছ। আমাকে আরেক কাজের ভার দেওয়া হয়েছে,' নিজের ক্ষত-বিক্ষত বর্মের দিকে চাইল একবার, 'তবে তোমার হয়ে বলব আমি ওদের। এবার চলো, বন্ধু, দেখা যাক কী আছে কপালে।'

ওর পিছু পিছু সিডারের প্যানেল দেওয়া সেই হলঘরে এসে

www.BanglaBook.org

ঢুকলাম। এখানে আজই সকালে আমাকে দেবতার অবতার হিসাবে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। এখন যখন দেবত্ব ঘুচে গেছে, সাধারণ এক বন্দি হিসাবে বিচার হবে আমার। কয়েকজন প্রিন্স বসে রয়েছেন মঞ্চে, গুয়াটেমকের মতই রণ-বিধ্বস্ত। ওখানে জনা কয়েক প্রবীণ পরামর্শদাতা আর একজন পুরোহিতের পোশাক পরা লোকও দেখলাম। সবার চেহারা অত্যন্ত গম্ভীর ও কঠোর। আসলে গুয়াটেমকের কথা শুনে বুঝেছি, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য এখানে জড়ো হয়েছে ওরা আজ, আমার ভাগ্য-নির্ধারণ সে-তুলনায় খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। আজকের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, কীভাবে দেশটা ধ্বংস করে দেওয়ার আগেই স্প্যানিয়ার্ডদেরকে এখান থেকে তাড়ানো যায়।

আমি ঘরে পা রাখতেই সবার মাঝখানে সেনাপতির পোশাক পরা অ্যানাহুয়াকের ভাবী সম্রাট কুইটলাহুয়া চমকে তাকালেন আমার দিকে, তারপর গুয়াটেমককে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে এই লোক, গুয়াটেমক? একে এখানে নিয়ে এলে কেন?' পরমুহূর্তে চিনতে পেরে বললেন, 'বুঝেছি, এ সেই টিউলে, যাকে দেবতা বানানো হয়েছিল। বলির পাথর থেকে পালিয়ে এসেছে।' গোল হয়ে বসা সবার মুখের দিকে চাইলেন কুইটলাহুয়া। 'বলুন দেখি, একে নিয়ে কী করা যায়? আবার একে বলির জন্যে পাঠানো কি আইনসঙ্গত হবে?'

পুরোহিতের পোশাক পরা লোকটা বলল, 'মাননীয় প্রিন্স, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, কাজটা আইনসঙ্গত হবে না। এই লোককে শোয়ানো হয়েছিল পবিত্র পাথরের ওপর, পবিত্র ছুরির আঘাতে জখমও হয়েছে ও। কিন্তু দেবতা ওকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ওকে আবার ওখানে শোয়ানো যাবে না। যদি খুন করতে চান, ওখানে না, অন্য কোথাও করুন।'

'তা হলে? কী করা হবে একে নিয়ে?' সবার উদ্দেশে প্রশ্নটা করে নিজেই উত্তর দিলেন প্রিন্স, 'টিউলের রক্ত আছে ওর শরীরে,

www.BanglaBook.org

অর্থাৎ, আমাদের শত্রু। কোনমতেই ওকে সাদা শয়তানগুলোর সঙ্গে গিয়ে মিলতে দেওয়া যাবে না। তা হলে আমাদের সমস্ত দুর্বলতার খবর পৌঁছে যাবে সেখানে। ওকে এখনই খতম করে দিলে সবচেয়ে ভালো হয় না?'

কয়েকজন উপদেষ্টা মাথা দুলিয়ে সায় দিল, বাকিরা পুতুলের মত বসে থাকল সামনের দিকে চেয়ে, কোনও সাড়াশব্দ করল না।

'কী হলো?' আবার বললেন কুইটলাহুয়া, 'এই লোকটার পেছনে অযথা সময় নষ্ট না করে একটা কিছু বলুন। হাজার হাজার মানুষ মরছে প্রতি ঘণ্টায়। আমি জানতে চাইছি, টিউলেটাকে কি মেরে ফেলা হবে?'

উঠে দাঁড়াল গুয়াটেমক, বলল, 'আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আমি আমার মতামত জানাচ্ছি। আমার ধারণা, বন্দিকে হত্যা না করে তাকে আমরা আমাদের কাজে ব্যবহার করতে পারি। ওকে ভালভাবেই চিনি আমি; লোকটা সাহসী, বিশ্বাসী এবং অনুগত। ও পুরোপুরি টিউলে নয়, ওর অর্ধেকটা অন্য জাতির, যারা টিউলেদের ঘৃণা করে। ও নিজেও ঘৃণা করে ওদের। তবে ওদের সামাজিক রীতি-নীতি, যুদ্ধকৌশল সবই ওর জানা আছে। আমরা সেসব জানি না। আমার বিশ্বাস, ওর পরামর্শ এই যুদ্ধে আমাদের অনেক কাজে দেবে।'

'নেকড়ের পরামর্শ মেষশাবককে?' ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন কুইটলাহুয়া। 'যে পরামর্শ আমাদের নিয়ে যাবে চরম সর্বনাশের দিকে। ওর ওপর আস্থা রাখার পর যদি দেখা যায় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সে-দায় কে নেবে কাঁধে? কে জামিনদার হবে শুনি?'

'আমি,' বলল গুয়াটেমক। 'ওর কারণে যদি আমাদের কোনও ক্ষতি হয়, আমি আমার জীবন দিতে প্রস্তুত।'

'এর তুলনায় তোমার জীবনের অনেক বেশি দাম, ভাতিজা,' বললেন তিনি। 'এই সাদা মানুষগুলো চরম মিথ্যাবাদী, এদের

www.BanglaBook.org

কথার কানাকড়িও দাম নেই। চোখের পলক ফেলার আগেই পাল্টে নেয় চেহারা। এ যদি প্রতিজ্ঞাও করে, আমরা বিশ্বাস করব কী করে? তার চেয়ে, আমার মতে, একে মেরে ফেললেই চুকে যায় ঝামেলা।'

'এই লোক অটোমির প্রিন্সেস, মন্টেজুমার আদরের কন্যা এবং আপনার প্রিয় ভাইঝি অটোমির স্বামী,' আবার বলল গুয়াটেমক। 'সে একে এতই ভালোবাসে যে এর সঙ্গে বলির পাথরে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল। আপনারা সবাই সেকথা জানেন। আমার বিশ্বাস, অটোমিও এর জামিনদার হতে রাজি হবে। ওকে কি ডাকব আপনাদের সামনে?'

'তুমি যদি চাও, ভাতিজা; কিন্তু প্রেমে পড়া মেয়েমানুষ তো অন্ধ মেয়েমানুষ। কোনও সন্দেহ নেই বেচারিকে নির্মম ভাবে ঠকিয়েছে এই টিউলে। তা ছাড়া ধর্মীয় আচার রক্ষার খাতিরেই কেবল এই লোকের স্ত্রী সেজেছিল অটোমি, আসলে তো ওটা কোনও বিয়েই নয়।' উপস্থিত সবার উপর নজর বুলালেন কুইটলাহুয়া, 'সম্মানিত উপদেষ্টামণ্ডলি, আপনারা কি চান এখানে প্রিন্সেসকে ডাকা হোক?'

কেউ কেউ 'না' বলল, তবে বেশিরভাগ উপদেষ্টা, বিশেষ করে যাদের সঙ্গে আজই দেখা করে কথা বলেছে অটোমি, তারা সবাই মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ডাকা হোক।' একজনকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ওকে ডেকে আনার জন্য।

জমকালো পোশাক পরে ঘরে ঢুকল প্রিন্সেস। সামনে এসে মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল উপস্থিত সবাইকে।

'প্রশ্ন হচ্ছে এই,' প্রিন্সেসের দিকে চেয়ে বললেন কুইটলাহুয়া, 'এই টিউলেকে কি এখুনি মেরে ফেলা হবে, না কি ও যদি আনুগত্যের শপথ নেয়, আমাদের একজন হিসাবে তাকে বরণ করে নেওয়া হবে। প্রিন্স গুয়াটেমক ওর জামিনদার হতে প্রস্তুত, তার ধারণা, প্রয়োজনে তুমিও ওর জামিনদার হবে। একজন

www.BanglaBook.org

মহিলার পক্ষে কেবল তখনই কোনও পুরুষের জামিনদার হওয়া সম্ভব, যখন তারা পরস্পরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। ধর্মীয় আচার অনুযায়ী তোমরা বিবাহিত, তুমি কি দেশীয় প্রথা মতেও এই বিদেশীকে বিয়ে করতে রাজি আছ? ওর যদি কোনও দোষ বেরিয়ে পড়ে, তার দায়-দায়িত্ব নিতে রাজি আছ?'

'আছি,' বলল অটোমি শান্তকণ্ঠে। 'ওর যদি অমত না থাকে।'

'ও কী অমত করবে!' কটমট করে চাইলেন কুইটলাহুয়া আমার দিকে। 'তুমি যদি রাজি হও, সেটাই এই সাদা কুকুরের সাত কপালের ভাগ্য। ভালো করে ভেবে দেখো, প্রিন্সেস। তোমার ওপর আমরা অনেক ভরসা রাখি। আশা করি, অটোমির পাহাড়ি যোদ্ধাদের টিউলেদের কুকুর লাস্কালানদের সঙ্গে ঢলাঢলি বর্জন করে আমাদের হয়ে যুদ্ধ করতে তুমি রাজি করাতে পারবে। তুমিই ওদের অবিসংবাদিত নেত্রী। এই লোকের দায়ভার নিজের কাঁধে নেওয়া কি তোমার সাজে? ওর ভণ্ডামি বা বিশ্বাসঘাতকতা যদি প্রমাণিত হয়, তোমার সম্মানিত পদবি কিন্তু তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।'

'আমি জানি,' আগের মতই শান্ত গলায় বলল অটোমি। 'বিদেশি হোক আর যা-ই হোক, এই লোককে আমি ভালোবাসি, এর ভালো-মন্দ সবকিছুর দায় আমি বহন করব। প্রয়োজনে রক্ত দিয়ে শোধ করব ভালোবাসার ঋণ। আমার জোয়ানদের আনুগত্য ফিরিয়ে আনতে হলে ওর সাহায্য আমার দরকার হবে। তবে ওর কথা সম্মানিত প্রিন্সদের সামনে নিজেই ও বলুক। এমন তো হতেই পারে বিয়েতে ওর মত নেই।'

মৃদু হাসি ফুটল কুইটলাহুয়ার মুখে। বললেন, 'ভাইঝি, প্রশ্ন যখন মৃত্যু, না কি তোমার আলিঙ্গন, বোঝাই যায় কোন্‌টা বেছে নেবে ও। তবু বলো, টিউলে, তোমার মুখেই শোনা যাক। সংক্ষেপে।'

'আমি শুধু এটুকুই বলব, মাই লর্ড,' হাঁটু ভাঁজ করে সম্মান

www.BanglaBook.org

দেখিয়ে বললাম, 'প্রিন্সেস অটোমি যদি আমাকে বিয়ে করতে চায়, আমিও চাই।' বিপদের মুহূর্তে সমস্ত দ্বিধা কেটে গেছে আমার। কুইটলাহুয়ার কথাই ঠিক, মৃত্যু ও অটোমির মধ্যে কাকে বাছাই করা উচিত সেটা বুঝতে খুব বেশি বুদ্ধি লাগে না।

আমার কথা শুনে আমার দিকে ফিরল অটোমি, চাপা গলায় সাবধান করল আমাকে, 'কথাটা মনে রেখো, টিউলে। বিয়ের পর অতীত ত্যাগ করতে হবে তোমার, আমাকে দিতে হবে তোমার ভবিষ্যৎ।'

'মনে রাখব,' বললাম। আমার চোখের সামনে লিলির মুখটা ভেসে উঠল, বিদায়ের দিন ঠিক যেমনটা দেখেছি ওকে। সব শেষ। এ-ই তা হলে দাঁড়াল আমার শপথের পরিণতি!

তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন কুইটলাহুয়া আমার মুখের দিকে, যেন আমার হৃদয়ের ভিতরটা দেখে নিচ্ছেন।

'তোমার কথা শুনলাম, টিউলে,' বললেন তিনি। 'এই প্রিন্সেসের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছ তুমি। এবং এই বিয়ের মাধ্যমে সাদা চামড়ার এক ভবঘুরে থেকে এদেশের সম্মানিত একজন নাগরিক হতে চলেছ। কিন্তু বলো দেখি, তোমাকে বিশ্বাস করব আমরা কীভাবে? তুমি যদি কিছু এদিক-ওদিক করো, মারা যাবে তোমার স্ত্রী। কিন্তু তাতে তোমার কতটুকু এসে যাবে বুঝব কী করে?'

'আনুগত্যের শপথ নেওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত,' নরম গলায় বললাম আমি। 'স্প্যানিয়ার্ডদের আমি ঘৃণা করি। ওদের মধ্যে রয়েছে আমার একজন চরম শত্রু। ওই লোকটাকে খুন করব বলে সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছি আমি এখানে। লোকটা আমার দেশে গিয়ে আমার মাকে হত্যা করে পালিয়ে এসেছিল। নিজের পক্ষে এটুকুই আমি বলতে পারি। বিশ্বাস করা না-করা আপনাদের ইচ্ছে। ইচ্ছা হলে এখনই আমাকে মেরে ফেলতে পারেন। এদেশের মানুষের হাতে ইতিমধ্যে আমি অনেক নির্যাতিত হয়েছি;

www.BanglaBook.org

এখন বাঁচা বা মরায় খুব একটা এসে যায় না আমার।'

'বন্ধুরা, টিউলের কথা শুনলেন আপনারা। আমি আপনাদের রায় জানতে চাই এবার। এর সম্পর্কে গুয়াটেমক আর অটোমি যা বলেছে, তা যদি সত্য হয়, আমাদের জন্য একটা রত্ন হয়ে উঠতে পারে ও। কারণ, এই লোক ওদের ভাষা জানে, ওদের দেশের রীতি-নীতি জানে, ওদের অস্ত্র সম্পর্কে জানে, ওদের যুদ্ধ-কৌশল জানে–অনেক কাজে আসতে পারে এসব আমাদের। কিন্তু যদি বিশ্বাসঘাতক হয়, প্রচুর ক্ষতি করতে পারে এ আমাদের। নিজ নিজ বুদ্ধি মত বিচার করে আপনাদের রায় জানিয়ে দিন। হাতে আরও কাজ পড়ে আছে।'

উপদেষ্টারা কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারায় বিষয়টা ভোটে তোলা হলো। আমাকে হত্যা করার পক্ষে ভোট পড়ল তেরোটা, বাঁচিয়ে রাখার পক্ষেও পড়ল ঠিক তেরোটাই।

'দেখা যাচ্ছে এবার আমাকেও একটা ভোট দিতে হবে,' বললেন কুইটলাহুয়া। কথাটা শুনেই আমার রক্ত পানি হয়ে গেল। এতক্ষণের কথাবার্তা শুনে বুঝে নিয়েছি আমি কুইটলাহুয়ার ইচ্ছা: এখনই আমাকে মেরে ফেলে সব ঝামেলা চুকিয়ে ফেলা হোক। মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন কুইটলাহুয়া, এমনি সময়ে বাধা দিল অটোমি।

'কিছু যদি মনে না করেন, চাচা, আপনার সিদ্ধান্ত দেবার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই।' কুইটলাহুয়া মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন। অটোমি বলল, 'আমার সাহায্য আপনাদের দরকার, তা-ই না? আমি ছাড়া আর কারও কথা শুনবে না অটোমির মানুষ। আমার মূল্য সামান্যই, কিন্তু এই সঙ্কটের সময় একমাত্র আমার পক্ষেই সম্ভব পাহাড় থেকে ত্রিশ হাজার সৈন্য এখানে এনে জড়ো করা। বড় মন্দিরের পুরোহিতদের একথা জানা ছিল বলেই আমাকে বলি দিতে রাজি হচ্ছিল না কিছুতেই, শেষে দেবতাদের আক্রোশের ভয় দেখিয়ে ওদের রাজি করাই। যা-ই হোক, চাচা

www.BanglaBook.org

এবং এখানে উপস্থিত প্রিন্সদের আমার একটা কথাই বলার আছে: এই লোকটাকে যদি হত্যা করতে চান, করতে পারেন; কিন্তু জেনে রাখুন, অটোমির অবাধ্য যোদ্ধাদের পথে আনবার জন্যে অন্য লোক খুঁজতে হবে আপনাদের। কারণ, এই লোকের সঙ্গে একই কবরে যাব আমি।'

বিস্ময়ের গুঞ্জন উঠল হলঘরে। এই মেয়েটির বুকের ভিতর এত প্রেম আর এত সাহস আছে, তা কল্পনাও করেনি তাদের কেউ। তবে রেগে গেলেন কুইটলাহুয়া।

'অবাধ্য মেয়ে কোথাকার!' বলে উঠলেন তিনি। 'তোমার কাছে দেশের চেয়ে বড় হলো ওই প্রেমিক? বেহায়া মেয়ে, সম্রাটের মেয়ে হয়ে একথা বলতে লজ্জা হলো না তোমার? আর হবেই বা না কেন, যেমন বাপ তার মেয়ে তো তেমনই হবে! টিউলেদের বুকে নিয়ে বসে আছে মন্টেজুমা আক্সা-প্রাসাদে–যেন সত্যিই ওরা কিটযালের সন্তান! আচ্ছা, হঠাৎ আজ পিরামিড থেকে তোমাদের উদ্ধার করবার জন্যে টিউলেদের এত গরজ পড়ল কেন, শুনি? ওদের সঙ্গে কোনও রকম আঁতাত হয়েছে নাকি তোমাদের? তোমাকে এই বলে দিচ্ছি, ভাইঝি, আজ অবস্থা যদি অন্যরকম হতো, তোমার ইচ্ছাই পূরণ করে দিতাম আমি। একঘণ্টার মধ্যে কবর হয়ে যেত তোমাদের।' দম ফুরিয়ে যাওয়ায় অটোমির দিকে কড়া দৃষ্টি হেনে হাঁপাতে লাগলেন তিনি।

চুপচাপ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল অটোমি, কুইটলাহুয়ার কথা শেষ হয়েছে মনে করে মাথা তুলল। শান্ত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'মুরুব্বি হিসেবে যা খুশি বলতে পারেন আপনি আমাকে, যত খুশি গাল দিতে পারেন আমার বাপ-মা তুলে; কিন্তু আমি আমার শেষ কথা বলে দিয়েছি। এই লোককে হত্যা করলে অটোমিতে গিয়ে আপনাদের হয়ে যুদ্ধ করার জন্যে পাহাড়ি যোদ্ধাদের রাজি করাতে অন্য কারও সাহায্য দরকার হবে আপনার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিন্তায় পড়ে গেলেন কুইটলাহুয়া। সিলিঙের দিকে চেয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ, নিজের দাড়ি টেনে ছিঁড়ে ফেলবার জোগাড় করলেন, মুখ-চোখ কুঁচকে চেহারাটা ভয়ঙ্কর করে তুললেন; সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে দেখছে তাঁকে। টুঁ শব্দ নেই ঘরে। সবাই অপেক্ষা করছে কী সিদ্ধান্ত হয় দেখবে বলে। আবার একবার কটমট করে চাইলেন তিনি ভাইঝির দিকে। তারপর হাসলেন।

'তবে তা-ই হোক। মেয়েমানুষের অন্ধ প্রেমের সঙ্গে যুদ্ধ করে লাভ নেই। ঠিক আছে। তোমার লোকদেরকে দরকার আমাদের।' বলেই ফিরলেন আমার দিকে। 'এই যে, টিউলে, তোমাকে আমরা জীবন দিলাম, সেই সঙ্গে দিলাম সম্মান, সম্পদ, কাউন্সিলের সদস্যপদ আর দিলাম আমাদের সেরা রমণী। যদি বিশ্বাস ভঙ্গ করো, তা হলে টের পাবে কতখানি ভয়ঙ্কর হতে পারে মৃত্যুযন্ত্রণা। এসো, তোমাকে পবিত্র শপথ গ্রহণ করানো হবে এবার।'

মাথাটা ঘুরছে আমার। আবার একবার ফিরে এলাম নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে। চোখ তুলে চাইলাম অটোমির দিকে। এই মেয়েটি আবার একবার বাঁচাল আমাকে।

নানারকম বিচিত্র চিহ্ন খোদাই করা কাঠের একটা পাত্র আর কাঁচ দিয়ে তৈরি একটা ছুরি নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল পুরোহিত। আমার বাহুর উপর থেকে জামার আস্তিন সরিয়ে হাতের খানিকটা অংশ চিরে দিল ছুরি দিয়ে। রক্ত বেরিয়ে আসতেই পাত্রটা ধরল সে নীচে। মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে কয়েক ফোঁটা রক্ত ফেলল মেঝেতে। তারপর মুখ তুলে চাইল কুইটলাহুয়ার দিকে।

তিক্ত হাসি হাসলেন প্রিন্স। বললেন, 'প্রিন্সেস অটোমির রক্ত দিয়ে ওকে পবিত্র করুন—ও-ই যখন টিউলের জিম্মাদার।'

'না, মাই লর্ড,' বলে উঠল গুয়াটেমক। 'বলির পাথরের ওপর এদের রক্ত আগেই এক হয়ে মিশে গেছে। আমিই হচ্ছি ওর প্রথম

www.BanglaBook.org

জামিনদার, আমার রক্ত দিয়ে ওকে পবিত্র করা হোক।'

'এই টিউলের দেখছি শুভাকাঙ্ক্ষীর অভাব নেই!' বললেন কুইটলাহুয়া। পুরোহিতকে বললেন, 'ঠিক আছে, তা-ই করুন।'

'ওর আর দরকার নেই,' পুরোহিতকে ছুরি হাতে এগোতে দেখে হাসল গুয়াটেমক। ঘাড়ের ক্ষত দেখিয়ে বলল, 'এখান থেকে নিন রক্ত। এক টিউলের ঝরানো রক্ত দিয়ে পবিত্র করুন আরেক টিউলেকে।'

গুয়াটেমকের ঘাড়ের ব্যান্ডেজ সরিয়ে আরেকটা পাত্রে খানিকটা রক্ত নিল পুরোহিত। তারপর আমার সামনে এসে তর্জনীতে সেই রক্তের খানিকটা তুলে আমার কপালে একটা চিহ্ন আঁকল। মুখে মন্ত্রোচ্চারণের মত করে বলে চলেছে: আমাদের প্রভু, সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সামনে, যিনি সর্বদা সর্বত্র উপস্থিত, এবং সবকিছু যাঁর নখ-দর্পণে—আমি তাঁর চিহ্ন এঁকে দিলাম তোমার কপালে। তাঁরই সামনে আমি তোমাদের রক্ত এক করে (গুয়াটেমকের রক্ত ঢালা হলো আমার রক্তের পাত্রে, তারপর নিজের আঙুলে কিছুটা নিয়ে আমার জিভে ছোঁয়াল) তোমার জিভে ছোঁয়ালাম। এবার আমার সঙ্গে সঙ্গে শপথ বাক্য উচ্চারণ করো:

'আমি, টিউলে, শপথ করে বলছি, এখন থেকে আমৃত্যু আমি অ্যানাহুয়াকের জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব, অনুগত থাকব এদেশের আইনসঙ্গত শাসনকর্তার। আমি শপথ করে বলছি, এই দেশের শত্রু আমার শত্রু; শত্রুনিধনে প্রয়োজনে আমি আমার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত বিসর্জন দেব। আমি আমার স্ত্রী হিসাবে সম্রাট মন্টেজুমার কন্যা প্রিন্সেস অটোমিকে গ্রহণ করেছি এবং শপথ করে বলছি, তাকে ফেলে কখনও আমি এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব না।'

শপথ নেওয়া হয়ে গেল। এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে গুয়াটেমক। বলল, 'স্বাগতম, টিউলে, আমার রক্তের ভাই। আজ তুমি পুরোপুরি আমাদের একজন হলে। তোমার পরামর্শ ও

www.BanglaBook.org

সাহায্য আমাদের দরকার। চলো, আমার পাশের আসনেই বসবে তুমি।'

দ্বিধায় পড়ে গিয়ে কুইটলাহুয়ার দিকে চাইলাম, কিন্তু তিনি আমার দিকে চেয়ে মধুর হাসি হাসলেন। 'পরীক্ষা শেষ, টিউলে। আমরা তোমাকে মেনে নিয়ে এদেশেরই একজন হিসাবে গ্রহণ করেছি। গত একঘণ্টায় তোমাকে ওজন করে বুঝে নিতে গিয়ে যা-যা বলা হয়েছে সব ভুলে যাও। অটোমির স্বামী হিসাবে আমাদের মত এখন তুমিও একজন প্রিন্স, আমাদের সমমর্যাদার একজন। কাজেই দ্বিধা না করে তোমার ভাই গুয়াটেমকের পাশের আসনে বসে পড়ো।'

সভায় যোগ দিলাম আমি, অটোমি ফিরে গেল বাড়ির ভিতর। এবার দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা শুরু হলো, কী করা যায় তা নিয়ে মত বিনিময় হলো। চুপচাপ বসে শুনলাম। সবার শেষে আমার দিকে ফিরলেন কুইটলাহুয়া।

'আজ এখানে আমাদের একজন নতুন উপদেষ্টা উপস্থিত, তুমি তো টিউলেদের ব্যাপারে অনেক কিছুই জানো। কিছুক্ষণ আগে তুমি নিজেও টিউলে ছিলে। তোমার কি এমন কোনও উপদেশ আছে যেটা আমাদের এই দুঃসময়ে কোনও কাজে দেবে?'

'বলো, ভাই.' উৎসাহ দিল গুয়াটেমক, 'সাগর থেকে আসা এই গজবকে আবার সাগরে তাড়িয়ে দেওয়ার কোনও বুদ্ধি থাকলে বলে ফেলো।'

'মহামান্য কুইটলাহুয়া, এবং উপস্থিত লর্ড ও প্রিন্স, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আমাকে কিছু বলবার সুযোগ দেওয়ায় আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। বলবার মত কথা আমার অল্পই, সংক্ষেপে বলছি। পাথরের দেওয়াল আর টিউলেদের কামান-বন্দুকের সামনে বারবার ঝাঁপিয়ে পড়ে আমরা অনর্থক আমাদের শক্তি ক্ষয় করছি। এইভাবে ওদের কাবু করা যাবে না। বিজয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছিনিয়ে আনতে হলে আমাদের কৌশল বদল করতে হবে। স্প্যানিয়ার্ডরা মানুষই, অজ্ঞ লোকে তাদের যতই দেবতার আসনে স্থান দিক। আর যে জীবের পিঠে চড়ে ওরা আমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে সেগুলোও দৈত্য-দানো কিছুই নয়, সাধারণ এক জাতের ভারবাহী জন্তু। আর স্প্যানিয়ার্ড হোক বা লাস্কালান, যেহেতু ওরা মানুষ, আমাদেরই মত ওদের ক্ষুধা-তৃষ্ণাও আছে।

'দিনের পর দিন বিশ্রামের অভাব ও মৃত্যুভীতি ওদের আধমরা করে এনেছে। আমার পরামর্শ হলো: আক্রমণ বন্ধ করে ওদেরকে চারপাশ থেকে এমন ঘনভাবে ঘিরে রাখুন যাতে একদানা খাবার ওদের বা ওদের মিত্র লাস্কালানদের হাতে পৌঁছতে না পারে। এটা যদি করতে পারেন, আমার বিশ্বাস ঠিক দশদিনের মধ্যে হয় আত্মসমর্পণ করবে ওরা, নয়তো বেড়া ভেঙে সাগরে পৌঁছবার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। পালাতে হলে এই শহরের ওপর দিয়েই যেতে হবে ওদের। আমরা রাজপথের সবকটা সেতু আর খালের ওপরের উঁচু রাস্তা ভেঙে দিয়ে পানি পেরোতে বাধ্য করব ওদের। লুঠ করা রাশি রাশি সোনার ভারে নুয়ে ওরা যখন ওই বাধা পেরোবার চেষ্টা করবে, ঠিক তখনই আক্রমণ করে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেব আমরা ওদেরকে।'

থামলাম আমি। চারপাশ থেকে প্রশংসার গুঞ্জন উঠল।

'মনে হচ্ছে ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা মোটেও ভুল করিনি!' বললেন কুইটলাহুয়া। 'ওর প্রতিটা কথায় যুক্তি আছে। শুরুতে এটাই করা উচিত ছিল আমাদের, তা হলে এত হাজার হাজার সৈন্য মারা পড়ত না। আমার তো মনে হচ্ছে এর কথামতই কাজ করা উচিত। আপনাদের সবার কী মত?'

'আমারও ধারণা আমাদের নতুন ভাইয়ের কথা ঠিক,' বলে উঠল গুয়াটেমক। 'এভাবে খুব অল্প সময়ে, খুব অল্প ক্ষতি স্বীকার করেই শত্রুকে ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব বলে মনে হচ্ছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সবাই একমত হতেই কার কী দায়িত্ব সেটা ভাগ করে দিয়ে সভা শেষ করলেন কুইটলাহুয়া। এত ধকলের পর বিধ্বস্ত অবস্থায় প্রায় টলতে টলতে ফিরলাম আমি আমার কামরায়। পুব আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছে তখন। দেখলাম, জানালার ধারে কুচকুচে কালো চুল নিয়ে ধপধপে সাদা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে আমার স্ত্রী, অটোমি।

এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। ও-ও এগিয়ে এল। দু'-হাতে জড়িয়ে ধরে আমার কপালে চুমো দিল অটোমি। বলল, 'এখন থেকে তুমি আমার প্রিয়, আমার স্বামী, আমার প্রভু!'

'আমাকে যে তুমি পছন্দ করেছ, ভালোবেসেছ, আপন করে নিয়েছ–সেজন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, অটোমি।'

চব্বিশ

পরদিন একটু বেলা করে ঘুম ভাঙল আমার। ততক্ষণে আমাদের গতকালকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাস্তা ভাঙা সারা। চারদিক থেকে সশস্ত্র আযটেক ঘিরে রেখেছে আক্সা প্রাসাদ। বিপদ টের পেয়ে গেছে কর্টেয।

বিকেলে স্প্যানিয়ার্ডদের ডাকা সংলাপ বিনিময় বৈঠকে আমি জেনারেলদের সঙ্গে ইন্ডিয়ান যোদ্ধার সাজে হাজির থাকলাম। যে টাওয়ারে মন্টেজুমা গুয়াটেমকের তীর খেয়েছিলেন সেটার উপর উঠে দাঁড়াল কর্টেয, পাশে তার নিত্যসঙ্গিনী টোবাস্কোর মেরিনা। আমরা প্রাচীরের বাইরে দাঁড়ালাম তার বক্তব্য শুনব বলে।

www.BanglaBook.org

ক্যাস্টিলিয়ানে বক্তৃতা দিল কর্টেয, আযটেকে অনুবাদ করে শোনাল মেরিনা। বক্তব্যে নতুনত্ব নেই কিছু, কেবল একগাদা মিথ্যেকথা। আযটেকদের সঙ্গে এই অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধ মিটমাটের জন্য শর্ত দিল সে অনেকগুলো। শান্তি প্রক্রিয়ার একটি শর্ত শুনে বুঝলাম ডি গার্সিয়া ভালই প্রভাব বিস্তার করেছে কর্টেযের উপর। আযটেক বন্দিদের বিনিময়ে তার হাতে তুলে দিতে হবে স্পেনের শত্রু সাদা চামড়ার ওই ইংরেজ স্পাইটাকে। গতকাল ভুল করে তাকে রক্ষা করা হয়েছিল পিরামিডের উপর বলির পাথর থেকে। ওকে হাতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে ফাঁসীর দড়িতে। ভাবলাম, এই পোশাকে আমাকে তো মেরিনা চিনতে পারবেই না, ও কি জানে 'সাদা চামড়ার ওই ইংরেজ স্পাইটা' যে আসলে আমি?

সমস্ত শর্ত মন দিয়ে শুনল আযটেক প্রিন্সরা। তারপর উত্তর দেওয়ার জন্য ইশারা করল গুয়াটেমককে। প্রথমেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়ার পরামর্শ দিল সে কর্টেয ও তার সাঙ্গপাঙ্গকে।

'তোমার শান্তি-প্রস্তাবের অর্থ আমাদের জানতে বাকি নেই, হারনান কর্টেয। তুমি একটা মিথ্যাবাদী। আমাদের অসংখ্য মানুষ খুন করেছ তুমি, নিরস্ত্র পুরোহিতদের হত্যা করেছ, পবিত্র দেবতার মূর্তি ভেঙেছ, মন্দির ভেঙেছ–এসবের মাধ্যমে ভালোই শান্তি শেখাচ্ছ তুমি আমাদেরকে! মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে বলো তুমি তোমার লোকজনকে। তোমাদের একজনকেও ফিরতে দেয়া হবে না অ্যানাহুয়াক থেকে।'

ফিরে গেলাম আমরা। আক্সা প্রাসাদ ঘিরে থাকা কয়েক হাজার আযটেক সেনাকে বলে দেওয়া হয়েছে, প্রাসাদ থেকে কেউ বের হতে চেষ্টা করলে বাধা দেবে, আগ বাড়িয়ে আক্রমণ করবার কোনও দরকার নেই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ওরা প্রাসাদ ঘিরে।

দুদিন পর খবর এল, মারা গেছেন মন্টেজুমা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর রাজকীয় পোশাক-পরিচ্ছদ পরানো মৃতদেহ হস্তান্তর

www.BanglaBook.org

করল স্প্যানিয়ার্ডরা আযটেকদের কাছে। চ্যাপোলটেপেকের প্রাসাদে হলরুমে রাখা হলো লাশ। দলে দলে লোক এল মৃত-র প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। সন্ধ্যার পর মন্টেজুমার শখের বাগানে নিয়ে গিয়ে প্রায় বিনা আনুষ্ঠানিকতায় কবর দেওয়া হলো সম্রাটকে।

রাস্তা কেটে দেওয়ার চতুর্থ দিনে একদল স্প্যানিয়ার্ড প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে রাজপথ মেরামত করবার চেষ্টা করল। আযটেকরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের উপর। বেশ কিছু ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করে দুই জায়গা মেরামত করে ফেলল ওরা, তারপর লাশ ফেলে রেখে আহতদের নিয়ে ফিরে গেল আস্তানায়। স্প্যানিয়ার্ডরা পিছন ফিরতেই আবার ভেঙে ফেলা হলো রাস্তা, টুকরোগুলো এবার ডুবিয়ে দেওয়া হলো গভীর পানিতে। সেদিনই জীবনে প্রথম সামনাসামনি যুদ্ধ করলাম আমি।

আমার ইংলিশ ধনুক সেদিন ভালো খেলা দেখিয়েছে। ভাগ্যের ফেরে প্রথম তীরটাই মারলাম আমি ডি গার্সিয়াকে লক্ষ্য করে। কিন্তু কপাল মন্দ, খুব যে বেশি দূরে ছিল তা-ও না; তাড়াহুড়ো ও অনভ্যাসের ফলে তাক করলাম একটু বেশি উঁচুতে, তীর গিয়ে লাগল ওর শিরস্ত্রাণে। ঘোড়ার পিঠে ছিল ও, সহজ টার্গেট, শিরস্ত্রাণের পাতও ভেদ করল তীর, কিন্তু প্রবল একটা ঝাঁকি খেল শুধু ডি গার্সিয়া, তার বেশি আর কিছুই হলো না। চমকে তাকাল ও আমার দিকে, পরমুহূর্তে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে শিরস্ত্রাণে গাঁথা তীরসহ ছুটল আস্তানার দিকে। নিরতিশয় হতাশ হলাম, তবে তাতেই আযটেকদের মধ্যে দুর্দান্ত ধনুর্বিদ হিসাবে সুনাম ছড়িয়ে পড়ল আমার। ওদের কোনও তীর আজ পর্যন্ত স্প্যানিশ ইস্পাৎ ভেদ করতে পারেনি। আমারটাও পারত না, যদি আমি ওদের ক্রস-বোর তীরগুলো থেকে ফলা খুলে আমার তীরের মাথায় না পরাতাম।

আমার প্রথম দিনের যুদ্ধ দেখেই আমাকে তিন হাজার

www.BanglaBook.org

ধনুর্বিদের জেনারেল বানিয়ে দেওয়া হলো। সেইসঙ্গে আলাদা পতাকা আর ড্রেস পেলাম। তবে সবচেয়ে বেশি খুশি হলাম এক স্প্যানিশ ঘোড়সওয়ারের গা থেকে খুলে নেওয়া স্টিলের তৈরি একটা চেইন শার্ট পেয়ে। বহু বছর তুলোর পুরু পোশাকের নীচে ব্যবহার করেছি আমি ওটা। বেশ কয়েকবার ওটার কারণে জীবন রক্ষা পেয়েছে আমার। ও-দুটো ভেদ করে মাস্কেট থেকে ছোঁড়া বুলেটও আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

এই তিন হাজার সাহসী যোদ্ধা তীরন্দাজকে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে যুদ্ধ করা শেখাবার সময় পেলাম না। দায়িত্ব পাওয়ার আট-চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই সেই ভয়ানক লড়াইয়ে নামতে হলো আমাদের, যেটা আজও স্প্যানিয়ার্ডদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে 'নকে ট্রিস্টে' বা আতঙ্কের রাত হিসাবে।

সেদিন বিকেলে প্রাসাদের হলঘরে কাউন্সিলের সভা ডাকা হয়েছিল। আমার মতামত জানতে চাওয়া হলে আমি বললাম: ধারণা করছি, স্প্যানিয়ার্ডরা এবার সরে পড়ার চেষ্টা করবে। তা না হলে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করেও পরপর তিন দিন ওরা রাস্তা মেরামতের চেষ্টা করত না। আমার বিশ্বাস, রাতের অন্ধকারকে বেছে নেবে ওরা পালাবার সময় হিসাবে।

দ্বিমত প্রকাশ করলেন কুইটলাহুয়া। মন্টেজুমার মৃত্যুর পর তিনিই এখন ভবিষ্যৎ সম্রাট; অভিষেকটা হয়ে গেলেই মুকুট পরে বসবেন সিংহাসনে। তিনি বললেন: পলায়নের কথা ভাবছে, এটা হতে পারে, কিন্তু রাতের আঁধারে পালাবার চেষ্টা করবে, এমনটা আমার মনে হয় না। ওরা জানে, রাতে আক্রান্ত হলে বিপদ অনেক বেশি।

'হ্যাঁ, রাতে বিপদ বেশি,' বললাম আমি। 'সেইজন্যই আযটেক যোদ্ধারা সন্ধ্যা হলেই বিরতি দেয় যুদ্ধে।' শুনে সবাই মাথা ঝাঁকাল। আমি বললাম, 'ঠিক এইজন্য ওরা রাতটা বেছে নেবে। ওরা জানে, রাতে আমরা প্রস্তুত থাকি না। আর ওরা

www.BanglaBook.org

রাতেও যুদ্ধ করে অভ্যস্ত।'

কথাটা শোনা মাত্রই সোজা হয়ে বসল সবাই।

'আমার পরামর্শ হচ্ছে,' বললাম, 'আজ থেকেই নৈশ-প্রহরী বসাব আমরা প্রতিটা রাজপথে। চোখ-কান খোলা রাখতে হবে আমাদের এখন থেকেই।'

একবাক্যে রাজি হলেন কুইটলাহুয়া। গুয়াটেমক আর আমাকে দায়িত্ব দিলেন লাকোপানের রাস্তা গার্ড দিয়ে রাখার জন্য। অন্য রাস্তাগুলোও ভাগ করে দিলেন আর-সব জেনারেলদের দায়িত্বে।

গুয়াটেমক আর আমি পরামর্শ করে আমাদের অধীনস্থ অর্ধেক সৈন্যকে মাঝরাত পর্যন্ত বিশ্রাম করতে পাঠিয়ে দিলাম, বাকি অর্ধেক যুদ্ধের জন্য তৈরি থাকবে মাঝরাত পর্যন্ত; প্রথম অর্ধেক ফিরে এলে এরা যাবে বিশ্রামে। রাতে যুদ্ধের কথা শুনে প্রথমে একটু ইতস্তত করেছিল সৈন্যরা, কিন্তু যখন জানল, ওদের সেনাপতিরা সারারাতই জেগে থাকবে প্রয়োজনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য; তখন উৎসাহের সঙ্গেই রাজি হলো সবাই।

জাগ্রত সবাইকে পোশাক পরে তৈরি থাকতে বলে সন্ধ্যা হতেই জনা পঞ্চাশেক সৈন্যকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আমরা এমন সব জায়গায় মোতায়েন করলাম, যেখান থেকে বহুদূর পর্যন্ত নজর রাখা যায়। এদের কাজ যুদ্ধ করা নয়, টিউলদের গতিবিধির উপর নজর রাখা; কোথাও কোনও নড়াচড়া চোখে পড়লেই দৌড়ে গিয়ে হেড-কোয়ার্টারে খবর দেওয়া।

রাত ঠিক বারোটায় শুরু হলো বৃষ্টি। তারই মধ্যে আর একদল পাহারাদার নিয়ে গুয়াটেমক আর আমি বেরোলাম। আগের দলটাকে ছুটি দিয়ে সে-জায়গায় এদের মোতায়েন করলাম। বিশ্রামের জন্য ফিরে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল আটজনের শেষ গ্রুপ। ওদের একজন কান পেতে কী যেন শুনবার চেষ্টা করছে।

টের পেলাম, আবছা ভাবে পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

www.BanglaBook.org

মার্চের শব্দ। পরস্পরের দিকে তাকালাম গুয়াটেমক আর আমি।

'শুনছ?' বললাম।

মাথা ঝাঁকাল গুয়াটেমক। ফিসফিস করে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছিলে, টিউলে! পালাচ্ছে ওরা!'

বড় ময়দান দেখা যায়, এমন একটা চৌমাথায় গিয়েই দেখতে পেলাম ওদের। সার বেঁধে বেরিয়ে আসছে ওরা আক্সার গেট দিয়ে। চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'পালাচ্ছে ওরা! লাকোপানের রাস্তার দিকে! ডাকো সবাইকে!'

আমার কথাগুলো এক পোস্ট থেকে আরেক পোস্ট হয়ে হেড-কোয়ার্টারে পৌছতে সময় লাগল বড়জোর এক মিনিট। প্রতিটা রাস্তা আর খাল থেকে পুনরাবৃত্তি করা হলো কথাগুলো, বাড়ির ছাদ আর শতশত মন্দিরের চূড়া থেকে জানান দেওয়া হলো জোর গলায়। মুহূর্তে জেগে উঠল গোটা শহর। মৌচাকের মত গুঞ্জন উঠল সবখানে। আলো জ্বলে উঠল এখানে-ওখানে, ছোট-বড় পিরামিডের চূড়ায় টিওকালিতে (মন্দিরে) গুরুগম্ভীর শব্দে বেজে উঠল সাপের চামড়া দিয়ে তৈরি ড্রাম।

গুঞ্জন পরিণত হলো কলরবে, চারদিক থেকে লাকোপানের রাস্তার দিকে ছুটে আসতে শুরু করল সশস্ত্র যোদ্ধারা। লেকের উপর দিয়েও হাজারটা বৈঠার ছপ্-ছপ্ শব্দ তুলে ক্যানু নিয়ে এগিয়ে আসছে যোদ্ধারা।

দেড় হাজার স্প্যানিয়ার্ড আর ওদের মিত্র ছয় থেকে আট হাজার লাস্কালান সার বেঁধে উঠে এল লাকোপানের রাজপথে। গুয়াটেমক আর আমিও ছুটলাম ওদের আগে আগে, যাকে পাচ্ছি তাকেই ডেকে নিচ্ছি দলে। ভাঙা রাস্তার কাছে এসে দাঁড়ালাম। চারদিক থেকে আযটেক যোদ্ধা এসে যোগ দিচ্ছে আমাদের সঙ্গে, কে কার অধীনে, অন্ধকারে চিনবার উপায় নেই। ক্যানুগুলো থেকেও নামছে শত শত সশস্ত্র মানুষ।

স্প্যানিশ সারি এসে পৌছতেই শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। অন্ধকারে

www.BanglaBook.org

বিশৃঙ্খল আযটেক বাহিনী তাদের ক্যাপটেন-এর নির্দেশ শুনতে পেল না, ক্যাপ্টেনও খুঁজে পেল না তাদের অধীনস্থ যোদ্ধাদের, যার যেমন খুশি তেমনি ভাবে এলোপাথাড়ি যুদ্ধ শুরু করল। এদের সুবিধা হচ্ছে সংখ্যায় এরা অগণিত, আর এদের বুকের ভিতর দাউ-দাউ করে জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন—মারো! মারো টিউলেদের!

বুম্‌ম্ করে গর্জে উঠল কামান, আমাদের দু'-পাশ দিয়ে ছুটে গেল একরাশ ছররা। কামানের ঝলকানির আলোয় দেখলাম পানি পেরোবার জন্য ধরাধরি করে একটা কাঠের ব্রিজ এনেছে স্প্যানিয়ার্ডরা, সেটা পাতাও প্রায় সারা। ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমরা ওদের উপর। গুয়াটেমক আর আমাকে প্রথম ধাক্কাতেই জোর বাতাসে খড়কুটোর মত ব্রিজের উপর দিয়ে অনেকদূর নিয়ে গেল স্প্যানিয়ার্ডদের কলাম। আমরা দুজনেই মেরে-কেটে বেরিয়ে আসতে পারলাম বটে, কিন্তু সারারাত আর কেউ কারও দেখা পাইনি। হুড়মুড় করে ব্রিজে উঠে আসছে স্প্যানিয়ার্ড ও লাস্কালান সৈন্য একরোখা ভঙ্গিতে; চারপাশ থেকে পিঁপড়ে যেমন আহত পোকাকে ধরে, তেমনি ছেঁকে ধরছে ওদের আযটেকেরা।

রাতটা কীভাবে কাটল বলতে পারব না। প্রথম দু'-ঘণ্টা বদ্ধ উন্মাদের মত লড়াই করলাম। কিন্তু ওদের আটকে রাখা গেল না। জীবিত সবাই ওরা উঠে পড়ল ব্রিজের উপর। কিন্তু শুকনো কাপড়ে কেউ খাল পেরোতে পারল না, এত লোকের চাপে পানির নীচে চলে গেল ওদের ব্রিজ, এমন ভাবে আটকে গেল কাদায় যে সেটাকে আর উদ্ধার করা সম্ভব হলো না। ভেজা কাপড় নিয়ে চলল ওরা দুশো গজ দূরে ভাঙা দ্বিতীয় ব্রিজটার দিকে। এখানে পানি বেশি, ফাঁকটাও প্রথমটার চেয়ে বেশি চওড়া। কিন্তু কাজে লেগে গেছে সামনের দিকের লোকগুলো। লাশগুলো স্প্যানিয়ার্ডরা সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল কেন, বোঝা গেল এবার। পানিতে লাশ ফেলে আবার তৈরি করছে ওরা ব্রিজ।

www.BanglaBook.org

ওখানে দুই দলে তুমুল যুদ্ধ হলো। নরক গুলজার হয়ে উঠল–কামান ও আরকুইবাসের আওয়াজ তো আছেই, কানে আসছে ব্যথায় বা ভয়ে মানুষের আকাশ ফাটানো বিকট চিৎকার, স্প্যানিশ সোলজারদের হাঁক-ডাক, আযটেকদের লু-লু রণহুঙ্কার, আহত ঘোড়ার কাতর চিঁহিঁহিঁ ডাক, কানের পাশ দিয়ে 'হুশ্' করে চলে যাওয়া বল্লম বা তীরের ভীতিকর শব্দ, সেই সঙ্গে নিহতদের ধুপ-ধাপ পতনের শব্দ। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলল বাঘে-মোষে লড়াই। ধাক্কাধাক্কিতে অনেকে ছিটকে পড়ল পানিতে। ওখানেই তাদের চুবিয়ে মেরে ফেলল আযটেকরা, কিংবা ক্যানুয় তুলে নিল বলি দেবে বলে। শতশত আযটেক মারা পড়ল, নিজেদের অস্ত্রের আঘাতেও মরল অনেকে–কারণ অন্ধকারে কার ছোঁড়া তীর কার বুকে গিয়ে বিঁধছে বোঝা যাচ্ছে না পরিষ্কার। কিন্তু পরোয়া নেই ওদের, টিউলেদের শেষ দেখে ছাড়বে ওরা আজ।

ছোট একটা দল জুটিয়ে নিয়ে ভোররাত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেলাম আমি। আকাশ একটু ফরসা হয়ে আসায় এখন সবকিছু দেখতে পাচ্ছি আবছা ভাবে। জীবিত স্প্যানিয়ার্ডরা লুটের মাল, সোনাদানা ভর্তি ব্যাগ, কামান ও আরকুইবাস ফেলে লাশ দিয়ে তৈরি সেতু পেরিয়ে বেশিরভাগই চলে গেছে ওপারে। এপারে এখনও কিছু স্প্যানিয়ার্ড ও লাস্কালান হুড়োহুড়ি করছে লাশের সেতুতে উঠবার জন্য। আমার সঙ্গী যোদ্ধাদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। একেবারে ভিতরে ঢুকে গেলাম ওদের। হঠাৎ করেই সামনে দেখতে পেলাম ডি গার্সিয়ার মুখটা।

চিৎকার দিয়ে ছুটলাম ওর দিকে। মুহূর্তে চিনতে পারল ও আমার গলা। বাজে একটা গালি দিয়ে উঠে তলোয়ার চালাল ডি গার্সিয়া, রং করা কাঠ দিয়ে তৈরি আমার শিরস্ত্রাণের একপাশ ভেদ করে আমার মাথায় লাগল আঘাতটা। পড়ে গেলাম, তবে তার আগেই আমার কাঁচ বসানো গদা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলাম আমি ওর বুকে। ও-ও পড়ল রাস্তার পাশের ঢালু

www.BanglaBook.org

জায়গায়। রক্ত গড়িয়ে নেমে আমার একচোখ অন্ধ করে দিয়েছে, বন-বন ঘুরছে মাথাটা, সেসব উপেক্ষা করে ধাক্কাধাক্কির মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে দিশেহারার মত এগোলাম আমি ওর দিকে। আজ আর নিস্তার নেই ডি গার্সিয়ার। কিনারে এসে দেখলাম একটা দেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে রাস্তার ঢালে, চকচক করছে তার ধাতব বর্ম। লাফ দিয়ে পড়লাম ওর উপর। ধস্তাধস্তি করে দুজনেই নেমে গেলাম লেকের পানিতে। উপরে আছি আমি। হেসে উঠলাম পাগলের মত। একহাতে পানির ছিটে দিয়ে পরিষ্কার করে নিলাম রক্তে বোজা চোখ-দেখতে চাই কীভাবে মারা যায় আমার মায়ের হত্যাকারী। দুই হাতে ওর গলা টিপে ধরলাম, ওকে পানিতে চুবিয়ে মারার আগে বললাম, 'তা হলে, ডি গার্সিয়া! শেষপর্যন্ত হাতে পেলাম তোমাকে!'

স্প্যানিশ ভাষা শুনেই ছটফট করে উঠল লোকটা। 'ছাড়ো, ছাড়ো আমাকে! আমি ইন্ডিয়ান না! খোদার দোহাই লাগে, ছাড়ো!' কর্কশ গলায় বলে উঠল লোকটা।

এবার ওর মুখের দিকে চেয়ে তাজ্জব হয়ে গেলাম আমি। কোথায় ডি গার্সিয়া! ওকে হারিয়ে ফেলে কঠোর চেহারার এক স্প্যানিশ সোলজারের গলা টিপছি।

'কে তুমি?' হাতের চাপ কিছুটা আলগা করে বললাম, 'ডি গার্সিয়া কোথায়-মানে, তোমরা যাকে সারসেডা বলে চেনো?'

'সারসেডা? জানি না তো! এই একটু আগেই ওকে দেখলাম চিৎ হয়ে পড়ে আছে রাস্তায়। আমাকে ছেড়ে দাও, আমি সারসেডা নই, যদি তা হতামও, ব্যক্তিগত কলহ ফয়সালা করার এ-ই কি উপযুক্ত সময়? আমি তোমার দেশী ভাই, বার্নাল ডায়ায।' এতক্ষণে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল লোকটা, 'আরে! মা মেরির কসম! তুমি কে? আযটেক যোদ্ধা পরিষ্কার ক্যাস্টিলিয়ান বলছ কী করে?'

'আমি আযটেক নই,' বললাম আমি। 'আমি একজন ইংরেজ।

www.BanglaBook.org

তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি শুধু তোমাদের ওই সারসেডা লোকটাকে খুন করবার জন্যে। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই। যদি পারো, পালাও এখান থেকে। আর যদি কিছু মনে না করো, তোমার তলোয়ারটা দিয়ে যাও আমাকে—ওটা আমার দরকার হবে।'

'ইংরেজ, স্প্যানিয়ার্ড, আযটেক, বা সাক্ষাৎ শয়তান,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল বার্নাল ডায়ায, কাদা থেকে আমার হাত ধরে উঠে দাঁড়াল রাস্তার ঢালে, 'তুমি যা-ই হও না কেন, মানুষটা ভালো। এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যদি কোনদিন এদেশে বেঁচে ফিরে আসি, আর তোমার গলাটা পাই আমার দুই হাতের মধ্যে, আমি স্মরণ রাখব আজ তুমি আমার জন্যে যা করলে। বিদায়!' কোমর থেকে খাপসহ তলোয়ারটা খুলে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল লোকটা, তারপর দৌড়ে মিশে গেল ভিড়ে।

আমিও রওনা হতে চাইলাম, ডি গার্সিয়াকে যদি পাওয়া যায় সেই আশায়, কিন্তু প্রচুর রক্তক্ষয়ে কাহিল হয়ে গেছি, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম রাস্তার একপাশে। তারপর কখন কে আমাকে ক্যানুতে তুলে অটোমির কাছে পৌঁছে দিয়েছে বলতে পারব না। অটোমির অহোরাত্র সেবা-শুশ্রূষায় হাঁটার ক্ষমতা ফিরে পেলাম আমি দশদিন পর।

নকে ট্রিস্টের বিজয়ে আমার ভূমিকা ছিল ওইটুকুই। পাঁচশো স্প্যানিয়ার্ড আর কয়েক হাজার লাস্কালান মারা পড়েছিল সেদিন, পরাজিত স্প্যানিয়ার্ডরা পালিয়েছিল দেশ ছেড়ে, কিন্তু আমি এই বিজয়ে খুশি হতে পারিনি। বিশৃঙ্খল আযটেক বাহিনী স্প্যানিয়ার্ড সৈন্যদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করার সুযোগ পেয়েও মৃতদের মাছের খাবার হিসাবে পানিতে ফেলে দিয়ে, আর জীবিত বন্দিদের বলি দেওয়ার জন্য ধরে নিয়ে ফিরে এসেছিল। আর কিছুটা এগিয়ে গিয়ে কর্টেযকে হত্যা করতে পারলে মেক্সিকোর ইতিহাস আজ ভিন্নভাবে লেখা হতো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর সবচেয়ে বড় দুঃখ, আবার হারিয়ে ফেললাম আমি ডি গার্সিয়াকে। অপূর্ণই রয়ে গেল আমার ওকে তাড়া করে এতদূর আসার উদ্দেশ্য—খুন করতে পারিনি আমি ওকে।

এ দুঃখ রাখব কোথায়!

পঁচিশ

কুইটলাহুয়াকে খুবই জমকাল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আযটেকের সম্রাট ঘোষণা করা হলো। আমি উপস্থিত থাকতে না পারলেও সব খবরই পেলাম অটোমির মাধ্যমে। ওর কাছেই জানতে পারলাম, টিউলে নিধনের যুদ্ধে গুরুতর আহত হওয়ায় আমার সম্পর্কে আর কারও মনে কোনও রকম সন্দেহ নেই। লর্ডদের মধ্যে আমাকে বিশেষ সম্মানিত আসন দেওয়া হচ্ছে। শুনে ভালোই লাগল।

টিউলেরা বিদায় নেওয়ায় আনন্দের বন্যা বয়ে গেল সারা দেশে, উৎসবে মেতে উঠল দেশবাসী। আমাকে খুশি হতে না দেখে গুয়াটেমক একদিন বলল, 'তুমি কি এখনও স্প্যানিয়ার্ড-আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারনি, টিউলে?' আমাকে মাথা নাড়তে দেখে বলল, 'তোমার বিশ্বাস, আবার ফিরে আসবে ওরা?'

আবারও মাথা নাড়লাম। বললাম, 'না। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপার নয়, প্রিন্স। আমি জানি আসবে ওরা। আগামীকাল সূর্য উঠবে এটা যেমন সত্য, ওরা যে ফিরে আসবে সেটাও তেমনি সত্য। এবং এক বছরের মধ্যেই।'

গম্ভীর হয়ে গেল গুয়াটেমক।

www.BanglaBook.org

'এত মার খেয়েও ফিরে আসবে আবার?'

'হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও তোমরা ওদের পিষে ফেললে না। প্রতিশোধ নিতে হলেও ফিরে আসতে হবে কর্টেযকে। তা ছাড়া লুঠের মাল কিছুই নিয়ে যেতে পারেনি ওরা, সেগুলো উদ্ধারের জন্য আসবে না মনে করেছ?'

'বাহ্! একেবারে সর্বনাশের পয়গম্বর দেখছি!' মৃদুহেসে বলল গুয়াটেমক। 'আসুক, প্রয়োজনে আবার যুদ্ধ করব আমরা।'

'যুদ্ধ যে করবে, কাদের নিয়ে?' জানতে চাইলাম, 'তোমাদের এই বিশৃঙ্খল, অনভিজ্ঞ, অপটু সেনাবাহিনী নিয়ে? অবশ্যই সাহস আছে ওদের, কিন্তু টিউলে ঠেকাবার উপযোগী আধুনিক অস্ত্র বা প্রশিক্ষণ কোথায়? তোমাদের একমাত্র সুবিধা: বিপুল জনসংখ্যা। যদি উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে গড়ে নিয়ে এই জনশক্তিকে তৈরি রাখা যায়, তা হলে হয়তো সত্যিই ঠেকাতে পারবে ওদের, নচেৎ নয়।'

'তোমার কথাটা আমি সম্রাটের কানে তুলব, টিউলে।'

চলে গেল গুয়াটেমক। একটু যেন অসন্তুষ্ট হয়েই।

দুদিন পর আবার এল সে। সম্রাট কুইটলাহুয়ার আদেশে ওর সঙ্গে গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটা মিশনে যেতে হবে আমার। কাজের ধরনটা শুনেই বুঝতে পারলাম, ইদানীং আযটেকরা কী পরিমাণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখছে আমার উপর। আতঙ্কের রাতে স্প্যানিয়ার্ডদের কাছ থেকে যেসব লুঠ করা ধনসম্পদ কেড়ে রাখা হয়েছিল, সেগুলো এবং সেই সঙ্গে আরও অনেক ধনরত্ন বিশেষ এক জায়গায় লুকিয়ে রাখতে হবে আমাদের।

সন্ধ্যার পর বেরোলাম আমরা। একজন অত্যন্ত উঁচু পদের সম্মানিত লর্ড, গুয়াটেমক আর আমি এসে দাঁড়ালাম লেকের ধারে। দশটা বড় আকারের ক্যানু অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য, প্রত্যেকটা নিচু হয়ে আছে মাল-সামানের ভারে। কী আছে দেখা বা বোঝা যাচ্ছে না, কারণ জিনিসগুলো পুরু কাপড় দিয়ে ঢাকা। একেক নৌকায় অতি সন্তর্পণে তিনজন করে উঠে পড়লাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা–একজন হাল ধরবে, বাকি দুইজন বৈঠা বাইবে। সবার আগে রয়েছে গুয়াটেমকের ক্যানু, পথ দেখাচ্ছে সে-ই। দুই ঘণ্টা নৌকা বেয়ে আমরা লেক টেযকুকোর অপর পারে গুয়াটেমকের জমিদারীতে পৌঁছলাম। নৌকা ডাঙায় ভিড়িয়ে মালপত্রের উপর থেকে কাপড় সরাতেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল আমার। একসঙ্গে এত সোনা-দানা জীবনে দেখিনি আমি।

বড়বড় সতেরোটা সোনার কলসে ভরা রয়েছে সোনা ও বহু মূল্যবান রত্নের অলঙ্কার। এ ছাড়াও অনেকগুলো বড় আকারের থলের মধ্যে কী আছে দেখতে পেলাম না। সবই দামি জিনিস। তার মধ্যে নিরেট সোনা দিয়ে তৈরি মন্টেজুমার মাথাটার কথা স্পষ্ট মনে আছে। গুয়াটেমক আর আমি দুজনে মিলেও ওটা তুলে ধরতে হিমশিম খেয়ে গিয়েছিলাম। আর ঘড়াগুলো তুলতে লেগেছিল ছয়জন, তা-ও কানার দুদিকে দুটো বৈঠা বেঁধে নেওয়ার পর। তীর থেকে পাঁচশো গজ দূরের একটা টিলার মাথায় অল্প-অল্প করে কয়েক বারে বয়ে নিয়ে গেলাম আমরা সমস্ত সম্পদ। সব রাখা হলো একটা টিবির আড়ালে গভীর একটা কুয়ার মুখের কাছে।

নৌকা থেকে সব মাল চলে আসার পর একজন আযটেক লর্ড আর আমার কাঁধে মৃদু চাপড় দিল গুয়াটেমক, জানতে চাইল গর্ত দিয়ে নীচে নেমে জিনিসগুলো সাজিয়ে রাখতে ওকে সাহায্য করব কি না। আমি রাজি হয়ে গেলাম খুশি মনেই, বিশালদেহী লর্ড কিছুটা দ্বিধার পর রাজি হলেন। শুনেছি, ওই লর্ডের মা ছিলেন লাস্কালান; ভাবলাম, তাই বুঝি দ্বিধা।

মশাল হাতে নিয়ে প্রথমে কুয়ায় নামল গুয়াটেমক। উপর থেকে রশি ছেড়ে নামানো হলো তাকে। তারপর নামলাম আমি। বেশ গভীর গর্ত, মনে হলো মাকড়সার মত ঝুলে আছি রশির আগায়। অবশেষে নীচে পৌঁছে দাঁড়ালাম গুয়াটেমকের পাশে। ওর হাতে ধরা মশালের আলোয় দেখলাম এখানে কুয়ার দেওয়ালটা

www.BanglaBook.org

রোদে শুকানো ইঁট দিয়ে এক-মানুষ সমান উঁচু করে বাঁধানো। একপ্বাশে দেওয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে রাখা রয়েছে বড়সড় একটা প্রস্তর-লিপি। ছবির ভাষায় খোদাই করে প্রথমেই লেখা রয়েছে সময়টা: সম্রাট কুইটলাহুয়ার রাজত্বের প্রথম বছর। আযটেক এখন ভালোই পড়তে পারি। কেউ যদি এই সম্পদ চুরি করে তা হলে তার কী কী ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে সেসব বিস্তারিত লেখা রয়েছে তারিখের নীচে।

আমাদের আরেক পাশে সমকোণ সৃষ্টি করে তৈরি করা হয়েছে চারকোনা করে কাটা ছয় ফুট উঁচু, পাশে চার ফুট আর বিশ ফুট লম্বা একটা প্যাসেজ। তার ওপাশে মাটি খুঁড়ে বানানো হয়েছে একটা কামরা, ডিচিংহামে আমি এখন যে-ঘরে বসে লিখছি ঠিক সেই সমান। ঢোকার মুখে দেওয়াল ঘেঁষে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অনেকগুলো অ্যাডোবি ইঁট আর সেসব গাঁথার জন্য চুন-সুরকির মশলা। বুঝলাম, ওই কামরায় ধন-সম্পদ রেখে বন্ধ করে দেওয়া হবে মুখটা।

'কারা বানাল এটা?' জিজ্ঞেস করলাম।

'যারা বানিয়েছে তারা জানতো না কী বানাচ্ছে,' বলল গুয়াটেমক, তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'এই যে, এসে পড়ছেন আমাদের সম্মানিত লর্ড। শোনো, টিউলে, এখানে যা ঘটবে, উপযুক্ত কারণেই ঘটবে; তুমি চুপচাপ দেখে যাবে শুধু, বুঝেছ?'

আমি জবাব দেওয়ার আগেই নেমে এলেন সম্মানিত আযটেক লর্ড। এবার উপর থেকে একের পর এক কলস ও বস্তা নামতে শুরু করল। রশি খুলে সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা করছে গুয়াটেমক, তারপর আমরা ওগুলো গড়িয়ে বা টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে রেখে আসছি কামরায়। দুই ঘণ্টা ধরে নামল ধন-রত্ন, অক্লান্ত পরিশ্রম করলাম আমরা সবাই; ঘেমে নেয়ে উঠলাম আপাদমস্তক। শেষ বস্তাটা নামানোর সময় হঠাৎ মুখ খুলে গেল ওটার—ঝরঝর করে আমাদের গায়ে মাথায় এসে পড়ল একরাশ উজ্জ্বল মণি-মাণিক্য।

www.BanglaBook.org

খটাস করে আমার মাথায় পড়ল একটা এমারেল্ডের হার, তারপর ঝুলে পড়ল আমার গলায়। ঝিকমিক করে উঠল বড়বড় মহামূল্য পান্নাগুলো।

'ওটা তুমি নিয়ে নাও, টিউলে,' হেসে উঠল গুয়াটেমক, 'রেখে দাও আজ রাতের একটা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। নিজে নিজেই তোমার গলায় ঝুলেছে যখন, মনে হচ্ছে, তোমাকে খুবই পছন্দ হয়েছে ওটার।'

এত সুন্দর লাগল যে, লাজ-লজ্জা না করে রেখে দিলাম ওটা পকেটে। আজও রয়েছে ওটা আমার কাছে। ওর থেকে ছোট একটা পাথর দিয়েছি আমি রানী এলিজাবেথকে। বহু বছর ওই হার গলায় পরেছে অটোমি। আমার ইচ্ছা, এটা আমার সঙ্গে আমার কবরে যাক। জহুরিরা যে দেখেছে সে-ই বলেছে অনেক দাম এই পান্নাগুলোর। যত দামই হোক, আমার সঙ্গেই যাবে হারটা কবরে; আর আযটেকদের সেই শিলালিপিতে চোরকে সাবধান করে যে-সব অভিশাপ লেখা রয়েছে আমিও সেইসব ভয়ঙ্কর পরিণতির অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি কবর-চোরদের উদ্দেশ্যে।

যাই হোক, চেম্বার থেকে টানেলে এসে আমরা তিনজন মিলে অ্যাডোবির দেওয়াল গাঁথতে শুরু করলাম। ফুট তিনেক গাঁথা হলে হঠাৎ মশালটা আমাকে ধরতে বলল গুয়াটেমক। অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলাম, কিন্তু নিলাম আমি ওটা। তিন কদম পিছিয়ে থেমে দাঁড়াল গুয়াটেমক, তারপর ঘুরে আযটেক লর্ডের নাম ধরে ডাকল। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে ফিরতেই প্রশ্ন করল, 'বলুন দেখি, বেঈমান-বিশ্বাসঘাতক ধরা পড়লে তাকে কী করা উচিত?'

কথাটা শান্ত গলায় বলল গুয়াটেমক, কিন্তু শোনাল ভয়ঙ্কর হুমকির মত। ও যখন কোমরে বাঁধা কাচ বসানো গদাটা খুলে হাতে নিল, তখন ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি। আযটেক লর্ডের দিকে চাইলাম।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার মুখের রঙ, ভয়ে থরথর করে

www.BanglaBook.org

কাঁপছে সর্বাঙ্গ।

'কী-ক্বী বলছেন আপনি, লর্ড?' গলা কেঁপে গেল বিশালদেহী মানুষটার।

'আপনি ভালো করেই জানেন আমি কী বলছি,' শীতল কণ্ঠে কথাটা বলে গদাটা তুলল গুয়াটেমক মাথার উপর।

কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বেঈমান লর্ড, দোষ স্বীকার করে নিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করল। দয়া ভিক্ষা করল করুণ কণ্ঠে। গুয়াটেমককে মাথা নাড়তে দেখে দু'-হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল।

'শত্রুকে ক্ষমা করতে পারি, দয়া দেখাতে পারি—কিন্তু লোভী, বেঈমান লোককে নয়!' গদাটা ঘুরিয়ে দড়াম করে মারল গুয়াটেমক ওর মাথায়। এক আঘাতেই ঢলে পড়ল বিশ্বাসঘাতক লর্ড। গদাটা নামিয়ে রেখে হেঁচকা টানে মাথার উপর তুলে নিল গুয়াটেমক এতবড় লাশটা, তারপর ছুঁড়ে দিল গুপ্তধনের কামরায়। ওটা ধন-রত্নের মধ্যে গিয়ে এমন ভঙ্গিতে পড়ল, যেন মোহর ভরা একটা ঘড়ার গলা জড়িয়ে ধরে আদর করছে।

গুয়াটেমকের দিকে চাইলাম। বুঝতে চেষ্টা করছি, এবার আমার পালা কি না। কারণ, শুনেছি, রাজা-বাদশারা ধনরত্নের গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যক্ষদর্শী কাউকে জীবিত রাখে না। আমার মনের ভাব টের পেল গুয়াটেমক।

'তোমার কোনও ভয় নেই, টিউলে, তুমি আমার ভাই,' বলল ও। 'লোকটা ছিল একে চোর, কাপুরুষ, তার ওপরে বিশ্বাসঘাতক। অনেকদিন ধরেই ওর ওপর নজর ছিল আমাদের। একটা মেয়েকে স্পাই হিসেবে ওর পিছনে লাগিয়ে জানা গেছে স্প্যানিয়ার্ডদের সঙ্গে ওর গোপন আঁতাতের সব খবর।'

কথা শেষ করে জোরেশোরে ইঁট গাঁথার কাজে মন দিল গুয়াটেমক। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে কাজ যখন প্রায় শেষ করে এনেছি, তখন আর একবার ভিতরের জিনিসগুলো দেখে নেবার

www.BanglaBook.org

লোভ সামলাতে পারলাম না। শেষ দুটো ইঁট গাঁথবার আগে ফাঁক দিয়ে মশালটা ঢুকিয়ে চোখ রাখলাম। একটা ঘড়ার মুখে বসানো মন্টেজুমার মাথাটা দেখতে পেলাম, এমারেল্ডের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। কাছেই একটা সোনার কলসের গলা জড়িয়ে ধরে আছে লাস্কালান মায়ের বেঈমান পুত্র। হঠাৎ চমকে উঠে পিছিয়ে এলাম আমি—লাশের চোখদুটো খোলা এখন, তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে।

তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করে কুয়োর নীচে চলে এলাম আমরা। উপরে তাকিয়ে আকাশের তারা দেখতে পেয়ে ভালো লাগল। শিলালিপিটা দুজন মিলে অনেক কষ্টে টেনে এনে চেম্বারে যাওয়ার প্যাসেজের মুখটা বন্ধ করে দিলাম। তারপর গুয়াটেমকের চিৎকার শুনে টেনে তোলা হলো আমাদের উপরে।

তৃতীয়জনের কথা জিজ্ঞেস করল এক লর্ড। গুয়াটেমক বলল, 'তিনি সৎ একজন মানুষ হিসাবে সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ দিতে চাইলেন। ধন-রত্ন পাহারা দেবেন বলে রয়ে গেলেন নীচেই।' সবাই সব বুঝল, কিন্তু কেউ কিছু বলল না; মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল শুধু।

এবার কুয়োটা মাটি দিয়ে ভরাট করা হলো। যখন কাজ শেষ হলো, তখন সবে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে পুব আকাশে। একজন প্রবীণ লর্ড ছোট্ট একটা থলে বের করলেন, ওর ভিতর থেকে একমুঠো বীজ বের করে ছড়িয়ে দিলেন মাটির উপর। ঠিক মাঝখানে রোপণ করলেন একটা সিডার চারা।

মেক্সিকো থেকে বেশ কিছুটা দূরে ক্যানুগুলো বেঁধে রেখে একজন-দুজন করে পায়ে হেঁটে ফিরে গেলাম আমরা যে-যার ঘরে। আমাদের বিশ্বাস: কেউ দেখেনি আমাদের, কেউ টের পায়নি কিচ্ছু।

BanglaBook.org

এবার সম্রাট কুইটলাহুয়ার অনুরোধে অটোমি আর আমি চললাম

www.BanglaBook.org

অটোমির বিপথু লোকদের আযটেক সম্রাটের আনুগত্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে।

আযটেক সাম্রাজ্যে বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন গোত্রের লোকের বাস। তাদের কেউ সরাসরি সম্রাটের অধীন, কেউ সরাসরি অধীন না হলেও সামান্য খাজনা দিয়ে সদ্ভাব বজায় রেখে চলে, আবার কেউ কেউ লাস্কালান গোষ্ঠীর মত শত্রুভাবাপন্ন, একটি পয়সাও খাজনা দেয় না আযটেক শাসককে। এই লাস্কালান যোদ্ধাদের সহায়তায় সম্রাট মন্টেজুমা ও পরবর্তীতে গুয়াটেমককে কবজা করেছিল কর্টেয। লাস্কালান রাজ্যের পশ্চিমে পাহাড়ি অঞ্চলে সাহসী জাতি অটোমিদের বাস। এদের ভাষা আলাদা, রক্ত আলাদা। অনেকগুলো গোষ্ঠী মিলে অটোমি জাতি। ইতিহাস বলে কখনও এরা আযটেকদের প্রজা ছিল, কখনও স্বাধীন হলেও মিত্র ছিল, কখনও বা শত্রু।

বরাবরই আযটেকদের চেয়ে ওদের খাতির বেশি ছিল লাস্কালানদের সঙ্গে। অটোমিদের আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ করে গাঢ় সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যেই সম্রাট মন্টেজুমা অটোমি রাজার একমাত্র কন্যা অটোমির মাকে বিয়ে করেছিলেন। এই মহিলা প্রথম সন্তান অটোমিকে জন্ম দেওয়ার সময় মারা যান। কাজেই জন্মসূত্রে অটোমি হয়ে গেল অটোমিদের প্রিন্সেস, যদিও জীবনে দুইবারের বেশি অটোমিতে যায়নি সে। তবে ওদের ভাষা ও সামাজিক আচার-আচরণ ভালোমতই রপ্ত আছে তার। কারণ, ছোটবেলা থেকে নিজ গোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যেই বড় হয়েছে ও।

জানা গেছে, এই জাতির কয়েকটি গোষ্ঠীর মানুষ লাস্কালান যোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে স্প্যানিয়ার্ডদের পক্ষে যুদ্ধ করেছে। সেই জন্যই এদের মিত্রতা লাভকে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন বর্তমান সম্রাট কুইটলাহুয়া। কারণ তিনিও জানেন, অ্যানাহুয়াকের অঢেল ধনরত্নের কথা ভুলতে পারবে না কর্টেয, ফিরে আসবে আবার।

আমরা যাত্রা শুরু করার আগেই একাধিক সংবাদবাহক রওনা

www.BanglaBook.org

হয়ে গেছে অটোমির উদ্দেশে। কীভাবে আমাদের গ্রহণ করবে ওখানকার লোক, জানি না। তবে চার দিনের পথ গিয়েই দ্বিধা কেটে গে আমাদের। আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে অর্ধেক পথ হেঁটে চলে এসেছে অনেক মানুষ, প্রতিদিন তাদের সংখ্যা বাড়ছে আরও। অটোমির মানুষ যখন জানতে পেরেছে তাদের প্রিন্সেস সশরীরে আসছে তাদের সঙ্গে দেখা করতে, সঙ্গে রয়েছে তা স্বামী, এই স্বামীটা আবার টিউলেদের লোক, অথচ যটেকদের হয়ে যুদ্ধ করেছে তাদের বিরুদ্ধে; তখন অদম্য কৌতূহল নিয়ে ছুটে এসেছে ওরা এই অদ্ভুত যুগলকে একনজর দেখবে বলে।

অটোমির রাজধানী 'সিটি অভ পাইনস' যখন আর একদিনের পথ, তখন আমাদের সঙ্গে জুটে গেছে কম পক্ষে দশ হাজার পাহাড়ি মানুষ। অটোমির পাল্কীর পিছনে হাঁটছে ওরা, অবাক হয়ে দেখছে আমাকে কিন্তু ধারে-কাছে ভিড়ছে না ঘোড়াটার ভয়ে। ঘোড়া দেখেনি ওরা জীবনে।

স্প্যানিয়ার্ডদের একটা ঘোড়ায় চড়ে আগে আগে চলেছি আমি। ওদের ধারণা ঘোড়াটা সাক্ষাৎ পিশাচ–সেই পিশাচকে বশ করে তারই পিঠে চেপে যখন চলছি, ওদের ধারণা হলো নিশ্চয়ই মস্তবড় বীর আমি।

রাজধানীর কাছাকাছি পৌঁছে পাঁচ মাইল দীর্ঘ এক আঁকাবাঁকা সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দেখে বুঝলাম এখানে একশো লোক রুখে দাঁড়ালে ঠেকিয়ে দিতে পারে কয়েক হাজার যোদ্ধাকে। দুটো ঘোড়া এই জায়গায় পাশাপাশি চালানো কঠিন। দু'পাশে আকাশ ছোঁয়া দুর্গম পর্বত। অটোমিকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, এ ছাড়া সিটি অভ পাইনসে যাওয়ার সহজ পথ আর নেই। দু'-তিনটে গোপন পথ অবশ্য আছে, তবে সেগুলো খুব কম লোকেই চেনে।

শেষ বাঁক নিয়েই দেখতে পেলাম সিটি অভ পাইনস। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বারো মাইলের মত হবে উপত্যকাটা, সেটাকে গোল করে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল উঁচু পর্বতমালা। মাথায় তাদের সাদা

www.BanglaBook.org

তুষার-টুপি। একটা ছাড়া বাকি সব পর্বতের গায়ে ওক ও সিডারের জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। সেই একটার মাথার দিকটায় সাদা তুষার থাকলেও সারা গায়ে কালো লাভা। চূড়া থেকে দিনে বের হয় সাদা ধোঁয়া, রাতে দেখা যায় আগুনের লাল আভা। এটাই সেই বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি যাকা, অর্থাৎ রানী। ওরিযাবা, পোপো আর ইক্সট্যাকের মত অত উঁচু না হলেও যাকার গড়নটা আমার মনে ধরল।

মনে হচ্ছে যাকার কোলে বসে আছে শহরটা। রাস্তাগুলো সোজা, পরিচ্ছন্ন। দুই পাশের বাড়িঘরগুলো মনে হয় বাগানের মধ্যে লুকানো। পরিপাটি, সুন্দর। কিন্তু এখানেও সেই পিরামিড আর তার মাথায় নরবলির মন্দির দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। এখানেও যে নিষ্ঠুর পুরোহিতদের প্রবল প্রভাব ও দাপট রয়েছে তা একনজর তাকিয়েই বোঝা যাচ্ছে। নরমুণ্ডের মালা ঝুলছে মন্দিরের গায়ে। পিরামিডের দিকে মুখ করে রয়েছে বিশালাকার প্রাচীন প্রাসাদ, অটোমির পূর্বপুরুষদের আবাস ছিল ওটা, দেওয়ালের গায়ে হাসি-হাসি চেহারার বিকট দেবতা আর অসংখ্য সাপ খোদাই করা রয়েছে।

পথের দু'-পাশে যতদূর চোখ যায় ফসল ভরা মাঠ। গেট দিয়ে নগরীর ভিতর ঢুকে দেখলাম রাস্তার দু'-ধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে রংবেরঙের সাজ-পোশাক পরা মানুষ। ফুল ছুঁড়ে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে ওরা আমাদের। মাটিতে পা ঠুকে সমবেতকণ্ঠে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বলছে: স্বাগত অটোমি, স্বাগত অটোমির রাজকন্যা।

আমাকে সম্মান দেখানো হচ্ছে ভিন্নভাবে: ডানহাতে মাটি স্পর্শ করে সেটা তুলে ধরছে ওরা মাথার উপর। বুঝলাম, আমার চেয়ে ঘোড়াটাই ওদের প্রভাবিত করেছে বেশি। সবার চোখ ওটারই উপর। প্রাসাদে পৌঁছে সারাদিন বিশ্রাম নিলাম আমরা।

পরদিন অটোমির সমস্ত গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠি থেকে ট্রাইবাল

www.BanglaBook.org

চিফরা এসে জড়ো হলো প্রাসাদের হলরুমে, সংখ্যায় একশো জনের কম হবে না। খবর পাঠিয়ে ডেকে আনা হয়েছে তাদের। সবাই এসে পৌঁছলে অপরূপ রাজকীয় পোশাক পরে অটোমি আর আযটেক লর্ডের পোশাকে আমি প্রবেশ করলাম হলরুমে। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাল আমাদের। সবাইকে বসতে বলে নিজেও বসল অটোমি, তারপর অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় ওর বক্তব্য পেশ করল।

প্রথমেই আমার পরিচয় জানাল সে সবাইকে। টিযকাটের অবতার হয়ে পুরোহিতদের ইচ্ছায় ওকে বিয়ে করা, তারপর ঈশ্বরের ইচ্ছায় বলির বেদি থেকে ফিরে এসে ওয়ার কাউন্সিলের নির্দেশে আবার ওকে বিয়ে করা, অবশেষে টিউলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখা–সবই বলল সে। তারপর এখানে ওর আসার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করল।

'আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার স্বামীকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ছাড়াও আজ আমার নিজ রাজ্যে ফিরে আসবার আরও একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। আমার এবং আপনাদের সবার সম্রাট মহামান্য কুইটলাহুয়া আমাকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন আপনাদের কাছে।

'সম্রাট জানতে পেরেছেন, এবং কথাটা শুনে লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেছে যে, আমাদের গোষ্ঠীর অনেক বীর যোদ্ধা লাস্কালানদের সঙ্গে একজোট হয়ে গোটা অ্যানাহুয়াকের চরম শত্রু টিউলদের মিত্র হিসাবে যুদ্ধ করেছে আযটেকদের বিরুদ্ধে।

'আপাতত টিউলদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সত্য, কিন্তু ওই লোভী কুকুরগুলো আমাদের সোনার প্রেমে পড়ে গেছে, সবকিছু লুঠ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবার আসবে ওরা। জানে, একা ওরা ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ টেনকটিটলানের কিছুই করতে পারবে না, তাই একা আসবে না ওরা, মিত্রতার ভান করে সঙ্গে আনবে এদেশের মানুষ, আমাদের হাতে খুন হয়ে যাবার জন্য সামনে

www.BanglaBook.org

ঠেলে দেবে আমাদেরই সন্তানদের।

'আমি জানি, সুযোগসন্ধানী মানুষের অভাব নেই। অতীতের কোনও তুচ্ছ ঝগড়া বা বঞ্চনার ছুতো ধরে সামান্য লাভের আশায় অনেকেই বিরুদ্ধ দলে যোগ দিতে চাইবে; যদিও জানা কথা, আযটেক সাম্রাজ্য ধ্বংস করবার পর মিত্রের মুখে থুতু দিয়ে তাদেরও শুধু স্বাধীনতা নয়, সর্বকিছু কেড়ে নেবে স্প্যানিয়ার্ডরা। ক্রীতদাসে পরিণতি হবে এদেশের সবাই টিউলেদের। আযটেকের যদি পতন হয়, জেনে রাখুন, তা হলে কোনও সন্দেহ নেই, পতন হবে এদেশের প্রতিটি জাতি, প্রতিটি গোষ্ঠী, প্রতিটি জনপদের। একে একে আপনাদের সবার মেরুদণ্ড ভাঙা হবে, বাধা দিলে খুন হয়ে যাবেন, ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হবে আপনাদের বাড়িঘর, কুকুরের সমান মর্যাদা পাবে আপনাদের সন্তানরা।

'কাজেই আপনাদের এখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে তৈরি থাকতে হবে। মনস্থির করে নিতে হবে: আপনারা কাদের সঙ্গে থাকবেন। এদেশের মানুষ, এদেশের রীতি-নীতি, ধর্ম, প্রথা, আচার-অনুষ্ঠানের পক্ষে থাকবেন, না কি সাদা মানুষদের কাছে বিক্রি করে দেবেন নিজেদের দেশ, নীতি, ধর্ম আর আত্মমর্যাদা। এখানে জোর-জুলুম বা চাপাচাপির কিছুই নেই, প্রিন্সেস হিসেবে আমার অধিকার আমি প্রয়োগ করব না। আমার কথা মেনে নেওয়ার কোনও দরকার নেই, নিজ-নিজ বুদ্ধি খাটিয়ে আপনারাই বেছে নেবেন নিজেদের পথ। নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবেন, এদিক না ওদিক। আপনাদের ওপরই নির্ভর করছে অ্যানাহুয়াকের ভবিষ্যৎ। বেছে নিন, আযটেকের সঙ্গে মিত্রতা, না কি টিউলেদের দাসত্বের জোয়াল।

'ঈশ্বর আপনাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সহায়তা করুন।'

অটোমি থামতেই প্রশংসার গুঞ্জন উঠল গোটা হলঘরে। ও প্রাঞ্জল ভাষা কর্কশ গোত্রপ্রধানদের অন্তর স্পর্শ করেছে। এদে অনেকেই আযটেকদের ঘৃণা করে, সমতলের বেনিয়া ও মেয়েরি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুরুষ বলে বিদ্রূপ করে, কারও বংশপরম্পরায় শত্রুতা রয়েছে ওদের সঙ্গে। কিন্তু প্রিন্সেস যে সত্য বলছে বুঝতে দেরি হলো না কারও। যদি টেনকটিটলানের পতন হয়, তা হলে অ্যানাহুয়াকের প্রতিটি শহরের পতন হবে, টিউলেদের পায়ের নীচে চলে যাবে গোটা দেশ। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করল না ওরা, নিজেদের মধ্যে অল্প কিছুক্ষণ মত বিনিময় করেই উঠে দাঁড়াল একজন বয়োবৃদ্ধ গোষ্ঠীপ্রধান।

'অটোমি,' বলল সে, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। তোমার কথা আমাদের মন জয় করেছে। আমরা আযটেকদের পক্ষে থাকব, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য টিউলেদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরব আযটেকদের পাশে দাঁড়িয়ে।'

হাসল অটোমি। 'ধন্যবাদ। আমার আপনজনদের কাছে এই উত্তরই আশা করেছিলাম আমি। প্রার্থনা করি, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে যেন আপনাদের কখনও পস্তাতে না হয়।'

সিটি অভ পাইনস ছেড়ে টেনকটিটলানে ফিরলাম আমরা, বিশ হাজার যোদ্ধার সহযোগিতার আশ্বাস নিয়ে। শুনে নিশ্চয়ই খুশি হবেন সম্রাট কুইটলাহুয়া।

BanglaBook.org

ছাব্বিশ

একমাস একদিন পর ফিরে এলাম আমরা টেনকটিটলান শহরে। এসে দেখলাম, স্প্যানিয়ার্ডদের তলোয়ারের চেয়েও ভয়ঙ্কর এক আজাব আধমরা করে দিয়েছে গোটা নগরীকে। ইয়োরোপ থেকে

www.BanglaBook.org

স্প্যানিয়ার্ডদের সঙ্গে এদেশে চলে এসেছে মরণব্যাধি গুটি-বসন্ত। মহামারীর মত গোটা রাজধানী ছেয়ে ফেলেছে এই রোগ, প্রতিটি বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে, প্রতিদিন মারা পড়ছে হাজার হাজার মানুষ।

এ-রোগ এদেশে কেউ দেখেনি আগে, জানে না কী এর চিকিৎসা। গরমের কারণে ফোস্কা পড়েছে মনে করে মানুষ ঠাণ্ডা পানি ঢেলেছে রোগীর সারা শরীরে, যার ফলে বুকে ঠাণ্ডা বসে গিয়ে মারা পড়ছে ওরা টপাটপ।

অসুখটা কী পরিমাণ ছোঁয়াচে তা জানা নেই বলে খোলামেলা ভাবে মেলামেশা করেছে মানুষ রোগীর সঙ্গে; দ্রুত ছড়িয়েছে মহামারী। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, এখন গোর দেওয়ার লোকও খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ঘরে, বারান্দায়, উঠানে, রাস্তায়, বাজারে মরে পড়ে আছে মানুষ কাতারে কাতার।

শিশুদের বলি দিয়েও দেবতার কৃপা বা রোগ থেকে রেহাই পায়নি পুরোহিতরা, মারা পড়েছে বেশিরভাগই। আমরা শহরে পৌঁছে খবর পেলাম কালব্যাধি ধরেছে সম্রাট কুইটলাহুয়াকেও! মৃত্যুর প্রহর গুনছেন সম্রাট, কিন্তু সেই অবস্থাতেই আমাদের ফেরার খবর পেয়ে শয্যাপাশে ডেকে পাঠালেন আমাদেরকে।

অটোমিকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, সম্রাটের কাছে যাওয়া এখন মোটেই নিরাপদ নয়, কিন্তু আমার কথার গুরুত্ব বুঝতে না পেরে হাসল ও। বলল, 'যে কাজে গিয়েছিলাম তার ফলাফল সম্রাটকে জানানো আমাদের কর্তব্য। এর ফলে যদি আমাকেও অসুখে ধরে, আমি মারা যাই, বুঝে নিয়ো, স্বামী, সেটাই ছিল আমার অদৃষ্টে।'

যেতেই হলো। দেখলাম, বিছানায় চোখ বন্ধ করে মড়ার মত পড়ে আছেন কুইটলাহুয়া, পা থেকে গলা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢাকা। ধূপধুনোর ধোঁয়ায় ঘর আঁধার। আমরা পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখ মেলে চাইলেন।

'এসেছ, ভাইঝি?' ভারী, শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে বললেন তিনি,

www.BanglaBook.org

'আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ, শেষ হয়ে গেছি। কী রোগ যে ছড়িয়ে দিয়ে গেল টিউলেরা! যাক, খবর কী বলো, অটোমি। কী বলে তোমার প্রজারা?'

'মাই লর্ড,' মাথা নিচু করে জবাব দিল অটোমি, 'প্রার্থনা করি, আপনার কষ্ট দূর হোক, দূর হোক রোগ-বালাই: যেন আরও বহু, বহুদিন আপনি আমাদের নেতৃত্ব দিতে পারেন। আমার স্বামী আর আমি অটোমির বেশিরভাগ গোত্রপ্রধানকেই আজটেকের পক্ষে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। এই মুহূর্তে বিশ হাজার পাহাড়ি যোদ্ধা প্রস্তুত রয়েছে আপনার আদেশের অপেক্ষায়। প্রয়োজনে আরও সৈন্য আনা যাবে অটোমি থেকে।'

'বাহ! খুবই খুশির খবর এনেছ, ভাইঝি! মন্টেজুমার যোগ্য মেয়ে তুমি! আর তুমি, সাদা মানুষ, তোমাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। দেবতারা তোমাদের দুজনকে বলি না নিয়ে পাথরের ওপর থেকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে দেখছি ভালোই করেছিলেন। আমিই বোকার মত মেরে ফেলতে যাচ্ছিলাম ছেলেটাকে টিউলদের দোসর মনে করে!'

এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ চাদর সরিয়ে উঠে বসলেন সম্রাট। সারা গায়ে বসন্তের ক্ষত বীভৎস দেখাচ্ছে। কেমন ঘোর লাগা চোখে চারপাশে চাইলেন। আপন মনে বললেন, 'কিন্তু—কিন্তু এদেশের ভাগ্যে ভালো তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমি, ভাইঝি! মহাবিপদ! খুব শীঘ্রিই দেবতাদের ভয়াবহ অভিশাপ নেমে আসছে অ্যানাহুয়াকের মানুষের মাথার ওপর!'

ধপ্ করে পড়ে গেলেন তিনি বিছানায়। এগিয়ে গেল শুশ্রূষার দায়িত্বে ছিল যারা।

মারা গেছেন সম্রাট কুইটলাহুয়া।

রাজত্বকালের চার মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই চলে গেলেন তিনি ইহলোক ছেড়ে। যা বলে গেলেন সে কথাগুলো গুয়াটেমক ছাড়া আর সবার কাছেই গোপন রাখা হলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শোকের ছায়া নামল গোটা দেশে। কিন্তু সে-শোক বেশিদিন স্থায়ী হতে পারল না, কারণ দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে দ্রুত একজন শাসকের হাতে ক্ষমতা তুলে না দিলে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।

তাই সম্রাটকে মাটি দেওয়ার পরদিনই চার সদস্যের নির্বাচনী কমিটিকে ডাকা হলো, সেই সঙ্গে কাউন্সিল মিটিঙে ডাকা হলো শ' তিনেক প্রিন্স, লর্ড ও সম্ভ্রান্ত নাগরিককে। আযটেক বাহিনীর একজন জেনারেল ও অটোমির স্বামী হিসাবে আমাকেও ডাকা হলো। কাউন্সিলে কয়েকজনের নাম উত্থাপন করা হলেও মোটামুটি সবারই জানা আছে: শৌর্য, বীর্য, সাহস, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বংশ মর্যাদায় একজনই রয়েছে, যার নেতৃত্ব বর্তমান সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার জন্য অপরিহার্য। সেই একজন হচ্ছে গত দুই সম্রাটেরই ভাইপো, আমার প্রাণের বন্ধু ও রক্তের ভাই, অটোমির বড়বোন টেকুইচ্‌পোর স্বামী, মহৎ-হৃদয় গুয়াটেমক। সবারই কথাটা জানা, বোঝা গেল, গুয়াটেমকেরই শুধু জানা ছিল না। কারণ অধিবেশনের শুরুতেই সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে দুজন প্রিন্সের নাম প্রস্তাব করে বসল, এবং উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে অনুরোধ করল এই দুজনের মধ্য থেকে যে-কোনও একজনকে সম্রাট হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হোক।

গুয়াটেমকের কথা কেউ গায়ে মাখল বলে মনে হলো না। প্রধান পুরোহিত উঠে দাঁড়িয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় দীর্ঘক্ষণ ধরে ঈশ্বরের গুণগান করলেন, অ্যানাহুয়াকের জনগণের জন্য তাঁর কৃপা প্রার্থনা করলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন নির্বাচনী কমিটির চার প্রবীণ সদস্য। মুখ খুললেন সবার চেয়ে প্রবীণ জন।

'গুয়াটেমক, ঈশ্বরের নামে এবং অ্যানাহুয়াকের জনগণের একান্ত ইচ্ছায় আমরা এখন তোমাকে অ্যানাহুয়াকের সম্রাট বলে ঘোষণা করছি। দীর্ঘজীবী হও, ন্যায়পরায়ণ হও, দেশের শত্রুর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিরুদ্ধে বিজয়ী হও। অভিনন্দন, সম্রাট গুয়াটেমক। আযটেক ও তাদের সকল প্রজার তরফ থেকে তোমাকে অভিনন্দন, সম্রাট গুয়াটেমক!'

তিনশো কণ্ঠ একযোগে স্বাগত জানাল সম্রাটকে।

এবার সবিনয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত একটা বক্তৃতা দিল গুয়াটেমক: সবাইকে ধন্যবাদ জানাল, সবার সহযোগিতা কামনা করল, শপথ নিল মাতৃভূমির সম্মান রক্ষার্থে জীবন দিতে দ্বিধা করবে না। প্রাণ থাকতে এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়বে না টিউলেদের।

অটোমিকে সবকিছু জানাব বলে কাউন্সিল মিটিং শেষ হতেই ফিরে গেলাম আমি প্রাসাদে। দেখলাম, এই অসময়ে বিছানায় শুয়ে আছে অটোমি।

'কী হয়েছে, অটোমি? শুয়ে কেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'সর্বনাশ হয়েছে, স্বামী!' ফুঁপিয়ে উঠল অটোমি, 'আমাকেও ধরেছে ওই কালব্যাধি। কাছে এসো না, তোমার পায়ে পড়ি, আমার কাছে এসো না তুমি। চাকরানিদের ডাকো, ওরাই দেখাশোনা করবে আমার। আমি চাই না, আমার থেকে তোমাকেও ধরুক এ-অসুখ।'

'শান্ত হও,' বলে ওর কাছে গিয়ে বসলাম। 'তুমি তো জানো, আমি একজন চিকিৎসক। এই রোগের নাড়ি-নক্ষত্র সব জানা আছে আমার। আর কারও হাতে তোমাকে ছেড়ে দিলে তুমি মারা পড়বে নির্ঘাত। আমি দেখছি কী করা যায়।'

এরপর তিন সপ্তাহ ধরে চলল যমে-মানুষে টানাটানি, রোগীর কষ্ট আর আমার নিরলস সেবা-শুশ্রূষা-চিকিৎসা। শেষ পর্যন্ত জয় হলো আমারই, ছেড়ে গেল জ্বর। যখন সুস্থ হয়ে উঠল, তখন অটোমির মুখে একটা দাগও নেই। এই অসুখের ফলে আমার মস্ত বড় একটা লাভ হলো—গোটা দ্বিতীয় সপ্তাহ ধরে একনাগাড়ে প্রলাপ বকেছে প্রিন্সেস, আর তাতেই আমি জেনে গেলাম, আমার প্রতি কতখানি গভীর ওর নিখাদ ভালোবাসা। মৃত্যুর কবল থেকে

www.BanglaBook.org

রক্ষা যদি পায়ও, চেহারা নষ্ট হয়ে গেলে ওকে আর ভালোবাসব না আমি, ওকে ছেড়ে চলে যাব সাগরপারের সেই মেয়েটির কাছে; এই আতঙ্ক অস্থির করে রেখেছিল ওকে প্রতিটা মুহূর্ত। সারাক্ষণ শুধু স্বামী-স্বামী-স্বামী আর স্বামী!

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর ওর প্রথম প্রশ্ন, 'স্বামী, কতদিন পড়ে আছি আমি বিছানায়?'

উত্তরটা শুনেই বড় বড় হয়ে গেল ওর চোখ। 'এতদিন ধরে সেবা করছ তুমি আমার! এই পুতিগন্ধময়, জঘন্য ব্যাধি উপেক্ষা করে?' আমি মাথা ঝাঁকাতেই জানতে চাইল, 'কেন, স্বামী?'

'ব্যাধিটা সত্যিই জঘন্য,' বললাম, 'কিন্তু তুমি তো আর তা নও, প্রিন্সেস।'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল অটোমি। আপন মনে বিড়বিড় করল, 'কী পুণ্য করেছি আমি, যেজন্যে আমার প্রতি তোমার এত মায়া!' তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় চমকে উঠল ও, 'নিশ্চয়ই ওই ব্যাধির চেয়েও জঘন্য হয়ে গেছে আমার চেহারাটা? তা হলে কিছুতেই এ-প্রাণ আমি রাখব না। স্বামী, একটা আয়না দাও আমাকে, জলদি!'

দিলাম। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে জানালা দিয়ে আসা ম্লান আলোয় নিজের মুখটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল ও, তারপর হাসল, আমার একটা হাত টেনে নিয়ে চুমো দিল।

'মনে হয়েছিল, হারালাম বুঝি তোমাকে! ভেবেছিলাম, যারা বেঁচে গেছে, তাদের মত বুঝি হয়ে গেছে আমার চেহারাটা।'

'তোমার ধারণা, কয়েকটা দাগের জন্যে পালিয়ে যায় মানুষের ভালবাসা?' হাসির ছলে জিজ্ঞেস করলাম।

'মেয়েদেরটা যায় না, কিন্তু ছেলেদের যায়। আমার চেহারা যদি খারাপ হয়ে যেত, একবছরেই ঘৃণা এসে যেত তোমার মনে। হয়তো সাগর পারের ওই সুন্দরী মেয়েটার বেলায় হতো না, কিন্তু আমার বেলায় এটা হতোই। আমি জানি, হতো। তোমার অপছন্দ

www.BanglaBook.org

হওয়া আর আমার মৃত্যু হওয়া একই কথা, স্বামী। দেবতাদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছি আমি!'

ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে ভাবলাম, সত্যিই কি তা-ই? ইদানীং পথে-ঘাটে হরহামেশা দেখা যাচ্ছে মানুষের ক্ষতবিক্ষত চেহারা, কারও চুল পড়ে গেছে, অন্ধ হয়ে গেছে কেউ–সাদা হয়ে গেছে চোখের মণি। অটোমির অমন হলে আমি কি শিউরে উঠে পালিয়ে যেতাম? ঈশ্বর যে আমাকে সেই পরীক্ষায় ফেলেননি, সেজন্য আমিও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। তবে আমি নিঃসন্দেহে জানি, আমার যদি ওরকম কিছু হতো, কিংবা যদি কুষ্ঠও হতো–আমাকে ছেড়ে যেত না অটোমি। মেয়েরা কি সত্যিই তা হলে আমাদের চেয়ে অনেক ভালো, অনেক মহৎ?

সেরে উঠল অটোমি। ইতিমধ্যে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি করার পর টেনকটিটলান থেকে বিদায় নিয়েছে মহামারী। পূর্ণ মনোযোগ দিলাম আমি আমার কাজে। আমার বন্ধু এবং রক্তের ভাই সম্রাট হওয়ায় আমার দায়িত্ব বেড়ে গেছে অনেক গুণ। আমাকে প্রধান উপদেষ্টা ছাড়াও প্রথম সারির জেনারেলের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, শত্রুর আক্রমণ থেকে নগর রক্ষার জন্য সৈন্যদের, বিশেষ করে অটোমি থেকে আসা বিশ হাজার যোদ্ধার, প্রশিক্ষণের দায়িত্বও পড়েছে আমার উপর। কাজটা আমার জন্য বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়াল। আগেই লক্ষ করেছি, ইন্ডিয়ান উপজাতীয়দের মধ্যে সুশৃঙ্খল ও একতাবদ্ধ ভাবে কিছু করা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। এদেরকে নিয়মের মধ্যে এনে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় না, তার প্রধান কারণ গোত্রে-গোত্রে হিংসাহিংসি বংশ পরম্পরায় পুষে রাখা পারস্পরিক ক্ষোভ, ঘৃণা। এক গোত্রপ্রধান দুচোখে দেখতে পারে না অপর গোত্রপ্রধানকে। টের পেলাম, আমাকেও ঈর্ষার চোখে দেখতে শুরু করেছে অনেকে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, এই রেষারেষি বজায় থাকলে স্প্যানিয়ার্ডদের সুশৃঙ্খল সৈন্যদলের সামনে টিকতেই পারবে না এরা।

www.BanglaBook.org

তবু চেষ্টার ক্রুটি করলাম না। অনেকগুলো রেজিমেন্টে ভাগ করে নিলাম যোদ্ধাদের। প্রতিদিন নিয়ম ধরে ড্রিল, কুচকাওয়াজ করাই, অস্ত্র ব্যবহার রপ্ত করাই। অবরোধে যেন টিকে থাকা যায়, সেজন্য রসদ সংগ্রহ করছি যেভাবে পারছি। এরই মধ্যে অগ্নিগিরি পোপোর জ্বালামুখ থেকে গন্ধক আনিয়ে চেষ্টা করে দেখলাম বারুদ বানানো যায় কি না, কিন্তু কৌশল জানা না থাকায় বিফল হলাম। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তৈরি হচ্ছি আমরা আসন্ন যুদ্ধের জন্য, দম ফেলারও ফুরসত নিচ্ছি না। আমার চেয়েও বেশি পরিশ্রম করছে শুধু একজন–সম্রাট গুয়াটেমক।

এইভাবে চলল কয়েক মাস, তারপর খবর নিয়ে এল গুপ্তচর: আসছে স্প্যানিয়ার্ডদের সৈন্যদল, তাদের সঙ্গে আসছে অগণিত মিত্রের এক বিশাল বাহিনী।

অটোমিকে ওর রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু রাজি করাতে পারলাম না। আমার মুখের উপর হেসে বলল, 'তোমার পাশে থাকছি আমি, স্বামী। মৃত্যু এলে তোমার পাশেই মরতে চাই।'

সাতাশ

ক্রিসমাসের পরপরই মেক্সিকো উপত্যকার টেযকুকোয় এসে ঘাঁটি গাড়ল কর্টেয। এই শহরটা লেকের অপর প্রান্তে, টেনকটিটলান থেকে ছয়-সাত ক্রোশ দূরে। জায়গাটা ওদের মিত্র লাস্কালানদের এলাকার শেষ প্রান্তে হওয়ায় অনেক দিক দিয়েই সুবিধা হলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কর্টেযের।

প্রথমেই টেনকটিটলান আক্রমণ না করে তাদের মিত্র ও প্রজাদের উপর হামলা চালাল সে একের পর এক। যেন আযটেক সাম্রাজ্যের অঙ্গগুলো বিচ্ছিন্ন করে তারপর হানতে চায় মরণাঘাত। আট মাসের যুদ্ধে এমনই সুকৌশলে দুর্বল করে আনল আযটেক প্রতিপক্ষকে যে, স্বীকার করতেই হবে রোমসম্রাট সিজারের পর এমন দক্ষতা তেমন একটা দেখা যায়নি।

ইযটাপালাপানের পতন হলো সবার আগে। দশ হাজার আযটেক নারী-পুরুষ-শিশু মারা পড়ল হয় তলোয়ারের আঘাতে, নয়তো জ্বালিয়ে দেওয়া ঘরবাড়ির মধ্যে আটকা পড়ে। তারপর একের পর এক পতন হতে থাকল আশপাশের রাজ্যগুলোর। কেউ দুর্বল ভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল, বেশিরভাগই বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করে নিল স্প্যানিয়ার্ডদের। ইতিমধ্যে তেরোটা বিশাল জাহাজ তৈরি করিয়েছে কর্টেয পাহাড়ের উপর, দশ হাজার লোক লাগিয়ে দুই মাসের মধ্যে খাল কাটিয়ে ওগুলো নিয়ে এসেছে টেযকুকোর তীরে।

এইবার টেনকটিটলানের দিকে নজর দিল সে। প্রথমেই ঝর্নার মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে রাজধানীতে বিশুদ্ধ পানি আসা বন্ধ করে দিল কর্টেয। লেকের নোংরা পানি খাওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না অবরুদ্ধ মানুষদের। রোগ-বালাই ছড়াতে শুরু করল দ্রুত। খাবারের অভাব দেখা দিয়েছে আগেই, প্রয়োজনের তুলনায় কমে গেছে বরাদ্দ। সেই দুর্দিনে আমাদের প্রথম সন্তান প্রসব করল অটোমি। খুশি হবো কী, ছেলেকে কী খাওয়াব সেটাই হয়ে দাঁড়াল কঠিন সমস্যা।

তুমুল যুদ্ধ চলছে। লেক পেরিয়ে রাজধানীর জমিতে উঠে এসেছে স্প্যানিয়ার্ডরা, কখনও এগিয়ে আসছে, কখনও আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে পিছিয়ে যাচ্ছে-কিন্তু লেকের ওপারে পাঠানো যাচ্ছে না আর ওদের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা প্ল্যান ধরে এগোচ্ছে কর্টেয: পঞ্চাশ গজও যদি এগোতে পারে, লাস্কালানদের দিয়ে লুঠ করাচ্ছে সেই এলাকার সমস্ত বাড়িঘর, তারপর আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। ফলে পিছন থেকে অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা থাকছে না। চারপাশটা এইভাবে ছারখার করে নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে সে রাজপ্রাসাদের দিকে। আমি প্রতিরোধের যুদ্ধ করে যাচ্ছি প্রাণপণে, প্রতিশোধের খুঁজছি সুযোগ। আমি জানি, ওদের মধ্যেই আছে ডি গার্সিয়া, বার কয়েক দেখেওছি তাকে: আমাকেও দেখেছে ও, দেখলে দূর থেকেই লুকায় ভিড়ের ভিতর, পালিয়ে যায়। বুঝতে পারি, এখনও ওর বিশ্বাস: আমার হাতেই মৃত্যু ঘটবে ওর।

আমাদের খাবার ফুরিয়েছে বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল, পথে-ঘাটে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে আযটেকরা, ক্ষুধা তো আছেই, সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে দূষিত পানি পানের কারণে খারাপ সব অসুখ-বিসুখ। অকাতরে মরতে দেখছি মানুষকে। গত দুদিন ধরে আমার পেটেও কিছু পড়েনি।

সন্ধের সময় ঘরে ফিরে এসে খুব বিমর্ষ দেখলাম অটোমিকে। একটা প্লেটে করে ছোট ছোট তিনটে টরটিলা পিঠে এগিয়ে দিল আমার দিকে। ওর মুখ দেখে টের পেলাম, সারাদিন ওরও খাওয়া হয়নি কিছুই। জেদ ধরলাম, ওই খাবারটুকু দুজন মিলে খাব, তা নইলে কারওই খাওয়ার দরকার নেই।

আমার সঙ্গে বসল অটোমি। মুখে তুলছে খাবার, কিন্তু গিলতে পারছে না। মনে হলো কান্না চেপে রেখেছে।

'কী হয়েছে, অটোমি?' জিজ্ঞেস করলাম, 'কেউ কিছু বলেছে?'

মাথা নাড়ল অটোমি, তারপর ভেঙে পড়ল কান্নায়। ওকে কাঁদতে দিলাম। অনেকক্ষণ পর কিছুটা সামলে নিয়ে ও বলল, 'দুই দিন হলো, খাবারের অভাবে বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে আমার। মারা গেছে ছেলেটা। ওই দেখো, মরে পড়ে আছে আমাদের সন্তান।'

www.BanglaBook.org

সাদা একটা কাপড় সরিয়ে ছোট্ট লাশটা দেখাল ও আমাকে।

বুকের ভিতর টনটনে ব্যথা অনুভব করলাম। তারপরেও ওকে সান্ত্বনা দিলাম, 'মরে বেঁচেছে ছেলেটা। আমাদের মত আয়ু পেলে এত দুঃখ-দুর্দশা-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে এসে সেই তো মরতেই হতো শেষে।' বলতে বলতে আমার গাল বেয়েও নেমে এল দু'-ফোঁটা জল।

হাত বাড়িয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিল অটোমি, শক্ত করল নিজেকে। অস্ফুটে বলল, 'আমাদের প্রথম সন্তান! কেন এত কষ্ট পেতে হচ্ছে আমাদের, বলতে পার, স্বামী?'

'এর সদুত্তর পৃথিবীর কোথাও নেই, অটোমি। এটাই মানুষের নিয়তি। যাতে উন্মাদ না হয়ে যাই, সেজন্য কিছু কিছু আনন্দের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে শুধু আমাদের জন্য।'

না, কোনও সান্ত্বনা নেই—না আমার জন্য, না সন্তানের মায়ের জন্য। দু'-ঘণ্টা চোখের পানি ফেলবার পর সামনের আঙিনায় মাটি খুঁড়ে কবর দিলাম আমাদের প্রথম সন্তানকে। 'যাপিলোট', অর্থাৎ শকুনের হাত থেকে বাঁচানো গেল ওকে, এইটুকুই যা লাভ।

শহরের তিন-চতুর্থাংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, মারা গেছে তিন-চতুর্থাংশ মানুষ। রাস্তায় গাদা করে রাখা হয়েছে তাদের লাশ, সেসব ডিঙিয়েই চলাফেরা করছে মানুষ। না খেয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে অবশিষ্ট শহরবাসী। অটোমি আর আমি টিকে আছি কোনওমতে; কারণ, গুয়াটেমক নিজের ভাগ থেকে রোজ খাবার পাঠাচ্ছে আমাদের জন্য।

বিজয় ঘনিয়ে আসছে দেখে পরদিন থেকে আক্রমণের চাপ বাড়িয়ে দিল স্প্যানিয়ার্ডরা। সেই সঙ্গে একের পর এক দূত পাঠাচ্ছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে।

কাউন্সিল ডাকা হলো। সবাই জানতে চায় এখন আমরা কী করব। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে পর্যুদস্ত একদল মানুষ বসলেন কর্টেযের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আপনি কী বলেন, সম্রাট গুয়াটেমক?' সবার হয়ে জানতে চাইলেন মুখপাত্র।

'আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? আমি কি মন্টেজুমা যে ক্ষণে-ক্ষণে মত পালটাব? শেষ পর্যন্ত লড়বার শপথ নিয়ে বসেছি আমি সিংহাসনে। আমি অন্তত তা-ই করব। টিউলেদের হাতে বন্দি হওয়ার চেয়ে যুদ্ধ করে মরে যাওয়া অনেক ভালো।'

'তা হলে সেই কথাই রইল,' বলে উঠে পড়লেন সবাই।

চলতে থাকল যুদ্ধ।

পরদিন অতর্কিতে স্প্যানিয়ার্ডরা শহরের আর একটা অংশ দখল করে নিল। গরু-ছাগলের মত একটা খোঁয়াড়ে ভরা হলো সেখানকার সব মানুষকে। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম প্রতিরোধের, কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারলাম না। প্রথমে গুলি করে মারল ওরা অর্ধেক লোক, তারপর গোলাগুলির খরচ বাঁচাতে অসহায় হরিণীর পিছনে হিংস্র হাউন্ডের মত লেলিয়ে দিল লাস্কালানদের। মোট চল্লিশ হাজার লোক ছিল ওখানে, একজনকেও ছাড়ল না ওরা।

তার পরদিন, অর্থাৎ, অবরোধের শেষদিন আবার ফরমান এল কর্টেযের কাছ থেকে, গুয়াটেমক অবিলম্বে তার সঙ্গে দেখা করুক। প্রত্যুত্তরে একই কথা জানিয়ে দিল গুয়াটেমক, 'ওকে গিয়ে বলো, আমরা বেকায়দা অবস্থায় পড়েছি, আমাদের ওপর যা খুশি তা-ই করতে পারে সে; তবে শেষ পর্যন্ত লড়ে মরব আমরা।'

গোটা রাজধানী ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা যে-কয়জন বেঁচে আছি, কেউ ভাঙা বাড়ির দেওয়ালের আড়ালে, কেউ প্রাসাদের প্রাচীর বা গাছের আড়ালে অবস্থান নিয়েছি।

ঝড়ের বেগে এল ওরা। পিরামিডের উপর থেকে শেষবারের মত বেজে উঠল সাপের চামড়ার বিশাল ঢাক। শেষবারের মত হুঙ্কার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আযটেক যোদ্ধারা মরণ-যুদ্ধে। আমি

www.BanglaBook.org

মারলাম চারজনকে, আমার পাশে দাঁড়িয়ে অটোমি এগিয়ে দিল তীরগুলো। অনাহারে আমাদের যোদ্ধাদের গায়ে একটা শিশুর শক্তিও নেই, তা-ই নিয়ে কী লড়াই করব আমরা; খালের ধারে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে জবাই করল ওরা আমাদের যোদ্ধাদের।

পিছাতে পিছাতে লেকের ধারে চলে এলাম কয়েকজন প্রিন্স সহ গুয়াটেমক, টেকুইচ্পো, অটোমি আর আমি। তীরে বাঁধা কয়েকটা ক্যানু দেখে ওতে উঠে পড়লাম আমরা। ভেবেছিলাম, টেনকটিটলানের পতন হয়েছে যখন, এখানে থেকে আর কোনও লাভ নেই; হয়তো লেক পেরিয়ে পালাতে পারব কোথাও। কিন্তু আমাদের দেখতে পেয়ে ধাওয়া করল কর্টেযের জাহাজগুলো। অনুকূল হাওয়া পেয়ে আসছে তরতরিয়ে। বৈঠা বেয়ে পারলাম না ওদের সঙ্গে, কাছে এসে গুলি শুরু করল আমাদের উপর। উঠে দাঁড়াল গুয়াটেমক বুক চিতিয়ে।

'আমি গুয়াটেমক। আমাকে ম্যালিঞ্চের (কর্টেযকে ওই নামেই ডাকত আযটেকরা) কাছে নিয়ে চলো, কিন্তু যে-কয়জন বেঁচে আছে তাদের ছেড়ে দাও।'

কিন্তু তা-ই কী আর ছাড়ে। আমাদের তোলা হলো জাহাজে। অটোমির কানে কানে বললাম, 'তুমি যে আমার স্ত্রী, একথা ওদের বোলো না। তুমি রানি টেকুইচ্পোর বোন হিসাবে ওদের সঙ্গে থাকো। যদি সুযোগ পাই, পালাব আমরা। সিটি অভ পাইনসে নিশ্চয়ই আশ্রয় পাব আমরা?'

'সে-ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে, স্বামী। ওখান থেকে আনা বিশ হাজার যোদ্ধার একজনও বেঁচে নেই। হাতে পেলে ওরা হয়তো ছিঁড়ে কুটিকুটি করতে চাইবে আমাদের।'

আর কোনও কথা হলো না। নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পর জাহাজ ঘুরিয়ে দিল ওরা তীরের দিকে। তারপর একটা অক্ষত বাড়িতে নিয়ে গিয়ে হাজির করা হলো কর্টেযের সামনে। দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত কর্টেয টুপি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে

www.BanglaBook.org

আছে বন্দি সম্রাটের অপেক্ষায়–দৃশ্যটা আজও চোখের সামনে দেখতে পাই। কর্টেযের বাম পাশে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে মেরিনা, দেখতে আগের চেয়ে আরও অনেক সুন্দর হয়েছে; টোবাস্কো ছাড়ার পর এই প্রথম দেখলাম ওকে এত কাছ থেকে।

আমার মুখের দিকে চেয়েই চমকে উঠল মেরিনা। বুঝলাম, চিনতে পেরেছে। কিন্তু একটি বাক্য বিনিময় হলো না আমাদের মধ্যে। সবার মনোযোগ তখন বিজেতা ও বিজিতর উপর।

মাথা উঁচ করে কর্টেযের সামনে গিয়ে দাঁড়াল গুয়াটেমক। মেরিনা তৈরি হলো ওর কথাগুলো অনুবাদ করে শোনাবে বলে।

'আমি সম্রাট গুয়াটেমক, ম্যালিঞ্চে,' বলল সে। 'স্বদেশের প্রতিরক্ষায় সাধ্যমত সবই করেছি আমি। তার ফলাফল তো দেখতেই পাচ্ছেন,' এই পর্যন্ত বলে আঙুল তুলে চারপাশের ধ্বংসস্তূপ দেখাল সে। 'পারিনি আমি। আমাকে নিয়ে আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন। তবে সবচেয়ে ভালো হয় যদি আমাকে এখনই হত্যা করেন। বেঁচে থাকার সাধ নেই আমার আর।'

'ভয় নেই, গুয়াটেমক,' জবাবে বলল কর্টেয। 'বীরের মত যুদ্ধ করেছেন আপনি, এরকম মানুষকে আমি সম্মান করি। আমার কাছে আপনি নিরাপদ। স্প্যানিয়ার্ডরা সাহসী প্রতিপক্ষকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এই যে, এখানে খাবার আছে,' একটা টেবিলে সাজানো সুস্বাদু খাবারের দিকে ইঙ্গিত করল কর্টেয। 'মনে হচ্ছে, আপনাদের কারওই খাওয়া হয়নি। আগে খেয়ে নিন সবাইকে নিয়ে, তারপর কথা হবে।'

খেতে বসলাম আমরা। পেট পুরে খেয়ে নিলাম আমি, মরতে যদি হয়, ভরা পেটেই মরতে চাই। আমাদের গোগ্রাসে গেলা দেখছে কর্টেযের দেহরক্ষীরা। তাদের মধ্যে একজন অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে ছিল আমার দিকে, তারপর নিচু হয়ে কর্টেযের কানে কানে কিছু বলল। শুনেই চেহারায় রাগ ফুটে উঠল কর্টেযের।

'আচ্ছা,' সরাসরি আমার দিকে চেয়ে ক্যাস্টিলিয়ানে প্রশ্ন

www.BanglaBook.org

করল কর্টেয, 'তুমিই কি সেই দেশদ্রোহী, বেঈমান যে আমাদের বিরুদ্ধে আযটেকদের সাহায্য করেছে?'

'আমি দেশদ্রোহীও নই, বেঈমানও নই, জেনারেল,' বেশ জোরের সঙ্গেই বললাম। 'আমি একজন ইংরেজ। স্প্যানিয়ার্ডদের ঘৃণা করবার যথেষ্ট কারণ আছে আমার, তাই আযটেকদের হয়ে যুদ্ধ করেছি।'

'তার ফলাফলটা এখনই টের পাবে, বিশ্বাসঘাতক!' রাগে লাল হয়ে উঠল কর্টেযের চেহারা। 'নিয়ে যাও একে, ওই জাহাজের মাস্তুলে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দাও এখনই।'

বুঝলাম, এবার আর রক্ষা নেই, মরণ এসে গেছে। এরকম তো কতবারই এসেছে, তাই তেমন ভয় পেলাম না। বারবার মৃত্যুর খুব কাছাকাছি যেতে যেতে কখন যেন শক্ত হয়ে গেছে মনটা। যেন তৈরি হয়েই আছি, এমনি ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালাম। চোখ পড়ল মেরিনার দিকে। দেখলাম, কর্টেযের কানে কানে কী যেন বলছে। দুটো শব্দ কেবল কানে এল আমার: 'লুকানো সোনা'। কথা শুনে যেন একটু দ্বিধায় পড়ে গেল কর্টেয. তারপর হুকুম দিল, 'থাক, আজ আর ওকে ফাঁসি দেওয়ার দরকার নেই। ভালো মত পাহারা দিয়ে রাখো ওকে। কাল দেখব কী করা যায়।'

BanglaBook.org

আটাশ

দুই স্প্যানিয়ার্ড দু'-হাত চেপে ধরল আমার। টেনে সিঁড়ির দিকে নিয়ে চলেছে। অটোমি সবই শুনেছে, কথাগুলোর অর্থ না বুঝলেও

www.BanglaBook.org

কর্টেযের চেহারা দেখে বুঝে ফেলেছে, আমাকে হয় বন্দি করে রাখতে, নয় তো হত্যা করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি ওর কাছাকাছি যেতেই সামনে এগোবার চেষ্টা করল, দু'-চোখে নিখাদ আতঙ্ক। আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে বুঝতে পেরে প্রমাদ গনলাম: আমার স্ত্রী হিসাবে ওর পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গেলে আমার সঙ্গে ওকেও ফাঁসি দেওয়া হবে। চোখের দৃষ্টি দিয়ে ওকে সাবধান করবার চেষ্টা করলাম, তারপর হোঁচট খাওয়ার ভান করে পড়ে গেলাম ওর পায়ের কাছে।

হেসে উঠল সৈন্যরা, তারপর ভারী বুট দিয়ে লাথি মারল আমার পাঁজরে। নিচু হয়ে ঝুঁকে হাত ধরে আমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল অটোমি। সেই সুযোগে নিচু গলায় বললাম, 'বিদায়, অটোমি! যা-ই ঘটুক না কেন, চুপ করে থাকো!'

'বিদায়!' ফিসফিস করে বলল ও, 'তোমাকে যদি মেরে ফেলে, আমার জন্যে একটু অপেক্ষা কোরো, স্বামী: দু'জন এক সাথে ঢুকব আমরা মৃত্যুর দরজা দিয়ে!'

'না-না! আত্মঘাতি কিছু কোরো না, অটোমি! জীবন অনেক মূল্যবান, সময়ে দূর হয়ে যাবে কষ্ট!'

'তুমিই আমার জীবন, প্রিয়। তোমার সঙ্গেই শেষ হবে আমার সময়।'

উঠে দাঁড়ালাম। আমার ধারণা কেউ শুনতে পায়নি আমাদের অস্ফুটে বলা কথাগুলো। সবার মন এখন কর্টেযের কথার দিকে। ধমকে উঠেছে সে, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমাকে যে লাথি মেরেছিল সেই গার্ডের দিকে।

'তোমাকে পাহারা দিয়ে রাখতে বলেছি ওকে, লাথি মারতে নয়!' বলে উঠল সে ক্যাস্টিলিয়ানে। 'এই অসভ্যদের সামনে নিজেদের ছোট করতে কে বলেছে তোমাকে? আর একবার যদি এরকম দেখি, ভালো হবে না। ওই মহিলার কাছ থেকে ভদ্রতা শেখো, বুঝলে? নিজে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, তার পরেও খাওয়া

www.BanglaBook.org

ছেড়ে উঠে পড়েছে বন্দিকে দাঁড়াতে সাহায্য করবে বলে। যাও, ওকে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখো, আর দেখবে কোনও ক্ষতি যেন না হয় ওর। অনেক খবর জানতে হবে ওর কাছ থেকে।'

আমাকে নিয়ে চলল রক্ষী দুজন। গজগজ করছে নিজেদের মধ্যে। শেষবারের মত পিছন ফিরে দেখলাম, হতাশায় ছেয়ে গেছে অটোমির চেহারাটা, একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। সিঁড়ির কাছে পাশ কাটাবার সময় আমার হাত ধরল গুয়াটেমক।

'বিদায়, ভাই আমার,' বলল সে মৃদু হেসে। 'অনেক করলাম আমরা একসাথে। আমাদের খেলা শেষ। এবার বিশ্রাম। তোমার বীরত্ব, সাহস আর আন্তরিক সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ।'

'বিদায়, গুয়াটেমক,' বললাম। 'পতন হয়েছে তোমার, ঠিক; তবে খ্যাতি যা অর্জন করেছ, সেটা অমর। তোমার জন্যে আমি গর্বিত।'

'আগে বাড়ো, আগে বাড়ো!' ঠেলা খেয়ে এগিয়ে গেলাম আমি সামনে। জানি না, আবার কখনও প্রিয় বন্ধুকে দেখতে পাব কি না।

আমাকে একটা ক্যানুতে তুলে লেকের অপর পারে লাস্কালানদের এলাকায় স্প্যানিশ ক্যাম্পে নিয়ে আসা হলো। পথে নানারকম উপহাস-বিদ্রূপ করে মজা পাওয়ার চেষ্টা করল গার্ডরা, জিজ্ঞেস করল, অসভ্য জংলীদের আচার-আচরণ কেমন লাগে আমার, বলি দেওয়া মানুষের মাংস খেতে কেমন-রান্না করে খেয়েছি, না কি কাঁচাই। জবাব দিলাম না।

ক্যাম্পে পৌঁছবার পর একদল লাস্কালান পিছু নিল আমাদের। ওদের ভাব দেখে মনে হলো ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলবে আমাকে একটু সুযোগ পেলেই। জনাকয়েক স্প্যানিয়ার্ডকেও দেখলাম, মেসকাল খেয়ে মাতাল হয়ে আছে, টেনকটিটলানের পতন ও যুদ্ধ শেষ হওয়ার আনন্দে এতই বিভোর যে ভালো করে খেয়ালই

www.BanglaBook.org

করল না আমাকে। ওদের ধারণা, এখন থেকে সোনার থালায় খাবে ওরা, সোনার লোভেই কর্টেযের সঙ্গে এসেছে ওরা এতদূর, এখন থেকে বাকি জীবন কাটবে ওদের মহাসুখে।

পাথর দিয়ে তৈরি একটা বাড়ির যে ঘরটায় আমাকে ঢুকিয়ে তালা মেরে দেওয়া হলো, সে-ঘরে কাঠের গরাদ লাগানো একটাই জানালা। সেই জানালা পথে মাতাল সৈন্যদের হই-হল্লা আর আনন্দ-উল্লাস ভেসে আসে। টের পেলাম, দেদার জুয়া খেলছে ওরা মনের আনন্দে, টাকা শোধ হবে এক-একজন কোটি কোটি টাকার সোনা পাওয়ার পর।

এই জানালায় কদিন কান পেতে ক্যাম্পের অনেক কথাই জানতে পারলাম। ফিরে এসেছে কর্টেয, গুয়াটেমক ও আরও কয়েকজন প্রিন্সকে আনা হয়েছে ক্যাম্পে, সেই সঙ্গে এসেছে সম্ভ্রান্ত ঘরের জনাকয়েক অভিজাত মহিলা। এই সুন্দরী মহিলারা সৈনিকদের মুখরোচক আলোচনার বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়বস্তুতে পরিণত হলো। কোন্ মেয়েটা দেখতে সবচেয়ে ভালো, কে কোন্ মেয়েটা নেবে, এসব নিয়ে হাতাহাতিও হয়ে গেল ওদের মধ্যে কয়েক দফা। শেষে পয়সার বিনিময়ে জুয়া শুরু হলো মেয়েদের নিয়ে। একজন দুটো মেয়ে জিতলে একটা বেচে দেয়। চেহারার বর্ণনায় টের পেলাম, আমার স্ত্রী অটোমিকে বিক্রি করা হলো একশো পেসোতে।

বেশ কয়েকদিন স্থানীয় একজন কাজের মেয়ে ছাড়া আর কেউ এল না আমার ঘরে। খাবার পাচ্ছি সময়মতই, পরিমাণেও যথেষ্ট। সেই সঙ্গে যথেষ্ট বিশ্রাম পেয়ে শরীরে জোর ফিরে এল।

জাগরণের সবটুকু সময় ব্যয় করি আমি জানালার ধারে—আশা করি, হয়তো অটোমি বা গুয়াটেমককে দেখতে পাব। কিন্তু বন্ধুদের কাউকে দেখতে না পেলেও এক সন্ধ্যায় শত্রু একজনকে দেখতে পেলাম। তাকিয়ে আছে ডি গার্সিয়া আমাকে আটকে রাখা ঘরটার দিকে; আমাকে দেখতে পায়নি ও। তবে ওর মুখে ধূর্ত,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শয়তানি হাসি ফুটে উঠতে দেখে টের পেয়ে গেলাম, ও জানে এই ঘরেই বন্দি হয়ে আছি আমি। আসন্ন দুর্ভোগের চিন্তা আগাম দিল মনে। মনে হলো অপেক্ষায় আছে বিড়াল, দরজাটা খোলা পেলেই ঢুকবে এসে খাঁচার ভিতর।

গত দুই দিন ধরে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম আমি সৈনিকদের আচরণে। আকণ্ঠ মদ্যপান, এন্তার জুয়া আর হই-হল্লা, বিজয়োল্লাস অনেক স্তিমিত হয়ে এসেছে হঠাৎ করেই। সবার মধ্যে কেমন চাপা একটা উত্তেজনা। ছোট ছোট দলে জোট বেঁধে কী নিয়ে যেন উত্তেজিত আলাপ করছে ওরা, গলা নিচু রাখায় বিষয়বস্তু বুঝতে পারছি না।

ডি গার্সিয়াকে যেদিন আমার ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম, তার পরদিনই ব্যারাকের ময়দানে অনেক লোকের সমাবেশ দেখলাম। সাদা একটা ঘোড়ায় চেপে এল কর্টেয। দূরত্বের কারণে কথাবার্তা কিছুই শোনা গেল না, তবে কয়েকজন অফিসারকে দেখলাম ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে কীসব বলছে কর্টেযকে। ওদের বক্তব্যের সমর্থনে ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে সোলজাররা। সব অভিযোগ শোনার পর সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিল কর্টেয, ভাষণ শেষে হর্ষধ্বনি দিল না কেউ, চুপচাপ ফিরে গেল ব্যারাকে। পরদিন সকালে নাস্তার পর আমাকে নিতে এল চারজন সিপাই।

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম।

'জেনারেলের কাছে,' জবাব দিল একজন, 'বিচার হবে।'

বিচারে কী হবে তা তো জানাই আছে। বুঝলাম, আজই আমার শেষদিন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কর্টেযের ব্যক্তিগত কোয়ার্টারে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কর্টেযের পাশেই রয়েছে মেরিনা। ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন দেহরক্ষী। কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ খুলল কর্টেয। গড়গড় করে বলে গেল আমার ইতিবৃত্ত—নাম, কীভাবে টোবাস্কোয় পৌঁছলাম, তারপর সেখান থেকে টেনকটিটলানে—সবই তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানা। দেবতা টিযকাটের অবতার বানিয়ে এক বছর পর আমাকে বলি দিতে নিয়ে যাওয়া, পিরামিডের মন্দির থেকে স্প্যানিয়ার্ডদের সহায়তায় মুক্তিলাভ এবং আযটেকদের সঙ্গে নকে ট্রিস্টের যুদ্ধে স্প্যানিয়ার্ডদের বিরুদ্ধে লড়াই, এবং সবশেষে সম্রাট গুয়াটেমকের বিশেষ উপদেষ্টা হিসাবে তাকে শলা-পরামর্শ দেওয়া ও যুদ্ধ পরিচালনা করা–কিছুই তার অজানা নেই।

বিবরণ শেষ করে বলল, 'যা-যা বললাম, সে-সব সত্য?'

'সব সত্য,' বললাম আমি। 'তবে...'

একহাত উঁচু করে থামিয়ে দিল আমাকে কর্টেয। 'আর কিছু আমার জানার দরকার নেই। তুমি তোমার জাতি ও রক্তের সঙ্গে বেঈমানি করেছ। হত্যা করেছ অনেক স্প্যানিয়ার্ড ও তাদের মিত্রকে। দেশদ্রোহর দায়ে তুমি দোষী, তোমার মত স্বধর্মত্যাগী বেঈমানের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এই ব্যাপারে তোমার কিছু বলার আছে?'

'আমার আর কিছুই বলার নেই,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলাম। যদিও শীতল ঘাম বেরিয়ে এসেছে আমার দেহ থেকে।

'আছে!' ধমকে উঠল কর্টেয। 'যদিও তোমার অপরাধের সীমা-পরিসীমা নেই, তার পরেও আমি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে মুক্তি দিতে পারি–শুধু একটি শর্তে। এমনকী আমাদের জাহাজে করে তোমার ইউরোপে ফেরার ব্যবস্থাও করে দিতে পারি–শুধু একটি শর্তে। কী সেই শর্ত? মন্টেজুমার ধনরত্ন। আমাদের বিশ্বাস করবার কারণ আছে যে, তুমি জানো কোথায় লুকানো আছে সে সম্পদ। ওগুলো আমাদের। নকে ট্রিস্টের যুদ্ধে ওগুলো আমাদের কাছ থেকে চুরি করা হয়েছে বেআইনি ভাবে।' আমি অস্বীকার করতে যাচ্ছি মনে করে আবার হাত তুলল কর্টেয, 'তুমি যে জানো, তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই; তোমাকে দেখা গেছে ওই মালের সঙ্গে ক্যানুতে উঠতে। দুটোর মধ্যে যে-কোনও একটা বেছে নাও, টমাস উইংফিল্ড–নীচ অপরাধীর মত

www.BanglaBook.org

লজ্জাজনক মৃত্যু, না কি গুপ্তধনের সন্ধান জানিয়ে দিয়ে ক্ষমা এবং মুক্তিলাভ।'

মানুষ তো, মুহূর্তের জন্য হলেও দ্বিধায় দুললাম। গুপ্তধন কোথায় আছে তা বলে দিলে শুধু মানুষের কাছে নয়, নিজের কাছেও ছোট হয়ে যাব; কিন্তু বিনিময়ে প্রাণটা বাঁচবে, মুক্তি পাব, হয়তো বাড়ি ফেরার সুযোগও হয়ে যেতে পারে; আর না বললে নির্ঘাত মৃত্যু। পরমুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠল অটোমি আর গুয়াটেমকের চেহারা, মনে পড়ল আমার শপথের কথা—দূর হয়ে গেল দ্বিধা।

'গুপ্তধনের কথা আমি জানি না, জেনারেল,' শান্ত, নিচুকণ্ঠে বললাম। 'আমাকে মেরেই ফেলুন।'

'তার মানে, বলবে না!' ঠাণ্ডা চোখে মাপল আমাকে কর্টেয। 'আবার একবার ভালো করে ভেবে দেখো, বেঙ্গমান। কথা দিয়েছ কাউকে? আযটেকদের দিন শেষ, ওদের কাছে দেওয়া কথার এখন আর কী মূল্য? ওদের রাজত্ব শেষ, ধুলোয় মিশে গেছে ওদের শহর-নগর-রাজধানী। ওরা পরাজিত, ওদের ধন-দৌলতের ওপর ন্যায্য অধিকার এখন আমার। বিজয়ী সৈন্য-সামন্তকে পুরস্কার দেওয়ার জন্য ওগুলো আমার দরকার। পোড়া ঘরবাড়ি আর লাশের স্তূপ নিয়ে তো ওদের কোনও লাভ নেই। ভাবো আবার।'

'গুপ্তধনের কথা আমি জানি না, জেনারেল।'

'বোঝা যাচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়েছে স্মৃতিটা। ওটা জেগে না উঠলে তোমাকে মরতে হবে বলেছি, তবে সেটা দ্রুত না-ও হতে পারে, উইংফিল্ড। স্পেনে যে-লোক কিছুদিন কাটিয়েছে তাকে নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না, কত দীর্ঘ আর যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে কোনও-কোনও মৃত্যু। আমি অবশ্য ওসব কৌশলের প্রয়োগ পছন্দ করি না, সেজন্যেই আর একটু ভেবে দেখতে বলছি, বেঙ্গমান। তবে তোমার স্মৃতিটা যদি ঘুমিয়েই থাকতে চায়, তা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলে মৃত্যুর আগে সেটাকে জাগিয়ে তুলবার জন্যে একটা কিছু পন্থা তো আমাকে বের করে নিতেই হবে।'

'আমি এখন আপনার হাতের মুঠোয়, জেনারেল, বন্দি,' বললাম। 'বারবার আপনি আমাকে দেশদ্রোহী, বেঈমান, বিশ্বাসঘাতক, এসব কথা বলছেন। আমি বিশ্বাসঘাতক নই, আপনার দেশের কেউ নই আমি, আপনার সম্রাটের প্রজাও নই। আমি ইংল্যান্ডের নাগরিক। আমি এখানে এসেছি অত্যন্ত নীচ এক পাষণ্ডের পিছু নিয়ে, যার উপর প্রতিশোধ নিতে চাওয়ার উপযুক্ত কারণ আছে আমার। লোকটার আসল নাম ডি গার্সিয়া, আপনাদের কাছে নিজেকে পরিচয় দিয়েছে সারসেডা বলে। ওই লোকটাকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার জন্য এবং আরও কিছু কারণে আমি আযটেকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম। ওরা আজ পরাজিত, আমি আপনার বন্দি। পরাস্ত শত্রুর সঙ্গে সৎ ও সাহসী একজন মানুষ যে ব্যবহার করে অন্তত সেটুকু তো আমি আপনার মত একজন জেনারেলের কাছে আশা করতেই পারি। ধন-রত্নের কথা আমি কিছুই জানি না, দয়া করে আমাকে হত্যা করে ঝামেলা শেষ করুন।'

মাথা নাড়ল কর্টেয। 'সেটা সম্ভব নয়, উইংফিল্ড; ভয়ঙ্কর অপরাধ করেছ তুমি। একজন খ্রিস্টান হয়ে মূর্তিপূজারিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছ, খ্রিস্টানদেরকে বলি দিয়ে তাদের মাংস খেতে দেখেছ অসভ্য জংলীদের। শুধু এই কারণেই চিরকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করা উচিত তোমার। আর ডন সারসেডা সম্পর্কে তুমি যে গল্প ফেঁদেছ, সে-সব শুনবার ধৈর্য আমার নেই। আমি তাকে সাহসী একজন সহযোদ্ধা হিসাবে জানি, কোনও ধর্মত্যাগীর কথায় আমার এই ধারণা পালটাবে না। বরং তোমাদের মধ্যে কিছুটা রেষারেষির আভাস যখন পাওয়াই গেল, তোমাকে তারই হাতে ছেড়ে দেব ভাবছি। শেষবারের মত বলছি, ভেবে দেখো। কোথায় লুকানো হয়েছে ধনরত্ন সেকথা জানিয়ে দিয়ে প্রাণ নিয়ে দেশে

www.BanglaBook.org

ফিরে যাবে, না কি পেট থেকে কথা বের করবার জন্যে তোমাকে ডন সারসেডার হাতে তুলে দেব?'

মাথাটা ঘুরে উঠল আমার। বুঝতে পারলাম, সহজ মৃত্যু নেই কপালে, চরম নির্যাতনের শিকার হতে হবে আমাকে আমার পরম শত্রু ডি গার্সিয়ার হাতে। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ, তবু আত্মসম্মান বিক্রি করলাম না। বললাম, 'আপনাকে বলেছি, জেনারেল, গুপ্তধনের ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি। যা খুশি করুন আপনি। ঈশ্বর আপনার নিষ্ঠুরতা ক্ষমা করুন।'

'খবরদার! ঈশ্বরের নাম নেবে না তোমার ওই মুখে, বিধর্মী, মূর্তিপূজারি, নরমাংসভোজী বদমাশ কোথাকার! সারসেডাকে ডাক দাও তো কেউ।'

একজন ছুটল ওকে ডেকে আনতে, আর সবাই চুপ। মেরিনার উপর চোখ পড়ল, দেখলাম করুণার দৃষ্টি ওর শান্ত দু'-চোখে। বুঝতে পারলাম, ওর কিছুই করার নেই। এমনিতে কর্টেয নির্দয় লোক নয়, তবে সোনাদানার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে সে—সৈন্যদের শান্ত করবার আর কোনও উপায় নেই। যুদ্ধ জয়ের পুরস্কার দাবি করছে এখন সৈনিকরা, অবাধ্য হয়ে উঠছে ক্রমেই। তারপরেও চেষ্টা করে দেখল মেরিনা। কর্টেযের কানের কাছে মুখ নিয়ে নিচু গলায় আমার হয়ে কিছু বলার চেষ্টা করল। অল্পক্ষণ শুনেই ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ওকে কর্টেয।

'চুপ করো, মেরিনা,' বলল সে। 'কী বলছ তুমি! দয়া দেখাব এই ইংরেজ কুত্তাকে? যখন আমার নেতৃত্ব, এমনকী আমার জীবন পর্যন্ত নির্ভর করছে ওই সোনা পাওয়ার উপর! ও খুব ভালো করেই জানে কোথায় লুকানো আছে ওগুলো। ক্যানুতে করে ওকে রওনা হতে দেখেছে আমাদের গুপ্তচর। আমাদের মিত্র একজনও ছিল ওদের সঙ্গে, কিন্তু তাকে আর ফিরতে দেখা যায়নি; কোনও সন্দেহ নেই এরা খুন করেছিল তাকে। এই লোকটা কে তোমার যে তুমি এর হয়ে ওকালতি করছ? আমাকে বিরক্ত কোরো না,

www.BanglaBook.org

মেরিনা, তুমি জানো, আমার সমস্যার অন্ত নেই!' এই বলে দুই হাতে মুখ ঢেকে নিজের চিন্তায় ডুবে থাকল কর্টেয কিছুক্ষণ। আমার দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেরিনা, যেন বলতে চায়, 'দেখলেই তো, চেষ্টার ত্রুটি করিনি আমি!' চোখের ভাষাতেই কৃতজ্ঞতা জানালাম ওকে।

ব্যস্তপায়ে ঘরে এসে ঢুকল ডি গার্সিয়া। বয়স হয়েছে, তবে জুলফির কাছে চুলে পাক ধরায় খুবই অভিজাত লাগছে তাকে দেখতে। টুপি খুলে হাতে নিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে 'বাউ' করল কর্টেযকে। ততক্ষণে শরীরের ভিতর টগবগ করে ফুটছে আমার রক্ত। দাঁতে দাঁত চেপে, দু'-চোখে তীব্র ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে থাকলাম আমি ওর দিকে। আমার দিকে একবার বাঁকা চোখে চেয়ে নিষ্ঠুর হাসি হাসল সে।

'আমাকে ডেকেছেন, জেনারেল?'

'হ্যাঁ, ডেকেছি। এই বদমাশটাকে চেনো?'

'খুব ভালো করে চিনি, জেনারেল। তিন-তিনবার আমাকে খুন করবার চেষ্টা করেছে ছোকরা।'

'বেশ, বেঁচে গেছ তিনবার,' বলল কর্টেয, 'এবার সুযোগ এসেছে তোমার হাতে। ও বলছে, ঝগড়া আছে তোমাদের, ব্যাপারটা কী নিয়ে?'

সামান্য ইতস্তত করল ডি গার্সিয়া, দাড়িতে আঙুল চালাল, তারপর বলল, 'বাজে একটা ব্যাপার। বলতে আমার খারাপই লাগছে, জেনারেল। কিন্তু আপনি আবার কী ভেবে বসেন, তাই বলতেই হচ্ছে। আমাকে ঘৃণা করার কারণ আছে এই ছোকরার। আসলে বয়সটা যখন আরও কিছুটা কম ছিল, ইংল্যান্ডে গিয়ে পরিচয় হয়েছিল এক স্প্যানিশ সুন্দরীর সঙ্গে, এবং দুজন প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম দুজনের। মেয়েটি ছিল এর মা। ভাগ্যদোষে মূর্খ এক ইংরেজ চাষার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ওর। লোকটি যেমন ছিল কুৎসিতদর্শন, তেমনি ভয়ানক রকম অমার্জিত; সারাক্ষণ দুর্ব্যবহার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করত মেয়েটির সঙ্গে, মারধর করত। ঘটনাটা সংক্ষেপে এই: আমি মেয়েটিকে উদ্ধার করার জন্যে ওর স্বামীকে ডুয়েলে আহ্বান জানাই, এবং পরাজিত করি। এজন্যেই ঘৃণা করে আমাকে ধর্মত্যাগী ওই বেঈমান।'

ওর কথা শুনে মনে হলো প্রচণ্ড রাগে আমার হৃৎপিণ্ডটা ফেটে যাবে বুঝি। আমার প্রতি যা করার তা তো করেইছে, এখন পাষণ্ডটা আমার মরা মায়ের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করছে!

'মিথ্যাবাদী, খুনি! তোকে আমি...' পাগলের মত হাতের বাঁধন খোলার চেষ্টা করলাম।

'আমি অপমানিত বোধ করছি, জেনারেল!' শীতল কণ্ঠে বলল ডি গার্সিয়া। 'এই বন্দি যদি আমার তরবারির সামনে দাঁড়াবার যোগ্যতা রাখত, তা হলে আপনাকে অনুরোধ করতাম কিছুক্ষণের জন্যে ওর বাঁধন খুলে দিতে। কিন্তু ওর মত একটা জঘন্য লোকের বিরুদ্ধে খাপ থেকে তলোয়ার বের করতে হলে চিরতরে ধুলায় লুটাবে আমার আত্মসম্মান।'

'স্পেনের একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে এই ধরনের আর একটা শব্দ উচ্চারণ করলে, কুকুর কোথাকার, তোমার জিভটা ছিঁড়ে বের করে নেয়া হবে আগুনে পুড়িয়ে লাল করা চিমটা দিয়ে!' আমার দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকে বলল কুর্টেয। তারপর ফিরল ডি গার্সিয়ার দিকে। 'হ্যাঁ, সারসেডা, তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার খোলাখুলি আমাকে জানিয়েছ বলে ধন্যবাদ। প্রেম ছাড়া আর কোনও অপরাধ না করে থাকলে আমি তো তোমার কোনও দোষ দেখি না। তবু, স্বর্গের পথ মুক্ত রাখতে আমাদের চ্যাপলেন ওলমেডোর কাছে একটা কনফেশন দিয়ে রেখো। যাক, বাজে কথায় অনেক সময় নষ্ট হলো। ব্যাপার হচ্ছে: গুয়াটেমক আর মন্টেজুমার সমস্ত ধন-রত্ন কোথায় লুকানো আছে, জানে এই লোক। যদি গুয়াটেমক বা তার ঘনিষ্ঠ লোকজনের পেট থেকে একটি কথাও বের করা না যায়, আমি অবাক হব না।

www.BanglaBook.org

ইন্ডিয়ানরা অকথ্য নির্যাতনেও একটি টুঁ-শব্দ না করে মুখ বুজে থাকতে পারে। কিন্তু তার অর্ধেকও যদি এই সাদা বিধর্মীর ওপর প্রয়োগ করা যায়, দেখবে হড়বড় করে বেরোচ্ছে সব কথা। তথ্যটা আমার চাই-ই চাই, এবং যত শীঘ্রি সম্ভব প্রথমে আর সবার সঙ্গে একই সাথে টরচার করো। যদি না মচকায়, তা হলে আলাদা ভাবে। কী কৌশলে ওর মুখ খোলাবে, সেটা তোমার ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি। যখন বলতে রাজি হবে, আমাকে ডাকবে।'

এই সুযোগে সাদা দিলের বিশিষ্ট ভদ্রলোকের ভূমিকা নিয়ে ফেলল ডি গার্সিয়া। অসন্তুষ্ট গলায় বলল:

'আমাকে মাফ করুন, জেনারেল। কাজটা কি স্পেনের উঁচু বংশের কারও জন্যে ঠিক উপযুক্ত হবে? আমি তো গরম সাঁড়াশি দিয়ে কারও নখ-দাঁত-মাংস টেনে ছেঁড়ার চেয়ে বুকের ভিতর তলোয়ার সেঁধিয়ে শায়েস্তা করতেই বেশি অভ্যস্ত।'

কথাগুলো যখন বলছে, তখন ওর চোখদুটো খুশিতে চকচক করে উঠতে দেখলাম। কপট রাগের আড়ালে ওর গলায় বিজয়োল্লাসও টের পেলাম পরিষ্কার। বোঝা গেল, মনের মত কাজ পেয়েছে সে এবার। কিন্তু কর্টেয লক্ষই করল না এসব। বলল:

'আমি জানি, কমরেড! বুঝি। কিন্তু কাজটা অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি নিজেও এসব পছন্দ করি না, কিন্তু আর কোনও উপায় নেই। সোনা পেতেই হবে আমাকে! ছোট জাতের লোকগুলো বলছে, আমিই নাকি চুরি করেছি ওগুলো! ইন্ডিয়ান কুত্তারা এ-কয়দিনে যখন কিছু বলেনি, আর বলবে বলে মনে হয় না। এই লোকটা জানে, এর ওপর ইচ্ছামত চাপ দিলে কাজ হবে। সেজন্যে তোমাকে বেছে নিয়েছি আমি, সারসেডা। এর সম্পর্কে সবই জানা আছে তোমার—কোনও রকম দয়ামায়া করতে যেয়ো না, যেমন করে পার, কথা বের করো এর মুখ দিয়ে।'

'আপনার আদেশ শিরোধার্য, জেনারেল। ইচ্ছের বিরুদ্ধেও

www.BanglaBook.org

আমি মেনে নিলাম। তবে খুব ভালো হয়, যদি আদেশটা আপনি লিখিত ভাবে দেন।'

'বেশ। এখুনি লিখে দিচ্ছি।' গার্ডদের বলল, 'এখন একে নিয়ে যাও আমার সামনে থেকে।'

'কোথায়, জেনারেল?'

'যেখানে বন্দি ছিল এই কদিন। ওখানেই ওর প্রাণের বন্ধুদের পাওয়া যাবে।'

আমাকে ঠেলে নিয়ে চলল গার্ড।

'আসছি আমি!' বাঁকা হাসি হেসে বলল ডি গার্সিয়া।

উনত্রিশ

প্রথমেই ঘরের ভিতর নেওয়া হলো না আমাকে, দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসিয়ে রাখা হলো পাশের গার্ডরুমে। আমার দুই পাশে খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে থাকল দুজন সৈনিক। ছোট কামরার এক কোণে গুটানো বিছানা দেখে বোঝা গেল রাতে ঘুমায় এখানে পাহারাদাররা।

আমার কামরার ভিতর থেকে ধুপ-ধাপ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, তার পরপরই আসছে মৃদু গোঙানির ভীতিকর আওয়াজ। বুক কাঁপছে আমার। বেশ কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে বেরিয়ে এল দুজন ভয়ঙ্করদর্শন লাস্কালান ইন্ডিয়ান। এসেই কোনও কথা না বলে আমার চুল আর কান ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে নিল কামরার ভিতর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আঁধার হয়ে আছে ঘরটা, জানালার আলো আটকানো হয়েছে ভারী পর্দা টাঙিয়ে। কয়েকটা ধাতব চুলো থেকে আগুনের আভা বের হচ্ছে। ঘরের মাঝখানে তিনটে কাঠের চেয়ার রাখা, তার মধ্যে একটা খালি। অপর দুটোয় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছে আযটেক-সম্রাট গুয়াটেমক ও আমাদের উভয়ের বন্ধু—টাকুবার প্রিন্স। দুটো জ্বলন্ত চুলো ওদের চেয়ারের পাশে রাখা, পিছনে কাগজ-কলম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন—কেউ কিছু বললে লিখে নেবে। তাদের পিছনে দুজন স্প্যানিশ সোলজারের নির্দেশে ভয়ঙ্কর কিছুর প্রস্তুতি নিচ্ছে জনা কয়েক লাস্কালান। তৃতীয় চেয়ারের কাছে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল আরেক স্প্যানিয়ার্ড, ধীরে ধীরে ঘুরল আমার দিকে। দেখলাম: আমার আগেই পৌঁছে গেছে ডি গার্সিয়া।

একজন ইন্ডিয়ান খালি চেয়ারটার পাশে আরেকটা চুলো এনে রাখল। আড়চোখে দেখলাম, অপর দুজন দুটো চুলো ঠেলে দিল বন্দি দুজনের পায়ের নীচে। খালিপায়ে জ্বলন্ত কয়লার ছ্যাঁকা খেয়ে একটু চমকে উঠেই স্থির হয়ে গেল প্রিন্স, কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে গুঙিয়ে উঠল। এতক্ষণ সামান্যতম আওয়াজও করেনি গুয়াটেমক, বন্ধুর কাতরানি শুনে ঘাড় ফিরিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'একটু সহ্য করো, বন্ধু, সব কষ্টেরই শেষ আছে।'

খসখস শব্দ শুনে বুঝলাম, কথাগুলো লিখে নেওয়া হলো পালকের কলম দিয়ে। ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখতে পেল গুয়াটেমক। আমিও দেখলাম ওর ব্যথায় ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া মুখটা। 'হায়, হায়!' বলল ও ওর স্বাভাবিক, শান্ত কণ্ঠে, 'তুমিও এখানে, বন্ধু টিউলে? আমি তো ভেবেছিলাম, তোমাকে বুঝি ছেড়ে দেয়া হয়েছে। দেখো, এই স্প্যানিয়ার্ডদের কথার কী দাম! ম্যালিঞ্চে কথা দিয়েছিল সম্মানজনক আচরণ করা হবে আমার সঙ্গে। চেয়ে দেখো সে-সম্মানের নমুনা—পায়ের নীচে জ্বলন্ত কয়লা

www.BanglaBook.org

আর সারা গায়ে আগুনে লাল করা সাঁড়াশির নির্যাতন! কেন করছে ওরা এসব? কী করে যেন ধারণা হয়েছে ওদের, সমস্ত ধন-রত্ন লুকিয়ে রেখেছি আমরা কোথাও। ভাবছে, এভাবে আমাদের মুখ থেকে কথা আদায় করবে। কিন্তু তুমি তো জানো এটা কতবড় মিথ্যা। ধন-রত্ন যদি থাকত, আমরা তো তা হলে খুশি মনেই তুলে দিতাম সে-সব দেবতা কিটযালের সন্তান বিজেতাদের হাতে। তোমার তো অন্তত জানা আছে, কিছুই অবশিষ্ট নেই আমাদের; শহরগুলোর ধ্বংসাবশেষ আর নিহতদের হাড় ছাড়া। আমরা...'

নাক-মুখের উপর দড়াম করে এক থাবড়া এসে পড়ায় থেমে গেল গুয়াটেমক। গালাগালি দিয়ে উঠল নির্যাতনকারী লাস্কালান, 'চুপ! আযটেক কুত্তা! একদম চুপ!'

ইতিমধ্যে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আমি, মরব তো একবারই, কিছুতে ফাঁস করব না বন্ধুর গোপন কথা। সব হারিয়ে এই একটি ব্যাপারে হোক না জয়ী গুয়াটেমক, অ্যানাহুয়াকের ধন-রত্ন স্বর্ণলোভী স্প্যানিয়ার্ডদের কবলে কিছুতেই যেন আমার কারণে না পড়ে।

ডি গার্সিয়ার ইঙ্গিতে দু'-পাশ থেকে ধরল আমাকে দুই লাস্কালান, খালি চেয়ারটায় বসিয়ে বেঁধে ফেলল হাত-পা। আমার কানের কাছে ডি গার্সিয়ার মধুর কণ্ঠ শুনতে পেলাম, অভিজাত ক্যাস্টিলিয়ানে বলছে, 'ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস, তা-ই না, কাজিন উইংফিল্ড? আমার পিছু ধাওয়া করে দুনিয়ার কোথায় না গেলে তুমি, দেখাও হলো কয়েকবার; কিন্তু কিছু কি করতে পারলে আমার? না কি তোমারই ভোগান্তি বাড়ল প্রতিবার? তবে তোমারও বিড়ালের জান, একথা মানতেই হবে। ক্রীতদাসদের জাহাজে তোমাকে বন্দি করে ভেবেছিলাম, গেল বুঝি আপদ—না। হাঙরের মুখে সাগরে ফেলে দিয়ে ভাবলাম, এইবার গেছে—না। তারপর নরবলির মন্দিরে পালালে আমার হাত ফস্‌কে, তবে নকে

www.BanglaBook.org

ট্রিস্টের যুদ্ধে আমিও পালিয়েছি তোমাকে ফাঁকি দিয়ে। আর মনে মনে দগ্ধেছি। আমাকে খুন করার জন্যে কেউ লেগে আছে আমার পিছনে, একথা ভাবলেই তো গা জ্বলে যায়। এতদিনে শান্তি এসেছে আমার মনে। এবার আর তোমার নিস্তার নেই, কাজিন। কয়েকটা দিন আমি বড়ই আনন্দে কাটাব।'

তিন মিনিট ধরে উন্মাদের মত হাসল ডি গার্সিয়া। তারপর একটু সামলে নিয়ে বলল, 'তোমার প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনে কোনও রকম কার্পণ্য করব না আমি, কাজিন। যদিও আমার হাতে সব রকম যন্ত্রপাতি নেই, ওদের চেয়ে মাথায় ঘিলু তো কিছুটা বেশিই আছে, তাই কয়েকটা বিকল্প তৈরি করে নিয়েছি মাথা খাটিয়ে। তার থেকে তোমাকে শাস্তি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেব আমি। এরা জানে শুধু কয়লার আগুন, আর ওই দেখো সাজানো রয়েছে আমার যন্ত্রপাতি। বলো দেখি, প্রিয় কাজিন, কোন্‌টা তোমার পছন্দ?'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে গোঁজ হয়ে বসে রইলাম। সিদ্ধান্ত নিয়েছি: যা খুশি করুক লোকটা, একটা শব্দ করব না আমি।

'বলবে না?' দাড়িতে আঙুল বুলাল ডি গার্সিয়া। 'দাঁড়াও, একটু ভাবতে দাও আমাকে। হ্যাঁ, পেয়েছি। এই যে, তোমরা দুজন এসো এদিকে।'

এরপর কী ঘটল সে-সব দুঃস্বপ্নের বর্ণনা করতে গেলে কষ্ট হবে আমার। আজ এতদিন পরেও মনে পড়ে গেলে আতঙ্ক বোধ করি, বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যায় হৃৎপিণ্ডের গতি। পুরো দুটো ঘণ্টা অকথ্য নির্যাতন করল ওরা আমাকে। জ্ঞান হারিয়ে ফেললে ঠাণ্ডা পানির ছিটে দিয়ে আবার সজাগ করে নেয়, কিংবা গলায় নির্জলা স্পিরিট ঢেলে দিয়ে ফেরায় হুঁশ। আমি শুধু এইটুকু বলব, গর্বের সঙ্গেই বলব, এতকিছুর পরও একটি কাতর ধ্বনি, বা ভালোমন্দ একটি শব্দ বের করতে পারেনি ওরা আমার মুখ দিয়ে।

এই দুটো ঘণ্টা নির্যাতনের পাশাপাশি অকথ্য গালি দিল ডি

www.BanglaBook.org

গার্সিয়া আমাকে, আমার মাকে, বাবাকে। শারীরিক নির্যাতনের চেয়ে কম কষ্ট দিল না সেগুলো। শেষে 'ঘাড়ত্যাড়া ইংরেজ শুয়োর' বলে আমার মুখে থুথু ছিটিয়ে বিশ্রামের জন্য যখন একটু বিরতি দিল, ঠিক তখনই মেরিনাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল কর্টেয।

'সব ঠিকঠাক মত চলছে তো?' হালকা সুরে কথাটা বলতে গিয়ে আমাদের অবস্থা দেখে ফ্যাকাসে হয়ে গেল কর্টেযের মুখ।

'টাকুবার প্রিন্স স্বীকার করেছে, সমস্ত সোনা নাকি ওর বাগানে পুঁতে রাখা হয়েছে,' বলল চেয়ারের পিছনে কাগজ-কলম নিয়ে দাঁড়ানো লোকটা। 'বাকি দুজন কিছুই বলেনি।'

'সাহসী লোক, স্বীকার করতেই হবে,' পরিষ্কার শুনতে পেলাম কর্টেযের স্বগতোক্তি। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'প্রিন্সকে কাল নিয়ে যাব আমরা বাগানের কোথায় পুঁতেছে সোনা তা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। বাকি দুজনকে আজকের মত রেহাই দেওয়া হোক। কাল হয়তো নিজেদের গরজেই মত পরিবর্তন করবে ওরা, কথা বেরোবে মুখ থেকে। তা না হলে আবার একটা দিনের দুর্ভোগের জন্য দায়ী থাকবে ওরা নিজেরাই।'

এই বলে ডি গার্সিয়া ও অন্য দুজন স্প্যানিয়ার্ডকে ঘরের এক কোণে ডেকে নিয়ে গেল কর্টেয। মেরিনা দাঁড়িয়ে থাকল গুয়াটেমক আর আমার সামনে। গুয়াটেমকের বীভৎস চেহারার দিকে কিছুক্ষণ আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মেরিনা, তারপর অদ্ভুত এক দ্যুতি দেখলাম ওর সুন্দর দুই চোখে। নিচু গলায় আযটেকে কথা বলে উঠল ও:

'তোমার কি মনে পড়ে, গুয়াটেমক, কীভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলে তুমি আমাকে সেই টোবাস্কোতে? আমি বলেছিলাম, আজ হোক বা কাল, তোমাকে ছাড়িও, যেভাবে পারি বড় আমি হবই। এবং তখনও ভুলব না আমি আজকের কথাটা—মনে পড়ে সে কথা? আজ আমার কথাটা ফলল? তোমার এই পরিণতির জন্যে দুঃখ হয় না, গুয়াটেমক? আমার কিন্তু হচ্ছে। আর কোনও

www.BanglaBook.org

মেয়ে হলে তোমার এই অবস্থা দেখে হয়তো খুশিই হতো।'

'শোনো, নষ্ট মেয়েমানুষ!' ভারী গলায় জবাব দিল গুয়াটেমক, 'দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে আজ তুমি আমাকে এই জর্জরিত, লজ্জাজনক অবস্থায় এনে ফেলতে পেরেছ তা স্বীকার করি। তোমার সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া আজ এইসব ঘটনা ঘটতে পারত না। সত্যিই আমি দুঃখিত, আন্তরিক ভাবেই দুঃখিত–কেন সেদিন আমি তোমাকে খুন করলাম না! জেনে রাখো, তোমার নামটা চিরকাল ঘৃণা ভরে উচ্চারণ করবে এদেশের মানুষ, চিরকাল অভিশাপ দেবে তোমার আত্মাকে। আর এই জীবনেই, তোমার মৃত্যুর আগেই টের পাবে তুমি বেঈমানি ও অসম্মানের তিক্ততা কেমন লাগে! তোমার ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছে ঠিকই, দেখো, আমারটাও ফলবে।'

কথাগুলো কাঁপিয়ে দিল মেরিনাকে। কয়েক মুহূর্ত আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল গুয়াটেমকের মুখের দিকে, তারপর ঝট্ করে পাশ ফিরল। আমার উপর চোখ পড়তেই থমকে গেল আবার। করুণ দৃষ্টিতে চাইল আমার নির্যাতিত চেহারার দিকে। সুন্দর দুই চোখে টলমল করছে পানি। অস্ফুটে বলল, 'আহা রে, বেচারা! কী অবস্থা করেছে তোমার!'

'চোখের পানি না ফেলে, চেষ্টা করে দেখো, মেরিনা, আমাদের কোনওভাবে সাহায্য করতে পারো কি না।'

'দেখি...' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মেরিনা। একটু পরেই তার পিছু নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কর্টেয।

স্প্যানিয়ার্ডরা এগিয়ে এল গুয়াটেমক আর টাকুবার প্রিন্সকে এ ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাবে বলে। জ্ঞান হারিয়েছে টাকুবার প্রিন্স, গুয়াটেমকেরও হাঁটার ক্ষমতা নেই–ওদেরকে পাঁজাকোলা করে নিতে হলো।

'বিদায়, টিউলে!' আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মৃদুকণ্ঠে বলল গুয়াটেমক, 'সত্যিই তুমি কিটযালের উপযুক্ত সন্তান,

www.BanglaBook.org

সত্যিকারের বীর একজন। আমার আর আমার দেশের জন্যে তুমি আজ যে-কষ্ট করলে, আমি তো পারলাম না, ভাই, প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন এজন্য তোমাকে পুরস্কৃত করেন।'

ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। ও-ই শেষ, আর কোনদিন দেখা হয়নি আমাদের।

'বড় আনন্দে কাটল দিনটা,' বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল ডি গার্সিয়া। 'ভেবো না, তুমি চুপ করে থাকায় অখুশি হয়েছি আমি। কাল নতুন উদ্যমে শুরু করব আবার। আর এটাও মনে কোরো না, এগুলো ছাড়া নির্যাতনের আর কোনও কৌশল নেই আমার হাতে। তোমার সঙ্গে আরও দুটো দিন কাটাতে আমার ভালোই লাগবে। রাতটা বিশ্রাম নাও, সেই সঙ্গে একটু চিন্তার খোরাকও দিয়ে যাচ্ছি। ঠিক যেমন তোমার বাপের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তোমার মায়ের বুকে তলোয়ার হেনেছি; তেমনি তোমাকে শায়েস্তা করতে হলে ঠিক কোথায় আঘাত হানতে হবে, জানা আছে আমার। চমকে উঠলে যে? টের পেয়ে গেছ? তা হলে বলেই ফেলি: হ্যাঁ, আযটেক রাজবংশের এক মহিলাকে হয়তো তুমি চেনো, নাম অটোমি?'

'অটোমি! কেন, ওকে কেন?' নিজের অজান্তেই বলে উঠলাম। ব্যথার চেয়ে অনেক বেশি বিচলিত করল আমাকে ভয়।

'দেখেছ?' হেসে উঠল ডি গার্সিয়া। 'ঠিক জায়গাতেই টোকাটা পড়েছে! তোমাকে দিয়ে কথা বলানো এখন আর কোনও ব্যাপারই নয়। গড়গড় করে বেরিয়ে আসবে পেটের সব কথা। জানতে চাইছ, ওকে কেন? ওকে এইজন্যে যে, কাজিন, আমি জানি, মন্টেজুমার ওই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তোমার। তোমার বউ এখন আমার হাতের মুঠোয়। সেটা প্রমাণ করার জন্যে ওকে আজই এখানে নিয়ে আসা হবে। আগামীকাল, হ্যাঁ, আগামীকাল সকালে ও বসবে তোমার ওই চেয়ারে, তুমি থাকবে দর্শকের ভূমিকায়। তোমারই চোখের সামনে সম্ভ্রম হারাবে ও, আজ

www.BanglaBook.org

তোমার ওপর যা করা হলো, তার চেয়েও বেশি নির্যাতন চালানো হবে ওর ওপর।'

এতক্ষণে ভেঙে পড়লাম আমি। কাকুতি-মিনতি করলাম, দয়া ভিক্ষা করলাম আমার চরম শত্রুর কাছে।

'ওকে রেহাই দাও, ডি গার্সিয়া। ওটা কাপুরুষের কাজ। আমাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারো তুমি, কিন্তু মেয়েমানুষের ওপর অত্যাচার করলে নরকে পচতে হবে তোমাকে। কর্টেযও অনুমোদন দেবে না এমন একটা কাজের।'

হা-হা করে হাসল ডি গার্সিয়া। পেয়ে গেছে ও আমাকে মুঠোর মধ্যে। 'কর্টেয জানলে তো!' বলল ও। 'আমার কাজ শেষ হওয়ার আগে কিছুই জানতে পারবে না সে মেয়েটার ওপর কী কী করা হয়েছে। আর যখন জানবে, তখনও কিছুই বলতে পারবে না, কারণ, লিখিত দিয়েছে সে আমাকে, তথ্য আদায়ের জন্য যা খুশি তা-ই করতে পারব আমি। তা ছাড়া গুপ্তধনের হদিস জানা গেছে শুনলে রাগ তো দূরের কথা, পাগলই হয়ে যাবে সে খুশিতে।' গম্ভীর হয়ে গেল ডি গার্সিয়া। 'দয়া-মায়া-মানবিকতা, এসব প্রশ্ন এখানে অবান্তর, উইংফিল্ড। আমাকে ঘৃণা করো না তুমি? সেটাকে দশ দিয়ে গুণ করলে কিছুটা টের পাবে আমার ঘৃণার পরিমাণ। তোমার রক্তকে ঘৃণা করি আমি, ঘৃণা করি আমি তোমার অবিকল মায়ের মত চোখ। তোমার জন্যেই ঘৃণা করি আমি তোমাকে, কারণ আমার মত অভিজাত একজন স্প্যানিয়ার্ডকে কুকুরের মত লাঠিপেটা করেছিলে তুমি। তোমার প্রতিহিংসা থেকে বাঁচবার জন্যে পালিয়ে বেড়িয়েছি আমি এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে। তোমাকে দয়া দেখাতে যাব আমি কোন্ দুঃখে? আক্রোশ মিটিয়ে নেওয়ার এই সুযোগ কেন ছাড়ব আমি? তুমি জানো না, টমাস উইংফিল্ড, সম্ভব হলে এই মুহূর্তে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় খুন করতাম আমি তোমাকে। কারণ? কারণ তোমাকে ভয় পাই আমি।

www.BanglaBook.org

'মরার আগে তোমার মা বলে গিয়েছিল, মৃত্যু ঘটবে আমার ওরই রক্তের একজনের হাতে। আমি বিশ্বাস করেছি সে-কথা, তাই ইংল্যান্ডের নরফোকে প্রথম দিন তোমাকে চিনতে পেরেই চেষ্টা করেছিলাম খুন করতে। তারপর থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি আমি মৃত্যুভয়ে। ভয়ই হচ্ছে নিষ্ঠুরতার জন্মদাতা। আমি এই ভয় থেকে রক্ষা পেতে চাই, যেভাবে পারি। ওই মেয়েলোকটাকে নির্যাতন করে প্রথমে তোমার বুক ভাঙব আমি, তারপর শেষ করব তোমাকে: তারপর যদি আমার মধ্যে দয়া-মায়া বলে কিছু আসে!'

হঠাৎ ঘুরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ডি গার্সিয়া।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ব্যথা আর ক্লান্তিতে জ্ঞান হারালাম আমি।

চেতনা ফিরে পেয়ে দেখলাম আমার হাত-পায়ের বাঁধন খোলা, মেঝের উপর কোনও রকমে এটা-ওটা দিয়ে তৈরি করা একটা অস্থায়ী বিছানায় শুয়ে আছি, আমার ক্ষতগুলোয় কীসের যেন প্রলেপ মাখিয়ে দিচ্ছে কেউ। রাত নেমে গেছে ততক্ষণে, কিন্তু ঘরের একপাশে বাতি জ্বলছে একটা। সেই আলোয় দেখতে পেলাম অটোমিকে।

'আরে, অটোমি! তুমি এখানে?' বলেই মনে পড়ে গেল ডি গার্সিয়ার কথাগুলো। ভয়ে কেঁপে উঠল আমার অন্তরাত্মা।

'হ্যাঁ, স্বামী,' বলল অটোমি। 'তোমার শুশ্রূষা করবার অনুমতি দিয়েছে ওরা আমাকে। ইশ! মানুষ না পিশাচ ওরা! কী অবস্থা করেছে তোমার! কী কপাল আমার, তোমাকে এই অবস্থায় দেখতে হলো!' কথাটা বলেই দু'-হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল ও।

'চুপ, চুপ!' ওর পিঠে হাত বুলালাম। 'খাবার আছে কিছু?'

'অনেক আছে। মেরিনা পাঠিয়েছে একটা মেয়েকে দিয়ে।'

'খিদেয় মরে যাচ্ছি..আমাকে কিছু খেতে দাও, অটোমি।'

মুখে তুলে খাইয়ে দিল আমাকে অটোমি। কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেল মাথা ঘোরাটা। যদিও সারা শরীরের দগদগে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্ষতগুলোর জ্বলুনি অনুভব করছি এখন আগের চেয়ে বেশি।

'ডি গার্সিয়াকে দেখেছ, অটোমি?'

'না তো। আজ সকালে আমার বোন টেকুইচ্‌পো আর অন্যান্য মহিলাদের থেকে আমাকে আলাদা করে অন্য ঘরে রাখা হয়েছে। যে সোলজাররা আমাকে এখানে নিয়ে এল, তারা ছাড়া ডি গার্সিয়া বা আর কোনও স্প্যানিয়ার্ডকে দেখিনি। আমাকে বলা হলো, তুমি অসুস্থ; কী অসুখ তা কেউ বলেনি। তোমাকে যে ওরা–' এই পর্যন্ত বলে আবার কাঁদতে শুরু করল অটোমি।

'কেউ একজন তোমাকে চিনে ফেলেছে,' বললাম। 'ওদের জানিয়ে দিয়েছে যে, তুমি আমার স্ত্রী।'

'তা হতে পারে। আযটেকের অনেকেই তো জানে সেকথা। কিন্তু তোমার এই অবস্থা করল কেন ওরা? ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে?'

'এখানে আমরা একা?'

'গার্ড আছে বাইরে। ঘরের ভেতর আর কেউ নেই।'

'তা হলে আমার মুখের কাছে কান নিয়ে এসো, বলছি।'

সব শুনে সোজা হয়ে গেল অটোমির মেরুদণ্ড। জ্বলজ্বল করছে দু'-চোখ। দুই হাতে বুক বেঁধে বলল, 'তোমার জন্যে গর্ব হচ্ছে আমার, স্বামী। যদি সম্ভব হতো, এজন্যে আরও বেশি করে ভালোবাসতাম আমি তোমাকে। শপথ আর বিশ্বাস ভঙ্গ না করে এত ভয়ঙ্কর নির্যাতন যে মেনে নিতে পারে সে-ই তো সত্যিকার মহৎ মানুষ। ধন্য সেই প্রথম দিনটা, যেদিন তোমার দিকে একনজর চেয়েই বুঝেছিলাম, প্রেম কাকে বলে! যাক, যা করার করেছে, এবার আমি তোমাকে সারিয়ে তুলব। নিশ্চয়ই ওরা হাল ছেড়ে দিয়েছে, না হলে আমাকে তোমার কাছে আসতে দিত না।'

মাথা নাড়লাম আমি।

'না, অটোমি। হাল ওরা ছাড়েনি। বলতে আমার খুব খারাপ লাগছে, তবু সবটুকু তোমার জানা দরকার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বললাম, কেন আজ ওকে এখানে আনা হয়েছে। একটি শব্দও উচ্চারণ না করে আগাগোড়া সব কথা শুনল অটোমি। দেখলাম, রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর মুখটা। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর লম্বা করে শ্বাস ফেলে বলল:

'সত্যিই, আমাদের পুরোহিতগুলোর চেয়েও জঘন্য চরিত্রের লোক এই টিউলেরা! পুরোহিতরা নরহত্যা করছে দেবতাদের উদ্দেশে, কিন্তু এরা? এরা করছে সোনার লোভে, আর বিদ্বেষ চরিতার্থ করতে। যাক, নিশ্চয়ই তোমার কোনও পরামর্শ আছে, স্বামী? তুমি কী বলো?'

'আমার কোনও পরামর্শ নেই, বউ,' ককিয়ে উঠলাম।

'তুমি এমন আচরণ করছ, যেন প্রথম প্রেমে পড়া তরুণী—বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না!' তিক্ত হেসে বলল অটোমি। 'তোমার কথাটা আমিই বলে দিই তা হলে। তুমি চাও: আজ রাতেই মৃত্যু হোক আমাদের, তা-ই না?'

'তা-ই,' বললাম। 'হয় আজ রাতেই মৃত্যু, নয়তো কাল অপমান আর নির্যাতনে জর্জরিত হয়ে, ধুঁকে-ধুঁকে অসম্ভব কষ্ট পেয়ে মৃত্যু—এ দুটো পথই এখন খোলা আছে আমাদের সামনে। ঈশ্বর যখন আমাদের রক্ষা করবেন না, আমাদেরকেই খুঁজে নিতে হবে রক্ষা পাওয়ার উপায়।'

'ঈশ্বর! ঈশ্বর বলে কিছু থাকলে তো!' ফুঁসে উঠল অটোমি। 'মাঝে মাঝে আমাদের ঈশ্বরের ওপর ঘোর সন্দেহ এলে ভেবেছি, তোমাদেরটা হয়তো ভালো। এখন আমি আর কোনও ঈশ্বরকেই মানতে রাজি না। তোমাদের ঈশ্বর যদি সত্য হতো, তা হলে তোমার এই অবস্থা হয় কী করে? এখন ওই রশিই ভরসা, জানালার গরাদে বেঁধে নিলেই কাজ চলবে। কাল সকালে টিউলেরা এসে দেখুক, পাশবিক নির্যাতনের নিষ্ঠুরতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আমরা চলে গেছি ওদের নাগালের অনেক-অনেক বাইরে। কিন্তু, স্বামী, সকালের আগে তো আর আসবে না ওরা:

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাতে অনেক সময় আছে এখনও, এসো, গল্প করি।'

অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করলাম আমরা। আমাদের প্রথম দেখা থেকে আযটেকদের পতন পর্যন্ত কত কী যে ঘটেছে, সব মনে এল এক-এক করে। শেষে ক্লান্ত হয়ে চুপ করলাম আমরা।

'স্বামী,' অনেকক্ষণ পর বলল অটোমি, 'ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে কষ্ট করছ তুমি, আমিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সময় তো হয়ে এল, তা-ই না?' উঠে দাঁড়াল ও। কোমল কণ্ঠে বলল, 'নম্র, ভদ্র, মিষ্টি ব্যবহার আর আমার প্রতি একনিষ্ঠ থাকার জন্য, বিশেষ করে অ্যানাহুয়াকের মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস ভঙ্গ না করার জন্য তোমাকে আমার অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাই। তোমার মত একজন সৎ মানুষ পেয়েছিলাম, সেজন্য আমি গর্বিত, স্বামী। তা হলে যেটা করতেই হবে সেটার প্রস্তুতি নিই এবার?'

'হ্যাঁ, চলো যাই এবার!' বললাম।

রশি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল অটোমি। দশ মিনিটের মধ্যেই জানালার গরাদের সঙ্গে দুটো ফাঁস বাঁধা হয়ে গেল। আমার দিকে ফিরে হাসল ওর রহস্যময় হাসি। 'এসো, বন্ধু!'

'আমাকে ধরতে হবে, অটোমি,' বললাম, 'নিজে নিজে তো হাঁটতে পারব না।'

এগিয়ে এল অটোমি। আমাকে ধরে একপা একপা করে হাঁটিয়ে নিয়ে এল জানালার নীচে রাখা টুলের কাছে। আমাকে জড়িয়ে ধরে তুলল টুলের উপর, তারপর নিজেও উঠে দাঁড়াল আমার পাশে। প্রথমে আমার গলায় ফাঁস পরাল অটোমি, তারপর দ্বিতীয় ফাঁসটা পরল নিজের গলায়। টুলটা পায়ের ধাক্কায় ফেলে দেওয়ার আগে পরস্পরের চোখের দিকে চাইলাম আমরা, নীরবে বিদায় চুম্বন দিলাম পরস্পরকে। আমাদের সব কথা শেষ, তার পরেও একটা প্রশ্ন করল অটোমি:

'সত্যি বলো তো, স্বামী, এই মুহূর্তে কার কথা ভাবছ তুমি? আমার কথা, আমাদের বাচ্চাটার কথা, না কি সাগরপারের ওই

www.BanglaBook.org

মেয়েটার কথা? না, জিজ্ঞেস করা আমার উচিত হচ্ছে না। আমি যদি অসুখী হতাম, তা হলে একটা কথা ছিল—তোমাকে পেয়ে জেনেছি আমি স্বর্গসুখ কাকে বলে। আমি কৃতজ্ঞ। প্রেম, জীবন সবই যখন শেষ হতে চলেছে, তখন এসব প্রশ্ন অবান্তর। টুলটা কি সরিয়ে দেব পায়ের নীচ থেকে, স্বামী?'

'দাও, অটোমি। আর তো কোনও দিকে কোনও উপায় নেই। বন্ধু গুয়াটেমককে দেওয়া শপথ আমি ভাঙব না। তোমাকে নির্যাতন করা হবে, আমার চোখের সামনে তোমার ওপর বলাৎকার করবে ওরা—সেটাও সহ্য করতে পারব না। কাজেই...' হাসলাম, 'বিদায়, বন্ধু! তোমার ভালোবাসা পেয়েছিলাম, এ আমার পরম সৌভাগ্য। তোমার কাছে আমি চিরঋণী, অটোমি, চিরকৃতজ্ঞ।'

আশ্চর্য কোমল একটা ভাব ফুটে উঠল অটোমির দৃষ্টিতে। আর একটি কথা না বলে একটা পা তুলল লাথি দিয়ে টুলটা সরিয়ে দেওয়ার জন্য। এমনি সময়ে ঘরের দরজা খুলেই বন্ধ হয়ে গেল। দেখলাম ঘোমটা পরা এক মহিলা এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের ভিতর, এক হাতে মশাল, অপর হাতে একটা পোঁটলা। আমাদেরকে ওই অবস্থায় দেখে থমকে দাঁড়াল মহিলা, তারপর দৌড়ে চলে এল কাছে।

'কী করছ তোমরা?' গলা শুনে চিনতে পারলাম মেরিনাকে। 'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে, টিউলে?'

'কে এই মেয়েলোক, স্বামী?' জিজ্ঞেস করল অটোমি। 'মনে হচ্ছে, ভালো করেই চেনে তোমাকে। কী চায় ও? আমাদেরকে শান্তিতে মরতেও দেবে না নাকি?'

'আমি মেরিনা,' বলল ঘোমটা পরা মহিলা। 'আমি এসেছি, সম্ভব হলে তোমাদের বাঁচাতে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ত্রিশ

গলা থেকে ফাঁসটা খুলে টুল থেকে নেমে মেরিনার মুখোমুখি দাঁড়াল অটোমি।

'ও, তুমি মেরিনা,' শীতল কণ্ঠে বলল অটোমি। 'নিজের জন্মভূমির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, গোটা দেশটাকে ধ্বংস করে দিয়ে, লক্ষ-লক্ষ মানুষকে খুন করে, অসম্মানিত করে এখন এসেছ আমাদের উদ্ধার করতে! তোমার এই অযাচিত সাহায্যের চেয়ে যা করতে যাচ্ছিলাম, সেটাই আমাদের জন্য অনেক সম্মানের বলে মনে করি।'

আমার মনে হলো, এখনই বুঝি ঝট্ করে পিছন ফিরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে মেরিনা। কিন্তু দেখলাম, অটোমির সামনে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল মেয়েটা। তারপর হঠাৎ মাথা উঁচু করল।

'বলুন, রাজকুমারী,' সরাসরি চাইল মেরিনা অটোমির চোখে। 'বলির পাথরে এই টিউলের পাশে আপনি নিজের জীবন দিতে গিয়েছিলেন কেন?'

'আমি ওকে ভালোবাসি, তাই, মেরিনা।'

'আমিও যা করেছি, ভালোবাসার জন্যেই করেছি, রাজকুমারী; তাতে কে মরল আর কে বাঁচল, দেশের ক্ষতি হলো কি হলো না দেখতে যাইনি। মেয়েমানুষের ভালোবাসা অন্ধ। হয়তো অন্যায় হয়েছে আমার কর্টেযকে ভালোবাসা, হয়তো পাপ হয়েছে আমার, দেশের মানুষের ধিক্কার হয়তো নরকে নিয়ে গিয়ে ফেলবে

www.BanglaBook.org

আমাকে—কিন্তু আমার ভালোবাসা পরোয়া করেনি সেসবের, এখনও করে না। আমার প্রেম কি আপনার কাছে এতটুকু সহানুভূতিও আশা করতে পারে না?'

মাথা নাড়ল অটোমি। 'দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, মেরিনা। আমার ভালোবাসা কারও কোনও ক্ষতি করেনি। কিন্তু তোমারটা? জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে গেছে অ্যানাহুয়াক, প্রাণ দিতে হয়েছে লক্ষ-লক্ষ দেশবাসীকে। তোমার বিশ্বাসঘাতক প্রেমিক উপযুক্ত মর্যাদা দেবে বলে কথা দেয়ার পরও ওই চেয়ারে বসিয়ে সম্রাট গুয়াটেমককে কী নির্যাতন করেছে জানতে হলে তোমার এই বন্ধুর দিকে তাকাও একবার। তোমার ভালোবাসা সবার জন্য ডেকে এনেছে অমঙ্গল। কর্টেয তোমার বন্ধু টিউলেকে তুলে দিয়েছে তার ব্যক্তিগত শত্রুর হাতে যেমন খুশি তেমনি ভাবে নির্যাতন করে কথা আদায় করবার জন্যে। চেয়ে দেখো একবার কী করেছে সে তোমার বন্ধুর। কথা আদায় করতে না পেরে আমাকে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে, ওর চোখের সামনে আমাকে অপমান ও নির্যাতন করে ওর কাছ থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা করবে বলে। ভালোবাসার দোহাই দিচ্ছ, মেরিনা, বলো, এর মধ্যে ভালোটা কোথায়? আমরা যে নিজেদের সম্মান রক্ষা করতে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছি, তার মধ্যে তোমার মঙ্গলটা কী দেখতে পাচ্ছ? তোমারও তো একই পরিণতি হবে ওই লোকটার হাতে, যখন—'

'থামুন, দয়া করে থামুন!' ককিয়ে উঠল মেরিনা। দুই হাতের তালু দিয়ে বন্ধ করে রেখেছে কান দুটো। 'অভিশাপ দেবেন না, রাজকুমারী। যা করার করেছি, এখন যা হবার হবে। টিউলের কাছ থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা করব বলে কর্টেযকে জানিয়েই এসেছি আমি এখানে। কিন্তু আসলে এসেছি আপনাদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করব বলে।'

'কীভাবে?' জানতে চাইলাম।

'কাজটা সহজ হবে না, কপালের জোর লাগবে। তবু এই ঘর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে যদি বেরুনো যায়, ভাবলাম, ছদ্মবেশ নিয়ে সরে যেতে পারবে তোমরা দূরে। ভোর রাতের দিকে কেউ এখানে তেমন একটা হুঁশে থাকে না, খুঁটিয়ে লক্ষ করার তো প্রশ্নই ওঠে না। তোমার জন্যে এনেছি স্প্যানিশ সোলজারের পোশাক, তবে প্রিন্সেসকে বাজে একটা কাপড় পরতে হবে।' পোঁটলা খুলে আমার জন্য আনা পোশাক বের করে দিল মেরিনা। 'তোমার তলোয়ারটাও এনেছি কাজে লাগতে পারে মনে করে,' বলে নকে ট্রিস্টের রাতে ডায়ায নামে এক স্প্যানিশ যোদ্ধার দেওয়া সেই তলোয়ারটা বের করল ও। তারপর অটোমির জন্য যে কাপড় বের করল, সেটা দেখেই নাক-মুখ কুঁচকে ফেলল অটোমি। ওগুলো সৈন্যদের ছাউনিতে ঘুরে ঘুরে বেশ্যাবৃত্তি করে যেসব বাজে মেয়েছেলে, তাদের লাল-হলুদ মার্কা মারা বিশেষ পোশাক। কথা বলে চলেছে মেরিনা: 'সম্রাট মন্টেজুমার মেয়ে, অটোমির প্রিন্সেস অটোমি কোনদিন এই পোশাক পরতে পারে তা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। তাই ভাবলাম, এটাই হবে ওঁর জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ ছদ্মবেশ।'

প্রথম দিকে ঘোর আপত্তি জানালেও ওই কাপড় পরতে রাজি করানো গেল অটোমিকে। পরবর্তী প্রশ্নটা তুলল ও-ই।

'কাপড় পরলেই তো আর হলো না, এই ঘর থেকে বেরোব কী করে আমরা? গার্ডরা তালা খুলে দেবে আমাদের? এই কামরা থেকে যদি বা বের হতে পারি, ক্যাম্প থেকে বের হবো কী করে? আমার স্বামী তো হাঁটতেই পারবে না।'

মাথা নাড়ল মেরিনা।

'কেউ আপনাদেরকে দরজা খুলে দেবে না, রাজকুমারী,' বলল মেরিনা। 'বরং আমি চলে যাওয়ার পর ভালোমত পরীক্ষা করে দেখবে তালাগুলো ঠিকমত লাগানো হয়েছে কি না। তবে গার্ডদের নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। জানালার গরাদগুলো কাঠের, তা তো জানেনই; তলোয়ারের কয়েকটা কোপ

www.BanglaBook.org

পড়লেই গরাদ বলে কিছু আর থাকবে না ওখানে। বাইরে কারও সামনে পড়লে মাতালের অভিনয় করবে টিউলে, আর আপনি ওকে ব্যারাকে পৌঁছে দেওয়ার ভান করবেন। তারপর আপনাদের কপালে যা আছে তা-ই ঘটবে।' আমার দিকে ফিরল মেরিনা, 'যখন আমি সামান্য এক চাকরানি ছিলাম, তুমি মানুষের মর্যাদা দিয়েছিলে আমাকে, টিউলে। নির্লোভ-নম্র-ভদ্র ব্যবহার করেছিলে, ধৈর্য ধরে শিখিয়েছিলে স্প্যানিশ ভাষা। তাই তোমার জন্যে মস্ত বড় ঝুঁকি নিলাম আমি আজ। আমার যোগ-সাজশের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে কর্টেযের রোষ কীভাবে সামাল দেব জানি না।' একটু চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'যুদ্ধজয়ের পর আর ততটা দাম নেই আমার ওর কাছে।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল মেরিনা। একটু পরেই গার্ডরা এসে তালাগুলো পরীক্ষা করে গেল। তারপর সব চুপচাপ। জানালায় কান পেতে কারও সাড়া পাওয়া গেল না। বহুদূরে জুয়াড়িদের হল্লা, মাঝে মাঝে বাড়ে, আবার কমে যায়।

এবার কাজে নেমে পড়লাম। টুলের উপর বসে তলোয়ারের কোপে জানালার গরাদে বেশ বড়সড় একটা ফোকর তৈরি করলাম আমি। তারপর অনেক কষ্টে স্প্যানিশ সোলজারের পোশাক পরে নিলাম। সবচেয়ে কষ্ট দিল বুট জোড়া, ক্ষতবিক্ষত পায়ে ওগুলো গলাতে গিয়ে বারকয়েক থেমে ভাবতে হলো, তার চেয়ে ফাঁসীতে ঝুলে পড়াই ভালো ছিল কি না।

লাল-হলুদ কাপড় পরে অপমানে লাল হয়ে গেল অটোমির সুন্দর মুখটা। ওকে দেখে মনে হলো, মরমে মরে যাচ্ছে, ওর কৌলিন্যের অহঙ্কার লুটাচ্ছে ধুলায়।

প্রথমে অটোমিকে বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে বললাম। খুব সহজেই জানালা গলে বেরিয়ে গেল ও। আমি প্রথমে টুলের উপর উঠে অনেক কষ্টে শরীরটাকে ওপাশে নিলাম, তারপর মরা বিড়ালের মত পড়ে থাকলাম জানালার গোবরাটে। ওখান থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেক কসরত করে টেনে-হিঁচড়ে নামাল আমাকে অটোমি; কিন্তু মাটিতে পড়ে গোঙাতে থাকলাম ব্যথায়, উঠে দাঁড়াতে পারছি না। খানিক বিশ্রাম নিয়ে অটোমির হাত ধরে উঠে দাঁড়ালাম এক পায়ে। অপর পায়ের পাতা ছোঁয়াতেই পারছি না মাটিতে। চারপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখলাম না। পোপোর চূড়ায় মোলায়েম আলো দেখে বুঝলাম, সকাল হতে দেরি নেই। এখন যা করবার তাড়াতাড়ি করতে হবে, নইলে ধরা পড়ে যাব। কিন্তু কোন্‌দিকে যাব বুঝতে পারছি না।

'দক্ষিণ গেটের দিকে চলো,' বলল অটোমি। 'যুদ্ধ শেষ, কাজেই ওদিকটায় খুব সম্ভব পাহারার কড়াকড়ি থাকবে না। তা ছাড়া ওদিকের রাস্তাঘাট আমার চেনা আছে।'

কাজেই অটোমির কাঁধে ভর দিয়ে ডান পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেলাম তিনশো গজের মত। পথে দেখা হলো না কারও সঙ্গে। কিন্তু ভাগ্য বেশিক্ষণ অনুকূল থাকল না। একটা বাড়ির কোনা ঘুরেই পড়ে গেলাম তিনজন সৈন্যের সামনে। সারারাত হৈ-হল্লা করে তাঁবুতে ফিরছে।

'আরে! এ আবার কে?' বলল একজন। 'তোমার নামটা, কমরেড?'

পাঁড় মাতালের ভঙ্গিতে স্প্যানিশ ভাষায় জড়ানো গলায় বললাম, 'শুভরাত্রি, ব্রাদার, শুভরাত্রি!'

'বলতে চাইছ, সুপ্রভাত,' বলল লোকটা, 'নাম কী তোমার? চেহারাটা আগে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। তবে যুদ্ধ যে করেছ, সেটা লেখা রয়েছে চেহারায়,' বলে হেসে উঠল হা-হা করে।

'কমরেডের নাম জিজ্ঞেস করতে নেই,' টলতে টলতে বললাম। 'ক্যাপটেন শুনলে বারোটা বাজবে আমার। কী হলো, হাতটা ধরো, মেয়ে, দেখতে পাচ্ছ না–ঘুমের সময় হয়ে এল, সূর্য ডুবছে!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হেসে উঠল ওরা। একজন অটোমিকে বলল, 'এই গাড়লটাকে ছেড়ে তুমি আমার সঙ্গে চলো, সুন্দরী।' অটোমির হাত ধরে টানল লোকটা। চেহারাটা ভয়ঙ্কর করে তুলে এক ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল অটোমি। অবাক হয়ে চেয়ে থাকল তিন সৈনিক। আমরা টলতে টলতে এগোলাম সামনে। আরেকটা বাড়ির কোণ ঘুরে লোকগুলোর দৃষ্টির আড়ালে গিয়েই শুয়ে পড়লাম আমি মাটিতে। ব্যথায় গড়াগড়ি দিচ্ছি। লোকগুলোর যাতে সন্দেহ না হয়, সেজন্য এতক্ষণ আমি বাম পাটাও ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি।

কিন্তু টেনে তুলল আমাকে অটোমি।

'এখন এগোতে হবে, স্বামী। তা না হলে শেষ হয়ে যাবে আমাদের সব আশা-ভরসা।'

দাঁড়াতে গিয়ে কাতরে উঠলাম ব্যথায়। কীভাবে দক্ষিণ গেটে পৌছলাম জানি না, ভেবেছিলাম তার আগেই মরে যাব–তবে শেষ পর্যন্ত পৌছলাম। দেখলাম, গার্ড দিচ্ছে তিনজন লাস্কালান, স্প্যানিশ গার্ড ঘুমাচ্ছে গার্ডহাউসে। কম্বল দিয়ে গা-মাথা ঢেকে আগুন পোহাচ্ছে লাস্কালানরা।

'অ্যাই, কুত্তা! দরজা খোল্!' ভাঙা-ভাঙা আযটেকে বললাম।

স্প্যানিশ সোলজার দেখে ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল একজন, তবে একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'কেন, কার হুকুমে?'

লোকটার চেহারা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু গলার আওয়াজটা খুবই পরিচিত মনে হলো। ভয়ে কলজের পানি শুকিয়ে গেল আমার। কিন্তু কিছু একটা উত্তর দিতেই হয়, বললাম:

'কেন আবার? দেখতে পাচ্ছিস না, মাতাল হয়ে গেছি? বাইরে থেকে নেশাটা কাটিয়ে আসতে চাই। কার হুকুমে জিজ্ঞেস করছিস? আমার হুকুমে! দিনের শিফটের ডিউটি অফিসার আমি; বেআদবি করলে সারাদিন এমন বেত খাবি, জীবনে আর কাউকে কোনও প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হবে না।'

www.BanglaBook.org

'গার্ডরুমের টিউলেদের ডাকব?' নিচুগলায় সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'না,' জবাব দিল একজন। 'খেপে যাবেন সেনিয়র সারসেডা। শুতে যাওয়ার আগে বলে গেছেন, উপযুক্ত কারণ ছাড়া তাঁর ঘুম যে ভাঙাবে, তার খবর আছে! গেট খোলা বা বন্ধ রাখা তোমার ইচ্ছা, কিন্তু ভাল চাইলে তাঁকে ঘুম থেকে তুলো না।'

ডি গার্সিয়া ওখানে ঘুমিয়ে আছে শুনে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপতে শুরু করেছে আমার। যদি জেগে উঠে আমাকে দেখতে পায়? পরিষ্কার মনে পড়েছে আমার, এই লাস্কালানরাই ডি গার্সিয়ার নির্দেশে নির্যাতন করেছে আমাকে আজ। যদি আমার চেহারা দেখে চিনে ফেলে? ভয়ে আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছে না, এমনি সময়ে বাঁচিয়ে দিল অটোমির উপস্থিতবুদ্ধি। রাগী এক অফিসারের পেয়ারের মেয়েলোক হিসাবে নিখুঁত অভিনয় করে, সেই সঙ্গে কিছু নোংরা রসিকতা করে গার্ডকে ভজিয়ে ফেলল ও। গেট খুলে দিল গার্ড। আমরা বেরিয়ে এলাম ক্যাম্প-সাইট থেকে। কিন্তু বেরোবার মুহূর্তে চোখাচোখি হয়ে গেল গার্ডের সঙ্গে। কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল লাস্কালান গার্ড।

বুঝলাম, চিনে ফেলেছে। কথাটা বললাম অটোমিকে।

'আর কিছু করার নেই,' বলল অটোমি, 'কষ্ট করে সামনের ওই ঝোপ পর্যন্ত চলো।'

কিন্তু অর্ধেক পথ গিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেলাম আমি মাটিতে। চেষ্টা করেও আর উঠতে পারছি না। অবাক কাণ্ড! এত জোর কোত্থেকে এল অটোমির গায়ে বলতে পারব না, আমাকে পাঁজাকোলা করে বুকে তুলে নিল ও, তারপর পঞ্চাশ কদম হেঁটে চলে এল 'অ্যালোউ' ঝোপের আড়ালে।

পিছন ফিরে দেখলাম, আসছে লোকটা। একটা কাঁচ বসানো গদা হাতে সন্দেহ নিরসনের জন্য আসছে ও দ্রুত পায়ে।

'আর রক্ষা নেই,' বললাম অটোমিকে। 'আসছে লোকটা!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উত্তরে খাপ থেকে আমার তলোয়ারটা বের করে নিয়ে ঘাসের নীচে লুকিয়ে রাখল অটোমি। 'ভান করো যেন ঘুমিয়ে পড়েছ,' কানে কানে বলল ও, 'এটাই আমাদের শেষ সুযোগ।'

হাত দিয়ে মুখ ঢেকে মরার মত পড়ে থাকলাম। খানিক পরেই খসখস পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল, ঝোপ সরিয়ে এগিয়ে আসছে কেউ; তারপর টের পেলাম আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে লাস্কালান।

'কী চাও তুমি?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল অটোমি। 'দেখছ না, ঘুমাচ্ছে? ওকে ঘুমাতে দাও।'

'ওর মুখটা দেখতে হবে আমাকে,' বলেই আমার বাহু সরিয়ে দিল মুখের উপর থেকে। 'এইতো! যা ভেবেছিলাম! এরই পেট থেকে তো কাল আমরা কথা আদায় করবার জন্যে কী না করেছিলাম! কিন্তু ব্যাটা পালাল কী করে!'

'মাথা খারাপ হয়েছে তোমার? কী যা-তা বলছ!' হেসে উঠল অটোমি। 'মাতাল অবস্থায় মারপিট করে এখন পালাচ্ছে মার খাওয়ার ভয়ে।'

'মিথ্যা বলছ, মেয়ে, অথবা আসল ঘটনা কিছুই জানা নেই তোমার। এই লোক জানে কোথায় লুকানো আছে মন্টেজুমার সোনা-দানা,' বলতে বলতে দুই হাতে ধরে মাথার উপর গদা তুলল লোকটা।

'মারতে চাইলে মারো, কিন্তু একে খুন করে ফেললে ওই ধন-রত্নের সন্ধান পাবে কী করে? একে আমি আসলে ভালমত চিনিই না। সত্যিই তুমি যা বলছ ও যদি তা-ই হয়, তা হলে ধরে নিয়ে যাও না যেখান থেকে পালিয়েছে সেইখানে। আমি ত্যক্ত হয়ে গেছি, এই মাতালকে এখন ঘাড় থেকে নামাতে পারলে বাঁচি।'

'ঠিকই তো বলেছ! একে খুন করে ফেলা তো নিজের পায়ে কুড়াল মারা! জ্যান্ত ধরে নিয়ে যেতে পারলে পুরস্কার পাওয়া যাবে সেনিয়র সারসেডার কাছ থেকে। ধরো, আমাকে একটু সাহায্য

www.BanglaBook.org

…রো।'

'নিজেই করো যা করার,' বলল অটোমি বেজার কণ্ঠে। 'তবে সবচেয়ে আগে এর থলেটা হাতড়ে দেখা উচিত না? কিছু পাওয়া গেলে আমরা ভাগ করে নিতে পারি।'

'ঠিক কথাই তো বলেছ!' বলেই নিচু হয়ে ঝুঁকে আমার কোমরে বাঁধা থলেটা খোলায় মন দিল লোকটা।

ওর পিছনে দাঁড়ানো অটোমির চেহারাটা বদলে যেতে দেখলাম। ধক-ধক করে জ্বলছে ওর দুচোখ, ঠিক যে আলো দেখেছি নরবলির পূর্বমুহূর্তে পুরোহিতদের চোখে। ঘাসের নীচ থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিল ও তলোয়ারটা, তারপর প্রাণপণ শক্তিতে চালাল ওটা লোকটার ঘাড় লক্ষ্য করে। টুঁ-শব্দ না করে পড়ে গেল লোকটা, তার উপর পড়ল অটোমি। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ে রয়েছে লোকটার দিকে, হাতে রক্তাক্ত নাঙা তলোয়ার, একটু নড়তে দেখলেই মারবে আরেক কোপ।

'ওঠো,' বলল ও চাপা গলায়, 'ওর খোঁজে লোকজন এসে পড়ার আগেই। না, উঠতেই হবে তোমাকে।'

ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল মাড়িয়ে এগিয়ে চললাম আমরা। জানি না কোন্‌দিকে কোথায় যাচ্ছি। দুলছে দুনিয়াটা। মনে হচ্ছে, সব শূন্য, সব অর্থহীন। তারপর মনে হলো, আসলে এ-সবই ঘটছে কোনও দুঃস্বপ্নের মধ্যে, বাস্তব কিছু নয়। আগুনে লাল করা লোহার উপর দিয়ে খালিপায়ে হাঁটছি আমি স্বপ্নের মধ্যে। তারপর আবছা ভাবে দেখলাম বর্শা তাক করে এগিয়ে আসছে একদল সশস্ত্র লোক। মনে হলো, ওদের দিকে ছুটে যাচ্ছে অটোমি।

তারপর আর কিছুই মনে নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একত্রিশ

জ্ঞান ফিরতে দেখলাম একটা গুহার ভিতর শুয়ে আছি আমি। ম্লান আলো জ্বলছে। আমার উপর ঝুঁকে রয়েছে অটোমি। কাছেই শুকনো পাতা পুড়িয়ে কী যেন রান্না করছে একজন লোক।

'কী ঘটেছে, কোথায় আমি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'আপাতত আমরা নিরাপদ, স্বামী,' বলল অটোমি। 'তোমার খাওয়া হয়ে গেলে সব বলব খুলে।'

খাওয়া শেষ হতেই জিজ্ঞেস করল অটোমি, 'তোমার মনে আছে, আমাদের পিছু নিয়েছিল একজন লাস্কালান?'

'হ্যাঁ। যাকে তুমি খুন করলে। অত মনের জোর কোথায় পেলে তা-ই ভেবে অবাক লাগছে এখন।'

'তোমাকে বাঁচাবার তাগিদ শক্তি জুগিয়েছিল, স্বামী। ওই ঘটনার কথা আমি ভাবতে চাই না—কতদিন যে ঘটনাটা দুঃস্বপ্ন হয়ে কষ্ট দেবে, কে জানে। তবু, কপাল ভাল, একেবারে মেরে ফেলিনি ব্যাটাকে—কোপ মারতে গিয়ে কাত হয়ে গিয়েছিল তলোয়ার। অল্প একটু কেটেছে, আসলে জ্ঞান হারিয়েছিল ব্যথায় আর ভয়ে।

'কিছুদূর নির্বিঘ্নে এগোবার পর পিছন ফিরে দেখলাম লোকটার দুই সঙ্গী আসছে পিছু পিছু। সঙ্গীর ওই অবস্থা দেখে তাড়া করল ওরা আমাদের। তোমার তখন জ্ঞান নেই, আমারও শক্তি নেই তোমাকে বয়ে নিয়ে এগোবার, তবু তোমাকে ছেঁচড়ে

www.BanglaBook.org

নিয়ে চলেছি। লোকগুলো যখন আর মাত্র পঁচিশ গজ দূরে, সামনে দেখলাম আট-দশজন সশস্ত্র লোক ছুটে আসছে আমাদের দিকে।

'লোকগুলো আমাদের অটোমির যোদ্ধা, তোমার অধীনে যুদ্ধ করেছিল স্প্যানিয়ার্ডদের বিরুদ্ধে। ওরা দূর থেকে স্প্যানিশ ক্যাম্পের ওপর নজর রাখছিল। একা এক স্প্যানিয়ার্ডকে দেখে ওরা ছুটে আসছিল তোমাকে খুন করতে। আমার তখন কথা বলার মত দম নেই। তারপরেও দুই-এক কথায় আমাদের পরিচয় দিতে পারলাম। লাস্কালান দুজন আমাদের খুন করতে যাচ্ছে দেখে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। একজন মারা পড়ল তৎক্ষণাৎ, অপরজন বন্দি হলো এদের হাতে।

'স্প্যানিয়ার্ডরা আমাদের খুঁজতে আসবে বুঝতে পেরে গাছের ডাল কেটে একটা স্ট্রেচার মত বানিয়ে পাহাড়ি পথ ধরে তোমাকে বয়ে নিয়ে এসেছে ওরা প্রায় ষাট মাইল। এই গুহায় পড়ে আছো তুমি গত তিনদিন তিনরাত। অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে ওরা, একবার তো একটা দল এই গুহার পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে পড়েছিল। কিন্তু কোথাও আমাদের চিহ্ন দেখতে না পেয়ে ফিরে গেছে ক্যাম্পে। বিপদ অনেকটা কেটে গেছে, এখন তুমি উঠে দাঁড়াতে পারলেই আমরা সরে যাব এখান থেকে।'

'কিন্তু যাব কোথায়, অটোমি? আমাদের তো যাওয়ার জায়গা নেই।'

'সিটি অভ পাইনসেই আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করব প্রথমে। সেখানে জায়গা না হলে সাগরের ওপারে যাওয়ার কথা ভাবতে হবে। এ ছাড়া আর তো কিছু করার নেই, স্বামী।'

'সাগরের কথা ভুলে যাও,' বললাম। 'এদিকে আর কোনও দেশের জাহাজ আসে না, সব স্প্যানিশ জাহাজ। আর সিটি অভ পাইনসে কেমন অভ্যর্থনা পাওয়া যাবে সে তো তুমি জানোই। ওখানকার হাজার হাজার বীর যোদ্ধা প্রাণ দিয়েছে আমাদের সাহায্য করতে গিয়ে।'

www.BanglaBook.org

'ঝুঁকি তো আছেই,' বলল অটোমি, 'তারপরেও চেষ্টা করে দেখতে হবে। এবার এসো, তোমার জখমগুলো বেঁধে দিয়ে একটু জিরিয়ে নেব।'

আরও তিনদিন ওই গুহায় বিশ্রাম নিয়ে অটোমির নিরলস পরিচর্যায় কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলাম। পা যদিও মাটিতে ছোঁয়াতে পারব না, স্ট্রেচারে শুয়ে পথ চলতে অসুবিধে হবে না। রাতে রওয়ানা হলাম আমরা। সিটি অভ পাইনসের কাছের সেই গিরিপথে পৌঁছতেই থামাল আমাদের প্রহরীরা। পরিচয় দিল অটোমি, আমাদের অবস্থার বর্ণনা দিল, তারপর ওদের কয়েকজনকে আগে আগে গিয়ে আমাদের আগমনের খবর দিতে বলল শহরের গোষ্ঠীপ্রধানদের। বার্তাবাহকদের পিছন পিছন ধীরপায়ে চললাম আমরা শহরের দিকে, কারণ এত পথ আমাকে বইতে হয়েছে বলে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আমাদের সঙ্গের সবাই। গিরিপথের বাঁক ঘুরে দেখতে পেলাম আগ্নেয়গিরি যাকার তুষারঢাকা চূড়ায় লাল হয়ে আছে দিন শেষের আলো।

আমাদের ফিরে আসার সংবাদ পৌঁছে গেছে শহরে। ঘর থেকে নারী-পুরুষ সবাই বেরিয়ে এসে ছোট ছোট দলে জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। বেশিরভাগ লোকই চুপচাপ দেখল আমাদের, কিন্তু যারা যুদ্ধে স্বামী বা সন্তান হারিয়েছে, তারা ক্ষুব্ধ, চাপাকণ্ঠে শাপ-শাপান্ত করল আমাদের। গতবছরের তুলনায় এবারের অভ্যর্থনার পার্থক্য বড়ই প্রকট ভাবে ধরা পড়ল আমার চোখে। কোথায় সেই আবাহনী সঙ্গীত, কোথায় পুষ্পবৃষ্টি! ক্লান্ত চার বাহকের কাঁধে স্ট্রেচারে শুয়ে আছি আমি, আমার পাশে পাশে হাঁটছে মলিন পোশাক পরা রাজকুমারী অটোমি। পরিষ্কার বোঝা গেল, তাদের শোক-দুঃখ, ক্ষয়-ক্ষতি আর চরম বিপর্যয়ের জন্য আমাদেরকেই দায়ী ভাবছে শহরবাসী। যেভাবে দাঁত খিঁচিয়ে চোখ পাকাচ্ছে, এটুকুতেই ক্ষান্ত দেবে কি না বুঝতে পারছি না।

রাস্তা ছেড়ে টিওকালি বা মন্দিরের বিশাল প্রাঙ্গণ পার হয়ে

www.BanglaBook.org

প্রাসাদে পৌঁছলাম আমরা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পবিত্র আগ্নেয়গিরি যাকার অন্তরের আগুন সাদা ধোঁয়ার গায়ে লালচে আভা হয়ে বেরিয়ে আসছে।

প্রাসাদেও আমাদের অভ্যর্থনার কোনও ব্যবস্থা নেই। সাধারণ টরটিলা দিয়ে রাতের খাবার সেরে শুয়ে পড়লাম আমরা। অনেক রাতে অটোমির কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙল আমার। ফুঁপিয়ে কাঁদছে অটোমি, মনে হচ্ছে বুকটা ভেঙে যাচ্ছে ওর দুঃখে। সন্তান মারা যাওয়ার পর আর কখনও ওকে কাঁদতে দেখিনি।

'কাঁদছ কেন, অটোমি?'

'ও, তুমি জেগে আছো?' বলল অটোমি, 'আমি জানলে সামলে রাখতাম নিজেকে।'

'কান্না কীসের জন্যে?'

'ভাগ্যদোষে আজ কোথায় নেমে এসেছি! একা আমি না, তোমাকেও টেনে নামিয়েছি এই অসম্মানজনক অবস্থায়। কী ব্যবহারটাই না করল ওরা আজ আমাদের সঙ্গে!'

'তার উপযুক্ত কারণ তো আছেই, বউ,' ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলাম। 'তোমার কী মনে হয়, আমাদের নিয়ে কী করবে অটোমিরা? মেরে ফেলবে, না কি তুলে দেবে স্প্যানিয়ার্ডদের হাতে?'

'জানি না, স্বামী। কাল সকালে জানা যাবে সব। তবে প্রাণ থাকতে আত্মসমর্পণ করব না আমি!'

'আমিও না। কর্টেয বা তার অবতার ডি গার্সিয়ার আদর-আপ্যায়ন আর খাতির-যত্নের চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো। যা-ই হোক, অটোমিদের হাব-ভাব কিন্তু আজ আমারও বিশেষ সুবিধের মনে হলো না।'

'কী করে মনে হবে? দেশের সেরা সন্তানদের ওরা তুলে দিয়েছিল আমাদের হাতে। আজ তারা কেউ জীবিত নেই। কষ্টে ওদের বুক তো ফেটে যাবেই। কিন্তু তুমি এসব নিয়ে দুশ্চিন্তা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোরো না তো, ঘুমাও এখন। কালকের সভায় কী সিদ্ধান্ত হয়, দেখা যাবে কাল। সব কষ্টেরই শেষ আছে।'

পরদিন বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙল আমার। অটোমি অবশ্য খুব ভোরেই উঠে পড়েছে। প্রথমে আমাদের জন্য ভালো খাবার ও পোশাকের ব্যবস্থা করেছে, তারপর অনুগত ও বন্ধুভাবাপন্ন কয়েকজন লোককে ডেকে এনে তাদের মাধ্যমে খবর পাঠিয়েছে শহরে: দুপুরে প্রাসাদের সিঁড়ি থেকে দেশের মানুষের প্রতি তাঁর বক্তব্য রাখবেন প্রিন্সেস অটোমি।

'তোমার কথা শুনতে আসবে ওরা?' জানতে চাইলাম।

'আসবে,' হাসল অটোমি। 'কৌতূহলই টেনে আনবে ওদের। ওরা দেখতে আসবে আমাদের, জানতে চাইবে কীভাবে বেঁচে ফিরে এলাম, আসলে কী ঘটেছিল টেনকটিটলানে। অনেকে আসবে আমাদের ওপর গায়ের ঝাল মিটাতে। আসতে হবে ওদের সবাইকেই।'

ঠিকই বলেছিল অটোমি। দুপুরের আগেই দেখলাম প্রাসাদের সিঁড়ি থেকে পিরামিডের দেওয়াল পর্যন্ত গিজগিজ করছে মানুষের কালো মাথা। সিটি অভ পাইনসের সব লোক ভেঙে পড়েছে আজ প্রিন্সেস অটোমির বক্তব্য শুনতে বলে।

সিঁথি করে মাথায় সুন্দর খোঁপা বাঁধল অটোমি, তাতে ফুল গুঁজল; গায়ে পাখির পালক দিয়ে তৈরি দামি পোশাক পরল, গলায় পরল গুপ্তধনের চেম্বারে হাসতে হাসতে আমাকে গুয়াটেমকের দেওয়া সেই মহামূল্য এমারেল্ডের নেকলেস, কোমরে পরল সোনার চওড়া বিছা, হাতে নিল দু'-মাথায় সোনা বাঁধানো কালো রাজদণ্ড। আর আমাকে স্ট্রেচারে শুইয়ে তুলে দিল সেই চার বাহকের কাঁধে। অটোমির পাশে পাশে আমাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো সিঁড়িতে নামার আগে যে প্রশস্ত চৌকি আছে, সেখানে। আমাদের দেখামাত্র হিংস্র হুঙ্কার ছাড়ল হাজার হাজার শহরবাসী। ক্রমেই বাড়ছে ওদের চিৎকার। মনে হলো, হাতের

www.BanglaBook.org

কাছে পেলে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলবে আমাদেরকে। কী বলছে, প্রথমে না বুঝলেও একটু পরেই পরিষ্কার বুঝতে পারলাম।

'খুন করো! খুন করো ওদের! মিথ্যুকদের তুলে দাও টিউলেদের হাতে!'

দুই পা এগিয়ে সিঁড়ির কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল অটোমি, একটি কথাও না বলে রাজদণ্ড তুলে ধরল এক হাতে। কিন্তু থামল না জনতা–হাজারো কণ্ঠে হুমকি দিচ্ছে, অভিশাপ দিচ্ছে–বেড়েই চলেছে গোলমাল। বার কয়েক তেড়ে এগিয়ে এল ওরা, যেন এখনই খুন করে ফেলবে বিশ্বাসঘাতিনীকে। কেউ একজন একটা বর্শাও ছুঁড়ল ওর দিকে, অটোমির কাঁধ আর গলা ছুঁয়ে চলে গেল ওটা।

যে চার যোদ্ধা আমাকে বয়ে এনেছে, ওরা ভয় পেয়ে গেল এবার। মৃত্যু অবধারিত জেনে স্ট্রেচারটা নামিয়ে রেখে দৌড় দিল প্রাসাদের ভিতরের দিকে। পাথরের মূর্তির মত দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল অকুতোভয় অটোমি, বর্শা আসতে দেখেও নড়েনি একচুল, ভুরু জোড়া সামান্য কুঁচকে দেখছে ওর প্রজাদের। ধীরে ধীরে কমে এল কোলাহল। ওর দুঃসাহস দেখে অবাক হয়ে গেছে বৈরী লোকজন। সবাই যখন চুপ করল তখন পরিষ্কার উঁচুগলায় প্রশ্ন রাখল ও সবার উদ্দেশে।

'আমি কি আমার আপন লোকদের মধ্যে আছি, না কি শত্রুদের মধ্যে? না কি আমরা নিজেদের ঐতিহ্য ভুলে জংলী, তস্কর, লাস্কালানদের মত হয়ে যাচ্ছি? অটোমিবাসী, শোনো। আমার একটা কণ্ঠ, হাজার মানুষের হাজারটা প্রশ্নের জবাব দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমাদের হয়ে কথা বলার জন্যে নিজেদের পছন্দসই একজনকে বেছে নাও তোমরা, যে তোমাদের মনের কথা জানে, তোমাদের ইচ্ছার কথা জানে; তোমাদের যুক্তি-তর্ক-বক্তব্য পেশ করতে পারবে।'

একথা শুনে আবার হৈ-হল্লা শুরু হলো; একজন এক নাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলে তো আরেকজন বলে আরেক নাম। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে ম্যাক্সলা নামে একজন অভিজাত বংশের সম্মানিত পুরোহিতকে পাঠানো হলো সামনে। অটোমিদের মধ্যে এই লোকের অকল্পনীয় প্রভাব রয়েছে। গতবছর এই লোক স্প্যানিয়ার্ডদের সঙ্গে মিত্রতার পক্ষে উচ্চকণ্ঠ ছিল, আযটেকদের হয়ে যুদ্ধ করবার জন্য সৈন্য পাঠাবার ঘোর বিরোধিতা করেছিল। একা এল না সে, সঙ্গে নিয়ে এল কর্টেযের বিশেষ প্রতিনিধি চারজন লাস্কালান সর্দারকে। এদের দেখেই মনটা দমে গেল আমার। কারণ, এদের আগমনের কারণ আমার ভালো করেই জানা আছে।

'বলুন, ম্যাক্সলা,' সবাইকে শুনিয়ে চেঁচিয়ে বলল অটোমি, 'জবাব দিতে হলে আপনার প্রশ্ন কী তা জানতে হবে আমাদের। আর অটোমির জনগণের প্রতি আমার অনুরোধ থাকল: আমাদের উভয় পক্ষের কথা মন দিয়ে শুনুন, যাতে কথা শেষ হলে নিজেরাই বিচার করতে পারেন কোন্‌টা ঠিক, আর কোন্‌টা বেঠিক।'

চুপ হয়ে গেল সবাই। কান পেতে রয়েছে ম্যাক্সলা কী বলে শুনবে বলে।

'প্রিন্সেস, তোমার এবং তোমার রাষ্ট্রদ্রোহী বলে ঘোষিত স্বামীর সঙ্গে কথা আমার অল্পই। সোজাসুজিই বলি,' গম্ভীর মুখে শুরু করল ম্যাক্সলা। 'কিছুকাল আগে তুমি এখানে এসেছিলে আযটেকের সম্রাট কুইটলাহুয়ার পক্ষে দেবতা কিটযালের সন্তান টিউলেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করতে। আমাদের অনেকের মতামত ও সাবধানবাণী উপেক্ষা করে একদল সৈন্য তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তুমি আমাদের কলজের টুকরা বিশ হাজার তরতাজা জওয়ানকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলে টেনকটিটলানে। জবাব দিতে পারবে, কোথায় তারা এখন? আমি বলছি কোথায়। তাদের মধ্য থেকে শ' দুয়েক ছেলে বাড়ি ফিরে এসেছে, বাকিরা সব গেছে শেয়াল-কুকুর আর শকুনের পেটে। তোমার সঙ্গে গিয়ে খুন হয়েছে আমাদের সোনার

www.BanglaBook.org

টুকরো ছেলেরা, কেউ বেঁচে নেই আর তাদের। তুমিই নিয়ে গিয়ে খুন করিয়েছ ওদের। এই বিশ হাজার প্রাণের বিনিময়ে এখন যদি অটোমির মানুষ তোমাদের প্রাণ নিতে চায়, সেটা কি খুব বেশি চাওয়া হবে? কিন্তু আমরা সেটা চাইছি না। এই যাঁরা আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, টিউলেদের জেনারেল ম্যালিঞ্চের পাঠানো দূত এঁরা। মাত্র এক ঘণ্টা আগে পৌঁছেছেন এই শহরে। এঁদের মাধ্যমে কী দাবি জানিয়েছেন ম্যালিঞ্চে, তাঁরই ভাষায় শুনে নাও:

'"মন্টেজুমার মেয়ে অটোমি আর টিউলে নামে পরিচিত তার পলাতক দেশদ্রোহী প্রেমিককে আমার হাতে তুলে দাও, অটোমির জনগণ, তা হলে তোমাদের মঙ্গল হবে। আর যদি ওদেরকে লুকিয়ে রাখো কিংবা আমার হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করো তা হলে টেনকটিটলানের মত একই পরিণতি হবে সিটি অভ পাইনসের। আমার ভালোবাসা, না কি আমার রোষ–যেটা খুশি বেছে নাও। আমার দাবি মেনে নিলে অতীতের অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, অনেক হালকা জোয়াল চাপানো হবে তোমাদের কাঁধে; আর যদি অমান্য করো, জুতোর নীচে গুঁড়িয়ে দেব আমি তোমাদের উপত্যকার রানি সিটি অভ পাইনসকে, পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দেব তোমাদের নাম ও চিহ্ন।"

'কী, দূতেরা, এই বার্তাই পাঠাননি ম্যালিঞ্চে আপনাদের মাধ্যমে?'

'হ্যাঁ,' বলল একজন দূত। 'ঠিক এই কথাগুলোই বলেছেন তিনি, ম্যাক্সলা।'

আবার রব উঠল জনতার মধ্য থেকে, 'তুলে দাও, শান্তির স্বার্থে ওদেরকে তুলে দাও ম্যালিঞ্চের হাতে।' তবে অটোমিকে উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে উদ্যত দেখে শান্ত হলো সবাই। এই পক্ষের কথাও শুনতে চায় তারা।

'মনে হচ্ছে, বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে আজ আমাকে আমারই প্রজারা। শুধু আমাকে নয়, আমার স্বামীকেও। বেশ,

www.BanglaBook.org

একজন মহিলার পক্ষে যতটা সম্ভব আমি বলছি, আমার কথা শুনে আপনারাই সিদ্ধান্ত নেবেন বিচারের রায় কী হওয়া উচিত।

'কী আমাদের অপরাধ? আমরা কুইটলাহুয়ার নির্দেশে এখানে এসে টিউলেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করার আহ্বান জানিয়েছি। কী বলেছিলাম সেদিন আমি আপনাদের? বলেছিলাম, অ্যানাহুয়াকের মানুষ যদি একজোট হয়ে টিউলেদের বিরুদ্ধে না দাঁড়ায় তা হলে একে একে সবারই কোমর ভেঙে পঙ্গু করে দেওয়া হবে আমাদেরকে চিরতরে। আমি কি মিথ্যা বলেছিলাম সেদিন? না। আজ দেখতে পাচ্ছি, আমাদেরই কোনও কোনও গোষ্ঠী, বিশেষ করে লাস্কালানদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে শ্মশানে পরিণত হয়েছে রাজধানী টেনকটিটলান।'

'ঠিক কথা!' একটা গলা শোনা গেল ভিড়ের মধ্য থেকে।

'হ্যাঁ, অটোমির জনগণ, সেদিন আমি ঠিক কথাই বলেছিলাম। অ্যানাহুয়াকের প্রতিটা গোষ্ঠী যদি অটোমির বীর যোদ্ধাদের মত টিউলেদের বাধা দিত, আজ তা হলে ইতিহাস ভিন্ন হতো। ওরা মারা গেছে, সেই শোকে আমাদেরকে শত্রুর হাতে তুলে দিতে চাইছেন আপনারা, কিন্তু আমি ওদের জন্য শোক করছি না, যদিও আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা অনেকেই ছিল তাদের মধ্যে। আমি তাদের জন্য গর্ব অনুভব করছি। রাগ করবেন না, আপনাদের অনেকের মধ্যেই আমি টিউলেদের ক্রীতদাসে পরিণত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করছি। কিন্তু তারা এই দাসত্ব মেনে নেয়নি, দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, বীরের মত যুদ্ধ করেছে তারা, বীরের সম্মান নিয়ে মৃত্যু বরণ করে অনন্তকালের জন্য চলে গেছে সূর্যের বাড়িতে। আপনাদের আমি একটিও মিথ্যা কথা বলিনি। ওদের সঙ্গে মিত্রতা করতে গিয়ে যারা আজ টিউলেদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে, তাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এই লাস্কালানদের দেখুন। কীসের মিত্রতা, কীসের বন্ধুত্ব?—চাকর খাটছে ওরা টিউলে প্রভুদের। টেনকটিটলানকে আবার গড়ে তোলার কাজে লাগিয়ে

www.BanglaBook.org

দেওয়া হয়েছে ওদেরকে ইতিমধ্যেই। অটোমির পাহাড়ি সন্তানরা, আপনারাও কি টিউলদের জুতো-লাথি-গালি আর বেত খেয়ে ম্যালিঞ্চের সম্পদ বাড়াবার জন্য মুখ বুজে কামলা খাটতে চান? না কি তীর-ধনুক আর বর্শা ব্যবহার করে নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখতে চান?

'আমি বারণ করছি, বন্ধুগণ, ওদের সঙ্গে মিত্রতা করতে যাবেন না। যারা গেছে তাদেরই কাঁধে চেপে গেছে জোয়াল।'

দম নেওয়ার জন্য থামল অটোমি। দ্বিধার গুঞ্জন শোনা গেল জনতার মধ্যে। কিছু বলার জন্য একপা এগিয়েছিল ম্যাক্সলা কিন্তু অনেকগুলো কণ্ঠ চেঁচিয়ে উঠল, 'অটোমি, অটোমি! অটোমির কথা শুনি আগে।'

'ধন্যবাদ,' বলল অটোমি। 'আমার আরও কিছু কথা বলার আছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের অপরাধ: আমরা টিউলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য এখান থেকে সৈন্যদল নিয়ে গিয়েছি। এই যোদ্ধাদের আমরা নিলাম কী করে? আমরা কি বাধ্য করেছিলাম আপনাদেরকে, যুদ্ধ করতেই হবে? কোনও রকম জোর-জুলুম করেছিলাম? না। আমি গোটা অবস্থাটা বুঝিয়ে বলার পর আপনাদের বলেছিলাম: আমার কথা মেনে নেওয়ার কোনও দরকার নেই, নিজ-নিজ বুদ্ধি খাটিয়ে আপনারাই বেছে নেবেন নিজেদের পথ। নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবেন, এদিক না ওদিক। আপনাদের ওপরই নির্ভর করছে অ্যানিহুয়াকের ভবিষ্যৎ: বেছে নিন, আযটেকের সঙ্গে মিত্রতা, না কি টিউলদের জোয়াল।

'আপনারাই স্বাধীন ভাবে বেছে নিয়েছিলেন কী করবেন। স্বেচ্ছায় পাঠিয়েছিলেন আপনাদের সন্তানদের। আপনারা যদি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন সেটা আমাদের অপরাধ হয় কি করে? যদিও আমি এখনও মনে করি না সে সিদ্ধান্তে আপনাদের কোনও ভুল ছিল। আজ আপনারা মনে করছেন, ভুল হয়েছিল সেদিন-

www.BanglaBook.org

আপনাদের, সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে আমাদের দুজনকে যদি টিউলেদের হাতে তুলে দেন, তা হলেই ওদের সঙ্গে আপনাদের মৈত্রী হয়ে যাবে? ভেবে দেখুন আরেকবার। আপনাদের বিশ হাজার সন্তান ওদের অন্তত বিশ হাজার সৈন্যকে খতম না করে কি এমনি এমনি মরে গেছে? ভাবুন।

'আমাদেরকে টিউলেদের হাতে তুলে দিয়ে চির শান্তি লাভ করতে চান, ভালো কথা, কিন্তু তার আগে ওখানে আমাদের কী অবস্থা হয়েছিল আমার মুখ থেকে তার বর্ণনা শুনে নিন কিছুটা।

'কোত্থেকে শুরু করি? এই লাস্কালানদের সহায়তায় আমাদের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিল টিউলেরা, অবরোধ করে রাখল মাসের পর মাস। আমার একটা ছেলে হয়েছিল, বেঁচে থাকলে ও আজ আপনাদের প্রিন্স হতো। আমার চোখের সামনে দিনের পর দিন খেতে না পেয়ে একটু একটু করে শুকিয়ে মরে গেল ছেলেটা। কিন্তু এজন্য আমার কোনও অভিযোগ নেই। আমার একটা ছেলে গেছে, আপনাদের গেছে হাজার হাজার।'

এরপর জ্বালাময়ী ভাষায় স্প্যানিয়ার্ডদের নির্মমতার পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরল অটোমি শ্রোতাদের সামনে। শোনাল, তাদের বীর সন্তানরা আমার নেতৃত্বে কী আশ্চর্য সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছে দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য। পুরো একটি ঘণ্টা ধরে যুদ্ধের বর্ণনা শোনাল ও মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতাদের। যখনই আমার প্রসঙ্গ উঠল, যে অল্প কয়েকজন যোদ্ধা ফিরে আসতে পেরেছে, তাদের কেউ না কেউ চিৎকার করে সমর্থন জানাল অটোমিকে। 'সত্যি কথা! আমি ছিলাম ওখানে! আমি নিজ চোখে দেখেছি!'

'আমাদের সাধ্যমত সবকিছু করার পরেও,' বলল অটোমি, 'শেষরক্ষা হলো না। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধুলোয় মিশিয়ে দিল ওরা টেনকটিটলান। আমার চাচাতো ভাই সম্রাট গুয়াটেমক বন্দি হলো ম্যালিঞ্চের হাতে, তার সঙ্গে ধরা পড়ল আমার স্বামী টিউলে, বন্দি

www.BanglaBook.org

হলাম আমি আর আমার বোন সম্রাজ্ঞী টেকুইচ্‌পো এবং আরও অনেকে। ম্যালিঞ্চে শপথ করে বলেছিল, সম্রাট ও আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে যথোপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা হবে। সেই সম্মান ও মর্যাদার নমুনা দেখা গেল কয়েকদিনের মধ্যেই। সম্রাট গুয়াটেমককে বসানো হলো নির্যাতনের চেয়ারে, আর ওদের লাস্কালান দাসরা জ্বলন্ত চুলো এনে রাখল তার পায়ের নীচে, আগুনে লাল করা সাঁড়াশি দিয়ে চিমটে ধরে ক্ষত-বিক্ষত করল তার সারা দেহ। কীসের জন্য? তারা জানতে চায়, কোথায় লুকানো আছে মন্টেজুমার বিপুল ধন-রত্ন। ধিক্, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক ম্যালিঞ্চেকে! একা গুয়াটেমককে নয়, পাশের চেয়ারে বসিয়ে একই নির্যাতনে জর্জরিত করে সম্মান দেখিয়েছে ওরা টাকুবার প্রিন্স ও আমার স্বামী টিউলেকেও। এবং আপনারা জেনে সুখী হবেন, একটি শব্দও বের করতে পারেনি ওরা এই তিনজনের কারও মুখ থেকে। তারপর আমাকেও নিয়ে যাওয়া হয় ওই কামরায়, ওদের ধারণা: চোখের সামনে আমার ওপর নির্যাতন করলে সব কথা বলে দেবে আমার স্বামী। মৃত্যুর মুখ থেকে নেহায়েত কপাল জোরে ফিরে এসেছি আমরা এখানে আশ্রয়ের সন্ধানে। আসতাম না, যদি জানতাম আমার নিজের মানুষদের কাছে আজ আমাকে এইভাবে জবাবদিহি করতে হবে।

'প্রিয় দেশবাসী, আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, বেঈমান ম্যালিঞ্চের কথায় ভুলবেন না। কিছুতেই আত্মসমর্পণ করবেন না। স্বাধীন থাকুন, তাতে যদি শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয়, তা-ও ভালো। মৃত্যু তো হবেই একসময়। পরাধীনতার গ্লানি নিয়ে মরার চেয়ে স্বাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করুন। একবার হাতের মুঠোয় পেলে টিউলেরা আপনাদের কী অবস্থা করবে দেখাচ্ছি!' এই বলে আমার গা থেকে কাপড় ও ব্যান্ডেজ খুলে ফেলল অটোমি, তারপর উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালাম আমি।

www.BanglaBook.org

'চেয়ে দেখুন,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল অটোমি। আঙুল তুলে একে একে দেখাল সবাইকে আমার সারা শরীরের জখমগুলো, 'দেখুন টিউলেদের সম্মান ও মর্যাদার নমুনা। দেখে সাবধান হন। নইলে এই একইরকম দাগ পড়বে আপনাদের গায়েও–আপনাদের সমস্ত সোনা ওদের হাতে তুলে দিয়েও কিছুতেই লোভ মিটাতে পারবেন না টিউলেদের।'

অটোমি থেমে যাওয়ার পর পুরো একটা মিনিট চুপ করে থাকল শ্রোতৃবৃন্দ, টুঁ শব্দ নেই কারও মুখে। তারপর গর্জে উঠল জনতা। আগের চেয়ে বহুগুণ জোরে। তবে এবারের ক্ষোভ আমাদের বিরুদ্ধে নয়। জয় করে নিয়েছে অটোমি তার দেশবাসীকে। জনতার ক্রোধ এবার গিয়ে পড়েছে টিউলে ও লাস্কালানদের উপর, যারা হত্যা করেছে তাদের ভাই, পিতা বা সন্তানকে। তারস্বরে চিৎকার করছে ওরা, অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দিচ্ছে; কাছাকাছি যারা ছিল, তারা টানা-হেঁচড়া করে ছিঁড়ে দিল দূতদের জামা-কাপড়। ম্যাক্সলা কিছু বলার চেষ্টা করল, কিন্তু কে শুনবে এখন তার কথা! চারপাশ থেকে কিল-ঘুসি আর লাঠির বাড়ি পড়তে শুরু করল ম্যাক্সলা ও তার চার সঙ্গীর উপর। মুখে বলছে:

'যা, ব্যাটারা, ম্যালিঞ্চের হুমকির উত্তর দিয়ে দিচ্ছি তোদের পিঠে! পালা, কুকুরের দল, দূর হ আমাদের শহর থেকে!'

পালাল ওরা প্রাণ নিয়ে।

গোলমাল থেমে গেলে কয়েকজন গোষ্ঠীপ্রধান এগিয়ে এসে অটোমির হাতে চুমো দিয়ে বললেন:

'ঠিকই বলেছ, রাজকুমারী! দাস হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে স্বাধীনতার গৌরব নিয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। আমরা তোমার সন্তান, তোমার সঙ্গেই থাকব আমৃত্যু।'

চার বাহকের কাঁধে চড়ে ঘরে ফিরে যেতে যেতে বললাম, 'অটোমি, তোমার মত মেয়ে গোটা পৃথিবী খুঁজে আর একটা

www.BanglaBook.org

পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ! সত্যি তোমার তুলনা হয় না।'

মৃদু হাসি ফুটল অটোমির সুন্দর মুখে। বলল, 'তোমার প্রশংসাই আমার সেরা পুরস্কার।'

'তবে,' বললাম আমি, 'তোমার লোকদের এবার যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া হয়েছে ম্যালিঞ্চের, অপমান করা হয়েছে তার দূতদের, অস্বীকার করা হয়েছে তার বশ্যতা, মেনে নেয়া হয়নি দাবি। প্রতিশোধ নিতে আসবে ওরা এবার।'

বত্রিশ

কিছুদিন চুপচাপ শান্তিতেই কাটল আমাদের সিটি অভ পাইনসে। ধীরে ধীরে শুকিয়ে এল আমার শরীরের ক্ষতগুলো। জানি এ-শান্তি ক্ষণস্থায়ী। অটোমির অধিবাসীরাও জানে সেটা। জানে, ম্যালিঞ্চের দূতদেরকে মেরে-ধরে শহর থেকে বের করে দেওয়ার ফল তাদের ভোগ করতেই হবে।

কাজেই যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। সমাজের হোমরা-চোমরাদের নিয়ে 'ওয়ার কাউন্সিল' তৈরি হলো। অটোমি তার প্রেসিডেন্ট। আমাকেও রাখা হলো উপদেষ্টা হিসাবে।

বেশ কিছুদিন চলল কুচকাওয়াজ, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার মহড়া। তারপর একদিন সংবাদ এল: আসছে ওরা। পঞ্চাশজন স্প্যানিয়ার্ড সিটি অভ পাইনসের দিকে এগিয়ে আসছে পাঁচ হাজার লাস্কালান সৈন্য আর বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, আমাদেরকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধুলোয় মিশিয়ে দেবে বলে।

অটোমি যোদ্ধাদের অধিনায়ক হিসাবে আমাকে মনোনীত করা হলো। দশ হাজারের কিছু বেশি সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলাম আমি। শহর থেকে বেরিয়ে গিরিপথের তিনভাগের এক ভাগ গিয়ে ক্যাম্প করলাম। সঙ্কীর্ণ গিরিপথে জায়গার অভাব বলে সঙ্গে এনেছি কেবল হাজার তিনেক যোদ্ধা, বাকিদের জন্য ভিন্ন পরিকল্পনা আছে আমার। গোপন পাহাড়ি পথে পাঠিয়ে দিলাম সাত হাজার যোদ্ধাকে দুইপাশের পাহাড়ের মাথায়। পাহাড়ের হাজার ফুট উপর থেকে তাকিয়ে যেখানে যেখানে গিরিপথ দেখা যাবে, সেসব জায়গায় প্রচুর পরিমাণে ছোট-বড় পাথর জড়ো করবার নির্দেশ দিলাম ওদের।

নীচের যোদ্ধাদের মধ্য থেকে পাঁচশোজনকে সঙ্গে রাখলাম আমি, বাকি আড়াই হাজার সৈন্যকে তীর-ধনুক আর বল্লম হাতে অ্যামবুশের জন্য এমন সব আড়াল-আবডালে দাঁড় করিয়ে দিলাম, যেখানে উপর থেকে ফেলা পাথর পড়ে মাথা ফাটবার ভয় নেই। তারপর বিশ্বস্ত কয়েকজনকে পাঠিয়ে দিলাম সামনে, শত্রুসেনা দেখা গেলেই তারা দৌড়ে এসে খবর দেবে আমাকে।

নিজের পরিকল্পনায় আমি তো খুব সন্তুষ্ট, প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছি শত্রুদের জন্য—তখনও জানি না, আর একটু হলেই সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছিল। আমাদের শত্রু ম্যাক্সলাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, যাতে সারাক্ষণ ওকে চোখে চোখে রাখতে পারি, পিছন থেকে কোনও শয়তানি করার সুযোগ না পায়। আমি জানতাম না, কখন সে সুযোগ বের করে নিয়েছে।

গিরিপথে ঢুকতে স্প্যানিয়ার্ডদের যখন আর মাত্র আধ-বেলা বাকি, তখন যাদেরকে সামনে পাঠিয়েছিলাম আগাম খবর আনার জন্য, তাদের একজন ফিরে এসে আমাকে জানাল তাকে ঘুষ দিয়েছে ম্যাক্সলা, দায়িত্ব দিয়েছে, যেন আমাদের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির খবর জানিয়ে দেয় স্প্যানিয়ার্ডদের নেতাকে। লোকটা ঘুষ

www.BanglaBook.org

নিয়েছে, কিন্তু কিছুদূর গিয়ে ম্যাক্সলার বেঈমানির কথা জানিয়ে দিয়েছে সঙ্গীদের, এবং তাদেরই পরামর্শে ফিরে এসেছে খবরটা আমাকে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে বন্দি করা হলো ম্যাক্সলাকে, রাত নামার আগেই বিচার ও উপযুক্ত শাস্তি পেয়ে গেল সে।

পরদিন সকালে স্প্যানিশ আর্মি ঢুকল গিরিপথে। মাঝপথে পাঁচশো যোদ্ধা নিয়ে বাধা দিলাম আমি ওদের। কিন্তু ওদের প্রবল বিক্রমের কাছে পরাজয় মেনে পিছিয়ে আসতে শুরু করলাম। এর ফলে সাহস বেড়ে গেল শত্রুসেনার। ওদের তাড়া খেয়ে আরও দ্রুত পলায়ন করছি আমরা। গিরিপথের সবচেয়ে সঙ্কীর্ণ অংশে ওদের টেনে আনার পর সঙ্কেত দিলাম পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়ানো সৈন্যদেরকে। শুরু হয়ে গেল হাজার ফুট উপর থেকে পাথর বর্ষণ।

বীরদর্পে বিজয়োল্লাস করতে করতে এগোচ্ছিল শত্রুসেনারা, হঠাৎই বদলে গেল ওদের গলার আওয়াজ। দমাদম পাথর পড়তে শুরু করায় হকচকিয়ে গেল ওরা প্রথমে, তারপর যখন দেখল একমন-দুইমন ওজনের পাথর এসে পিষে মারছে ওদের, কিছু সৈন্য দৌড় দিল সামনে, কিছু পিছনে। তারা পড়ল গিয়ে অটোমিদের অ্যামবুশে। আড়াল থেকে তীর ও বল্লম ছুঁড়ে ওরা মেরে ফেলল অবশিষ্ট শত্রুসেনার বেশিরভাগকেই। আত্মরক্ষার কোনও উপায় না পেয়ে কিছু সৈন্য ঝেড়ে দৌড় দিল পিছন দিকে, খোলা মাঠে পড়ে পালাবার ইচ্ছা। আমাদের তিন হাজার যোদ্ধা ওদের ধাওয়া করে কচু-কাটা করল। অল্প-সামান্য কয়েকজন ফিরে গিয়ে তাদের দুর্গতির কথা জানাল ম্যালিঞ্চেকে।

এই লড়াইয়ের পর বহু বছর আমাদেরকে হুমকির পর হুমকি দেওয়া এবং হম্বিতম্বি করা ছাড়া আর কোনও ভাবে জ্বালাতন করেনি স্প্যানিয়ার্ডরা।

আমার সুনাম ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বিশেষ মর্যাদার আসন দিল আমাকে অটোমির সাহসী যোদ্ধারা।

www.BanglaBook.org

সুখে শান্তিতে কেটে গেল ওখানে আমার পরবর্তী চোদ্দোটা বছর। তিনটে ফুটফুটে ছেলে হলো আমাদের, হাসি-আনন্দে ভরপুর হয়ে রইল সংসার। সন্তানের প্রতি ভালোবাসা যে কী জিনিস বুঝলাম আমি। ইংরেজি-অটোমি দুই ভাষাতেই পারদর্শী হয়ে উঠছিল ওরা প্রত্যেকে।

কিন্তু হঠাৎ অপরিচিত এক রোগ এল শহরে, অনেক শিশুর সঙ্গে আমাদের ছোট ছেলেটাও মারা গেল সেই অসুখে–আমার ডাক্তারি বিদ্যা কোনও কাজেই এল না। মাঝের ছেলেটা অতি দুরন্ত ছিল, সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতাম কখন কী দুর্ঘটনা ঘটায়। হলোও তা-ই। অনেক উঁচু সিডার গাছে উঠে চিলের বাসা থেকে ডিম পেড়ে আনতে গিয়ে মা-চিলের ঠোকর খেয়ে মগডাল থেকে পড়ে মারা গেল ছেলেটা। থাকল কেবল একজন। ও ছিল আমার জানের জান, কলজের টুকরো, চোখের মণি।

সিটি অভ পাইনসে স্থায়ী ভাবে বাস করবার প্রথম বছরেই নানা ভাবে প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রয়োগ করে মন্দিরের নরবলি-প্রথা রদ করেছিলাম আমি। কিন্তু তার ফলে অসন্তুষ্ট হয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেশ কিছু উপজাতি অটোমির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল, অনেক পুরোহিত জন্মের শত্রু হয়ে গেল আমার।

গিরিপথের যুদ্ধজয়ের তৃতীয় বছরে গুয়াটেমকের বন্ধুদের মাধ্যমে টেনকটিটলান থেকে খবর এল, এখনও বেচারা জীবিত ও বন্দি হয়ে আছে কর্টেযের হাতে। খুব শীঘ্রিই স্প্যানিয়ার্ডরা চলেছে ইউকাটান অভিযানে। টিউলদের শোষণ ও নিষ্ঠুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে পরাজিত প্রতিটি রাজ্যের অধিবাসী, এখন যে-কোন মুহূর্তে ওদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান হতে পারে–তাই গুয়াটেমক ও অন্যান্য অভিজাতদেরকেও কর্টেয এই অভিযানে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে। বন্ধুদের পরিকল্পনা: ওরা যখন জঙ্গল ও জলাভূমিতে প্রবেশ করবে, তখন চারদিক থেকে আক্রমণ করে স্প্যানিয়ার্ডদের

www.BanglaBook.org

ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে বন্দিদের ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আমি যদি অটোমি থেকে একদল যোদ্ধা নিয়ে সাহায্য করি তা হলে কাজটা সুসম্পন্ন করতে সুবিধা হয়।

অটোমির ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাঁচশো যোদ্ধা সঙ্গে করে গিয়েছিলাম আমি ইউকাটানের জঙ্গলে। যেতে-আসতে লেগেছিল পুরো চার মাস। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি গিয়ে। আমরা গুয়াটেমকের বন্ধুদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলাম, কিন্তু দেখা গেল, ঝোপ-জঙ্গল কেটে পথ করে নিয়ে আমরা পৌঁছবার আগেই চলে গেছে স্প্যানিয়ার্ডরা আরও অনেক সামনে। নিশ্চয়ই কোনও ভাবে খবরটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল, কারণ, আমরা গিয়ে দেখলাম, কদিন আগেই গুয়াটেমককে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে এক বিশাল ওক গাছের ডাল থেকে, পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে লাশ। ওখানেই বন্ধুকে কবর দিয়ে ফিরে আসতে হলো আমাকে।

সম্রাট গুয়াটেমকের মৃত্যুর পর আরও অনেক বছর সুখে-দুঃখে ভালোই ছিলাম আমরা সিটি অভ পাইনসে। কর্টেযকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে স্পেনে, কাজেই কারও ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই আমাদের বিরুদ্ধে; শুনেছি, আমরা পালিয়ে যেতে পারায় সব দোষ চেপেছিল ডি গার্সিয়ার ঘাড়ে, তাকে পদচ্যুত করে রাখা হয়েছিল কয়েক মাস—সেই লোক এখন কোথায় কী অবস্থায় আছে জানি না, তাই তার দিক থেকেও কোনও ক্ষতির আশঙ্কা করছি না। গোটা অ্যানাহুয়াক স্প্যানিয়ার্ডদের অধীন হয়ে গেছে এতদিনে, কিন্তু অটোমির স্বাধীনতা খর্ব করার প্রয়োজন বোধ করেনি কেউ।

তা হলে কি সুখেই কাটছিল আমার দিন? হ্যাঁ, এবং না। হ্যাঁ এইজন্য যে, অটোমির মত প্রেমময়ী, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী স্ত্রী পেয়েছি আমি। কী করেনি ও আমার জন্য? স্বেচ্ছায় বলির পাথরে শুয়েছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার সঙ্গে আত্মবলি দেবে বলে, আমাকে রক্ষা করতে গিয়ে নারীধর্ম বর্জন করে রক্তে রাঙিয়েছে নিজের হাত, ওর তীক্ষ্ণবুদ্ধির কারণে কত বিপদ থেকে যে উদ্ধার পেয়েছি আমি তার শেষ নেই, ওর আদর, সোহাগ, সান্ত্বনায় কত না শোক ভুলেছি। আমি কৃতজ্ঞ ওর প্রতি। পুরুষের হৃদয় জয়ে কৃতজ্ঞতার যদি ভূমিকা থাকে, তা হলে এক হাজার একবার জয় করে নিয়েছে ও আমাকে। কিন্তু ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা, কিংবা অন্য যে-কোনও ভাবাবেগ কি মানুষকে তার জন্মস্থানের কথা ভুলিয়ে দিতে পারে? আমি আজ এক ইন্ডিয়ান গোষ্ঠীপ্রধান হিসাবে, একদল মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সংগ্রাম করে চলেছি নিয়তির বিরুদ্ধে, রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করছি অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে–ইচ্ছা করলেই কি আমি ভুলে যেতে পারি আমার তারুণ্যের মধুর দিনগুলি, সেসব দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আমার স্বপ্নের সেই ওয়েভেনি উপত্যকা, সেই ফুল তোলার ছলে প্রথম প্রেম নিবেদন? ভোলা যায় একদিন কী কথা দিয়েছিলাম ওকে? অবস্থার দাস আমি। হাজারো বিপদ-আপদ-ঘটনা-দুর্ঘটনার পথ পেরিয়ে নানান দৈব-দুর্বিপাকে পড়ে এখানে এসে পৌঁছেছি আমি। বুকে হাত রেখে বলতে পারব, আমি সুখী? নিশ্চয়ই না।

মাঝে মাঝে সেইসব স্মৃতি জেগে উঠে বুকের ভিতরটা মোচড়ায়, ঘুমাতে দেয় না রাতে; অটোমির পাশে শুয়ে ছটফট করি, আক্ষেপে জল এসে যায় চোখে। ঘটনার উপর আমার নিয়ন্ত্রণ ছিল না, তার পরেও অনুশোচনায় গুমরে ওঠে, অব্যক্ত বেদনায় ফেটে যেতে চায় কলজেটা। অপরিচিত, আজব এক দেশে আমি এক ভিনদেশী আগন্তুক। এখানে আমার ঘর আছে, সংসার আছে, সন্তান আছে; কিন্তু আমার আসল ঘরের প্রতি টান তো কই কমল না। আর যে মেয়েটিকে আমি হারিয়েছি, যে কথা দিয়েছিল আমার জন্য অপেক্ষা করবে, সেই লিলির স্মৃতি তো সারাক্ষণই কাঁটার মত বিঁধছে আমার অন্তরে। ওর দেওয়া আংটিটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখনও রয়েছে আমার অনামিকায়। ওটার ভিতর দিকে লেখা রয়েছে:

অন্তরে অন্তর,
দূরত্ব যদি বা দুস্তর ॥

জানি না ও এখনও কুমারী রয়েছে, না কি বিয়ে থা করে সংসারী হয়েছে; বেঁচে আছে, না কি মরে গেছে। দিন যত যাচ্ছে, আমাদের দূরত্ব বাড়ছে তত। কিন্তু ভুলতে পারছি কই?

মাঝে মাঝে এইসব নিষ্ফল অনুশোচনার জন্য নিজের উপরেই রাগ হয় আমার। বিশেষ করে যখন টের পাই, সব বুঝতে পারছে বুদ্ধিমতী অটোমি, লক্ষ করছে সব, কিছুই অজানা নেই ওর।

আমি ধরেই নিয়েছি, আর কোনও দিন ফিরতে পারব না নিজ দেশে; দীর্ঘ চোদ্দোটা বছর যখন কেটে গেল অটোমিতেই, এখানে এই পরদেশেই কাটবে আমার বাকি জীবন। তাই বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে বর্তমান অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব। দিন কেটে যাচ্ছিল মোটামুটি শান্তিতেই, কিন্তু বাদ সাধল বাজে একটা ঘটনা।

অ্যানাহুয়াকের পতনের পর স্পেন থেকে ভাগ্যান্বেষণে অনেক লোকই এসেছে এখানে। তাদের সঙ্গে এসেছে একদল খ্রিস্টান ধর্মযাজক, এদেশের বিধর্মী মানুষকে যেভাবে হোক—প্রয়োজনে তরবারি ও নির্যাতনের সাহায্যে হলেও—ধর্মের পথে; ঈশ্বরের প্রেম ও ভালোবাসার পথে; সত্য-সুন্দর ও মঙ্গলের পথে আনবে বলে।

এদের মধ্যে ফাদার পেদ্রো নামে এক ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর পুরোহিত অসংখ্য মূর্তিপূজারিকে খুন করে নাম কিনে ফেলেছে 'খ্রিস্টান পিশাচ' হিসাবে। ধর্মপ্রচারের উন্মাদনায় একবার আশ্রম ছেড়ে একটু বেশি দূরে সরে আসায় ধরা পড়ে গেল লোকটা অটোমির

www.BanglaBook.org

একটা গোত্রের হাতে। এই গোত্র নরবলি বন্ধ করবে না বলে অটোমির আনুগত্য অস্বীকার করে আলাদা হয়ে না গেলেও সুযোগের সদ্ব্যবহার করল খুব দ্রুতই। ফাদার পেদ্রোকে ধরার সঙ্গে সঙ্গে দেরি না করে দেবতা কিটযালের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বলি দিয়ে দিল ওরা। আমি খবর পেয়ে ছুটে গিয়েও ঠেকাতে পারলাম না নরবলি।

এই একটি ঘটনা বদলে দিল গোটা অটোমি রাজ্যের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ। স্পেন থেকে আসা নতুন ভাইসরয় ভয়ানক চটে গেল খবর শুনে। খ্রিস্টান পুরোহিতকে বলি দেওয়ার ঘটনা ভীষণ ভাবে নাড়া দিল তার ধর্মীয় অনুভূতিতে। লাস্কালান ও অন্যান্য গোত্রের সৈন্যদের বিশাল এক বাহিনী পাঠাল সে একশো স্প্যানিয়ার্ডের অধীনে। তাদের উপর হুকুম থাকল: মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে অবাধ্য অটোমিদের। নেতৃত্বে থাকল সেই ক্যাপটেন বার্নাল ডায়ায, যাকে নকে ট্রিস্টের যুদ্ধে ডি গার্সিয়া মনে করে খুন করতে গিয়েও ছেড়ে দিয়েছিলাম আমি। সেই সোলজারের দেওয়া তরবারিটা তখনও ঝোলে আমার কোমর থেকে।

খবর শুনে প্রমাদ গনলাম। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমরা জড়িয়ে যাচ্ছি এক অসম যুদ্ধে। গতবার আমাদের শায়েস্তা করতে এসে খুব কম সৈন্যই ফিরে যেতে পেরেছিল কর্টেযের ক্যাম্পে। অটোমির ধারণা, একবার যা করা গেছে, দ্বিতীয়বারও তা-ই করা সম্ভব। কিন্তু গত চোদ্দো বছরে ভিতর ভিতর অবস্থার কত যে পরিবর্তন হয়ে গেছে, সেটা ততটা গুরুত্ব পাচ্ছে না ওর কাছে। তখন অটোমির অধীনে বিরাট পাহাড়ি এলাকা ছিল, ডাক দিলে প্রতিটা পাহাড়ি জেলা থেকে দু-চারশো লোক পাওয়া যেত। কিন্তু এখন অনেক গোত্র এ-ছুতোয় বা ও-ছুতোয় আমাদের মুঠি থেকে বেরিয়ে গেছে। এখন চাইলে ওদের কাছ থেকে একজন যোদ্ধাও আনা যাবে না। অটোমির অধীনে এখন কেবল সিটি অভ পাইনস আর আশপাশের কিছু গ্রাম রয়েছে। সে-সময়ে স্প্যানিয়ার্ডদের

www.BanglaBook.org

বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এক ডাকে দশ হাজার যোদ্ধা পেয়েছিলাম, কিন্তু এবার অনেক চেষ্টার পর দুই থেকে তিন হাজার মানুষ যা-ও বা পাওয়া গেল, বিপদ যখন ঘনিয়ে আসছে, তখন বেশ কিছু লোক আলগোছে কেটে পড়ল।

ভিতর ভিতর ঘাবড়ে গেলেও হাব-ভাবে সাহসী একটা ভঙ্গি ধরে রাখলাম। আমার ভয়ের কথা এমন কী অটোমিকেও বললাম না। বিপদের গুরুত্ব অটোমি যদি বুঝে থাকে, ও-ও কিছু বলল না আমাকে। কারণ, যুদ্ধ এড়াবার উপায় নেই যখন, ভয়ে কুঁকড়ে না থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সাহস করে। মরতে হলে বীরের মত মরাই তো ভালো। আমার উপর অটোমির অটল আস্থা দেখে মনে মনে হাসলাম। ওর বিশ্বাস আমি এমন কিছু কৌশল বের করে ফেলতে পারব যে, গোটা স্প্যানিশ আর্মি এসে হাজির হলেও পারবে না আমার সঙ্গে, হেরে গিয়ে পালাতে পথ পাবে না।

শত্রুসেনা যখন কাছে এগিয়ে এল, চোদ্দো বছর আগে যা করেছিলাম, আমরা সেই একই কৌশল অবলম্বন করলাম—কারণ, আর কিছু করার উপায় ছিল না আমাদের। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে তীর-ধনুক আর বল্লম নিয়ে যুদ্ধ হয় না। পাহাড়ের উপর থেকে পাথর ফেলাই আমাদের একমাত্র কৌশল। দু'-পাশের পাহাড়ের মাথায় পাথর জড়ো করতে পাঠিয়ে দিলাম বেশিরভাগ লোককে, অ্যামবুশের জন্য বাকি লোককে দাঁড় করিয়ে দেব পাহাড়ের গায়ে আড়ালে আবডালে, আর সামান্য কিছু লোক নিয়ে বাধা দেওয়ার ভঙ্গিতে আমি এগিয়ে যাব সামনে। যেই শত্রুর আক্রমণের মুখে পালাতে শুরু করব, অমনি আরম্ভ হবে পাথর বৃষ্টি।

এবারের যুদ্ধে আরও কিছু ব্যবস্থা নিয়েছি আমি। এমনও হতে পারে, শত্রুসেনার তাড়া খেয়ে হয়তো আমাদের পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে শহরেই। তাই নগরপ্রাচীর মজবুত করা হয়েছে, তোরণগুলোর পাশে ক্যাম্প করে দিনরাত কড়া পাহারার ব্যবস্থা

www.BanglaBook.org

নেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া পিরামিডের মাথায় প্রধান মন্দিরে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, পাথর, পানি ও খাবার জমা করেছি আমরা গত কয়েকদিন ধরে। পিরামিডের চারপাশে আগ্নেয়গিরি থেকে পাওয়া কাঁচ গেঁথে দেওয়াল তোলা হয়েছে। প্রতিরক্ষার এমনই সু-ব্যবস্থা করা হয়েছে যে আমাদের বিশ্বাস যত বড় সৈন্যদলই আসুক না কেন, পিরামিডের উপর আমাদের বিশজন লোক থাকলেই যথেষ্ট, ওরাই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে তাদের।

রাতে অটোমির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তেরো বছরের ছেলেটাকে সঙ্গে করে রওনা হলাম যুদ্ধে। এদেশে এই বয়স থেকেই ছেলেদের বিপদ-আপদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের সঙ্গে পরিচিত করাবার নিয়ম। সবাই যে-যার জায়গায় হাজির কি না দেখে নিয়ে গিরিপথের সরু অংশের দিকে চললাম শ-তিনেক বাছাই করা যোদ্ধা নিয়ে। চর পাঠিয়ে খবর পেয়েছি, গিরিপথে ঢোকার মুখে ক্যাম্প করেছে শত্রুপক্ষ, সকাল হওয়ার এক ঘণ্টা আগে শুরু করবে অগ্রযাত্রা। ওরা আশা করছে, ঘুমে বিভোর থাকব তখন আমরা।

ঠিকই, আগ্নেয়গিরি যাকার চূড়া তখনও ছোঁয়নি লালচে রোদ, শোনা গেল শত্রুসেনার কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে আসার বুক কাঁপানো আওয়াজ। আমি আমার লোকজন নিয়ে গিরিপথের সরু জায়গায় গিয়ে অবস্থান নিলাম। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ওরা, কারণ আবছা আঁধার পথ ওদের অপরিচিত। অনেক স্প্যানিয়ার্ড ঘোড়ায় চেপে এসেছে। তার উপর ছোট দুটো কামান টেনে আনছে ওদের একদল দাস, মাঝে মাঝেই এবড়োখেবড়ো পাথুরে পথে আটকে যাচ্ছে ওগুলোর চাকা। অবস্থা দেখে ওদের ক্যাপটেন থামার সিদ্ধান্ত নিল, এভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে আর না এগিয়ে আলো ফুটলে তারপর রওনা হবে আবার।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সকাল হয়ে গেল, গভীর গিরিখাদ এখন অনেকটা আলোকিত। পরিষ্কার দেখতে পেলাম ঝকঝকে বর্ম ও

www.BanglaBook.org

শিরস্ত্রাণ পরা স্প্যানিশ ঘোড়সওয়ারের লম্বা সারি। তাদের পিছনে গায়ে ও মুখে রং মেখে আসছে নানা বর্ণের উজ্জ্বল পালকের সাজ-পোশাক পরা তাদের ইন্ডিয়ান মিত্ররা।

আমাদেরকেও দেখল ওরা। মাত্র অল্প কয়েকজন ওদের বিশাল বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে এসেছে দেখে মহানন্দে হই-হই করে উঠল ওরা, দ্রুতপায়ে এগোচ্ছে—যেন বিশাল এক সাপ শিকার দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসছে হেলে-দুলে, এঁকে-বেঁকে।

আমাদের ঠিক একশো কদম সামনে এসে থামল ওরা, তারপর সেইন্ট পিটারের নামে রণহুঙ্কার ছেড়ে শুরু করল আক্রমণ। আমরা তীর মারলাম, বল্লম ছুঁড়লাম; কিন্তু বর্ম পরা ঘোড়সওয়ারদের ওসব দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না। চোখের পলকে আমাদের উপর এসে পড়ল ওরা। দু'-একজন মারা পড়তেই পলায়নের সঙ্কেত দিয়ে পিছন ফিরে দৌড় দিলাম আমরা। ওদেরকে ঠিক জায়গামত আনতে চাইছি। সবই প্ল্যান মাফিক হলো—আমরাও দৌড় দিলাম, ওরাও আমাদের ধাওয়া করল, দড়াম করে মস্ত এক পাথর পড়ল একটা ঘোড়ার উপর, ঘোড়াটাকে খুন করে গড়িয়ে গিয়ে চিরতরে পঙ্গু করে দিল পিছনের কয়েকজন পদাতিক সৈন্যকে। তারপরেই পড়ল দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বোল্ডার। খুশি হয়ে উঠলাম দ্বিতীয়বারও একই বুদ্ধি কাজ দিচ্ছে বলে।

কিন্তু হঠাৎ করেই থেমে গেল পাথর পড়া। মনে হলো, তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে পাহাড়ের উপর। হই-হল্লা বাড়ছে আরও। তারপর দেখলাম, কী যেন ডিগবাজি খেতে খেতে নেমে আসছে উপর থেকে। দেখেই বুঝলাম, এটা পাথর নয়; মানুষ একজন, আমারই লোক। ওটা ছিল বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা।

মুহূর্তে বুঝে নিলাম ঘটনাটা কী ঘটেছে। বোকা বানানো হয়েছে আমাদের। যুদ্ধবাজ জাতি স্প্যানিয়ার্ডরা, একবার ঠকেছে, দ্বিতীয়বার একই ভুল করবে না। ঘোড়া ও কামান ব্যবহার করতে

www.BanglaBook.org

হলে গিরিপথ ধরে এগোতেই হবে, তাই আসছে ওরা এই পথে; রাতের অন্ধকারে বেশিরভাগ সৈন্য ওরা পাঠিয়ে দিয়েছে দু'-দিকের পাহাড়ের মাথায় বসা পাথর নিক্ষেপকারীদেরকে নিরস্ত করার জন্য। আমার লোকজন পাহাড়ের কিনারে পাথর নিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে বসে যখন নীচের দৃশ্য দেখছে, আর আমার সঙ্কেতের অপেক্ষা করছে, কল্পনাও করতে পারেনি হাজার ফুট উঁচুতে ওদের উপর আক্রমণ আসতে পারে; ঠিক তখনই আচমকা আক্রমণ করেছে শত্রু পিছন থেকে। এমনই তাজ্জব হয়ে গেছে অটোমির যোদ্ধারা যে, প্রথম কিছুক্ষণ কারও অস্ত্র বের করবার হুঁশও ছিল না। খুব অল্প সময়েই শেষ হয়ে গেছে যুদ্ধ।

যখন বুঝলাম, তখন দেরি হয়ে গেছে অনেক, একহাজার ফুট উপরের ওদেরকে কোনও রকম সাহায্য করবার উপায় নেই; নীচে যে কয়জন জীবিত আছে তাদের নিয়ে পালাতে হবে নগরপ্রাচীরের ওপাশে। উপরের ওরাও আসবে, যদি পারে।

অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছি আমি তখন। সবাইকে বলে দিয়েছি, সামান্যতম বেকায়দা দেখলে কী করতে হবে। কিন্তু আমার মাথায় একটিবারও আসেনি, স্বপ্নেও ভাবিনি শত্রুসেনা অটোমিতে প্রবেশের গোপন পাহাড়ি ট্রেইলের সন্ধান পেতে পারে।

অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব করে দেয় মানুষের বেঈমানি।

তেত্রিশ

হেরে গেছি যুদ্ধে। পাহাড়ের উপর থেকে ধপাধপ লাশ পড়ছে অটোমিদের, লাস্কালানদের রণহুঙ্কার ও বিজয়োল্লাস শুনতে পাচ্ছি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিষ্কার। হার হয়েছে, কিন্তু আমাকে তো লড়াইটা চালিয়ে যেতেই হবে। আমার লোকদের নিয়ে গিরিপথের এমন একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম, যেখানে অনেকগুলো চোখা বাঁক থাকায় বেশ কিছুক্ষণ আটকে রাখতে পারব শত্রুদের। আমাদের ওখান থেকে হটাতে হলে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হবে ওদেরকে। সহযোদ্ধা অটোমিদের জিজ্ঞেস করলাম, আমার সঙ্গে কে কে থাকতে চায়। চিবুক ঝুলে পড়ল আমার, যখন দেখলাম সব কটা হাত উঠল উপর দিকে। সবাই থাকবে!

পঞ্চাশজন যোদ্ধা বাছাই করে রাখলাম সঙ্গে, বাকি সবাইকে বললাম, 'তোমরা প্রাণপণে দৌড় দাও শহরের দিকে। প্রথমেই বিপদের কথা জানিয়ে সাবধান করে দেবে গেটের লোকদের, গার্ড বাড়িয়ে দেবে দ্বিগুণ। তারপর অটোমিকে গিয়ে বলবে, এখানে আমার পতন হলে ওকেই নিতে হবে নেতৃত্বের ভার। সাধ্যমত বাধা দেবে, আর সেই সঙ্গে স্প্যানিয়ার্ডদের সঙ্গে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করতে বলবে, যেন আমাদের মানুষের ওপর কোনও রকম অত্যাচার না হয়। আমরা এখানে ওদেরকে যত বেশিক্ষণ পারি দেরি করিয়ে দিচ্ছি, ইতিমধ্যে তোমরা গেট, দেওয়াল সামলাও; তারপর বেগতিক দেখলে সবাইকে নিয়ে উঠে যাবে টিওকালিতে।'

আমার ছেলেটা জেদ ধরল আমার সঙ্গে থাকবে বলে, কিন্তু এখানে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ওকে রাখতে কিছুতেই রাজি হলাম না। বললাম, 'মাকে সাহায্য করো গিয়ে, তোমাকে তোমার মায়ের অনেক বেশি দরকার।'

গিরিপথের চোখা বাঁকটা ঘুরল স্প্যানিয়ার্ডরা খুব সাবধানে। ঘুরেই যখন দেখল আমরা মাত্র এই কজন রয়েছি এখানে, তখন একেবারে থেমে দাঁড়াল। ওরা নিশ্চিত, কিছু একটা ফাঁদ পেতে রেখেছি আমরা ওদের জন্য, তাই এই কজন লোক নিয়ে এত বিরাট আর্মিকে বাধা দেওয়ার ভান করছি। আসলে এই জায়গাটা

www.BanglaBook.org

বাছাই করেছি এইজন্য যে এখানে একসঙ্গে তিন জনের বেশি লোক পাশাপাশি চলতে পারবে না, কামান নিয়ে আসতে পারলে আমাদের ধুলোর মত উড়িয়ে দিতে পারত, কিন্তু সেগুলো পড়ে আছে অনেক পিছনে, আরকুইবাসও তেমন কাজে আসছে না। তার উপর জমিনের অবস্থা এতই খারাপ যে ঘোড়া থেকে নেমে পড়তে বাধ্য হলো ওরা, আক্রমণ করতে হলে পায়ে হেঁটে আসতে হবে। অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত পায়ে হেঁটেই এগোবার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। ওদের বেশ কিছু লোক মারা পড়ল, আমাদেরও মারা গেল কয়েকজন। এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি করে পিছাচ্ছি আমরা। শেষ পর্যন্ত চাপের মুখে গিরিপথ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হলাম আমরা।

ওখান থেকে সিটি অভ পাইনসের গেট আধ মাইলের সামান্য বেশি দূর। আর লড়াই করা অর্থহীন, বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আরও অর্থহীন, কাজেই আমার লোকদের দৌড় দেওয়ার জন্য ইঙ্গিত করলাম। দ্বিতীয়বার বলতে হলো না কাউকে। ত্রস্ত হরিণের মত ছুটলাম আমরা, আমাদের পিছু নিয়ে স্প্যানিয়ার্ড ও তাদের মিত্ররা ছুটছে শিকারী হাউন্ডের মত। উঁচু-নিচু পাহাড়ি জমি অনেকটা রক্ষা করল আমাদের–ঘোড়া নিয়ে ধাওয়া করতে বাধা পেল ওরা পদে পদে, তবে পিছন থেকে গুলি চালাল একের পর এক। শেষ পর্যন্ত জনা বিশেক আমরা গেট পেরোতে পারলাম। সোয়া দুই হাজারের মধ্যে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছি আমরা সব মিলিয়ে পাঁচশো জনের কিছু কম।

ভারী গেট বন্ধ হয়ে গেল, ওক কাঠের পুরু হুড়কো লাগিয়ে দেওয়া হলো। ঠিক তখনই গেটের বাইরে এসে থামল প্রথম ঘোড়সওয়ার। ধনুক আমার হাতেই ছিল, তূণে তীর অবশিষ্ট রয়েছে একটাই। তীরটা ছিলায় পরিয়ে টেনে সেটা নিয়ে এলাম কানের পাশে, তারপর গেটে লাগানো গরাদের ফাঁক দিয়ে ছেড়ে দিলাম লোকটার কণ্ঠা বরাবর। তীরটা ঢুকল গিয়ে হেলমেটের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নীচ আর গলাবন্ধের উপরে ঠিক যেখানে তাক করেছিলাম সেখান দিয়েই। দুই হাত দু'-পাশে ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল লোকটা পিছন দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেল অন্যান্য ঘোড়সওয়াররা। একটু পরে যুদ্ধ-বিরতির পতাকা হাতে সুদর্শন এক প্রবীণ স্প্যানিয়ার্ড এগিয়ে এল। লোকটার বেপরোয়া ভঙ্গিটা চেনা-চেনা লাগল আমার কাছে। গেটের কাছে এসে শিরস্ত্রাণ থেকে ভাইজর সরাতেই চিনে ফেললাম আমি ওকে। লোকটা আর কেউ নয়, আমার চিরশত্রু ডি গার্সিয়া। বয়সের ছাপ পড়েছে চেহারায়—ষাটের বেশি ছাড়া কম হবে না, গাল বসে গেছে, পাক ধরেছে চুলে। কিন্তু চেহারা থেকে শয়তানির ভাবটা যায়নি। আমার জীবনের প্রতিটি সঙ্কটের মুহূর্তে আমার কষ্ট বাড়াতে ওর হাজির হওয়া চাই। দুঃখ লাগল শেষ তীরটা আগেই খরচ করে ফেলায়।

'শোনো তোমরা!' চেঁচিয়ে বলল ডি গার্সিয়া স্প্যানিশ ভাষায়। 'আমাদের এই বাহিনীর অধিনায়ক ক্যাপটেন বার্নাল ডায়াযের পক্ষ থেকে বিদ্রোহী অটোমি বাহিনীর নেতার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।'

মই বেয়ে উঠে দাঁড়ালাম দেওয়ালের উপর। চেঁচিয়ে বললাম, 'বলো কী বলতে চাও। আমিই সেই লোক।'

'তুমি দেখছি ভালো স্প্যানিশ জানো!' বলল বিস্মিত ডি গার্সিয়া। ইন্ডিয়ান পোশাক পরে থাকায় চিনতে পারল না। ভুরু জোড়া কুঁচকে গভীর মনোযোগে দেখছে আমাকে। 'বলো দেখি, কোথায় শিখলে তুমি এই ভাষা। নাম কী তোমার? কী পরিচয়?'

'ডনা লুইযা বলে এক ভদ্রমহিলার কাছে শিখেছি আমি এই ভাষা, হুয়ান ডি গার্সিয়া। তোমার যৌবনে চিনতে তুমি এই অতি ভদ্র মহিলাকে। আর আমার নামটা হচ্ছে: টমাস উইংফিল্ড!'

দৃশ্যতই চমকে উঠল ঘোড়ার পিঠে বসা ডি গার্সিয়া।

'মা মেরির কসম! বহু বছর আগে শুনেছিলাম, কোন্ এক

www.BanglaBook.org

অসভ্য, জংলী গোত্রে যোগ দিয়ে পুরোপুরি নরখাদক হয়ে গেছ তুমি। এরমধ্যে স্পেনে গেলাম, আবার ফিরেও এলাম; ধারণা করেছিলাম এতদিনে কোনও জংলীর পেটে চলে গেছ বুঝি। যাক, কপালটা আমার ভালোই বলতে হবে, টমাস উইংফিল্ড। মনে বড় দুঃখ ছিল, বারবার আমার হাত ফসকে পালিয়েছ তুমি। জেনে রাখো, এইবার আর তোমার নিস্তার নেই।'

'আমি জানি, হুয়ান ডি গার্সিয়া,' বললাম, 'এবার আমাদের দুজনের মধ্যে যে-কোনও একজনের সত্যিই নিস্তার নেই। এটাই খেলার শেষ রাউন্ড। তবে বেশি বড়াই কোরো না, কার জয় হবে সেটা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। এবার তোমার বার্তা শোনা যাক, হুয়ান ডি গার্সিয়া।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল ডি গার্সিয়া। আমার মনে হলো, মৃত্যুভীতি ছায়া ফেলল ওর চোখে। তবে সেটা মুহূর্তের জন্য মাত্র। মাথা তুলে জোর গলায় বলল, 'হ্যাঁ, হিজ এক্সেলেন্সি দ্য ভাইসরয় ক্যাপটেন বার্নাল ডায়াযের মাধ্যমে তোমাদের জন্য যে শর্ত পাঠিয়েছেন সেটা শোনাবার দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর।'

'কী শর্ত?'

'তোমাদের মত বিধর্মী, বিদ্রোহী, নরকের কীটের যা প্রাপ্য, সেই তুলনায় খুবই দয়ালু একটা প্রস্তাব,' বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল ও। 'বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে তোমাদের। তা হলে ভাইসরয় ক্ষমাসুন্দর হৃদয়ে মেনে নেবেন এই আত্মসমর্পণ। তবে শর্ত ভঙ্গ করা হয়েছে একথা যাতে বলতে না পারো, সেজন্য আগেই জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে: যে যা দোষ করেছ, সেজন্য উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে তোমাদের। শাস্তিটা হবে এই রকম: যারা আমাদের পবিত্র ধর্মযাজক ফাদার পেদ্রোর হত্যার সঙ্গে জড়িত, তাদেরকে ধরামাত্র পুড়িয়ে মারা হবে, যারা এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড দেখেছে তাদের চোখ উপড়ে ফেলা হবে। অটোমির নেতৃস্থানীয় গোত্রপ্রধানদের বিচারের পর ফাঁসি দেওয়া হবে

www.BanglaBook.org

জনসমক্ষে—তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে, আমার প্রিয় কাজিন টমাস উইংফিল্ড, তুমি ও তোমার স্ত্রী মন্টেজুমার মেয়ে অটোমি থাকবে। সিটি অভ পাইনসের অন্যান্য অধিবাসীদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদি তারা বিনা ওজর-আপত্তিতে তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ ভাইসরয়ের কোষাগারে জমা দেয়। সেক্ষেত্রে নগরবাসীদেরকে ভাগ ভাগ করে দান করে দেওয়া হবে এদেশে বসতি স্থাপনকারী স্প্যানিয়ার্ডদের মধ্যে কৃষি ও খনির কাজ করবার জন্য। বার্তা এখানেই শেষ; তোমাদের এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হচ্ছে শর্ত মানবে কি মানবে না সে-সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।'

'শর্ত যদি না মানা হয়?'

'তা হলে ক্যাপটেন বার্নাল ডায়াযের উপর নগর ধ্বংস করে দেওয়ার নির্দেশ আছে। তারপর পরবর্তী বারো ঘণ্টা লোভ-লালসা চরিতার্থ করে নেবার সুযোগ দেওয়া হবে লাস্কালান ও অন্যান্য মিত্রদেরকে। অবশেষে জীবিতদের, যদি কেউ থাকে আরকি, ধরে নিয়ে যাওয়া হবে মেক্সিকো সিটিতে ক্রীতদাস বা দাসী হিসাবে বিক্রির জন্য।'

'বেশ,' বললাম আমি। 'একঘণ্টার মধ্যেই আমাদের উত্তর পেয়ে যাবে তোমরা।'

মই বেয়ে নেমে এসে ছুটলাম আমি প্রাসাদের দিকে। যেতে যেতেই চারদিকে লোক পাঠালাম নগর কাউন্সিলের উপদেষ্টাদের প্রাসাদে এসে মিটিঙে যোগ দেওয়ার জন্য। প্রাসাদের দরজায় দাঁড়ানো অবস্থায় অটোমিকে পেলাম। যুদ্ধের সর্বশেষ অবস্থা জানার পর ও ভাবতেও পারেনি আবার দেখা হবে আমাদের। আমাকে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল ও।

'হলঘরে চলো,' বললাম ওকে, 'সবাই এসে পড়বে এখনই, ওখানেই বলব যা বলার।'

দশ মিনিটের মধ্যে এসে পড়ল সবাই, মানে, আমরা দুজন ছাড়া সর্বসাকুল্যে সাতজন। কোনও মন্তব্য না করে ডি গার্সিয়ার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথাগুলোর হুবহু পুনরাবৃত্তি করলাম আমি। সব শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল সবাই। ভয়ে, হতাশায় শুকিয়ে গেছে মুখ, ঝুলে পড়েছে কাঁধ, আসন্ন সর্বনাশের বার্তা কাঁপিয়ে দিয়েছে ওদের বুক।

উঠে দাঁড়াল অটোমি।

'বন্ধুগণ,' নরম গলায় বলল অটোমি। 'কী বিপর্যয় নেমে এসেছে আমাদের ওপর শুনলেন আমার স্বামীর মুখে। ভয়াবহ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের অবস্থা। প্রতিরক্ষার জন্য বড় জোর এক হাজার সৈন্য আছে আমাদের, এ দিয়ে শহর বাঁচানো যাবে না। গোটা অ্যানাহুয়াকে বর্তমানে আমরা এই কজনই সাদাদের আধিপত্য অস্বীকার করে স্বাধীন রয়েছি। অনেক বছর আগে আমি আপনাদের বলেছিলাম, বেছে নিন কী চান আপনারা–সম্মানজনক মৃত্যু, না কি অপমানজনক জীবন! আজ আবার আমি ঠিক ওই কথাটাই বলতে চাই–বেছে নিন! আমার বা আমার স্বামীর সামনে বেছে নেওয়ার মত কিছু নেই, আপনারা সিদ্ধান্ত যা-ই নেন না কেন, মরতে আমাদের হবেই। আপনাদের সামনে দুটি পথ রয়েছে: এক. লড়াই করে মৃত্যুবরণ করা, দুই. স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বাকি দিনগুলো সাদাদের দাসত্ব করা। সময় বেশি নেই হাতে, সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিন।'

মিনিট পাঁচেক নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন সাত উপদেষ্টা, তারপর উঠে দাঁড়ালেন তাঁদের মুখপাত্র।

'অটোমি, আর তুমি, টিউলে; তোমাদের পরামর্শে চলেছি আমরা বহু বছর। কিন্তু তার ফলাফল আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হয়নি। আমরা এজন্য তোমাদের দোষ দিচ্ছি না–অ্যানাহুয়াকের দেবতাদের আমরা ছেড়েছি, দেবতারাও আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। মানুষের নিয়তি তো তাঁরাই নিয়ন্ত্রণ করেন। তবে আমরা যে দুর্ভোগ সহ্য করেছি, তোমরাও তাতে সমান অংশ নিয়েছ। এখন দুর্ভোগের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা। শেষ মুহূর্তে

www.BanglaBook.org

আমরা আমাদের কথা ফিরিয়ে নিতে চাই না। আমাদের সিদ্ধান্ত: তোমাদের সঙ্গে আমরা স্বাধীন ভাবে বেঁচেছি, এখনও স্বাধীনই আছি, তোমাদের সঙ্গে মরবও স্বাধীন ভাবে। তোমার সঙ্গে আমরা একমত যে, পরাধীনতার গ্লানি নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকার চেয়ে মুক্ত মানুষ হিসাবে মরে যাওয়া অনেক ভালো।'

'বেশ,' বলল অটোমি, 'আশাকরি আমাদের এই গৌরবময় মৃত্যু ভবিষ্যৎ মানুষের প্রশংসা অর্জন করবে। স্বামী, কাউন্সিলের জবাব তো তুমি শুনলেই, স্প্যানিয়ার্ডদেরকেও শুনিয়ে দাও তা হলে এবার।'

কাজেই ফিরে গেলাম আমি, একটা সাদা পতাকা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম দেওয়ালের উপর। স্প্যানিশদের ক্যাম্প থেকে এবার ডি গার্সিয়া নয়, অন্য আর একজন এগিয়ে এল সামনে। অল্প কথায় ওকে বললাম, অটোমির যে কয়জন মানুষ বেঁচে আছে, তারা তাদের পূর্বসূরি টেনকটিটলানের সন্তানদের আদর্শ অনুসরণ করবে। যতক্ষণ একটা বল্লম আছে, আর সেটা ছোঁড়ার জন্য একটা বাহু আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বর্ণলোভী স্প্যানিয়ার্ডদের অপার করুণা আর মধুর দাসত্ব তাদের দরকার নেই।

লোকটা ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার একঘন্টার মধ্যে শুরু হলো আক্রমণ। একশো গজ দূর থেকে কামান আর আরকুইবাসের গোলা ছুঁড়ছে ওরা ধীরেসুস্থে, যেন কোনও রকম তাড়াহুড়ো নেই। কারণ আমাদের বর্শা বা তীর অতদূরে গিয়ে ওদের কোনও ক্ষতি করবে না।

আমরাও বসে থাকলাম না। কাঠের গেট এই গোলাগুলির মুখে বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না বুঝে রাস্তার দু'-পাশের কয়েকটা বাড়ি ভেঙে ইঁট-পাথর আর জঞ্জাল জড়ো করলাম রাস্তার উপর। তার থেকে একটু দূরেই গভীর আর চওড়া করে কাটিয়ে ফেললাম রাস্তাটা। গর্ত না বুজিয়ে ঘোড়া বা ভারী অস্ত্র নিতে পারবে না ওরা

www.BanglaBook.org

ওপারে। টিওকালী পর্যন্ত গোটা রাস্তায় একটু পর পর খাল কেটে বা বাঁধ দিয়ে নানান রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলাম আমরা।

সন্ধ্যার মধ্যেই ছিন্নভিন্ন করে দিল ওরা আমাদের গেট, তারপর রাতের জন্য ক্ষান্ত দিল গোলাগুলি। কিন্তু আমরা ঢিল দিলাম না। রাতের আঁধারে যাতে এগিয়ে এসে ওরা আমাদের বেকায়দায় ফেলে দিতে না পারে, সেজন্য ব্যারিকেডের ভার মেয়েদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা গেট আর দেওয়ালের দুর্বল জায়গাগুলোর পাহারায় থাকলাম। অটোমিকে কোদাল হাতে কাজে নামতে দেখে একজন মহিলাও আর ঘরে বসে থাকল না, এমনকী সদ্য বিধবা বা সন্তানহারা মহিলারাও নেমে এসেছে আজ রাস্তায়, সবাই হাত লাগিয়েছে কাজে। কারও চোখে পানি নেই, কারও মনে দ্বিধা নেই–সবাই জানে, স্প্যানিয়ার্ডদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করা চলবে না, তার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। বড়দের সঙ্গে কাজে হাত লাগিয়েছে শিশু-কিশোরও। সবাই জেনে গেছে, মৃত্যু সমাসন্ন।

হঠাৎ আমার মাথায় প্রশ্ন এল, মহিলারা তো যুদ্ধ করবে না, তা হলে তারা মরবে কী করে? কেউ মুখ ফুটে কিছু বলছে না, কিন্তু সবাই জানে মৃত্যুর আর দেরি নেই। কী একটা গোপন তথ্য যেন এড়িয়ে যাচ্ছে আমার চোখ। অটোমিকে জিজ্ঞেস করেও কোনও সদুত্তর পেলাম না, এড়িয়ে গেল ও।

ভোরের দিকে অটোমির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রাস্তায়। ওকে বললাম, 'একটা খারাপ খবর আছে, অটোমি।'

'নিশ্চয়ই খুব খারাপ কিছু, স্বামী, নইলে এত রাতে তুলবে কেন সে-কথা,' বলল ও।

'ওদের সৈন্যদলে ডি গার্সিয়া আছে।'

'আমি জানি তা, স্বামী।'

'কী করে? কী করে জানো তুমি?'

'তোমার চোখে ঘৃণা দেখে,' বলল ও মৃদু হেসে। 'তোমাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সবকিছু আমরা বুঝি, এটা জানো না?'

'এতদিনে ওর প্রতিহিংসা চরিতার্থ হতে যাচ্ছে বলে খুব খুশি দেখলাম।'

'না, স্বামী, ওর না, তোমারটা চরিতার্থ হবে। কী করে জানি তা বলতে পারব না, কিন্তু তা-ই হবে, তুমি দেখো। ওই যে, মুকুট পরছে রানি,' ভলকান যাকার দিকে আঙুল তুলে দেখাল অটোমি, সকালের রোদ পড়ে লালচে দেখাচ্ছে ওটার মাথা। 'তোমার এখন গেটের দিকে থাকা দরকার। শীঘ্রিই শুরু করে দেবে স্প্যানিয়ার্ডরা।'

অটোমির কথা শেষ হতে না হতেই দেওয়ালের বাইরে থেকে ভেসে এল ট্রাম্পেটের আওয়াজ। গেটের কাছে পৌঁছে দেখলাম, আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছে স্প্যানিয়ার্ডরা। তবে তক্ষুনি আক্রমণে না গিয়ে সূর্য বেশ কিছুটা উপরে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওরা। তারপর শুরু হলো মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ। গেটের শক্ত, মোটা কড়িকাঠ ধুলোয় পরিণত হলো। এমনকী ইঁট-পাথর-জঞ্জাল দিয়ে তৈরি করা প্রতিবন্ধকের অর্ধেক উড়ে গেল প্রবল গোলা বর্ষণে। হঠাৎই থেমে গেল গোলাবর্ষণ, আবার শোনা গেল ট্রাম্পেটের আওয়াজ। এইবার সারিবদ্ধ ভাবে মার্চ করে এগোল এক হাজার লাস্কালানের একটা বাহিনী, তাদের পিছনে রয়েছে স্প্যানিশ সৈন্যরা। শ-তিনেক অটোমি যোদ্ধা নিয়ে অপেক্ষায় ছিলাম আমি। ব্যারিকেডের উপর ওদের মাথা দেখতে পাওয়া মাত্র শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। তিন-তিনবার তীর আর বল্লম ছুঁড়ে বাধ্য করলাম আমরা ওদের পিছু হটতে। কিন্তু চতুর্থবার আমাদের প্রতিরক্ষা ভেঙে হুড়মুড় করে এসে পড়ল ওরা গর্তের ভিতর।

আমরা পরবর্তী গর্তের ওপারে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলাম, কারণ, খোলা রাস্তায় এত লোকের সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না। প্রথম গর্ত মাটি-পাথর ফেলে ভরিয়ে কামান ও ঘোড়া পার করে আনল ওরা এদিকে। তারপর আবার তাড়া করল আমাদের।

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয় ব্যারিকেডে দুইঘণ্টা যুদ্ধ হলো। উভয় পক্ষেই ক্ষয়-ক্ষতি হলো প্রচুর। আবার পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলাম আমরা। আবার এল আক্রমণ, আবার যুদ্ধ, আবার পিছিয়ে আসা। সারাটা দিনই চলল এভাবে। আমাদের সংখ্যা কমে গেছে অনেক, তার পরেও বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি এগোতে দিচ্ছি না শত্রুপক্ষকে। শেষ দুই প্রতিবন্ধকে স্বামী ও ভাইদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করল অটোমির মহিলারাও।

স্প্যানিয়ার্ডরা যখন শেষ ব্যারিকেড দখল করে নিল, তখন সূর্য ডুবে গেছে। সন্ধ্যার আবছা আঁধারে আমরা যারা তখনও বেঁচে আছি, সরে এলাম আমাদের শেষ আশ্রয়, পিরামিডের প্রাঙ্গণে।

চৌত্রিশ

জ্বলন্ত বাড়িঘরের আলোয় দেখলাম, সব মিলে চারশোর মত যোদ্ধা আমরা বেঁচে আছি তখনও; আর রয়েছে হাজার দুয়েক মহিলা ও অসংখ্য শিশু-কিশোর-বৃদ্ধ। পিরামিডের চতুর্ভুজাকার চূড়াটা লম্বা ও চওড়ায় একশো কদমের কম হবে না, মাঝখানের দেবমূর্তিসহ মন্দির ও নরবলির পাথর বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে নিয়েছে। মন্দিরের ভিতর রাখা হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে খাবার, আর দুর্ভিক্ষের সময় শস্য জমা রাখার জন্য পাথরের গায়ে খোঁড়া বড়সড় গর্তটা এখন ভর্তি করা হয়েছে পানি দিয়ে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরার ভয় যদিও নেই, সমস্যা দেখা দিল অন্যত্র–এত লোক ধরবে না পিরামিডের উপর। সমস্যা তুলে ধরলাম উপদেষ্টাদের সামনে।

www.BanglaBook.org

নিজেদের মধ্যে আলাপ করে সিদ্ধান্ত জানালেন তাঁরা: আহত, বয়স্ক আর বেশিরভাগ শিশু-কিশোর এবং তাদের সঙ্গে যদি আরও কেউ যেতে চায়, তারা অন্য কোথাও সরে যাবে আজ রাতে। শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে তারা। আর তা যদি সম্ভব না হয়, স্প্যানিয়ার্ডদের হাতে ধরা পড়ে গেলে মেনে নেবে ভাগ্যের লিখন। আর এখানে যারা থাকবে, তারা যত বেশি সম্ভব শত্রুনিধন করে মৃত্যু বরণ করবে।

বুঝলাম, এটাই একমাত্র সমাধান। মৃত্যু যখন এসে গেছে, তখন কে কীভাবে মরলাম সেটা তেমন বড় কথা নয়। মাঝ রাত পর্যন্ত বাছাই করে পনেরোশোর কিছু বেশি মানুষকে আলাদা করা হলো, এদের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে ইচ্ছুক একশো যোদ্ধাও রয়েছে। এবার খুলে দেওয়া হলো প্রাঙ্গণের তোরণ। বিদায়ক্ষণের করুণ দৃশ্য আজও আমার চোখের সামনে ভাসে, বৃদ্ধ পিতাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে সোমত্ত মেয়ে, স্ত্রী শেষবিদায় নিচ্ছে স্বামীর কাছ থেকে, মায়েরা কচি বাচ্চাদের গালে চুমো দিয়ে মুছছে চোখের পানি। সহ্য করতে না পেরে দু'-হাতে চোখ ঢাকলাম আমি। ভাবছি, ঈশ্বর যদি দয়াময়ই হবেন, তা হলে যে দৃশ্য দেখে আমাদের মত পাপী-তাপীর বুক ফেটে যেতে চাইছে, তিনি সে দৃশ্য সহ্য করছেন কী করে?

আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল অটোমি। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, এদের সঙ্গে আমাদের ছেলেটাকেও পার করে দিলে কেমন হয়।

'না, স্বামী,' মাথা নাড়ল অটোমি। 'স্প্যানিয়ার্ডদের দাস হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে আমাদের সঙ্গে মরে যাওয়া ওর জন্যে অনেক ভালো।'

একদম আমার মনের কথা। সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর গেট লাগিয়ে দেওয়া হলো। কিছুক্ষণ পরেই দূর থেকে স্প্যানিশ সেন্ট্রির গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। কয়েকটা গুলির শব্দও ভেসে এল, সেই সঙ্গে মরণ-চিৎকার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভেবেছিলাম লাস্কালানরা ওদের নির্বিচারে হত্যা করছে বুঝি। কিন্তু আসলে দু'-একটা গুলি ছুঁড়েই স্প্যানিয়ার্ড অফিসাররা বুঝে নিয়েছিল, নিরস্ত্র শিশু ও বৃদ্ধ নারী-পুরুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে ওরা। কমান্ডার বার্নাল ডায়াযের আদেশে গোলাগুলি বন্ধ করে সবাইকে সামনে এগোবার নির্দেশ দেওয়া হলো। দাস-শ্রমিক হিসাবে বিক্রি করা যাবে এমন সক্ষম লোকদের বেছে আলাদা করে বাকি সবাইকে যেখানে খুশি চলে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া হলো। পরে ওদের কার কী হয়েছিল বলতে পারি না।

রাতটা আমরা পিরামিডের প্রাঙ্গণেই কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু সকাল হওয়ার আগেই মহিলা আর শিশুদের পাঠিয়ে দিলাম পিরামিডের চূড়ায়। সংখ্যায় ওরা ছয়শোর মত হবে। আমি আমার অবশিষ্ট তিনশো যোদ্ধা নিয়ে রয়ে গেলাম নীচে স্প্যানিয়ার্ডদের আক্রমণের প্রতীক্ষায়।

সূর্য উঠতেই শুরু করল ওরা আক্রমণ। আমরা চেষ্টার ত্রুটি করলাম না, কিন্তু দুপুর নাগাদ দেওয়াল ভেঙে হুড়মুড় করে পিরামিড-প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়ল শত্রু সেনা। ওখানেই আমরা আমাদের একশো যোদ্ধাকে হারালাম। আহত ও নিহতদের ফেলে স্প্যানিয়ার্ডদের তাড়া খেয়ে পিরামিডের গায়ের সরু ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করলাম আমরা উপর দিকে। ওরাও আমাদের পিছু নিয়ে উঠল কিছুদূর, কিন্তু সরু ধাপে সংখ্যায় বেশি হলেও বিশেষ সুবিধা করতে পারল না—ওদের প্রচুর লোক মারা পড়ল আমাদের হাতে। বিকেল নাগাদ আজকের মত বিরতি দিল ওরা যুদ্ধে।

রাতে চারটে খেয়ে মড়ার মত ঘুমালাম আমি ও আমার সহযোগী দুইশো যোদ্ধা। এত গভীর ঘুম ঘুমাইনি বহুদিন। পরদিন সকাল থেকে শুরু হলো আবার। শত্রুসেনা আরকুইবাসের গোলাবর্ষণের সহায়তা নিয়ে এক ইঞ্চি, দুই ইঞ্চি করে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করল আমাদের। সারাদিনের চেষ্টায় সরু ধাপ বেয়ে উঠে একের পর এক পিরামিডের কোণের চৌকিগুলো দখল করে

www.BanglaBook.org

নিল ওরা। সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছে, ঠিক তখনই এক কোম্পানি স্প্যানিশ সৈন্য বিজয়ধ্বনি তুলে উঠে এল উপরের চত্বরে। উঠেই ছুটল মাঝখানের মন্দিরটা দখল করতে। এতক্ষণ মহিলারা বসে বসে যুদ্ধ দেখছিল, এইবার হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল একজন, চেঁচিয়ে বলল:

'ধরো ওদের! ওরা অল্প কয়েকজন মাত্র!'

তীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল একদল মহিলা যুদ্ধবিধ্বস্ত স্প্যানিয়ার্ড আর লাস্কালানদের উপর, ওদের ওজনের ভারেই পড়ে গেল ওরা পাথরের মেঝেতে। এরই ফাঁকে কেউ ছোরা, কেউ তলোয়ার চালিয়ে মেরে ফেলল বেশ কিছু মহিলাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হলো। মহিলারা ওদেরকে বেঁধে ফেলল তামার কড়ার সঙ্গে, ঠিক যেভাবে আগের দিনে বলির মানুষদের বেঁধে রাখা হতো। অবাক চোখে চেয়ে দেখলাম আমরা মেয়েদের কাণ্ড, তারপর চেঁচিয়ে বললাম:

'ব্যাপারটা কী! অটোমির পুরুষরা কি সাহস আর বীরত্বে হেরে যাবে মেয়েদের কাছে? চলে এসো, ছেলেরা!' বলে একশো কি তার চেয়ে সামান্য বেশি যোদ্ধা নিয়ে হুড়মুড় করে নেমে গেলাম সরু, খাড়া ধাপ বেয়ে।

প্রথম কোনাটা ঘুরেই পেয়ে গেলাম ওদের মূল দলটাকে। ওরা কল্পনাও করতে পারেনি এই শেষ বেলা এভাবে আমরা অতর্কিত আক্রমণ চালাব। বিজয়ের আনন্দে ঢিলেঢালা ভাবে উঠছিল ওরা, আমাদের আক্রমণের তোড়ে কয়েকজন পা ফসকে পড়ে গেল নীচের মেঝেতে, আরও কজন পড়ল নিজেদের লোকের গায়ে। কয়েক ধাপ নেমে গেল ওরা জড়াজড়ি করে। আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওদের উপর ক্ষুধার্ত পিউমার মত।

নীচের লোকগুলো থমকে গিয়েছিল, এবার ভয় পেয়ে তড়িঘড়ি নামার চেষ্টা করল। এ-ওর ঘাড়ে পড়ছে, কেউ গড়িয়ে নামছে, কেউ লাফিয়ে তাদের টপকে নামার চেষ্টা করছে। হুলুস্থুল

www.BanglaBook.org

বেধে গেল আতঙ্কিত শত্রুবাহিনীর মধ্যে, সবারই চেষ্টা কে কার আগে নামবে। কয়েক মিনিটের মধ্যে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পিরামিডের ধাপ একদম ফাঁকা হয়ে গেল। ঠেলাঠেলিতে যারা ধাপের বাইরে চলে গেল, তারা নামল সবার আগে–কোথাও বাধা না পেয়ে পড়ল গিয়ে শান বাঁধানো প্রাঙ্গণে। আহত আর নিহতদের নিয়ে প্রাঙ্গণ ছেড়ে ক্যাম্পে ফিরে যেতে পনেরো মিনিটের বেশি লাগল না ওদের।

ক্লান্ত পায়ে পিরামিডের চূড়ায় ফিরে আসতে আসতে হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলল আমার মাথায়–সিঁড়ির ধাপগুলো ভাঙতে ভাঙতে যাই না কেন! ঘণ্টা কয়েক পরিশ্রম করে পিরামিডে ওঠার ফুট তিরিশেক ধাপ আমরা ধসিয়ে দিলাম।

'এইবার,' চাঁদের আলোয় আমাদের হাতের কাজ দেখে সন্তুষ্ট চিত্তে বললাম আমি, 'এইবার আমাদেরকে ধরতে হলে ডানা গজাতে হবে স্প্যানিয়ার্ডদের।'

'ঠিক বলেছ, টিউলে,' বলল আমার পাশের মাঝবয়সী যোদ্ধা, 'কিন্তু বলো দেখি, নামতে চাইলে আমরাই বা ডানা গজাব কী করে?'

'নামব না আমরা,' বলে গম্ভীর মুখে উঠতে থাকলাম উপরে।

চূড়ার কাছাকাছি গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। মন্ত্রপাঠ করছে কারা যেন। উপরে উঠে দেখলাম, দেবতা হুইটযেলের মন্দিরের দরজা খোলা, বহুদিন পর আবার জ্বালানো হয়েছে পবিত্র আগুন।

তোমারই উদ্দেশে এই বলি!
রক্ষা করো, ত্রাতা হুইটযেল,
ও হুইটযেল, দেবতাদের দেবতা!

দৌড়ে এগোলাম, মন্দিরের কোনা ঘুরেই দেখতে পেলাম আবার এসে হাজির হয়েছে কালো আলখেল্লা পরা, দীর্ঘ জটাধারী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'পাবা', অর্থাৎ, সেই খুনি পুরোহিতরা। কোমরে গোঁজা রয়েছে তীক্ষ্ণধার কাঁচের ছোরা। বলির পাথরে ফেলা হচ্ছে একজন লাস্কালানকে, তাকে নরবলির পাথরে শোয়াবার জন্য টেনে নিয়ে চলেছে পুরোহিতের পোশাক পরা কয়েকজন যোদ্ধা। বলি দেওয়ার জন্য ছোরা হাতে তৈরি আমারই এক সহযোদ্ধা–নরবলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে পুরোহিতের কাজ করত সে। বলির পাথরটা তিনপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে মহিলারা, উচ্চারণ করছে গম্ভীর মন্ত্র।

তোমারই উদ্দেশে এই বলি!
রক্ষা করো, ত্রাতা হুইটযেল,
ও হুইটযেল, দেবতাদের দেবতা!

পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, স্বামী-পিতা-ভাই-সন্তান হারিয়ে আজ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এদের জংলী হৃদয়ে আদি বিশ্বাসের আগুন জ্বলে উঠেছে আবার। মন্দির, দেবতা, বলির পাথর, ছোরা, এমন কী বলির জন্য যুদ্ধ-বন্দি যখন রয়েছে হাতের কাছে, তা হলে আর দেরি কীসের? নিজেদের ভিতরের আদিম প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চলেছে ওরা এখন।

তাজ্জব হয়ে দেখলাম, গোটা ব্যাপারটায় নেতৃত্ব দিচ্ছে মন্টেজুমার মেয়ে, আমার স্ত্রী, অটোমি নিজে। সাদা পোশাক পরে আছে ও, গলায় পরেছে আমার দেওয়া সেই দামি পান্না পাথরের নেকলেস–বুকের উপর ঝিকমিক করছে ওগুলো, মাথায় পরেছে সুন্দর রয়্যাল গ্রিন পালকের মুকুট। গম্ভীর মন্ত্রপাঠের তালে তালে দোলাচ্ছে হাতে ধরা ছোট্ট সেই রাজদণ্ড। ওকে এত সুন্দর আর এত ভয়ঙ্কর লাগেনি আমার আর কোনদিন। এই মুহূর্তে ও নিজের মধ্যে নেই। মুখের সেই মধুর হাসি, দৃষ্টির কোমলতা কিছুই নেই ওর চেহারায়–ও যেন প্রতিহিংসার প্রতিমূর্তি।

www.BanglaBook.org

মুহূর্তে বুঝে ফেললাম আমি: মুখে যা-ই বলুক, ওর প্রেম-ভালোবাসা, নরম-মধুর ব্যবহার, সবকিছুর আড়ালে বরাবরই হাজার বছরের পুরনো, আদিম জংলী সত্তা লুকিয়ে ছিল; আজ স্বামী, সন্তান ও নিজের মহাবিপদের সময় প্রচণ্ড হুঙ্কার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে সেই সত্তা, ধরেছে সংহারমূর্তি।

একলাফে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি।

'কী হচ্ছে, অটোমি? এসব কী হচ্ছে এখানে?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলাম আমি।

ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল অটোমি, যেন চেনেই না।

'সরে যাও, সাদা মানুষ,' বলল অটোমি, 'আমাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিদেশীদের নাক গলানোর নিয়ম নেই।'

থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম, কী করব বুঝতে পারছি না। দাউ-দাউ জ্বলছে আগুন, দ্রুততর হচ্ছে মন্ত্রোচ্চারণ, মনে হলো, এতদিন পর আবার নিজের হারানো সম্মান ও মর্যাদা ফিরে পেয়ে সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে হুইটযেলের মুখটা।

হঠাৎ যেন চমক ভাঙলো আমার। সড়াৎ করে তলোয়ারটা বের করে তেড়ে গেলাম পুরোহিতের দিকে। ভয়ে পাথর হয়ে জমে গেল লোকটা, কোন্‌দিকে পালাবে দিশে পাচ্ছে না। কিন্তু সামান্যতম ইতস্তত না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর মেয়েরা। তলোয়ার তুলতে পারলাম না, আমার হাত ধরে ঝুলে পড়ল কয়েকজন। বাকিরা হিংস্র ভঙ্গিতে শাসালো আমাকে, 'এখান থেকে সরে যাও, টিউলে! নইলে তোমার ভাই-বেরাদরদের সঙ্গে তোমাকেও শোয়ানো হবে ওই পাথরে!'

ধাক্কা দিয়ে আমাকে সরিয়ে দিল ওরা ওখান থেকে।

মন্দিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ভাবছি কী করা যায়। বলিদানের অপেক্ষায় বাঁধা বন্দিদের দীর্ঘ লাইনের দিকে চাইলাম। এখনও বেঁচে আছে একত্রিশ জন। এদের মধ্যে পাঁচজন স্প্যানিয়ার্ড। লক্ষ করলাম, সবার শেষে বাঁধা হয়েছে ওদেরকে। কারণটা জানা গেল

www.BanglaBook.org

একটু পরেই। ঠিক সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যদেবের চোখের সামনে বলি দেওয়া হবে বলে ওদের আলাদা করে রাখা হয়েছে। ওদেরকে বাঁচানোর কোনও উপায়ই মাথায় এল না। আমার ক্ষমতা শেষ।

সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে খেপে গেছে মহিলারা, এদেরকে বাগে আনা এখন কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ মহানন্দে সক্রিয় ভাবে যোগ দিয়েছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে। তবে বেশির ভাগ যোদ্ধাই নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে দূরে; যদিও বলির পাথরের উপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না কেউই, তাকিয়ে আছে ভীত, মন্ত্রমুগ্ধ দৃষ্টিতে। আমার কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়ানো দেখলাম অটোমির একজন গোত্রপ্রধানকে। বয়সে সামান্য বড় হবে আমার চেয়ে। পাশাপাশি যুদ্ধ করতে করতে বেশ গাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে গেছে আমার সঙ্গে। ওর কাছে গিয়ে বললাম, 'বন্ধু, মস্তবড় অন্যায় হচ্ছে। এটা তোমাদের জাতির অপমান। এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা দরকার। তুমি সাহায্য করো আমাকে।'

'পারব না, টিউলে,' জবাব দিল সে, 'তুমিও এর থেকে দূরে থাকো। কাউকে পাশে পাবে না। মেয়েরা প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়েছে, কারও বাধা ওরা মানবে না। ওরা মরতে চলেছে, কিন্তু মরার আগে ওদের পূর্বপুরুষরা যা করে গেছে, তা-ই করতে যাচ্ছে। এখন এর চল উঠে গেছে বটে, কিন্তু প্রাচীন প্রথা এরা ভোলেনি।'

'নিদেনপক্ষে ওই টিউলেগুলোকে বাঁচানো যায় না?'

'কেন, হে? ওই টিউলেদের বাঁচানোর এত গরজ কীসের তোমার? ওরা কি ছাড় দেবে আমাদের যখন হাতের মুঠোয় পাবে?'

'না, তা দেবে না,' বললাম, 'তবে আমরা অন্তত অপরাধ-বোধে না ভুগে পরিষ্কার মন নিয়ে মরতে পারতাম।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তা আমাকে কী করতে বলছ, টিউলে?'

'তুমি যদি তিন-চারজন লোক জোগাড় করতে পারো, যাদের এই অমানবিক উন্মাদনায় ধরেনি; তা হলে আমরা সবাইকে তো পারব না, অন্তত এই টিউলেদের বাঁধন আলগা করে দিতে পারি। তারপর সিঁড়ির ভাঙা অংশটা যদি রশি ঝুলিয়ে নামিয়ে দিতে পারি, এক ছুটে চলে যাবে ওরা নিজেদের লোকের কাছে।'

'বেশ, চেষ্টা করে দেখা যাক,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল গোত্রপ্রধান। 'ওই অভিশপ্ত টিউলেদের প্রতি কোনও রকম দুর্বলতার কারণে নয়, ওদের ওই পাথরে ফেলে শেষ করে দিলেই বরং খুশি হব আমি—কাজটা করব আমি শুধু তোমার খাতিরে, আমাদের বন্ধুত্বের খাতিরে।'

সহজ ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল ও। একটু পরেই দেখলাম কয়েকজন ভিড় করে মজা দেখবার ছলে শেষ লাস্কালান বন্দি আর স্প্যানিয়ার্ডদের মাঝখানে এমন ভাবে দাঁড়াল, যেন উন্মত্ত মহিলারা পিছনে কী হচ্ছে দেখতে না পায়।

স্প্যানিয়ার্ডদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। হাত-পা মেঝেতে গাঁথা তামার কড়ার সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় বসে আছে ওরা, চেহারা রক্তশূন্য, দুই চোখে তীব্র আতঙ্ক। বয়স্ক একজনের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, 'এখান থেকে বাঁচতে চাও?'

আমার মুখে স্প্যানিশ ভাষা শুনে চমকে চাইল লোকটা। জোরে কথা বলে উঠতে যাচ্ছিল, আমার ঠোঁটে তর্জনী রাখা দেখে চট্ করে গলা নামাল। 'কে তুমি, বাঁচার কথা বলছ? এই পিশাচিনীদের হাত থেকে বাঁচার কোনও উপায় আছে নাকি?'

'ঠিকই বলেছ, সম্ভাবনা খুবই কম। আমি টিউলে, অটোমি বাহিনীর অধিনায়ক। মনে-প্রাণে আমি একজন খ্রিস্টান। বিশ্বস্ত কয়েকজন অনুচরের সাহায্যে তোমাদের এই পাঁচজনকে উদ্ধারের চেষ্টা করে দেখতে পারি। যুদ্ধক্ষেত্রে সামনে পেলে গলা কাটতাম, কিন্তু এখন তোমার হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিচ্ছি। তুমি কাটবে

www.BanglaBook.org

তোমার সঙ্গীদের বাঁধন। তারপর এখান থেকে নামার ব্যবস্থাও হয়তো করতে পারব। সবাইকে জানিয়ে দাও, হুড়োহুড়ি করলেই ধরা পড়ে যাবে, তোমাদের সঙ্গে খুন হয়ে যাব আমিও। আমার ইঙ্গিত পেলে তবেই সিঁড়ির দিকে রওনা হবে তোমরা। ঠিক আছে?'

'ধন্যবাদ, টিউলে!' বলল স্প্যানিয়ার্ড। 'তুমি যে চেষ্টা করতে চেয়েছ, সেজন্যেই তোমাকে ধন্যবাদ। যদি প্রাণে বাঁচি আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করব প্রতিদান দেওয়ার। কিন্তু এই চাঁদের আলোয় খোলা চত্বর দিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই তো...'

'তোমাদেরকে ঘিরে নিয়ে যাওয়া হবে,' বলেই ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ করে বাঁধন কেটে ছুরিটা ওর হাতে ধরিয়ে দিলাম। একে একে বাঁধনমুক্ত হলো ওরা সবাই।

ঠিক সেই সময়ে ভাগ্যের সহায়তা পাওয়া গেল। এতক্ষণে নীচের স্প্যানিয়ার্ডরা টের পেয়েছে পিরামিডের মাথায় কী চলছে, মন্ত্রোচ্চারণই বা কীসের জন্য। মহা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল ক্যাম্পে। একদল ছুটল পিরামিডের সিঁড়ি বেয়ে বন্দিদের উদ্ধার করবে বলে। তারা অবশ্য জানে না, গায়েব হয়ে গেছে তিরিশটা ধাপ। নীচ থেকে দমাদম কামান ও আরকুইবাসের গোলাবর্ষণ আরম্ভ হলো প্রায় একই সঙ্গে। কিন্তু সেসব কারও কোনও ক্ষতি করতে পারল না, সোঁ-সোঁ আওয়াজ তুলে মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। এইসব হই-হল্লায় কান না দিয়ে নরবলির কাজে ব্যস্ত থাকল পুরোহিত ও মহিলারা।

আচম্বিতে এই গোলমাল শুরু হয়ে যাওয়ায় আমার কাজটা সহজ হয়ে গেল অনেকখানি। দলটাকে ঘিরে নিয়ে এগোলাম আমরা দশ-বারোজন সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে তলোয়ার বের করে হাঁক ছাড়লাম, 'টিউলেরা উঠে আসছে মন্দিরে! আমরা ঠেকাতে চললাম!'

নির্বিঘ্নে নেমে এলাম আমরা ভাঙা অংশটার কাছে। হাতে-

www.BanglaBook.org

পায়ে ঝিঁঝি ধরে যাওয়ায় স্প্যানিয়ার্ডদেরকে প্রায় বয়ে আনতে হলো আমাদের। নীচের ভাঙা অংশে ততক্ষণে এসে পড়েছে ক্যাম্পের সৈন্যরা, আক্ষেপ করছে, থমকে দাঁড়িয়ে দেখছে সঙ্গীদের উদ্ধার করবার আর কোনও উপায় আছে কি না।

একজন একজন করে বগলের নীচে রশি বেঁধে নামাতে শুরু করলাম আমরা। কীভাবে কী ঘটছে বুঝতে না পারলেও মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা বন্ধুদের পেয়ে হাতে স্বর্গ পেল নীচের ওরা। সবার শেষে যাচ্ছে বয়স্ক সেই সৈনিক।

'বিদায়, বন্ধু,' বলল ও, 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার মঙ্গল হোক। আর, তুমি নিজে আমাদের সঙ্গে চলে আসছ না কেন? আমার জীবন ও সম্মানের ওপর কসম খেয়ে নিরাপত্তার একশো ভাগ নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমি তোমাকে। এই না বললে মনে-প্রাণে তুমি একজন খ্রিস্টান–ওটা কি একজন খ্রিস্টানের জন্যে উপযুক্ত জায়গা হলো?' উপর দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

'না, তা নয়,' বললাম। 'কিন্তু আমার স্ত্রী-সন্তান রয়েছে ওখানে। আমার ফিরে যেতে হবে ওদের কাছে, প্রয়োজনে মরতে হবে ওদের সঙ্গে। তুমি যদি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করে থাকো, তা হলে সম্ভব হলে ওদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা কোরো। আমার নিজের জন্য আমি ভাবি না।'

'কথা দিলাম, সাধ্যমত চেষ্টা করব!' বলে রশির মাথায় ঝুলতে ঝুলতে চলে গেল লোকটা।

ফিরে এলাম আমরা উপরে। পূর্ণোদ্যমে কাজ চলছে ওখানে, হুইটযেলের সামনের থালা ভরে গেছে মানুষের হৃৎপিণ্ডে। এখন একটার উপর আরেকটা রেখে পাহাড় বানানো হচ্ছে। সবাই যে-যার কাজে মগ্ন। ঘণ্টাখানেক পর খোঁজ পড়ল স্প্যানিয়ার্ডদের।

'আরে! টিউলেগুলো গেল কোথায়?' চেঁচিয়ে উঠল এক পুরোহিত। খোঁজ পড়ে গেল চারদিকে। কিন্তু পিরামিডের উপর কোথাও পাওয়া গেল না তাদের। রশি কাটার দাগ দেখে ধরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেওয়া হলো কোনও ভাবে নিজেদেরকে মুক্ত করে সবার অলক্ষে পিরামিডের কিনার থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে ওরা।

ভাবলাম, মহিলাদের পাগলামির শেষ হলো বুঝি। কিন্তু না, নরবলি শেষ হতেই এবার শুরু হলো আসল পাগলামি। ধক-ধক করে জ্বলছে ওদের চোখ, এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে যাচ্ছে ওরা পিরামিডের কিনারে—নীচ থেকে স্প্যানিয়ার্ডদের গোলাগুলি আসছে, তাতে কোনও পরোয়া নেই। পুরোহিতরাও পিছিয়ে যাচ্ছে ওদের সঙ্গে' যোদ্ধারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ম্লান মুখে চেয়ে রয়েছে পিরামিডের কিনারের দিকে, কেউ এগোচ্ছে না, কেউ বাধাও দিচ্ছে না।

মহিলাদের দলে অটোমিকে দেখলাম না। বলির পাথরের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। উন্মাদনা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে ওর চোখের দৃষ্টি থেকে। কৃতকর্মের দিকে দেখছে আর শিউরে শিউরে উঠছে; চোখের সামনে হাত তুলে দেখছে হাতে রক্ত লেগে আছে কি না। এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখলাম। চমকে ঘুরল ও আমার দিকে।

'স্বামী! স্বামী!'

'হ্যাঁ, আমি,' বললাম, 'কিন্তু স্বামী বলে ডেকো না তুমি আর আমাকে।'

'কেন! কী করেছি আমি?' বলেই জোরে কেঁদে উঠল অটোমি; তারপর জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল আমার বাহুতে।

ওকে মন্দিরের স্টোরহাউসে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলাম, ছেলেকে আদেশ দিলাম, যেন মায়ের দেখাশোনা করে। তারপর ফিরে এলাম পিরামিড চত্বরে।

এদিকে পিছাতে পিছাতে বিচিত্র এক সুরে গান গাইছে মহিলারা। পিরামিডের একেবারে শেষ কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল ওরা কয়েক মুহূর্তের জন্য। একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল:

হুইটযেল, হে ত্রাতা!

www.BanglaBook.org

গ্রহণ করো আমাদের, ঈশ্বর, হে ত্রাতা!
পরমুহূর্তে একসঙ্গে ঝাঁপ দিল সবাই পিছন দিকে।

পঁয়ত্রিশ

পরবর্তী তিনদিন নীচ থেকে প্রচুর গোলাগুলি করল স্প্যানিয়ার্ডরা, সব উড়ে চলে গেল আমাদের মাথার উপর দিয়ে।

এই কদিন একটা কথাও হয়নি আমার অটোমির সঙ্গে, দুজনেই এড়িয়ে চলেছি দুজনকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিষণ্ণ, বোবা দৃষ্টিতে মেঝের দিকে চেয়ে বসে থাকে ও মন্দিরের স্টোরহাউসে। শেষ পর্যন্ত ওর অবস্থা দেখে মায়া লাগল আমার, কিন্তু বার দুয়েক কথা বলার চেষ্টা করে বিফল হলাম। জবাব দিল না, অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চুপ করে থাকল।

এদিকে কী করে যেন জেনে ফেলল স্প্যানিয়ার্ডরা, কয়েক মাস টিকে থাকার মত যথেষ্ট পরিমাণে খাবার ও পানি রয়েছে আমাদের পিরামিডের মাথায়। সিঁড়ি মাঝখান থেকে ভাঙা থাকায় উপরে উঠে আমাদের পরাজিত, গ্রেফতার বা হত্যা করাও সম্ভব নয়। কাজেই চতুর্থ দিন আলোচনার প্রস্তাব এল ওদের তরফ থেকে।

নীচ থেকে উঠে এল কয়েকজন, উপর থেকে আমরাও নামলাম কয়েকজন।

প্রথমে প্রস্তাব দেওয়া হলো আমাদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে হবে স্বেচ্ছায়। কারও সঙ্গে পরামর্শ না করেই আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানিয়ে দিলাম, তার চেয়ে যুদ্ধ করে মরব আমরা। দ্বিতীয় প্রস্তাব: নরবলিতে যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে ওদের হাতে তুলে দিলে বাকি সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এর জবাবে ওদের জানালাম, নরবলির মূল হোতা ছিল মহিলারা, পুরোহিত হিসাবে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল সামান্য কয়েকজন পুরুষ–এদের সবাই আত্মহত্যা করেছে, বর্তমানে ওরা মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

জানতে চাওয়া হলো অটোমিও মারা গেছে কি না। আমি যখন জানালাম সে বেঁচে আছে, তখন তৃতীয় প্রস্তাব এল: অটোমিকে ওদের হাতে তুলে দিলে বাকি সবাই যেখানে খুশি চলে যেতে পারবে। উত্তরে বললাম, অটোমি আমার স্ত্রী, তাকে বা তার ছেলেকে গ্রেফতারের ইচ্ছা থাকলে আলোচনা এখানেই বন্ধ করব আমরা। আমাকে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে যেখানে খুশি চলে যেতে দেওয়ার অঙ্গীকার না করলে বাক্যব্যয় অর্থহীন।

প্রথমে আমার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হলেও শেষপর্যন্ত রাজি হয়ে গেল ওরা। একটা বল্লমের সঙ্গে বাঁধা ক্যাপটেন বার্নাল ডায়াযের স্বাক্ষর করা চুক্তিপত্র ছুঁড়ে দিল ওরা নীচ থেকে। তাতে লেখা রয়েছে: স্প্যানিশ বন্দিদের বলিদান থেকে রক্ষা করার জন্য আমাকে ও আমার স্ত্রী-সন্তানকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো, পিরামিডের উপরের বাদবাকি আর সবাইও সাধারণ ক্ষমার আওতায় বিনা বাধায় যেখানে খুশি সেখানে চলে যেতে পারবে। তবে আমাদের সহায়-সম্পত্তি, সোনা-দানা, বাড়িঘর, জমিজমা সবকিছু মাননীয় ভাইসরয়ের বরাবরে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হলো।

উপরে উঠে এসে কিছু রেখে-ঢেকে আলোচনার ফলাফল জানালাম সবাইকে। এতটা আদায় করা যাবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। প্রাণও বাঁচবে, দাসত্বও করতে হবে না, যেখানে খুশি চলে যাওয়ার স্বাধীনতা থাকবে–আর কী চাই? কিন্তু তার

www.BanglaBook.org

পরেও হাসি ফুটল না ওদের কারও মুখে। ভাই-বোন-স্ত্রী-পুত্র-মা-বাবা, জমি-জমা-দেশ সব হারিয়ে শুধু প্রাণটা নিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতার মূল্য ওদের কাছে সামান্যই।

হাসি নেই অটোমির মুখেও। নিজের চারপাশে দুর্ভেদ্য একটা দেওয়াল তুলে নিয়েছে ও। আমার প্রবেশাধিকার নেই সেখানে। ভেবেছিলাম, কিছুক্ষণের জন্য হলেও অসভ্য জংলী হয়ে গিয়েছিল ও, নরবলিতে অংশগ্রহণ করেছে, সেই লজ্জায় এখন মরমে মরে যাচ্ছে বুঝি বেচারি। কিন্তু আসলে তা নয়। চুপচাপ চুক্তির শর্তগুলো শুনল ও, তারপর বলল:

'এখানেই মরব বলে আশা করেছিলাম, সেটা হলো না। ঠিক আছে, যেভাবে হচ্ছে হোক; কোনও একখানে মরলেই হলো।'

কিন্তু আমার ছেলে খুশি হলো। বলল, 'জীবন বাঁচল ঠিকই, কিন্তু, বাবা, আমাদের জায়গা-জমি, বাড়ি-ঘর সবই তো কেড়ে নিল ওরা; আমরা যাব কোথায়?'

'জানি না, বাপ,' বললাম।

'চলো না, বাবা, এই অভিশপ্ত অ্যানাহুয়াক ছেড়ে চলে যাই আমরা। এদেশ দুঃখ-দুর্দশা আর নিষ্ঠুর, নীচ, লোভী স্প্যানিয়ার্ডে ভরা। আমরা একটা জাহাজে করে আমাদের নিজের দেশ ইংল্যান্ডে চলে যেতে পারি না?'

আমার মনের কথাটাই বলেছে ছেলে। আনন্দে মনটা নেচে উঠল আমার। অটোমি কী বলে জানার জন্য ওর দিকে চাইলাম।

'চিন্তাটা মন্দ নয়, টিউলে,' আমার না-বলা প্রশ্নের উত্তর দিল ও। 'তোমার আর তোমার ছেলের জন্যে এর চেয়ে ভালো আর কিছুই হয় না। আমার কথা অবশ্য আলাদা। আমাদের এখানে একটা প্রবাদ আছে: যে মাটি তোমাকে লালন করেছে, সেটা তোমার হাড়ের ওপর চাপ দেবে কম।'

কথাটা বলেই স্টো[illegible]উস ছাড়ার জন্য গোছগাছে মন দিল অটো[illegible], আমিও আর [illegible] [illegible]ড়ালাম না।

www.BanglaBook.org

সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ আগে একদল ক্লান্ত-বিধ্বস্ত পুরুষ, আর কয়েকজন নারী ও শিশু-কিশোর মন্দির থেকে নেমে এসে দাঁড়ালাম পিরামিড-প্রাঙ্গণের ভাঙা গেটের সামনে। ওখানেই আমাদেরকে বেছে আলাদা করা হলো। সাধারণ যোদ্ধা ও তাদের সন্তানদের জড়ো করে একজনের তত্ত্বাবধানে ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহর থেকে বের করে পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো। নেতৃস্থানীয়দের স্প্যানিশ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হলো ছেড়ে দেওয়ার আগে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। স্ত্রী-পুত্র সহ আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো প্রাসাদে। ওখানেই দেখা করবে ক্যাপটেন ডায়ায আমাদের সঙ্গে।

দূরত্ব অল্পই, দু'-পাশে দাঁড়ানো স্প্যানিশ সৈন্যদের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি প্রাসাদের দিকে। হঠাৎ চোখ তুলে দেখলাম, লোকজন থেকে একটু দূরে দুই হাতে বুক বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে হুয়ান ডি গার্সিয়া। গত কয়েকদিন ওর কথা একবারও মনে আসেনি আমার, কিন্তু ওর অশুভ মুখটা দেখামাত্র মনে পড়ল এই লোক যতদিন বেঁচে আছে, শান্তি নেই আমার।

বাঁকা দৃষ্টিতে দেখল আমাদের ডি গার্সিয়া। আমি কাছাকাছি যেতে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করে নিচু গলায় বলল, 'বিদায়, কাজিন উইংফিল্ড। এবারও প্রাণে বেঁচে গেলে। শুধু তা-ই নয়, তোমার মেয়েলোক আর অবৈধ সন্তানের জন্যে ক্ষমাও আদায় করে নিয়েছ। ক্যাপটেন হিসাবে আমাদের মাথায় যে বুড়ো ভামটাকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, সে যদি আমার কথা শুনত, তা হলে এতক্ষণে তিনটে পোড়া কাঠ হয়ে যেতে তোমরা তিনজন। কিন্তু সেটা হবার নয়। দুটো দিন অপেক্ষা করো, আজই আমি রওনা হচ্ছি মেক্সিকোর পথে—ওখানে ভাইসরয়ের সঙ্গে কথা বলে দেখি, এর হুকুম রদ করে তোমাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যায় কি না।'

কোনও জবাব দিলাম না আমি। ক্যাপটেনের কাছে আমাদের

www.BanglaBook.org

পৌঁছে দিতে নিয়ে যাচ্ছে সেই বয়স্ক স্প্যানিয়ার্ড, যাকে মুক্তি দিয়েছিলাম আমি টিওকালির মন্দির থেকে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভদ্রলোক এসব কথা দিয়ে কী বোঝাতে চাইল?'

'বোঝাতে চাইল, তোমাকে সে শায়েস্তা করেই ছাড়বে। আমাদের ক্যাপটেনের সঙ্গে তুমুল একচোট ঝগড়া হয়ে গেছে কমরেড সারসেডার। সারসেডা চেয়েছিল, তোমাদেরকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে মন্দির থেকে নামিয়ে এনে খুন করা হোক।

'কিন্তু ক্যাপটেন পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন বিশ্বাস ভঙ্গ করা যাবে না। আমরা যারা তোমার কল্যাণে এখনও শ্বাস নিচ্ছি, তারাও ক্যাপটেনকে পূর্ণ সমর্থন দেয়ায় আজ দুপুরে তুঙ্গে উঠেছিল বিতর্ক। অবশেষে এই আর্মির তৃতীয় কমান্ডার হিসাবে ক্যাপটেন ডায়াযকে সে শাসিয়েছে: এই চুক্তি সে মানে না, মেক্সিকো গিয়ে ভাইসরয়কে নালিশ করবে সে ক্যাপটেনের বিরুদ্ধে। ওকে জাহান্নামে গিয়ে শয়তানের কাছে রিপোর্ট করতে বলে দিয়েছেন ক্যাপটেন। কেন জানি নকে ট্রিস্টের পর থেকে দুজনের মধ্যে বনিবনা নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই রওনা হয়ে যাবে সারসেডা মেক্সিকোর পথে।'

'বাবা,' আমার ছেলে সামনে ছিল, ঘাড় ফিরিয়ে চাইল আমার দিকে, 'কে ওই স্প্যানিয়ার্ড লোকটা? কেমন নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে দেখছিল আমাদের!'

'এরই নাম হুয়ান ডি গার্সিয়া, বাপ। এর কথা তোমাকে বলেছি। এই লোকই তোমার দাদাকে ধরিয়ে দিয়েছিল হোলি অফিসের হাতে, খুন করেছিল তোমার দাদীকে, ভয়ঙ্কর নির্যাতন করেছিল আমাকে বন্দি অবস্থায়। এর কুকীর্তির শেষ নেই। এর থেকে সাবধান থাকতে হবে তোমাকেও, বাপ। খুব সাবধান! এ আমাদের গোটা পরিবারের শত্রু।'

BanglaBook.org

সিটি অভ পাইনসে ধরতে গেলে একমাত্র এই প্রাসাদটাই অক্ষত

www.BanglaBook.org

রয়েছে। দালানের শেষ প্রান্তে আমাদের থাকতে দেওয়া হলো। একটু পরেই তলব এল, অটোমি আর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন স্প্যানিশ ক্যাপটেন বার্নাল ডায়ায।

রওয়ানা হতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল অটোমি। ছেলেকে একা রেখে যেতে মন সরছে না ওর। তখন মাত্র খাবার দেওয়া হয়েছে, খাওয়া থেকে তুলে সঙ্গে নিয়ে যেতেও ইচ্ছে করছে না। মনে আছে, আমি বিদায় নেওয়ার আগে ওর গালে চুমো দিলাম। কেন কাজটা করলাম, জানি না। সম্ভবত আমরা ফিরে আসতে আসতে ও ঘুমিয়ে পড়বে মনে করেই।

প্রাসাদের আরেক প্রান্তে ক্যাপটেন ডায়াযের কোয়ার্টার, এই প্রান্ত থেকে দেড়শো গজ দূরে। সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা। ভারী কাঠামোর মানুষ, কর্কশ চেহারা, চোখ দুটো উজ্জ্বল, কিন্তু কদাকার মুখটায় রয়েছে সততার ছাপ–অনেকটা সারাবছর মাঠে কাজ করা বয়স্ক কৃষকের মত। সাধারণ এক সেপাইয়ের সঙ্গে কী নিয়ে যেন হাসাহাসি করছিল, আমরা পৌঁছতেই এগিয়ে এল সামনে। ইন্ডিয়ান প্রথা অনুসারে মাটিতে হাত রেখে সম্মান জানালাম আমি। এখন তো আমি ইন্ডিয়ান বন্দিই।

'তোমার তলোয়ার,' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে দুটো শব্দ বলল ক্যাপটেন।

বকল্স্ খুলে তলোয়ারটা ওর হাতে দিয়ে স্প্যানিশে বললাম, 'নাও, ক্যাপটেন। নিজের জিনিসই আবার জয় করে নিলে তুমি।' এই তলোয়ারটাই বহুবছর আগে নকে ট্রিস্টের যুদ্ধে চেয়ে নিয়েছিলাম আমি বার্নাল ডায়ায নামের এক স্প্যানিশ যোদ্ধার কাছ থেকে।

তলোয়ারটা দেখেই চিনতে পারল ক্যাপটেন।

'হায়, ঈশ্বর! সেই লোকই তো দেখছি! মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয়েছে, কিন্তু কল্পনাও করতে পারিনি এত বছর পর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবার আমাদের এইভাবে দেখা হবে। তুমি একবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে, বন্ধু; তোমার সেই ঋণ শোধ করবার সুযোগ পাচ্ছি বলে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। নাম কী তোমার? ও, না, আমি জানি ইন্ডিয়ানরা তোমাকে কোন্ নামে ডাকে।'

'আমার নাম উইংফিল্ড।'

তলোয়ারটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল ক্যাপটেন।

'এটা তুমিই রাখো, বন্ধু উইংফিল্ড। আমি আরেকটা জোগাড় করে নিয়েছি বহুবছর আগেই। তা ছাড়া এটা তুমি সত্যিকার বীরের মত ব্যবহার করেছ। তা হলে এই সেই অটোমি, মন্টেজুমার মেয়ে, তোমার স্ত্রী; এখনও সুন্দর, রাজসিক। তবে তিন রাত আগে তুমি যা করতে যাচ্ছিলে সেটাকে কোনওভাবেই ভালো কিছু বলা যাবে না। যাক, ওসব কথা আর তুলতে চাই না; তোমার স্বামীর কারণে তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। শুধু আমার নয়, আরও পাঁচজন খ্রিস্টানের জীবন বাঁচিয়েছে তোমার স্বামী।'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল অটোমি। একটি কথার জবাব দিল না। কথা প্রায় বলছেই না ও সেই ভয়াল রাতের পর থেকে।

'এবার শোনা যাক, বন্ধু উইংফিল্ড,' বলল ক্যাপটেন, 'কী ভাবছ? যেখানে খুশি যেতে পারো তুমি এখন, কোথায় যাবে?'

'ঠিক জানি না এখনও,' বললাম। 'বহু বছর আগে আমাকে হত্যা করা থেকে বিরত থেকে এবং এই রাজকুমারীকে আমার হাতে তুলে দিয়ে আযটেকের সম্রাট আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছিলেন তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকব, প্রয়োজনে তাঁর হয়ে অ্যানাহুয়াকের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করব। আজ তিনিও নেই, অ্যানাহুয়াকও নেই। তবে কিছু করার আগে আমাকে ভাবতে হবে।'

'তোমার শপথের মেয়াদ তো শেষ হয়ে গেছে, বন্ধু। ইচ্ছে

www.BanglaBook.org

করলে তুমি এখন স্পেনের রাজকার্যে বা সৈন্যদলে যোগ দিতে পারো। কিন্তু এসব কথা এখন থাক, এসো আগে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিই।'

ব্যাঙ্কোয়েটিং হলে যেতেই হলো, বার্নাল ডায়ায এবং আরও কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে সাপার খেতে বসলাম। অটোমি চলে যেতে চাইল, কিন্তু ক্যাপটেন জোরাজুরি করায় কিছুক্ষণ বসল খাবার টেবিলে, কিন্তু খেল না কিছুই। তারপর সবার অলক্ষে উঠে বেরিয়ে গেল বাইরে।

ছত্রিশ

খেতে খেতে উপস্থিত সবাইকে শোনাল ক্যাপটেন টেনকটিটলানে লেকের ধারে রাস্তার উপর আমাদের প্রথম সাক্ষাতের কথা। তাকে যে সারসেডা মনে করে খুন করতে যাচ্ছিলাম, বলল সে কথাও। তারপর জানতে চাইল সারসেডার সঙ্গে আমার ঝগড়াটা কী নিয়ে।

সংক্ষেপে ডি গার্সিয়া, ওরফে সারসেডা সম্পর্কে বললাম সব। এই লোকটার জন্য সারা জীবন ধরে কী ভোগান্তি ভুগেছি, দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে বেড়াতে বাধ্য হয়েছি, কতবার মরতে মরতে বেঁচেছি শুনে অবাক হয়ে গেল ক্যাপটেন।

'জীযাস!' বলল সে সব শুনে। 'ওকে খারাপ লোক বলে মনে হয়েছে আমার বরাবরই, কিন্তু তুমি যা বললে তা যদি সত্য হয়,

www.BanglaBook.org

তা হলে শুধু খারাপ না, ও তো ভয়ঙ্কর, মারাত্মক লোক। এত নীচে নামতে পারে মানুষ, বিশ্বাস করা কঠিন। এসব কথা যদি একটা ঘণ্টা আগে জানতাম, তা হলে জবাব না দিয়ে এই ক্যাম্প থেকে বের হতে পারত না ও। হয় নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করত, নয়তো দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামত তোমার বিরুদ্ধে। কিন্তু আমার ধারণা, দেরি হয়ে গেছে মেলা–চাঁদ উঠলেই আমার নামে নালিশ করার জন্যে ওর মেক্সিকোর পথে রওনা হয়ে যাওয়ার কথা।'

'আমি যা বললাম তার প্রতিটি অক্ষর সত্য,' বললাম। 'আমি তা প্রমাণও করতে পারব। তবে সবচেয়ে খুশি হব আমি যদি তলোয়ারের মুখে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পাই ওকে।'

কথাটা শেষ করেই কেমন একটা শিরশিরে অনুভূতি হলো আমার গায়ে, মনে হলো ভয়ঙ্কর অশুভ কিছু ঘটে গেল কোথাও। হিম শীতল হয়ে গেল আমার বুকের ভিতরটা। পাথরের মূর্তির মত বসে আছি, নড়তে পারছি না, কথা বলতে পারছি না।

'চলো তো দেখি, ব্যাটা চলে গেছে কি না?' বলেই একজন গার্ডকে নিয়ে ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছিল ক্যাপটেন ডায়ায, এমনি সময়ে আমার চোখ পড়ল চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো এক মহিলার উপর। দৌড়ে এসে হাঁপাচ্ছে। মাথাটা পিছন দিকে হেলানো, লম্বা খোলা চুল বিছিয়ে রয়েছে পিঠের উপর। চেহারাটা এতখানি বিকৃত হয়ে রয়েছে বেদনায় যে, প্রথম দর্শনে চিনতেই পারিনি আমি অটোমিকে। যখন চিনলাম, মুহূর্তে বুঝে ফেললাম, কেবল একটা বিশেষ দুঃখেই এতটা কাতর হতে পারে অটোমি।

'কি-কি হয়েছে আমাদের ছেলের!' জিজ্ঞেস করলাম।

'খুন হয়েছে! খুন হয়েছে!' ফিসফিস করে বলল অটোমি আমার হাড়ের ভিতর মজ্জা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে।

আমি কোনও কথা বললাম না, আমার অন্তরই বলে দিয়েছে আমাকে কী হয়েছে। ডায়ায জিজ্ঞেস করল, 'খুন হয়েছে? কী

www.BanglaBook.org

করে! কে খুন করল ফুটফুটে বাচ্চাটাকে?'

'ডি গার্সিয়া! ওকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম ঘর থেকে,' বলল অটোমি, শূন্যে উঠে গেল ওর দুই হাত, তারপর দড়াম করে সটান পড়ে গেল মেঝেতে।

মনে হলো বুকটা ভেঙে গেল আমার। জীবনে এত কষ্ট পাইনি আর কিছুতে। আজ পর্যন্ত এত বড় আঘাত পাইনি আমি আর। আজও পানি এসে যায় আমার চোখে ওই মুহূর্তটার কথা ভাবলে।

পাগলের মত হেসে উঠলাম। 'বলো, বার্নাল ডায়ায, তোমার ওই কমরেডের ব্যাপারে মিথ্যা বলেছিলাম আমি?'

এক লাফে অটোমিকে ডিঙিয়ে ছুটলাম আমি রাস্তার দিকে। আমার পাশাপাশি ছুটছে ক্যাপটেন বার্নাল ডায়ায ও আরও কয়েকজন অফিসার। ক্যাম্পের দিকে একশো কদমও যাইনি, এমন সময়ে চাঁদের আলোয় দেখলাম, কয়েকজন ঘোড়সওয়ার আসছে আমাদের দিকে। সবার আগে ডি গার্সিয়া, পিছনে তার চাকর-বাকর; গিরিপথের দিকে চলেছে মেক্সিকো যাওয়ার রাস্তায় উঠবে বলে। না, এখনও দেরি হয়ে যায়নি।

'হল্ট!' চেঁচিয়ে উঠল বার্নাল ডায়ায।

'কে আমাকে থামতে বলে?' ভেসে এল ডি গার্সিয়ার কণ্ঠস্বর।

'আমি বলছি, তোমার ক্যাপটেন,' গর্জে উঠল ডায়ায। 'থামো, খুনি, পিশাচ কোথাকার, নইলে মারা পড়বে এখনই!'

চমকে উঠতে দেখলাম ওকে।

'এটা কী ধরনের ব্যবহার, সেনিয়র,' বলল সে। 'আপনার কাছে আমি...'

এই পর্যন্ত বলে আমার উপর চোখ পড়তেই থমকে গেল ডি গার্সিয়া। আমার হাত ধরে রেখেছিল ডায়ায, এক ঝটকায় সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে সামনে এগোলাম আমি। আমার কিছুই বলতে হলো না, আমার চেহারা দেখেই বুঝে নিল ডি গার্সিয়া ঘটনাটা জানতে

www.BanglaBook.org

আমার বাকি নেই। আমার পিছন দিকে চাইল ও একবার। কিন্তু সরু রাস্তা লোকজনে ঠাসা। আমি কাছে চলে আসছি দেখে আর দাঁড়াল না ডি গার্সিয়া। একবার তলোয়ারের বাঁটে হাত দিল, পর মুহূর্তে হাতটা সরিয়ে নিয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ছুট দিল যাকার পথে।

পালাচ্ছে ডি গার্সিয়া, শিকারী হাউন্ডের মত আমি ছুটছি ওর পিছনে। প্রথমে আমার থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেল ও, কিন্তু ক্রমে রাস্তাটা যত খারাপ হতে থাকল, ততই ধীর হলো ঘোড়ার গতি। শহর থেকে বেরিয়ে গিয়েছি আমরা, এখন যাচ্ছি সরু একটা পথ ধরে। অটোমির ইন্ডিয়ানরা গরম কালে যাকার চূড়া থেকে বরফ নামিয়ে আনার কাজে ব্যবহার করত এই পথ। এই পথ ধরে ওকে এগোতে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম, আর কোনও দিকে পালাতে পারবে না ও–দুই পাশেই হয় খাড়া পাহাড়, নয় তো গভীর নালা ও খাদ। এগিয়ে চলল ডি গার্সিয়া, ডাইনে-বামে চাইছে, সামনে তুষারঢাকা যাকার চূড়া দেখছে, কিন্তু ভুলেও একবারও পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না, কারণ, জানে, চাইলে কী দেখতে পাবে–ধেয়ে আসছে সাক্ষাৎ মৃত্যু। ক্রমেই উপর দিকে উঠে যাচ্ছে ও, কোনওদিকে পালাবার পথ পাচ্ছে না; আমিও লেগে আছি পিছনে, তাড়াহুড়ো করছি না, জানি, ধরা ওকে পড়তেই হবে।

উঠতে উঠতে তুষারের কিনারায় পৌঁছে গেল ডি গার্সিয়া। পথ এখানেই শেষ, এরপর তুষার ও বরফের রাজত্ব। এতক্ষণে প্রথমবারের মত পিছন ফিরে চাইল ও। আছি আমি, ওর একশো কদম পিছনে। চারপাশে নিশ্ছিদ্র নীরবতা। খানিক ইতস্তত করল ও, তারপর স্পারের খোঁচা দিল ঘোড়ার পেটে। ওর ঘোড়ার জোরালো শ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি আমি। বরফের উপর দিয়ে রিজ ধরে আবার উঠতে শুরু করল ঘোড়া। বেশ অনেকক্ষণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলো ডুবে গেছে চাঁদ। এখন ফরসা হয়ে আসছে পুবের আকাশ।

আরও দুই ঘণ্টা অনুসরণ করলাম ওকে। ওর মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, বিবেক বলে কিছু নেই বটে, কিন্তু মরণের ভয় ঠিকই আছে। এই মুহূর্তে মৃত্যুভীতি কাবু করে ফেলেছে ওকে পুরোপুরি। ভাবছে আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে পারলেই বুঝি বেঁচে যাবে।

কিন্তু খাড়াই বেয়ে ঘোড়ার পক্ষে আর ওঠা সম্ভব নয়। এত উঁচুতে শ্বাসও নিতে পারছে না বেচারা ঠিকমত। নির্মম ভাবে স্পার দিয়ে খোঁচাল ওটাকে ডি গার্সিয়া। কিন্তু চেষ্টা করেও আর এক কদম সামনে নিতে পারল না। হঠাৎ পড়ে গেল ঘোড়াটা। ভাবলাম, এইবার বুঝি আমার মুখোমুখি হবে লোকটা। কিন্তু না, ঘোড়া থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল ও, আমার দিকে একবার তাকিয়েই পায়ে হেঁটে উঠতে শুরু করল তুষার ও বরফ ডিঙিয়ে। গা থেকে বর্ম খুলে ফেলে দিল, যাতে চলতে সুবিধা হয়। এমনি সময়ে লাল হয়ে উঠল যাকার শিখর।

উঠছি তো উঠছিই। একসময়ে তুষার পেরিয়ে গরম পাথরে পৌঁছলাম আমরা। আগ্নেয়গিরির গরমে চূড়ার বেশ কিছুটা অংশে বরফ জমতে পারে না কখনওই। এখনও আছড়ে-পাছড়ে উঠে যাচ্ছে ডি গার্সিয়া যেন কী এক ঘোরের বশে।

এমনি সময়ে গুড়গুড় করে গম্ভীর একটা আওয়াজ করল যাকা, কেঁপে উঠল পাহাড়টা, আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে ছিটকে উপরে উঠল একগাদা ছাই। কয়েক মুহূর্তের জন্য ডি গার্সিয়াকে দেখতে পেলাম না, কিন্তু ওর আতঙ্কিত চিৎকার ঠিকই শুনতে পেলাম। ধূসর ছাই সরে যেতে আবার দেখতে পেলাম ওকে: উঠে যাচ্ছে জ্বালামুখের দিকে।

এবার নিশ্চয়ই রুখে দাঁড়াবে লোকটা, ভাবলাম। কিন্তু না,

www.BanglaBook.org

একেবারে কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল ডি গার্সিয়া, ঝুঁকে দেখল ভিতরে কেমন টগবগ করছে লাভা। আমি ভয় পেলাম, এই বুঝি লাফিয়ে পড়ে আমার হাত ফসকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু এরকম কোনও চিন্তা মাথায় যদি এসেও থাকে, ফুটন্ত লাভার ভয়ঙ্কর বলক দেখে শিউরে উঠে পিছিয়ে এল ও কয়েক পা। তারপর আমি দশ কদমের মধ্যে চলে আসতেই বের করল তলোয়ার। পরমুহূর্তে পিছিয়ে গেল আবার।

দেখার মত হয়েছে ডি গার্সিয়ার চেহারাটা। মুখ তো নয়, যেন আতঙ্কের মুখোশ পরে আছে–দুই চোখ বিস্ফারিত, দাঁতের উপর থেকে সরে গেছে ঠোঁট, থরথর করে কাঁপছে দু'-গাল। একটা লাভা-খণ্ডের উপর বসলাম। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছি ওর দিকে। ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়ানো খুনির মত লাগছে ওকে দেখতে। দেখছি ওর ভীতি, দেখছি হিংস্র এক নিষ্ঠুর লোকের পরিণতি।

'পথের শেষ, তা-ই না, ডি গার্সিয়া?' বললাম শান্ত গলায়।

'মেরে ফেলছ না কেন?' ককিয়ে উঠল ডি গার্সিয়া, 'কেন এভাবে কষ্ট দিচ্ছ আমাকে? শেষ করে দাও, চুকে যাক সব!'

'অত তাড়া কীসের, কাজিন? তোমার কারণে জীবনের বিশটা বছর নষ্ট হয়ে গেছে আমার; জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে গেছি আমি: তুমি বিশটা মিনিট সহ্য করতে পারছ না? এ-ই তো আমাদের শেষ দেখা, চির বিদায়ের আগে আমার দু'-একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও না। কেন সারাটা জীবন এমন শত্রুতা করলে তুমি আমার এবং আমার আপনজনদের সঙ্গে? নিশ্চয়ই নিছক নির্বুদ্ধিতা বা শয়তানি নয়, কিছু একটা কারণ তো থাকবে?'

শান্ত ভাবে কথা বলতে পারছি, কারণ, এই মুহূর্তে আমি টমাস উইংফিল্ড নই, মানুষই নই; আমি এখন কেবল একটা শক্তি, একটা যন্ত্র। বিন্দুমাত্র কষ্ট না পেয়ে আমার মরা ছেলের কথা ভাবতে পারছি আমি, ওকে মৃত মনে হচ্ছে না আর আমার।

www.BanglaBook.org

যদিও জানি কিছুক্ষণের মধ্যে মরতে হবে ওকে, ডি গার্সিয়ার প্রতিও কোন ঘৃণা অনুভব করছি না, মনে হচ্ছে ও-ও ব্যবহৃত হয়েছে কারও হাতের যন্ত্র হিসাবে।

মুখ বন্ধ করবার চেষ্টা করল ডি গার্সিয়া, কিন্তু আপনাআপনি খুলে গেল সেটা আবার। শব্দের পর শব্দ হয়ে সত্যগুলো বেরিয়ে এল ওর কালো অন্তর থেকে।

'তোমার মাকে আমি ভালোবাসতাম, কাজিন,' বলল ডি গার্সিয়া নিচু গলায়। 'সেই ছেলেবেলা থেকেই। দুনিয়ায় একমাত্র ওকেই ভালোবেসেছি আমি, এখনও বাসি; কিন্তু ও আমাকে যেমন ঘৃণা করত, তেমনি ভয় পেত আমার নষ্টামি আর নিষ্ঠুরতার জন্য। তোমার বাবাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ও তার প্রেমে পড়ল, হোলি অফিসের নির্যাতন আর নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাল তাকে, তারপর ইংল্যান্ডে পালিয়ে গেল তার সঙ্গে। প্রতিহিংসায় জ্বলে-পুড়ে অনেক কষ্ট পেয়েছি আমি, কিন্তু কিছুই করতে পারিনি। প্রায় বিশ বছর পর ব্যবসার ছুতোয় সুযোগ পেলাম ইংল্যান্ডে যাওয়ার। খবর নিয়ে জানতে পারলাম ইয়ারমাথের কাছাকাছিই কোথাও থাকে তোমার মা-বাবা। তোমার মাকে দেখার খুব ইচ্ছা হলো। সুযোগ হয়েও গেল। জঙ্গলের মধ্যে দেখা পেলাম ওর, দেখলাম তেমনি সুন্দর আছে ও তখনও। অনুভব করলাম: তেমনি ভালোবাসি আমি ওকে, তখনও। ওকে বললাম, সামনে ওর দুটো মাত্র পথ খোলা: হয় আমার সঙ্গে পালিয়ে যাবে, নয়তো মৃত্যু। মরণই বেছে নিল তোমার মা। তবে পালাতে গিয়েও হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, "শোনো, হুয়ান, এইমাত্র আমি মনের পর্দায় একটা ছবি দেখলাম, আমাকে যেমন তাড়া করে খুন করছ, ঠিক তেমনি ভাবে আমার রক্তের একজন তোমাকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলবে তুষার ঢাকা এক পাহাড়ের মাথায়, ফুটন্ত দোজখের মধ্যে।"'

www.BanglaBook.org

'ঠিক এই রকম একটা জায়গায়, কাজিন!' প্রশ্ন নয়, মন্তব্য করলাম।

'ঠিক এই রকম একটা জায়গায়,' বলল ও ফিসফিস করে। ঘাড় ফিরিয়ে চাইল জ্বালামুখের দিকে।

'তারপর?'

চুপ করে থাকার চেষ্টা করল ডি গার্সিয়া, কিন্তু পারল না।

'তারপরের সবই তোমার জানা। সেই থেকে পালাচ্ছি। আর বারবার দেখা হয়ে যাচ্ছে তোমার সঙ্গে, সেই সেভিলে, তারপর সাগরে ক্রীতদাসের জাহাজে, টেনকটিটলানের পিরামিডের মাথায়, যুদ্ধক্ষেত্রে, নকে ট্রিস্টের লড়াইয়ে। কর্টেযের শিবিরে হাতে পেয়েও খুন করতে পারলাম না তোমাকে। তারপর কেটে গেল কতগুলো বছর, কত না জায়গায় ঘুরলাম; কিন্তু মৃত্যুভীতি আমাকে ছাড়ল কই? ডায়াযের সঙ্গে প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাহাড়িদের শায়েস্তা করতে এসে দেখছি—এখানেও তুমি!'

'আমার ছেলেটাকে খুন করলে কেন, কাজিন?'

'তোমার মায়ের রক্ত ছিল ওর গায়ে। ওকে ছেড়ে দিয়ে তোমাকে খুন করলেও কি শান্তি পেতাম? তখন ও লাগত আমার পেছনে। ওকে খুন করে খুব স্বস্তি বোধ করেছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি, ও-ও আমাকে চোখ রাঙাচ্ছে পরপার থেকে।'

'হ্যাঁ,' বললাম, 'চিরকাল চোখ রাঙাব আমরা তোমাকে। কারণ, তুমি অন্যায় করেছ, জুলুম করে জয় করতে চেয়েছ নারীর হৃদয়, খুন করেছ অসহায় নারী ও শিশুকে। ব্যস।' চেয়ে দেখলাম সূর্য উঠে এসেছে অনেক দূর। 'অনেক কথা হলো, কাজিন। তলোয়ার আছে তোমার কাছে, পারলে ব্যবহার করো ওটা,' বলেই টান দিয়ে খাপ থেকে বের করলাম আমার তলোয়ার, 'লড়াই করে মরলে মৃত্যুটা সহজ হবে।'

'পারব না,' কাতর কণ্ঠে গুঙিয়ে উঠল ডি গার্সিয়া। 'মরণ

www.BanglaBook.org

এসে গেছে আমার!

'যেমন তোমার অভিরুচি,' বলে মাথার উপর তলোয়ার তুলে ধীর পায়ে এগোলাম ওর দিকে।

পিছু হটতে শুরু করল ডি গার্সিয়া। আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে চেহারা, দৃষ্টিতে মৃত্যুভীতি। জ্বালামুখের একেবারে কিনারে চলে এসেছি আমরা। আড়চোখে দেখলাম, ফুট তিরিশেক নীচে ফুটন্ত লাভা থেকে লালচে আভা বের হচ্ছে, মনে হচ্ছে জ্যান্ত কিছু নড়ছে ওখানে। একটু পর পরই দুর্গন্ধযুক্ত, বিষাক্ত ভাপ উঠে আসছে উপরে।

তলোয়ার দিয়ে দেখালাম ওকে নরককুণ্ডটা, হেসে উঠলাম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ডি গার্সিয়া, চেঁচিয়ে উঠল ভয়ে, চোখ-মুখ বিকৃত করে কাঁদছে এখন। পৌরুষ বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই আর। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল: ক্ষমা চাইছে, প্রাণ ভিক্ষা চাইছে। পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম লোক, যার শয়তানির কোনও সীমা-পরিসীমা নেই, সে করুণা ভিক্ষা চাইছে, অনুশোচনার জন্য কিছুটা সময় চাইছে। আসলে যা মাথায় আসছে তা-ই বলছে এখন।

'উঠে দাঁড়াও!' গর্জে উঠলাম। তলোয়ারটা মাথার উপর তুলে বললাম, 'আর দেরি করা যায় না।'

কিন্তু আবার নামাতে হলো আমার তলোয়ার। আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে গেছে লোকটা। হাত বাড়িয়ে আমার পা ধরতে গেল। পিছিয়ে গেলাম এক পা। এবার লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। উন্মত্ত অবস্থায় সাহস ফিরে এসেছে ওর। তলোয়ার বের করে তুমুল লড়াই শুরু করে দিল। কিন্তু আমার সঙ্গে না। কাল্পনিক শত্রুদের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করছে ডি গার্সিয়া, সাঁই-সাঁই চালাচ্ছে তলোয়ার, মাঝ পথে ঠেকিয়ে দিচ্ছে প্রতিপক্ষের আক্রমণ; হাঁক ছাড়ছে, লাফিয়ে সরে যাচ্ছে ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে পারছে না ডি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গার্সিয়া, ক্রমে এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি করে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। জ্বালামুখের কিনারে দাঁড়িয়ে লড়তে গিয়ে বার দুই প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে পড়ে যেতে গিয়েও সামলে নিল, তারপর হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে উঠল—যেন এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে ওর হৃৎপিণ্ডটা, দুই হাত দুই পাশে ছড়িয়ে দিয়েছে, প্রথমে পড়ল তলোয়ারটা, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল ডি গার্সিয়া আগ্নেয়গিরির গর্ভে।

সাঁইত্রিশ

বাবাকে দেওয়া আমার শপথ এভাবেই পূরণ হলো। মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি আমি। যদিও নিজহাতে খুন করিনি, আমার চোখের সামনেই মারা পড়েছে ও বিশ বছর ধরে নিজের ভিতর পুষে রাখা আতঙ্কের সঙ্গে লড়তে গিয়ে।

এজন্য অবশ্য আমার দুঃখের সীমা নেই। যাকার উপর আমার ভিতর হঠাৎ করে যে শান্ত ভাবের উদয় হয়েছিল, সেটা দূর হয়ে যেতেই ওর প্রতি আমার তীব্র ঘৃণাটা ফিরে এল আবার। আজও আক্ষেপে ছটফট করি, আমার জীবনটা ধ্বংস করে দিয়েছে যে লোকটা, কেন সেদিন তাকে নিজ হাতে খুন করলাম না।

যাক সেসব কথা, ডি গার্সিয়া জ্বালামুখের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতেই রওয়ানা দিলাম আমি বাড়ির পথে, অর্থাৎ, সিটি অভ পাইনসের ধ্বংসাবশেষের দিকে। ওঠার চেয়ে নামতে কষ্ট হচ্ছে

www.BanglaBook.org

বেশি, কারণ প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয়ে যেতেই প্রবল এক অবসাদ ঘিরে ধরল শরীরটাকে। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড কষ্ট। আমার ছেলেটার জন্য। বার বার খালি ওর মুখটা ভেসে উঠছে চোখের সামনে।

পাহাড় বেয়ে নামছি, আর ভাবছি। শুধু ছেলে নয়, সবই হারিয়েছি আমি। আমার বাগদত্তা প্রিয়তমাকে হারিয়েছি, বিশ বছর অসভ্য, জংলী একদল লোকের সঙ্গে বাস করে যাপন করেছি জংলী জীবন, এমন কষ্ট নেই যা করিনি, বিয়ে হলো এমন একটা মেয়ের সঙ্গে যে আমাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসলেও অন্তরে রক্তপিপাসু দেবতার পূজারি রয়ে গেছে চিরকাল, যে শহরটা শাসন করলাম এতদিন, দখল হয়ে গেছে সেটা, এখন ধ্বংসস্তূপ।

বাড়িঘর নেই আমার এখন, আমি এখন পথের ফকির—মৃত্যু বা দাসত্ব এড়াতে পেরেছি, সে-ই বেশি। আমার যৌবন গেছে, ক্ষয়-ক্ষতি যা হয়েছে, সবই আমি মানিয়ে নিতে পারতাম যদি ছেলেটা বেঁচে থাকত। বিদেশ-বিভূঁইয়ে আমার ছেলেগুলোই ছিল আমার একমাত্র সান্ত্বনা, একমাত্র আনন্দ। একে একে চলে গেল সবাই। আমি এখন শূন্য, নিঃস্ব। সাদা কাপড়ে জড়ানো সন্তানের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়ানোর চেয়ে বড় দুঃখ আর আছে কিছু?

আর সহ্য করতে না পেরে যাকার গায়ের পুরু তুষারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, তারপর গড়াগড়ি করে বুক চাপড়ে কাঁদলাম আমার ছেলেটার জন্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাঁদলাম আমি।

'ওরে অ্যাবসালম! আমাকে রেখে কোথায় গেলি, বাপ? একবার আমার বুকে ফিরে আয়, বাপ! অ্যাবসালম! এত করে ডাকছি, তুই শুনতে পাচ্ছিস না? তুই দেশে ফিরতে চেয়েছিলি, কোন্ দেশে চলে গেলি আমাকে ফেলে?'

সূর্য যখন যাকার মাথা রাঙিয়ে দিয়ে পশ্চিমে ঢলে পড়ছে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেই সময় ফিরে এলাম আমি প্রাসাদে। প্রথমেই দেখা হলো ক্যাপটেন ডায়ায ও তার কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে। শিরস্ত্রাণ খুলে সম্মান দেখাল ওরা শোকাতুর পিতাকে। সবাই চুপ করে থাকল, কেবল ডায়ায জিজ্ঞেস করল নরম গলায়:

'খুনিটা মরেছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেলাম আমাদেরকে থাকতে দেওয়া শেষ প্রান্তের কামরায়। অটোমিকে পেলাম ওখানে, চুপচাপ বসে আছে, একা–যেন পাথরের মূর্তি।

'ওকে গোর দিয়ে দিয়েছি ওর ভাইদের পাশে,' আমার চাহনির উত্তরে বলল অটোমি। 'ভাবলাম, তুমি আর ওকে না দেখলেই ভালো। দেখলে বুক ভেঙে যেত তোমার।'

'ভালোই করেছ,' বললাম, 'তবে এমনিতেই ভেঙে গেছে আমার বুকটা।'

'খুনিটা মরেছে?' ডায়াযের মত ঠিক একই শব্দ ব্যবহার করল অটোমি।

'মরেছে।'

'কীভাবে?'

সংক্ষেপে বললাম ওকে।

'ওকে তোমার নিজ হাতে খুন করা উচিত ছিল। আমাদের ছেলে প্রতিকার পেল না।'

'করতাম, কিন্তু যখন দেখলাম স্বর্গ থেকে নেমে আসছে ওর শাস্তি, তখন প্রতিহিংসা ভুলে কেবল দেখলাম চেয়ে চেয়ে। কারা যেন ওকে মারতে মারতে নিয়ে গিয়ে ফেলল জ্বালামুখে। ওকে নিজ হাতে খুন না করে বোধহয় ভালোই হয়েছে। প্রতিহিংসার বশে ওকে তাড়া করতে গিয়ে, ভেবে দেখো, কী পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে আমাকে। বিচার ও প্রতিকারের দায়িত্ব ঈশ্বরের, মানুষের চেয়ে অনেক ভালো ভাবেই করেন তিনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাজটা। অনেক দেরিতে হলেও কথাটার মানে বুঝতে পেরেছি আমি আজ।'

'আমি বুঝিনি,' বলল অটোমি স্পষ্ট গলায়। হিংস্র একটা ভাব ফুটে উঠল ওর চেহারায়। 'তোমার জায়গায় আমি হলে, একটু একটু করে খুন করতাম আমি ওকে। যাক, যা হবার হয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে সব, আমার হৃদয়টাও। এবার খেয়ে নাও। তুমি ক্লান্ত।'

খেয়ে নিলাম, তারপর বিছানায় শুতেই তলিয়ে গেলাম ঘুমের অতলে।

গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। চারদিক অন্ধকার।

'জাগো, কথা আছে আমার,' বলল অটোমির কণ্ঠস্বর। স্বরে এমন কিছু ছিল, মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠলাম।

'বলো,' জবাব দিলাম। 'কোথায় তুমি অটোমি?'

'তোমার পাশেই বসে আছি। ঘুম আসছে না, তাই বসে আছি। শোনো। অনেক, অনেক বছর আগে দেখা হয়েছিল আমাদের, সেই টোবাস্কো থেকে যেদিন তোমাকে নিয়ে এল গুয়াটেমক। আহা, প্রথম দর্শনের কথা স্পষ্ট মনে আছে আমার, চাপোলটেপেকে আমার বাবা মন্টেজুমার কোর্টে টিউলেকে দেখতে গিয়ে সেই প্রথম দেখলাম তোমাকে। এবং দেখেই প্রেমে পড়লাম। সেই প্রেমে ছেদ পড়েনি কোনদিন। কোনও রক্তপিশাচ দেবতা টলাতে পারেনি আমাকে,' তিক্ত হাসি হাসল অটোমি।

'এসব কথা বলছ কেন, অটোমি?'

'ইচ্ছে হচ্ছে, তাই। তোমার জন্যে কত সময় দিয়েছি আমি, তুমি আমার জন্যে একটা ঘণ্টা সময়ও ব্যয় করতে পারবে না? তোমার মনে আছে, কীভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলে আমাকে? ইশ্।

www.BanglaBook.org

অপমানে, লজ্জায় মিশে গিয়েছিলাম মাটিতে! অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে স্ত্রী হয়েছিলাম আমি টিযকাটের, খুশি হয়ে খবরটা দিতে গিয়েছিলাম তোমাকে; তুমি শোনালে সমুদ্রের ওপারে রেখে আসা তোমার প্রিয়তমা লিলির কথা, আজও তার দেওয়া আংটি পরে আছ তুমি আঙুলে। কিন্তু এ-ধাক্কা সামলে নিলাম আমি, বরং তোমার সততার জন্যে তোমার প্রতি শ্রদ্ধা আমার বাড়ল আরও। তারপর তোমার সঙ্গে স্বেচ্ছায় আত্মদান করতে যাচ্ছি দেখে মুগ্ধ হয়ে তুমি চুমো দিলে আমাকে, বললে আমাকে ভালোবাসো।

'কিন্তু সত্যি-সত্যি তুমি কোনওদিন আমাকে ভালোবাসোনি; ওই লিলি মেয়েটার কথা ভেবেছ সারাক্ষণ। তখনও জানতাম, এখনও জানি; কিন্তু নিজেকে নিজে ভোলাবার চেষ্টা করে এসেছি আমি বরাবর। আমার সৌন্দর্য তোমাকে আকর্ষণ করে রেখেছিল বহুদিন। তোমার প্রতি বরাবর সৎ ছিলাম আমি, সেটাও একটা ব্যাপার। এসব কারণে এক-দুইবার তোমার মনে হয়েছে বুঝি আমাকে সত্যিই ভালোবাসো।

'এখন আমার কি মনে হয় জানো? মনে হয়, সেই মন্দিরে আর এক ঘণ্টা পর যদি আসত টিউলেরা, তা হলে সব দিক দিয়ে ভালো হতো। সেদিন তোমার পাশে মরে গেলে আজ আর এতকিছু ঘটনা ঘটতে পারত না। বেঁচে গেলাম আমরা, অবস্থা এমন দাঁড়াল যে আমাকে বিয়ে না করে আর উপায় থাকল না তোমার। তবে বিয়ের শপথ তুমি রক্ষা করেছ অক্ষরে অক্ষরে, আর কারও দিকে চাওনি কোনদিন চোখ তুলে। কিন্তু কাকে বিয়ে করেছ সেটাই তোমার জানা ছিল না। আমাকে সুন্দরী, সৎ, মিষ্টি, প্রেমময়ী জেনেছ তুমি, ভুল জেনেছ তা বলি না; কিন্তু আমার আসল পরিচয় জানতে পারনি কোনদিন। আমি যে আমার পূর্ব-পুরুষদের মতই হিংস্র, আদিম, জংলী রয়ে গেছি সেকথা ধারণা

www.BanglaBook.org

করতে পারনি কখনও। তোমার ঈশ্বরের ওপর ভক্তি ও বিশ্বাস আনার চেষ্টা করেছি আমি অনেক, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। ভিতর ভিতর আমি আমার নিজের ধর্ম পালন করে এসেছি চিরকাল।

'এরই বহিঃপ্রকাশ দেখেছ তুমি সেদিন মন্দিরে। যুগে যুগে বিপদ ও সর্বনাশের মুহূর্তে আমরা যা করে এসেছি, তা-ই করেছি সেদিন আমরা অটোমির মহিলারা। যেহেতু কোনদিন গভীরভাবে তাকাওনি তুমি আমার দিকে, সেহেতু এতদিনের সাহচর্যেও জানতে পারনি, সেই আদিম, অসভ্য রক্তই বইছে আমার ধমনীতে, পূর্বপুরুষদের প্রভাব কাটিয়ে তোমাদের মত সভ্য হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। হঠাৎ সে-রাতে চিনে ফেলেছ তুমি আমাকে।

'তোমার সন্তান গর্ভে ধারণ করেছি আমি, তাদেরকে তুমি মন-প্রাণ দিয়ে ভালোও বেসেছ, কিন্তু সেটা আমার কারণে নয়, ওদেরই কারণে। তুমি যে আমাদের চালচলন, রীতি-নীতি ও প্রথা ঘৃণা করো, সেটা বহুবারই প্রকাশ পেয়েছে তোমার কথায়, ব্যবহারে। আমার প্রতি যে আকর্ষণ ছিল, সেটা ভেঙে খান-খান হয়ে গেছে আমাকে নরবলিতে অংশগ্রহণ করতে দেখে।

'তা হলে কী বাকি থাকল? যে সন্তানের বন্ধনে বাঁধা ছিলাম আমরা, একে একে শেষ হয়ে গেল ওরা—ওদের কেউ আজ বেঁচে নেই। আমার প্রতি ওদের খাতিরে তোমার যেটুকু আকর্ষণ ছিল, শেষ হয়ে গেল সেটুকুও। কোনও বন্ধন নেই আজ আর আমাদের। তাই মুক্তি নিতে চাই আমি।

'না-না, চুপ করো; আমাকে বলতে দাও, টিউলে। আমার হাতে আর সময় বেশি নেই। তুমি যখন বললে: স্বামী বলে ডেকো না তুমি আর আমাকে; আমি বুঝলাম, শেষ হয়ে গেল সব। তোমার কথা মান্য করেছি আমি, আলাদা হয়ে গেছি, তুমি আর আমার স্বামী নও, শীঘ্রি আমিও তোমার বউ থাকব না। আমার

www.BanglaBook.org

কথাটা শেষ করতে দাও, টিউলে। এখন প্রচণ্ড শোকের সময় তোমার হয়তো মনে হচ্ছে জীবনের সব হাসি-আনন্দ শেষ হয়ে গেছে তোমার; আসলে কিন্তু তা নয়। মাঝবয়স মাত্র শুরু হয়েছে তোমার। এই অভিশপ্ত দেশ ছেড়ে চলে যাবে তুমি, এখানকার সব স্মৃতি ধুলোর মত ঝেড়ে ফেললেই দেখবে আবার নতুন জীবন ফিরে পেয়েছ। দেশে ফিরে গেলে পেয়ে যাবে তোমার স্বপ্নের সেই মেয়েকে, এত বছর ধরে যে তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছে। বহু দূর দেশের কোনও এক অসভ্য, জংলী মেয়ের স্মৃতি হয়তো সম্পূর্ণ মুছে যাবে না, তবে ঝাপসা হয়ে যাবে অনেকখানি। শুধু কোনদিন ভুলতে পারবে না তোমার সন্তানদের, ওদের স্মৃতি তোমার সঙ্গে একদিন কবর পর্যন্ত যাবে। আর ওদের মা হিসেবে আমারও কিছুটা যাবে ওদের সঙ্গে। এটুকু থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না লিলি মেয়েটা।

'দিনের পর দিন, রাতের পর রাত লক্ষ করেছি আমি তোমাকে। দেখেছি হারিয়ে যাওয়া মেয়েটির প্রতি তোমার কী দুর্বার আকর্ষণ, দেশের মাটিতে ফেরার জন্যে তোমার কী ব্যাকুলতা। আর কোনও বাধা থাকছে না, এবার তুমি ফিরে পাবে তোমার হারানো সবকিছু। আমার কথা প্রায় শেষ। একটু পরেই বিদায় নেব আমি। একটা অনুরোধ: আমার ওপর রাগ করে থেকো না, টিউলে। আমি তোমাকে ভালোবেসেছি, এখনও বাসি, হয়তো মরণের ওপারে গিয়েও বাসব; কিন্তু স্বামী বলে ডাকতে পারব না, কারণ তুমি বারণ করেছ।

'মাঝে মাঝে মনে হয় অর্থহীন, বৃথা একটা জীবন কাটিয়ে গেলাম এই পৃথিবীতে। কিছুই পেলাম না। হারাতে হারাতে সবই হারিয়ে ফেললাম। নিজের বলতে কিছুই থাকল না আমার; না স্বামীর ভালোবাসা, না সন্তানদের। তবে তোমাকে পেয়েছিলাম, সেজন্যে আমি সুখী, টিউলে। ফিরে গিয়ে তুমি লিলিকে পাবে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তুমিও সুখী হবে।

'আচ্ছা, এবার তা হলে বিদায়, প্রিয়!'

চোখ বুজে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলাম অটোমির কথা। ওর গলার স্বর কমতে কমতে একসময় মিলিয়ে গেল। ভোর হয়ে এসেছে তখন। চোখ মেলে আবছা ভাবে দেখতে পেলাম, বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসে আছে অটোমি; হাত দুটো ঝুলে আছে নীচের দিকে, মাথাটা হেলে রয়েছে চেয়ারের পিঠে। ধড়মড় করে উঠে কাছে গিয়ে ওর মুখের দিকে চাইলাম। সাদা হয়ে গেছে মুখটা, কপাল ঠাণ্ডা, নাকের নীচে আঙুল রেখে দেখলাম–শ্বাস নেই। হাত ধরলাম ওর, ঠাণ্ডা। ওর ভুরুতে চুমো দিলাম, সাড়া নেই। ঘরে রোদ এসে পড়ল, সেই আলোয় দেখলাম, মারা গেছে অটোমি। বিষ খেয়েছিল কথা শুরু করবার আগেই।

ওর মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকলাম। মনে পড়ল সম্রাট মন্টেজুমার সভায় প্রথম দেখা ওর হাসিখুশি চেহারাটা, বলির পাথরে আমার পাশে শোয়ার সময় ওর চোখের দৃষ্টি, সম্রাট কুইটলাহুয়া যখন আমাকে খুন করতে বদ্ধপরিকর তখন ওর অবাধ্য কথাগুলো, পরিষ্কার শুনতে পেলাম ডুকরে ডুকরে কাঁদছে ও আমাদের প্রথম সন্তানের মৃত্যুর পর, তারপর দেখতে পেলাম, আমাকে বাঁচাবার জন্য তলোয়ার তুলেছে ও লাস্কালান লোকটার ঘাড়ে কোপ মারবে বলে। কী না করেছে মেয়েটা আমার জন্য! পূর্বপুরুষদের ধর্মবিশ্বাস ছাড়তে পারেনি বলে আমার ধমক খেয়ে চলে গেল অভিমান ভরে।

হ্যাঁ, আমার প্রথম প্রেম আমি ভুলতে পারিনি সত্যি, কিন্তু ওকে ভালোবাসিনি একথা অটোমি ঠিক বলেনি। ওর মৃত্যুর পর আরও বেশি করে বুঝতে পারছি আমার হৃদয়ের কতখানি দখল করে নিয়েছিল ও।

www.BanglaBook.org

অনেকক্ষণ পর উঠলাম আমি লোকজন ডেকে লাশের ব্যবস্থা করব বলে। মনে হলো কী যেন দুলে উঠল আমার গলার কাছে। হাত দিয়ে দেখলাম, ওটা সেই মহামূল্য পান্নার মালা, যেটা আমাকে দিয়েছিল গুয়াটেমক, আমি দিয়েছিলাম অটোমিকে। ঘুমের মধ্যে কখন ও ওটা আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিল টের পাইনি। মালার সঙ্গে ওর মাথার একগোছা চুলও পেলাম। ওগুলো আমার সঙ্গে যাবে আমার কবরে।

ওদের পারিবারিক গোরস্তানে কবর দিলাম অটোমিকে। দুদিন পর বার্নাল ডায়াযের সঙ্গে রওয়ানা দিলাম মেক্সিকোর পথে। গিরিপথে ঢুকবার মুখে এসে পিছন ফিরে চাইলাম সিটি অভ পাইনসের ধ্বংসস্তূপের দিকে, যৌবনের এতগুলো বছর কাটিয়েছি যেখানে। যা যা ভালোবেসেছিলাম এখানে, সব রেখে যাচ্ছি মাটির নীচে। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম শহরটার দিকে, মৃত্যুপথযাত্রী যেভাবে দেখে তার অতীত। কাঁধে ক্যাপটেন ডায়াযের হাত পড়তেই চমকে পাশ ফিরলাম আমি।

'তুমি তো একেবারে একা হয়ে গেলে, কমরেড,' বলল ডায়ায সহানুভূতির সুরে। 'কী করবে ভাবছ?'

'মৃত্যু ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না।'

'ওসব কথা মাথাতেও এনো না,' বলল সে, 'তোমার বয়স তো চল্লিশের বেশি হবে না, আমি পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছি, তা-ও তো মরার কথা ভাবি না। শোনো, ইংল্যান্ডে তোমার আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব আছে তো?'

'ছিল।'

'ওরকম শান্ত জায়গায় অনেকদিন বাঁচে মানুষ। ওদের খুঁজে বের করা উচিত তোমার। আমি তোমাকে স্পেন পর্যন্ত যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারব।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, বার্নাল। তোমার সাহায্য হয়তো লাগবে আমার।'

মেক্সিকো পৌঁছে অবাক হয়ে গেলাম। সেই টেনকটিটলানের ছিটেফোঁটা চিহ্ন এখানে-ওখানে পাওয়া গেলেও নগরীকে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে গড়েছে কর্টেয। প্রধান মন্দিরটা ভেঙে গির্জা উঠেছে এখন সেখানে। মানুষজনও আমূল বদলে গেছে—আগে তারা ছিল স্বাধীন, যোদ্ধা; আর এখন স্প্যানিয়ার্ডদের ক্রীতদাস।

মেক্সিকোতে আমার খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করে দিল ডায়ায। কেউ আমাকে উত্যক্ত করল না, সাধারণ ক্ষমার মর্যাদা রক্ষা করল ওরা। তা ছাড়া আমার মত নিঃস্ব, রিক্ত মানুষের পিছনে কেউ লাগতেই বা যাবে কেন?

দশদিন থাকলাম আমি মেক্সিকোতে, ঘুরে ঘুরে দেখলাম স্মৃতিমাখা পরিচিত সব জায়গা। চাপোলটেপেক পাহাড়ের উপর উঠলাম যেখানে মন্টেজুমার সেই প্রমোদ-প্রাসাদ ছিল, যেখানে প্রথম পরিচয় হয় অটোমির সঙ্গে। কয়েকটা প্রাচীন সিডার গাছ ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই আর। অষ্টম দিন হঠাৎ রাস্তায় আমার পথ আটকাল একজন ইন্ডিয়ান, বলল, এক পুরনো বন্ধু নাকি দেখা করতে চায় আমার সঙ্গে।

পুরনো বন্ধু—কে হতে পারে, ভাবতে ভাবতে পিছু নিলাম লোকটার। নতুন একটা রাস্তার ধারে পাথরে তৈরি সুন্দর এক বাড়িতে নিয়ে এল ও আমাকে। আধো-অন্ধকার একটা কামরায় বসে পুরনো বন্ধুর অপেক্ষা করছি, এমনি সময়ে মিষ্টি একটা পরিচিত নারীকণ্ঠ ভেসে এল, আযটেকে জানতে চাইল, 'কেমন আছ, টিউলে?'

চোখ তুলে দেখলাম, দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে স্প্যানিশ ঢঙে পোশাক পরা ইন্ডিয়ান এক রমণী। সুন্দরী, কিন্তু খুবই রোগা ও দুর্বল মনে হলো।

www.BanglaBook.org

'মেরিনাকে চিনতে পারছ না, টিউলে?' বলল মহিলা, 'তোমাকেও হঠাৎ কোথাও দেখলে আমি চিনতে পারতাম কি না সন্দেহ। সময় আর দুঃখ-দুর্দশা বদলে দিয়েছে আমাদের চেহারা।'

উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাতের পিঠে চুমো দিলাম।

'কর্টেয কোথায়?' সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম।

নামটা শুনেই সারা শরীর কাঁপতে শুরু করল মেরিনার।

'স্পেনে। ওর বিরুদ্ধে মামলার জবাবদিহি করছে। ওখানে আরেকটা মেয়েকে বিয়ে করেছে ও, টিউলে। অনেক আগেই ও আমাকে ডন হুয়ান যারামিলো নামে একজনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ওর কর্তব্য সম্পাদন করেছে। যাবার আগে প্রচুর টাকা-পয়সা দিয়ে গেছে আমাকে, যার ফলে এই লোক কর্টেযের পরিত্যক্ত উপপত্নীকে স্ত্রী হিসেবে নিতে আপত্তি করেনি।' কথা শেষ করেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল মেরিনা।

বুঝলাম, উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যেতেই কিছু পয়সা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিদায় করে দিয়েছে মেয়েটাকে কর্টেয। ওর ভালোবাসার সামান্য দামও দেয়নি। অনেক কাঁদাকাটি করেও কোনও ফল হয়নি।

দুই ঘণ্টা গল্প করলাম আমরা। ওর সব কথা শুনলাম, ও-ও প্রশ্ন করে করে আমার কথা শুনল। মেয়েটার মনটা সত্যিই ভালো: আমার কথা শুনেও চোখ দিয়ে পানি ঝরল ওর। সত্যি, এমন বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। দুই-দুইবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে মেরিনা। ওর যত দোষই থাকুক, মানুষ ওকে বিশ্বাসঘাতিনী, দেশদ্রোহিনী যা-খুশি বলুক; আমার অন্তরে চিরকাল থাকবে ও ভালো, সৎ একজন বন্ধু হিসাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আটত্রিশ

মেরিনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরদিনই সকালে ক্যাপটেন ডায়ায এসে বলল, তার এক বন্ধুর কারাক দশদিনের মধ্যে ভেরা ক্রুয থেকে ছেড়ে যাবে ক্যাডিজের উদ্দেশে। আমাকে প্যাসেঞ্জার হিসাবে নিতে রাজি হয়েছে বন্ধু। ইচ্ছা করলেই আমি এখন দেশের পথে রওয়ানা হতে পারি। একটু ভেবে রাজি হয়ে গেলাম।

সেই রাতেই ক্যাপটেন ডায়াযের (ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন, কারণ অসংখ্য খারাপ লোকের মধ্যে এই একজনকে পেয়েছিলাম সাচ্চা মানুষ) কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কয়েকজন বণিকের সঙ্গে রওয়ানা হলাম ভেরা ক্রুযের উদ্দেশে। সাতদিন পর ওখানে পৌছে ডায়াযের সুপারিশ-পত্র দেখাতেই বিনা প্রশ্নে টিকেট দেওয়া হলো আমাকে।

তিনদিন পর সুবাতাস পেয়ে পাল তুলে রওয়ানা হয়ে গেল কারাক। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মুছে গেল অ্যানাহুয়াকের তীররেখা, তবে ভলকান ওরিযাবার চূড়াটা দেখা গেল আরও বেশ কিছুক্ষণ। তারপর একসময় সব চিহ্ন মুছে গেল অ্যানাহুয়াকের, যেখানে এতগুলো বছর কাটিয়ে গেলাম আমি, কত না ঘটনার মধ্য দিয়ে।

ঠিক দশ সপ্তাহ পর পৌছল কারাক ক্যাডিজে। ওখানে দুই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিনের বেশি অপেক্ষা করতে হলো না, লন্ডনগামী একটা ইংলিশ জাহাজ পেয়ে গেলাম, টিকেট কিনে উঠে পড়লাম ওটায়। টিকেট কেনার জন্য অবশ্য সেই পান্নার নেকলেসের সবচেয়ে ছোট পাথরটা বিক্রি করে দিতে হলো। যা আশা করেছিলাম, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি দাম পেলাম। জাহাজের টিকেট, ভালো জামা-কাপড় ইত্যাদি কেনার পরও প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা রয়ে গেল হাতে।

জুনের বারো তারিখে পৌঁছলাম লন্ডনে। ইংল্যান্ডের মাটিতে পা দিয়েই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম ঈশ্বরের কাছে। এত বিপদ, এত দুঃখ-কষ্ট পেরিয়ে কোনদিন দেশে ফিরতে পারব ভাবিনি।

ওখানে সরাইখানার মালিকের সহযোগিতায় একটা ভালো ঘোড়া কিনে পরদিন খুব ভোরে উঠে ইপসুইচ রোড ধরে এগোলাম বাড়ির পথে। সেই সকালেই আমার জীবনের শেষ দুর্ঘটনাটা ঘটল। মনের আনন্দে চারপাশের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে চলেছি, বুক ভরে নিচ্ছি জুনের মিষ্টি হাওয়া; এমনি সময় এক ছিনতাইকারী ঝোপের আড়াল থেকে গুলি করল আমার দিকে। পিস্তলের গুলিটা আমার টুপি ছিদ্র করে চাঁদি ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। আমি কিছু করে উঠবার আগেই লাফিয়ে উঠে দৌড়ে পালিয়ে গেল লোকটা।

সারাদিন চললাম ঘোড়ার পিঠে চড়ে, রাতটা এক সরাইখানায় বিশ্রাম নিয়ে পরদিন আবার ছুটালাম ঘোড়া। সেইদিনই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় উঠে এলাম সেই ছোট্ট পাহাড়ের মাথায়, বাবার সঙ্গে ইয়ারমাথ যাবার সময় যেখান থেকে শেষবারের মত পিছন ফিরে তাকিয়েছিলাম আমার প্রিয় জন্মস্থানের দিকে। নীচে দেখতে পাচ্ছি বাড়িঘরের ছাদের লাল টালি, ডাইনে ডিচিংহামের বিশাল সেই ওকগাছগুলো আর তার ফাঁক দিয়ে সেইন্ট মেরির গির্জার উঁচু টাওয়ার। ওই তো দেখা যাচ্ছে ওয়েভেনির ছোট্ট নদীটা তেমনি এঁকেবেঁকে চলেছে এখনও। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি সামনে

www.BanglaBook.org

বিছিয়ে রয়েছে সবুজ ঘাসে ছাওয়া বিস্তীর্ণ মাঠ, তার ওপাশে জলাভূমির ঝোপেঝাড়ে ফুটে আছে বুনো ফুল। যেমন ছিল ঠিক তেমনিই রয়েছে সব, কেবল আমারই মধ্যে ঘটে গেছে বিরাট পরিবর্তন। বিশ বছর আগে যে ছেলেটি এই পাহাড় ডিঙিয়ে চলে গিয়েছিল দেশ ছেড়ে, আমি কি এখনও সে-ই আছি?

ভাবছি, বিশটা বছর অনেক দীর্ঘ সময়। কত মানুষ মরে গেছে, কত জন সরে গেছে অন্যত্র। পরিচিত কাউকে পাব তো আমি ওখানে? বিশ বছরে এখানেও কি হাজারটা ঘটনা ঘটেনি?

আর লিলি? ও কি বেঁচে আছে? বিয়ে করেছে কাউকে?

আবার এগোলাম। ওয়েইংফোর্ড মিলের পাশের রাস্তা ধরে, বাঙ্গেকে বামে রেখে, ছোট ছোট নালা পেরিয়ে যাচ্ছি। দশ মিনিটেই পৌঁছে গেলাম ঘোড়ায় চলা পথের মুখের কাছে। আর আধমাইল গেলেই ডিচিংহামের সেই লজ, যেখানে আমার জন্ম। লজের গেটের কাছে একজন লোককে দেখেই চিনতে পারলাম: এ সেই আধ-পাগলা হাবা বিলি মিঙ্গ, যে আমার বেঁধে রাখা ডি গার্সিয়ার বাঁধন খুলে দিয়েছিল মানবতার খাতিরে। বুড়ো হয়ে গেছে, পাকা চুল নেমে এসেছে পিঠের কাছে, জরজর হয়ে গেছে গালের চামড়া, ছেঁড়া, নোংরা পোশাক পরে আছে—তার পরেও এতদিনের চেনা একজন লোক দেখে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হলো আমার।

আমাকে দেখে লাঠিতে ভর দিয়ে এগিয়ে এল গেট খুলে দিতে, সেই সঙ্গে একটা হাতও পেতে রেখেছে কিছু ভিক্ষা পাওয়ার আশায়।

'এখানে কি উইংফিল্ড নামে কেউ থাকে?' সামনের পথটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

'মিস্টার উইংফিল্ড, সার? কোন্‌জনকে খুঁজছেন?' কপাল কুঁচকে গেছে ওর চিন্তায়। 'বুড়ো ভদ্রলোক তো মারা গেছেন কবে,

www.BanglaBook.org

অন্তত বিশ বছর তো হবেই। ওই গির্জার গোরস্তানে ওঁর কবর খোঁড়ায় সাহায্য করেছিলাম আমি। তাঁর স্ত্রীর পাশেই গোর দেওয়া হয়েছে তাঁকে–ওই যাকে খুন করেছিল এক বিদেশী লোক। আরেকজনের নাম জেফরি, ইনিও উইংফিল্ড।'

'তার কী খবর?' জিজ্ঞেস করলাম।

'তিনিও মারা গেছেন। মদ খেতে খেতেই শেষ। তা বারো-চোদ্দো বছর তো হবেই। আর আরেকজন উইংফিল্ড ছিলেন, টমাস উইংফিল্ড। তিনি মরেছেন সাগরে ডুবে। সবাই মারা গেছে। ওদের কেউ বেঁচে নেই।'

ওকে কিছু পয়সা দিয়ে এগিয়ে গেলাম। ভাবলাম, কেউ বেঁচে নেই যখন, লিলি কি আর আছে? যদি থাকেও, জাহাজডুবির খবর যখন এসে পৌঁছেছিল এখানে তখন নিশ্চয়ই বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার করছে এখন। এত সুন্দরী একটা মেয়ের নিশ্চয়ই পাণিপ্রার্থীর অভাব হয়নি।

লজের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এ আমার নিজের বাড়ি। কিছুই বদলায়নি দেখছি। শুধু আইভির লতাগুলো বাড়তে বাড়তে ঢালু ছাতে উঠে পড়েছে। বেশ ছিমছামই লাগছে বাড়িটা বাইরে থেকে। চিমনি দিয়ে ধোঁয়াও উঠতে দেখছি। তবে গেটে তালা মারা। বাড়িটা ডানপাশে রেখে আস্তাবলের দিকে এগোলাম। জানি, বাড়ির পিছনে পাহাড়ের ধারে বাগানের একপাশে ওটা। কিন্তু এদিকের গেটেও দেখলাম তালা লাগানো। ঘোড়া থেকে নামলাম, বুঝতে পারছি না কী করব। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-ভয় আমাকে এমন ভাবে কাবু করে ফেলেছে যে ঘোলা হয়ে গেছে মাথাটা। ঘুরে ফিরে ঘাস খাওয়ার জন্য ঘোড়াটাকে ওখানেই ছেড়ে দিয়ে গির্জার রাস্তা ধরে হাঁটছি পায়চারির ভঙ্গিতে, আর তাকাচ্ছি পাহাড়ের মাথার দিকে, যেন এখুনি কেউ নেমে আসবে ওখান থেকে। জানি না কে থাকে এখন এই লজে।

www.BanglaBook.org

বেঁচে আছে তো? সবই তো গেছে আমার, লিলিও যদি চলে গিয়ে থাকে? খোদা, আমার ওপর এতবড় গজব ফেলো না! দুঃখ-কষ্টে চুরমার হয়ে গেছি আমি, প্রভু–দয়া করে আর মেরো না!

পায়চারি করতে করতে প্রার্থনা করছি, অপেক্ষা করছি বাড়ির ভিতর বা বাইরে কারও সাড়া পাওয়া যায় কি না। পশ্চিম আকাশে গোধূলির যেটুকু আলো ছিল তা-ও নিভে গেল। এমনি সময়ে মিষ্টি গান ভেসে এল নাইটিঙ্গেলের। আহা, কতদিন শুনিনি এই গান! না-না, ভুল বললাম, বহু বছর আগে, টিযকাট হিসাবে আমার শেষদিন মন্টেজুমার প্রাসাদে সোনার খাটে শুয়ে শুনেছিলাম এই মিষ্টি-মধুর সুর, আমার স্বপ্নে। আজও হাওয়া পেয়ে ফিসফিস করে কী সব বলছে যেন গাছের পাতাগুলো। আমাদের ফল-বাগানের সুগন্ধ এল নাকে। ঠিক এই সুগন্ধও পেয়েছিলাম সেদিন, আজকে যেমন আসছে। সেদিনকার সেই চাঁদটাই শুধু নেই। কেমন একটা স্বপ্নের ঘোরে চলে গেলাম আমি। এমনি সময়ে ওকগাছের মাথার উপর দিয়ে উঁকি দিল মস্তবড় চাঁদ। দেখলাম, চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে ডিচিংহামের মাঠ-ঘাট, ঝিলমিল করছে নদী। আরও কিছুটা এগিয়ে গেলাম, পাহাড়ের ওপাশ থেকে মেয়েলি গলা শুনে কান পাতলাম। দুঃখের গান গাইছে কে যেন। গানের কথাগুলো শুনে কেমন যে লেগে উঠল বুকের ভিতরটা!

হঠাৎ চটকা ভাঙলো আমার। সত্যিই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে কেউ গান গাইতে গাইতে। অনেক কাছে চলে এসেছে মেয়েটা। ওর মুখে চাঁদের আলো পড়তেই চিনতে পারলাম মুহূর্তে। সাদা কাপড় পরে আছে লিলি বোযার্ড।

হঠাৎ ছায়ার মধ্যে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গান থামিয়ে থমকে দাঁড়াল লিলি, পালাবার জন্য ঘুরতে গিয়েও আমার দিকে এগিয়ে এল কয়েক পা। নিচু মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করল:

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কে ওখানে অন্ধকারে? জন, তুমি?'

এই কথা শুনে ভয়ে আমার জিভ শুকিয়ে এল। কে এই জন? নিশ্চয়ই বিয়ে করেছে লিলি, জনটা হচ্ছে তার স্বামী। চট্ করে সিদ্ধান্ত নিলাম, নিশ্চিত না হয়ে নিজের পরিচয় দেব না। যদি ওকে পেয়েও হারিয়ে থাকি নীরবে সরে যাব কোথাও দূরে।

ছায়ার মধ্যেই থাকলাম, চাঁদের আলো যাতে আমার মুখে না পড়ে সে ব্যাপারে সতর্ক; এক পা এগিয়ে স্প্যানিশ কায়দায় কুর্নিশ করে সম্মান জানালাম, তারপর গলার স্বর বিকৃত করে স্প্যানিশ টানে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলাম:

'ম্যাডাম, আমি কি অতীত দিনে যাঁকে সেনিয়োরা লিলি বোযার্ড বলে ডাকা হতো, তাঁর সঙ্গে কথা বলছি?'

'হ্যাঁ, ওটাই আমার নাম ছিল,' জবাব দিল লিলি। 'আমার কাছে আপনার কী দরকার, সার?'

বুকের ভিতরটা ভয়ে কাঁপছে, তবু সাহসে ভর করে বললাম:

'আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে, মাফ করবেন, আর একটা প্রশ্ন করতে চাই। এখনও কি আপনি ওই নামেই পরিচিত?'

'হ্যাঁ, এখনও। আমি বিবাহিত নই,' বলল লিলি।

আমার মনে হলো দুলে উঠল আমার চারপাশটা। কিন্তু আমি জানি না ও আমার স্মৃতি আজও ধরে রেখেছে কি না। আজও আমাকে ভালোবাসে কি না।

'সেনিয়োরা,' বললাম আমি, 'আমি একজন স্প্যানিয়ার্ড। কর্টেয যখন মেক্সিকো আক্রমণ করে, আমিও ছিলাম সেখানে। সেই যুদ্ধের কথা হয়তো শুনে থাকবেন আপনি।'

মাথা ঝাঁকাল লিলি। আমি বলে চললাম, 'ওই যুদ্ধের সময় আমার সঙ্গে টিউলে নামে এক লোকের দেখা হয়। এটা অবশ্য তার আসল নাম নয়, বছর দুয়েক আগে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে লোকটা আপনার সম্পর্কে আমাকে কয়েকটা কথা বলেছিল।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কী নাম তার?'

'টমাস উইংফিল্ড।'

নামটা শোনামাত্র এমন ভাবে কেঁদে উঠল লিলি যে ঘাবড়ে গেলাম। পড়েই যাচ্ছিল, চট্ করে একটা গাছের ডাল ধরে পতন ঠেকাল। বেশ কিছুক্ষণ লাগল ওর নিজেকে.সামলে নিতে।

'আমি...আমি শুনেছিলাম, আঠারো বছর আগেই মারা গেছে ও জাহাজডুবিতে।'

'হ্যাঁ, জাহাজ সত্যিই ডুবেছিল, সেনিয়োরা। কিন্তু কোনমতে প্রাণ নিয়ে তীরে উঠে ও ধরা পড়েছিল ইন্ডিয়ানদের হাতে। ওরা ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে দেবতার সম্মান দেয়, এবং রাজার মেয়ের সঙ্গে ওকে বিয়ে দেয়,' এ-পর্যন্ত বলে আমি থামলাম।

শিউরে উঠল লিলি কথাটা শুনে। তারপর শীতল কণ্ঠে বলল, 'বলুন, আমি শুনছি।'

'আমার বন্ধু টিউলে যুদ্ধে ইন্ডিয়ানদের পক্ষ নিয়ে লড়েছিল। রাজকুমারীর স্বামী হিসাবে এ ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না তার। বহু বছর বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে সে স্প্যানিয়ার্ডদের বিরুদ্ধে। অবশেষে যে শহর রক্ষার দায়িত্বে সে ছিল সেটার পতন হয়, তার শেষ ছেলেটিও খুন হয়ে যায়, তার স্ত্রী আত্মহত্যা করে, সে নিজে বন্দি হয় আমাদের হাতে, এবং মারা পড়ে।'

'দুঃখের কাহিনী, সার,' বলল লিলি, হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু সেটা শোনাল কান্নার মত।

'খুবই দুঃখের কাহিনী, সেনিয়োরা। তবে কাহিনীটা এখনও শেষ হয়নি। মৃত্যুশয্যায় আমার বন্ধু আমাকে জানাল, তরুণ বয়সে সে একটা মেয়েকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিল, তার নাম—'

'নামটা আমার জানা আছে—তারপর?'

'ও বলেছে, সেই প্রিন্সেসকে শুধু বিয়েই নয়, ভালোও

www.BanglaBook.org

বেসেছিল ও, কারণ তার জন্যে অনেক কিছু করেছিল মেয়েটা, বহুবার তার প্রাণ বাঁচিয়েছে; এমনকী নরবলির পাথরেও শুয়েছিল তার সঙ্গে স্বেচ্ছায় আত্মদান করবে বলে; কিন্তু তার পরেও তার বাগদত্তা মেয়েটিকে সে জীবনে এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারেনি। একটি মুহূর্তের জন্যেও না। মৃত্যুর আগে সে আমাকে অনুরোধ করেছে, আমি ইউরোপে ফিরে গেলে যেন সেই মেয়েটিকে খুঁজে বের করি, যদি সে এখনও বেঁচে থাকে, তাকে যেন তার একটা বার্তা পৌছে দিই, সেই সঙ্গে তার শেষ অনুরোধটা যেন তার হয়ে তাকে জানিয়ে দিই।'

'কী বার্তা, কীসের অনুরোধ?' ফিসফিস করে জানতে চাইল লিলি।

'বার্তা এই যে: আগে যেমন ভালবেসেছিল, মৃত্যুর মুহূর্তেও সে তাকে ঠিক তেমনই ভালোবেসে গেছে। আর অনুরোধ: নত মস্তকে সে ক্ষমা প্রার্থনা করছে শপথ রক্ষা করতে না পারায়, যে শপথ সে করেছিল ডিচিংহাম হলের বিচগাছের নীচে দাঁড়িয়ে।'

'এ সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন, সার?'

'যতটুকু ও আমাকে বলেছে, সেনিয়োরা।'

'আপনাদের খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল বলে মনে হচ্ছে,' বিড়বিড় করে বলল লিলি, 'আপনার স্মরণশক্তিও প্রখর।'

'ও যা করেছে, বিচিত্র পরিবেশে, অদ্ভুত পরিস্থিতিতে সেসব ওকে বাধ্য হয়ে করতে হয়েছে, সেনিয়োরা। ওর শেষ প্রার্থনা, এ-জীবনে হলো না যখন, ক্ষমা পেলে, এবং মেয়েটি যদি এখনও তাকে চায়, পরপারে সে তাকে দেওয়া শপথ রক্ষা করবার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। কাজেই সে ক্ষমা পেল কি না, সেটা যেন মেয়েটি বার্তাবাহককে জানিয়ে দেয়।'

'এই ক্ষমা বা প্রার্থনা মঞ্জুর হলে একজন মরা মানুষের কী লাভ?' জানতে চাইল লিলি। অন্ধকারে চোখ জ্বেলে দেখতে চেষ্টা-

www.BanglaBook.org

করছে আমার চেহারা। 'তা ছাড়া মরা মানুষ মেয়েটির কথা জানবে কী করে? কী করে মেয়েটির কথা পৌঁছাবেন তার কাছে?'

'তা আমি জানি না, সেনিয়োরা,' আমতা আমতা করে বললাম। 'হয়তো আশপাশেই কোথাও রয়েছে তার আত্মা, জবাব দিলে জেনে যাবে।'

'তা ছাড়া কী করে জানব আপনি সত্যিই তার বার্তাবাহক কি না? আমরা জানতে পেরেছি, বহু বছর আগেই সাগরে ডুবে মারা গেছে টমাস উইংফিল্ড। আপনি যে ইন্ডিয়ান প্রিন্সেসের গল্প শোনাচ্ছেন তার সত্যতা কতখানি কী করে বুঝব? এমন কিছু কি আছে আপনার কাছে যা দেখে আপনার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়?'

'আছে, সেনিয়োরা, তবে এত কম আলোয় সেটা দেখতে পাবেন না।'

'তা হলে ঘরে চলুন, ওখানে বাতির আলোয় দেখা যাবে। একটু দাঁড়ান,' এই বলে আস্তাবলের গেটের কাছে গিয়ে আবার জনকে ডাকল লিলি।

বুড়ো এক লোক এগিয়ে এল তালা খুলতে। একেও চিনলাম, আমার বাবার ফলের বাগানে কাজ করত। নিচু গলায় কিছু বলল লিলি ওকে, তারপর বাগানের পথ ধরে বাড়ির সামনের দিকে এগোল। কোমরে ঝুলানো একটা চাবি দিয়ে দরজা খুলল লিলি, আমাকে ইঙ্গিতে ঢুকতে বলল ঘরে। আগে আগে ঢুকলাম আমি। চিনি সবই, তাই বসার ঘরের সামনে এসে উঁচু ডোরসিলে হোঁচট খাওয়ার ভয়ে পা একটু বেশি তুললাম, অন্ধকারেও ফায়ারপ্লেসের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে কোনও অসুবিধা হলো না। আমার প্রতিটা পদক্ষেপ লক্ষ করল লিলি, আমার পিছন পিছন এসে ছোট্ট একটা মোমবাতি জ্বালল, তারপর এমন ভাবে রাখল সেটা, মনে মনে খুশি হলাম, হ্যাট খুললেও আমার চেহারা পরিষ্কার দেখতে পাবে

www.BanglaBook.org

না ও।

'এইবার, যদি কিছু মনে না করেন, প্রমাণটা দেখান, সার।'

আমার আঙুল থেকে ওর দেওয়া সেই আংটিটা খুলে এগিয়ে দিলাম আমি। ওটা নিয়ে আলোর সামনে গিয়ে বসল লিলি। মোমের আলোয় আমি দেখলাম, সেই আগের মতই সুন্দরী রয়েছে লিলি এই আটত্রিশ বছর বয়সেও। দেখলাম, আংটিটা দেখার পরও নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রেখেছে ঠিকই, কিন্তু থরথর করে কাঁপছে ওর হাত।

'হ্যাঁ, চিনি আমি আংটিটা,' বলল ও অনেকক্ষণ পর। 'আমার মায়ের ছিল এটা, বহু বছর আগে এক যুবককে দিয়েছিলাম আমার ভালোবাসার চিহ্ন হিসেবে, কথা দিয়েছিলাম ওকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না। আপনার কাহিনী সত্য বলে মেনে নিচ্ছি এবার। এটা এতদূর বয়ে এনেছেন, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। যদিও কাহিনীটা বড়ই দুঃখের। খুবই দুঃখের। যাক, এ-বাড়িতে আমি একা থাকি, কাজেই আপনাকে এখানে থাকতে বলতে পারছি না। কাছেপিঠে কোনও সরাইখানাও নেই। আপনাকে মাইলখানেক দূরে আমার ভাইয়ের বাড়িতে যেতে হতে পারে। জায়গাটা আপনি চিনতে না পারলে আমি আমার লোক দিতে পারি সঙ্গে। ওখানে আপনার মৃত বন্ধুর ছোট বোন মেরি বোযার্ড আপনাকে যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করবে বলেই আমার বিশ্বাস। আপনার মুখ থেকে তার ভাইয়ের বিস্ময়কর অভিযানের কথা শুনতে ওর ভালোও লাগবে।'

মাথা ঝুঁকিয়ে 'বাউ' করলাম। 'তার আগে, সেনিয়োরা, আমার বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরটা জানিয়ে দিলে ভালো হতো।'

'মরা মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।'

'তবু, সেনিয়োরা, মরা মানুষের শেষ খেয়াল...'

www.BanglaBook.org

'আংটির ভেতর কী লেখা রয়েছে বলুন তো?'

"অন্তরে অন্তর,
দূরত্ব যদি বা দুস্তর ॥"

বলেই জিভে কামড় দিতে ইচ্ছা হলো আমার।

'তা হলে সেটাও জানা আছে আপনার! অনেকদিন ধরে এটা আপনার হাতে রয়েছে মনে হচ্ছে। এবার তা হলে উত্তরটা জেনে নিন। দূরত্ব যদিও দুস্তর ছিল, এই আংটি যার হাতে ছিল তার স্মৃতি ধরে রেখেছিলাম আমি, আর কারও সঙ্গে বিয়েতে রাজি হইনি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে অন্তরে অন্তর ছিল না ওর; অসভ্য, জংলী এক মেয়েকে বিয়ে করেছিল, সে-ঘরে বাচ্চা-কাচ্চাও হয়েছে ওর। কাজেই আপনার মৃত বন্ধুর প্রার্থনার উত্তর হচ্ছে: আমি তাকে অন্তর থেকে মাফ করে দিলাম, তবে সেই সঙ্গে আমার শপথ আমি ফিরিয়ে নিলাম। তার শপথ সে ভঙ্গ করেছে, অসম্মান করেছে আমাকে; এখন আমার একমাত্র চেষ্টা হবে সম্ভব হলে তাকে ভুলে যাওয়া।'

ওর হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গেল আংটিটা।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। মনটা ভেঙে গেছে। এখানেই তা হলে শেষ। অবশ্য এজন্য ওকে দোষ দেওয়া যায় না এক বিন্দুও। কিন্তু আমাকেও কি দেওয়া যায়?

লিলির কথা শেষ। একটি টু শব্দ করলাম না। নিচু হয়ে ঝুঁকে মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আংটিটা পরলাম অনামিকায়। তারপর এগোলাম দরজার দিকে। একবার মনে হলো, নিজের পরিচয় দিই; পরক্ষণে বুঝতে পারলাম মৃত আমাকে যে ক্ষমা করতে পারছে না, জীবিত আমার সেখানে কোনও সুযোগ নেই। নাহ্, থাক, ওর কাছে আমি মরে গেছি, মরেই থাকব।

www.BanglaBook.org

দরজা পেরিয়ে যখন চলে যাচ্ছি, তখন মধুর কণ্ঠ ভেসে এল পিছন থেকে:

'টমাস! যাচ্ছো, যাও; কিন্তু তোমার টাকা-পয়সা, জিনিস-পত্র, সোনা-দানা, জায়গা-জমি আমার কাছে সব গচ্ছিত রাখা আছে; সেগুলো বুঝে নেবে না?'

অবাক হয়ে পিছন ফিরলাম। ধীর পায়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে লিলি, দু'-হাত দু'-পাশে ছড়ানো।

'বোকা কোথাকার!' নিচুগলায় বলল লিলি, 'ভেবেছিলে মেয়েমানুষকে অত সহজে ধোঁকা দিতে পারবে? হল গার্ডেনের বিচগাছের কথা বলছ, অন্ধকারে ঠিক জায়গা মত পা ফেলে বাঁক নিয়ে চলে আসছ একটা অপরিচিত বাড়ির ড্রইংরুমে, স্প্যানিশ এক যোদ্ধা গড়গড়িয়ে বলে দিচ্ছে আংটির ভেতরের লেখা এমন একজন প্রিয় মানুষের কণ্ঠে যে মারা গেছে বহু বছর আগে! শোনো: তোমার বন্ধুর শপথ ভঙ্গের অপরাধও আমি ক্ষমা করে দিচ্ছি, কারণ সে আমাকে মিথ্যে বলে ঠকাবার চেষ্টা করেনি। অদ্ভুত এক দেশে গিয়ে পরিস্থিতির শিকার হয়ে অনেক কিছুই করতে হতে পারে মানুষকে। আমার প্রতি তার ভালোবাসার প্রমাণ যখন পেলাম, আমি এটুকু বলতে পারি, এখনও আমি ভালোবাসি তাকে, যদিও এখন সম্ভবত ভালোবাসার বয়সটা আর নেই আমার। অপেক্ষা করতে-করতে-করতে আমি...'

কথা শেষ করতে পারল না লিলি, ডুকরে কেঁদে উঠল। দু'-পা এগিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওকে। চুমো দিলাম আমরা পরস্পরের ঠোঁটে, যেন বয়সটা এখনও আমাদের সেই আঠারো-উনিশ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উনচল্লিশ

এবার আমার গল্প শেষ হয়ে এল। বয়স হয়েছে মেলা, লেখালিখি এই বয়সে খুবই কষ্টের কাজ। লিখতে লিখতে একেক সময় মনে হয়েছে–নাহ্, বাদ দিই, আমার দ্বারা হবে না।

বেশ অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম আমরা। দু'জনেরই মনে ভিড় করে আসছে হাজারো কথা, কিন্তু এই মধুর মুহূর্তটাকে নষ্ট করতে চাইলাম না কেউই। তারপর নীরবেই আমরা দু'জন হাঁটুতে ভর দিয়ে পাশাপাশি বসলাম মেঝেতে, প্রাণ খুলে ধন্যবাদ দিলাম সৃষ্টিকর্তা প্রভুকে।

আমরা প্রার্থনা থেকে উঠেই বাইরে কথাবার্তার আওয়াজ পেলাম, তারপর হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকল মোটাসোটা এক মহিলা, তার পিছনে সুবেশী এক ভদ্রলোক। আমার বোন মেরিকে চিনতে পারলাম তার স্বামী উইলফ্রেড বোযার্ডকে দেখে। ওদের পিছন পিছন এল ওদের দুই দুরন্ত ছেলেমেয়ে রোজার ও জোউন। বোঝা গেল, এতদিন পর আমি ফিরে এসেছি টের পেয়েই কাজের লোক জনকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল লিলি ওদের।

আমাকে চিনতে না পেরে হাঁ করে চেয়ে রইল মেরি আমার মুখের দিকে। জন গিয়ে বলেছে, এমন একজন এসেছে লজে, যাকে দেখে ওরা খুশি হবে। কিন্তু কে এই লোক?

'মেরি,' খানিক চুপ করে থেকে বললাম, 'আমাকে চিনতে

www.BanglaBook.org

পারছিস না, মেরি?'

'আরে! তা-ই তো!' বলে চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠল মেরি, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার বুকে। মরা ভাইকে ফিরে পেয়ে এটা আনন্দের কান্না। আর ওর স্বামী এত খুশি হয়েছে যে আমার হাত ধরে ঝাঁকাচ্ছে তো ঝাঁকাচ্ছেই। বাচ্চা দুটোকে কাছে ডেকে পরিচয় দিলাম নিজের, 'আমি তোমাদের সেই মামা, যার কথা শুনেছ যে বহুদিন আগে জাহাজডুবি হয়ে মারা গেছে।'

ইতিমধ্যে আমার ঘোড়াটা ধরে আস্তাবলে ভরা হয়েছে। মেয়েরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল সাপারের ব্যবস্থা করতে। বিশ বছর পর বাড়িতে তৈরি ইংলিশ সাপার দারুণ লাগল আমার জিভে।

খাওয়া-দাওয়ার পর গল্প করতে বসে খবরাখবর আদান প্রদান করলাম আমরা। জানা গেল, আমার পাঠানো টাকা-পয়সা, মাল-পত্র ঠিকমতই পৌঁছেছিল এখানে। লিলির তত্ত্বাবধানে সম্পদের পরিমাণ বেড়েছে আরও অনেক। আমার মৃত্যুর সংবাদ জানার পর আমার সম্পত্তির একটা অংশ পেয়েছে মেরি। সেটা দিয়ে বেশ কিছু জমি কিনেছে ওরা ইয়ারশাম আর হেডেনহ্যাম-এ। ডিচিংহামের টিন্ডেল হল আর ক্রুম-এও কিনেছে বাড়িঘর।

এসব শুনে চট্ করে আশ্বস্ত করলাম উইলফ্রেডকে, ওগুলো আর আমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে না; আমার বোনেরই থাকবে। একথা শুনে ওর মুখে আন্তরিক হাসি ফুটল; এতক্ষণ ও হয়তো ভয়ে ভয়ে ছিল, আবার না আমার সম্পত্তি আমি চেয়ে বসি। আসলে এতদিন ওগুলো ওরা ভোগদখল করেছে, যত্ন-আত্তি করেছে, নিজের বলে ভেবেছে—ওগুলো ওদেরই থাকা উচিত।

বাবার মৃত্যুর কথা শুনলাম। জানা গেল, ঠিক সময়মত আমার পাঠানো জিনিসপত্র এসে যাওয়ায় জেফরির হাত থেকে খুব সহজেই বাঁচতে পেরেছিল লিলি। আর আমার পুরনো শত্রু, অর্থাৎ

www.BanglaBook.org

লিলির বাবা স্কোয়ায়্যার বোযার্ড মারা গেছেন সন্ন্যাস রোগে-কী একটা ব্যাপারে হঠাৎ রেগে ওঠায় শিরা ছিঁড়ে গিয়েছিল মাথার। বাবার মৃত্যুর পর, উইলফ্রেড আর মেরি যখন বিয়ে করল, তখন জেফরির ধার-দেনা শোধ করে মেরির কাছ থেকে ওর অংশটা কিনে নিয়ে লিলি সরে এসেছে এখানে, এই লজে। তারপর থেকে আমার সম্পত্তি দেখাশোনা আর সমাজকল্যাণের কাজে কাটিয়েছে ও একাকী জীবন।

এবার ওরা সবাই ধরল আমার কথা শুনবে বলে।

বললাম। সেই শুরু থেকে। সেভিলে হঠাৎ দেখা পাওয়া গুরু আন্দ্রে ডি ফঁসেকার কথা দিয়ে শুরু করে একনাগাড়ে বলে গেলাম সারারাত, তারপরেও শেষ না হওয়ায় বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু করলাম পরদিন। আযটেকদের যুদ্ধের কথা বললাম, টিওকালিতে নরবলির কথা বললাম, বার্নাল ডায়াযের তলোয়ারটা দেখালাম, গুয়াটেমকের কাছ থেকে উপহার পাওয়া এমারেল্ডের মহামূল্য হার দেখালাম, জামা খুলে ডি গার্সিয়ার নির্যাতনের নমুনা দেখালাম। অটোমির মেয়েরা কীভাবে আত্মহত্যা করল শুনে হাঁ হয়ে গেল সবার মুখ। আমার ছেলেটাকে খুন করার কথা শুনে চোখে পানি এসে গেল কোমল-হৃদয় লিলির। কাহিনী শেষ হলো ডি গার্সিয়ার মৃত্যু, প্রিন্সেস অটোমির আত্মহত্যা আর মেরিনার পরিণতি দিয়ে।

বেশ কিছুদিন মেরি ও তার স্বামীর আতিথ্যে হলের একটা কামরায় থাকলাম আমি। তারপর বিয়ের দিন-তারিখ স্থির হলো।

অনাড়ম্বর ভাবে চার্চে গিয়ে বিয়ে করলাম আমি আর লিলি। ওখান থেকে গিয়ে উঠলাম আমার নিজের বাড়ি লজে। লিলির গর্ভে একটা ছেলে হয়েছিল আমার, কিন্তু বাঁচেনি দু'-মাসের বেশি। আমিও এই গার্ডেনার্স লজে লিলির সঙ্গে নিরুপদ্রব,

www.BanglaBook.org

নিরুদ্বিগ্ন প্রায় পঞ্চাশটা বছর কাটিয়ে আজ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।

কথা দিয়েছিলাম মহামান্যা রানিকে। দেরিতে হলেও আমার কথা আমি রক্ষা করলাম। শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াল কে জানে! আমার জীবন-কাহিনী শেষ করে কলমটা নামিয়ে রাখছি আমি আজ। কাজটা যে শেষ করতে পারলাম, সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমেন।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG